জ্ঞান-বল্লরী

শ্রীকুমারানন্দ সরস্বতী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ—

প্রণীত।

কোহিনুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

১১১/৪এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বসু-

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক

শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য,

সাং ঝাটান পোঃ মাজু জেলা হাওড়া।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা

ভূমিকা

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে এদেশ ওত-প্রোত। সভ্য-শিক্ষিত লোক বলিতে, এখন বৈদিশিক-পাশ্চাত্য-ভাষা-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিক্ষিত লোককেই বুঝায়। এ দেশ যে এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন-জ্যোতিষাদিতে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না, তাহারা জানেন যে,আধুনিক জগতে শিক্ষণীয় যাহা কিছু, সমস্তই আমরা পাশ্চাত্য-জাতির নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহারা জানেন না—বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল এই ভারতে, জ্যোতিষের প্রথম আলোক ফুটিয়াছিল এই ভারতে, দর্শনের আদি নিকেতন এই ভারতবর্ষ। জগতের অন্যান্য জাতি যখন অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন প্রথম জ্ঞানের প্রখর জ্যোতিঃ, এই ভারতেই বিকাশ পাইয়া সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। সভ্যতার আদি নিকেতন এই ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান-দর্শন-জ্যোতিষাদির আবিষ্কর্ত্তা আর্য্য মনীষিগণের বংশধর হইয়া আমরা, আমাদেরই শাস্ত্র-পুরাণাদির ব্যাখ্যা শুনিতে যাই বিদেশী বিজাতির দ্বারে। সেই বৈদেশিক-পণ্ডিতগণের বিকৃত ব্যাখ্যায় শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমরা আমদের পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী শাস্ত্রনিচয়কে ঘৃণাদৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছি। তাঁহাদেরই বিকৃত ব্যাখ্যায় পুণ্যশ্লোক পরমপুরুষ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে রিপু-পরতন্ত্র কামাতুর মানব বলিয়া ভ্রমহ্রদে পতিত হই, পরমারাধ্যা, প্রথমা প্রকৃতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াখ্য—শক্তিত্রয়ের মূলস্বরূপিণী-কালকামিনী মহাকালীকে অনার্য্যদের দেবীরূপে কল্পনা করিয়া হিন্দুদের দেবদেবী গঞ্জিকাসেবীর কপোল-কল্পিত-মাত্র, তাহাই সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাই। সেই-সমস্ত-ভ্রান্তি-অপনোদন-মানসে আমাদের দেশীয় সুপরিচিত ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র,

জ্যোতিষ্, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তাদি-অশেষ-শাস্ত্রাভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীমৎ কুমারানন্দ সরস্বতী নামে সুধী ও সাধক-সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে পুরাণ-দর্শনাদি শাস্ত্র হইতে সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ-পূর্ব্বক সাংসারিক মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে জ্ঞান-শিক্ষাছলে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি; তাহাতে শাস্ত্রের যাহা কিছু কূট, যাহা আমরা বিকৃতভাবে বুঝিয়া আসিতেছি, তাহা সরল ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া সহজে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহাই আশা করিয়া এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছি। জানি না সে গুরুভার-বহনে সমর্থ হইব কি না; পাঠকগণ যদি ঐই-পুস্তক-পাঠে আনন্দ লাভ করেন, যদি ইহার প্রচারে এক জনেরও ভ্রান্তি অপনোদিত হয়, তাহা হইলে এই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আরও নিবেদন এই পুস্তকখানির ভাষা সংস্কৃতানুযায়িনী হইয়া পড়িয়াছে, সেই হেতু ভাষার স্থানে স্থানে কঠিন হইয়াছে। পাদটীকায় কঠিন শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ বারুই বি, এ, আমাদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এই পুস্তক শীঘ্র মুদ্রিত হওয়ায় পুস্তকের স্থানে স্থানে যাহা কিছু ভুল হইয়াছে, পাঠকগণ! নিজ নিজ গুণে তাহা ক্ষমা করিবেন। সন ১৩৩৩।১৫ই বৈশাখ।

প্রকাশক।
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—
শ্রীকুমারানন্দ সরস্বতী—সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
সাং বাটান, পোঃ মাজু, জেলা হাওড়া।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমৎ কুমারানন্দ সরস্বতী।

জ্ঞান বল্লরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মঙ্গলাচরণ।

সচ্চিৎ সুখং বচনচিন্ত-পরং তুরীয়ম্,
মায়াজিতং ভুবন-পালক-মদ্বিতীয়ম্।
সুব্যাপকং ত্রিগুণ-কর্ম্ম-বিনাশ-শীলং।
তদ্ ব্রহ্ম মুক্তি ফলদং প্রণমামি পূর্ণং॥

যিনি নিত্য-আনন্দ-সুখস্বরূপ বাক্য-মনের অতীত তুরীয় মায়াহীন ভুবনপালন কর্ত্তা অদ্বিতীয় ব্যাপক ত্রিগুণ কর্ম্মের বিনাশকারী, সেই মুক্তি-ফল দাতা পূর্ণব্রহ্মকে আমি প্রণাম করি।

বিনীত শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুদেব! গুরু কাহাকে বলে?

নিরহঙ্কার গুরু উত্তর করিলেন, "যিনি জ্ঞানালোক দ্বারা অজ্ঞান-(১) তমোরাশি বিনাশ করেন, তাঁহাকে গুরু বলে।"

তন্ত্রার্ণবে—

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্ রু শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার-নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

গুশব্দে অন্ধকার, রুশব্দে তাহার নিরোধ, যিনি উপদেশ দ্বারা অজ্ঞান নিরোধ করেন, তাঁহাকে গুরু বলে।

---

(১) অন্ধকার।

এই গুরু দুই ভাগে বিভক্ত, জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন। যাহাদিগের ঐশ্বরিক বিষয় শিক্ষা করিবার ইচ্ছা নাই, সেই সকল মানবের অজ্ঞান গুরুর প্রসঙ্গ চিরকাল ভাল। জ্ঞানহীন গুরু দ্বারা কিঙ্করাদির ন্যায় ধনী ও শিক্ষিত শিষ্যের অনেক সাংসারিক উপকার হয়। যেমন অন্ধ মানব, উত্তম চক্ষুতারূপ মিথ্যা পরিচয়ে বহু অন্ধের হস্ত গ্রহণ করিয়া পথগমনচ্ছলে কাননে লইয়া শ্বাপদ সমাকীর্ণ স্থানে তাহাদিগকে সংস্থাপিত করে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান বিহীন গুরু, জ্ঞানিতা পরিচয়ে বহুবদ্ধ মানবকে অসদুপদেশে আবদ্ধ করিয়া সাধনা ছলে শাস্ত্র বিরোধী কুপথে লইয়া অশেষ যন্ত্রণাকর নরকাদিতে নিহিত করে। মানবের চেষ্টা ব্যতিরেকে সুপথ প্রায় সুলভ নহে। কেবল বাহ্য বেশ দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হয় না। বহুগুরু, উপদেশ প্রদান না করিয়া কেবল শিষ্যের ধনগ্রহণে যত্ন করেন।

মহানির্ব্বাণে :—

লোকপ্রতারণার্থায় জপ পূজা-পরায়ণাঃ।
বহবো গুরবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ॥

অনেক ব্যক্তি লোক বঞ্চনার জন্য (১) বাহ্য জপ পূজা করেন। বহুগুরু শিষ্যের অর্থ অপহরণ করেন।

বঞ্চক গুরুর অভিপ্রায় :—"আমি মূর্খতাবশতঃ শিষ্যপ্রতারণাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। শিষ্য কোনরূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি করিতে পারিলে, আমার বঞ্চনারূপ গুরুব্যবসায় বুঝিতে পারিবে, তখন সাধুরূপে বিশ্বাসীরগৃহে অন্ধকারে চৌর্য্যের ন্যায় আমার কল্পিত গুরুব্যবসা শিষ্য নিকটে অবরুদ্ধ হইবে। অতএব শিষ্যের কোনরূপে আধ্যাত্মিক উন্নতি না হয়।"

শিষ্য। তাহা হইলে এবিষয়ে কি গুরুর দোষ ?

(১) লোককে ঠকাইবার জন্য।

গুরু। নিদ্রিত নরের শিরশ্ছেদনের ন্যায় শিষ্য বঞ্চনা যে গুরুর স্বভাব, তাঁহার আবার দোষ কোথায়? ব্যাঘ্রের ব্রহ্মচর্য্য পুরুষামিষলাভ সূচনা করে।

শিষ্য। এক গুরু ত্যাগ করিয়া কি অন্য গুরু গ্রহণ করিতে নাই?

গুরু। বুদ্ধিব্যয়-কুণ্ঠ নরগণ এইরূপ কল্পনাদ্বারা ঈশ্বর-সাধনায় স্বকীয়-অনিচ্ছা সূচনা করেন। যেমন উচ্চশিক্ষা-প্রার্থী বালক, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ শিক্ষকের শিষ্য হয়, সেইরূপ জ্ঞানপ্রার্থী শিষ্য দীক্ষা কর্ম্ম শেষ করিয়া ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানীর শিষ্য হইতে পারেন।

কুলার্ণবে :—

মধুলোভী যথাভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎপুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলোভী তথাশিষ্যো গুরোগুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥

যেমন মধুলোভী ভ্রমর এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গমন করে, সেইরূপ জ্ঞানলোভী শিষ্য এক গুরু হইতে অন্য গুরু গ্রহণ করিতে পারেন।

কাংস্যপাত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণপাত্র গ্রহণের ন্যায় শিষ্য, অপকৃষ্টগুরু পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী উৎকৃষ্ট গুরু গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু উৎকৃষ্ট গুরু পরিত্যাগ করিয়া অপকৃষ্ট গুরু গ্রহণ করা যায় না। শিষ্য, উৎকৃষ্ট গুরুর বিনিময়ে অপকৃষ্ট গুরু গ্রহণ করিলে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় নিজ মনোরথ সফল করিতে পারেন না।

জ্ঞানার্ণবে :—

শিবেরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

শিব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না।

শিষ্য। ত্রিশঙ্কুর বৃত্তান্ত কি?

গুরু। ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কুনামে নরপতি ছিলেন। তিনি

একদা নিজকুলগুরু বিরিঞ্চিসুত বশিষ্ঠের নিকটে গমন করিয়া প্রণতি-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "গুরুদেব! কর্ম্মের ফল কিরূপে ফলে?" তারপর বশিষ্ঠ বলিলেন, "যেমন বীজ সম্ভূত ওষধিগণ, পক্কফল সৃষ্টি করিয়া নিজে নষ্ট হয়, সেইরূপ প্রথম-ক্ষণোৎপন্ন দ্বিতীয়-ক্ষণস্থিতিশীল কর্ম্মসকল, তৃতীয় ক্ষণে অপূর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়। ফলকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী অদৃষ্ট নামান্তর অপূর্ব্ব ফলভোগ পূর্ব্বে কোন প্রকারেই বিনষ্ট হয় না। যেমন ভূমিপতি, বহুভূমির আয় ভিন্ন ভিন্ন করিয়া শেষে সমস্ত ভূমির আয় একত্র সংযুক্ত করে, প্রত্যেক ভূমির আয়কে অঙ্গকর্ম্ম, ও একত্র সংযুক্ত সকল ভূমির আয়কে অঙ্গীকর্ম্ম বলে, সেইরূপ যজ্ঞাদি অঙ্গাঙ্গী কর্ম্মের বহুক্ষুদ্র কর্ম্মকে অঙ্গকর্ম্ম, ও একত্র সংযুক্ত বহুক্ষুদ্রকর্ম্মসম্ভূত এক বৃহৎ কর্ম্মকে অঙ্গীকর্ম্ম বলে। যজ্ঞাদি অঙ্গাঙ্গী কর্ম্ম সকল, ভিন্ন ভিন্ন অনেক অপূর্ব্ব, সৃষ্টি করিয়া নিজে নষ্ট হয়, ও অনেক অপূর্ব্ব ফলকাল পর্য্যন্ত-স্থায়ী একপরমাপূর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়। অক্ষয় সেই পরমাপূর্ব্ব, মহাপ্রলয়ে মায়ায় বিলীন হইয়া সৃষ্টি সময়ে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া যথাসময়ে সুখদুঃখ ফল প্রদান করে। যেমন বীজে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত বৃক্ষ, মৃত্তিকাজল-যোগকালে বীজ হইতে আবির্ভূত হইয়া বীজকে নষ্ট করে, সেইরূপ শুভাশুভ পরমাপূর্ব্বে অব্যক্তভাবে(১) অবস্থিত সুখদুঃখরূপ ফল, ভোগকালে পরমাপূর্ব্ব হইতে আবির্ভূত হইয়া পরমাপূর্ব্বকে বিনষ্ট করে। শুভাশুভ পরমাপূর্ব্বরূপে চিরকাল বর্ত্তমান সুখদুঃখবীজ পুণ্যপাপকর্ম্ম সকল, ভোগপ্রাপ্ত না হইয়া অনন্ত কালেও বিনষ্ট হইতে পারে না।

মীমাংসা শাস্ত্রে :—

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি।

(১) অপ্রকাশিত

শতকোটি প্রলয় কাল সমাগত হইলেও কর্ম্ম, সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত না হইয়া কোনরূপেই ক্ষয় হয় না।

অবশ্য ভোক্তব্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে সশরীরে স্বর্গফলদাতা যজ্ঞ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।" এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিশঙ্কু সবিনয়ে বলিলেন, "গুরুদেব! যাহাদ্বারা সশরীরে স্বর্গে গমন হয়, আপনি কৃপা করিয়া আমার জন্য সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।" বশিষ্ঠ বলিলেন, "ব্রাহ্মণসাধ্য এই যজ্ঞে ক্ষত্রিয় তোমার অধিকার নাই। তোমার অনুরোধে আমি অশাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া নরকে গমন করিতে পারিব না।" এইরূপে বশিষ্ঠ নিকটে প্রত্যাখ্যাত নৃপতি, স্বর্গগমনলোভে গুরুসুত সমীপে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞের কথা প্রস্তাব করিলেন। গুরুপুত্র বলিলেন, "পিতা থাকিতে আমরা কে? আপনি তাঁহার নিকটে গমন করুন।" ত্রিশঙ্কু বলিলেন, "আমি তাঁহার নিকটে গমন করিয়া অনধিকারিতা হেতু প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি।" এইরূপ বাক্য শুনিয়া গুরুপুত্র, রোষ পরবশ হইয়া বলিলেন, "তুমি, বিবেচক রাজা হইয়া চণ্ডালের ন্যায় গুরুর অপমানসূচক যজ্ঞকর্ম্ম গুরুপুত্রদ্বারা করাইতে চাও, অতএব চণ্ডাল হও।" এই বলিয়া ত্রিশঙ্কুকে অভিসম্পাত করিলেন। অনন্তর অভিশাপ চণ্ডাল ত্রিশঙ্কুকে অবলোকন করিয়া তাহার আত্মীয়বর্গ, ও প্রজাবৃন্দ স্পর্শভয়ে দূর হইতে পলায়ন করিলেন। রাজা, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাননে গমন করিয়া বশিষ্ঠ বিদ্বেষী বিশ্বামিত্রের শরণাগত হইলেন। বিশ্বামিত্র, শত্রুশিষ্য ত্রিশঙ্কুকে সাদরে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন, এবং আরব্ধ সশরীর স্বর্গপ্রদ যজ্ঞে দেবগণের আহুতি অগ্রহণ দর্শনে কুপিত হইয়া বলিলেন, "আমি যোগবলে নূতন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া তাহা দ্বারা নূতন স্বর্গ ও নব দেবগণ সৃষ্টি করাইব, এবং সেই দেবগণ দ্বারা যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করাইয়া ত্রিশঙ্কুকে নূতন স্বর্গে পাঠাইব" এই বলিয়া কুশিকপুত্র পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর যোগোৎপন্ন সৃষ্টির

প্রারম্ভ কালে ভীত দেবগণ, বিশ্বামিত্র সমীপে আগমন করিয়া স্তবদ্বারা তাহার প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক কুশিক সুতের (২) সৃষ্টি সংকল্প বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া যজ্ঞীয় আহুতি গ্রহণ করিলেন। ত্রিশঙ্কু যজ্ঞপূর্ণতা ফলে শাপোৎপন্ন চণ্ডালত্ব -বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে, স্বর্গদ্বারস্থিত বজ্রপাণি সমীপস্থিত ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন, "তুমি উৎকৃষ্ট-গুরু পরিহার করিয়া অপকৃষ্ট গুরু গ্রহণ করিয়াছ। গুরু বিদ্বেষ হেতু মহাপাতকী তোমার পুণ্য-লভ্য স্বর্গে প্রবেশ করিতে অধিকার নাই, অতএব তুমি এই স্থান হইতে পতিত হও।" তারপর দেবেন্দ্রবাক্যে স্বর্গ পতিত ত্রিশঙ্কু সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি, কৃপাবিতরণে স্বর্গচ্যুত আমাকে রক্ষা করুন।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তুমি ঐ স্থানে অবস্থান কর।" অনন্তর মনোরথ বৈফল্যে (১) অতিদুঃখিত ত্রিশঙ্কু, কৌশিক বাক্যে (২) স্বর্গপথের মধ্যদেশে অবস্থান করিয়া শ্রেষ্ঠ গুরু পরিত্যাগোৎপন্ন আক্ষেপে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অতএব সদ্গতির জন্য বহু চেষ্টা করিলেও উৎকৃষ্ট গুরু পরি ত্যাগকারীর দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবিনী।

শিষ্য। কুলগুরু কি ত্যাগ করিতে নাই?

গুরু। নিজপূর্ব্বপুরুষ পূজিত ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত কুলগুরুর সহিত আর্থিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে নাই। পৈতৃক ভূমিসম্পত্তির ন্যায় শিষ্যসম্পত্তি-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী সরস্বতীর কৃপাবঞ্চিত (৩) কুলগুরুর প্রাপ্তব্য অর্থের বিনাশ চেষ্টা মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে।

শিষ্য। তাহা হইলে কি কুলগুরু নিকটে উপদেশ গ্রহণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

গুরু। যদি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধহীন চিকিৎসকপুত্রের নিকটে চিকিৎসা-করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় তাহা হইলে যোগজ্ঞানবিহীন কুলগুরুর সমীপে উপদেশ-গ্রহণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে। দৃঢ় বিশ্বাসকারী শিষ্য, সাধনাহীন কৌশল-

(১) অভিলাষ নিষ্ফল হইলে। (২) বিশ্বামিত্র। (৩) মূর্খ।

কারী কুলগুরুর নিকটে অশাস্ত্রীয় উপদেশ গ্রহণ করিলে, জ্ঞানগম্য পরমেশ্বর সমীপে গমন না করিয়া পরিণামে অন্ধবিশ্বাসীর ন্যায় নরকে পতিত হয়। অন্ধবিশ্বাস যথাঃ—সরলবিশ্বাসী কোন অন্ধ, স্বজন মুখে মনোহর গান্ধার দেশের গুণ গরিমা শ্রবণ করিয়া তদ্দেশোৎপন্ন সুখসম্ভোগ বাসনায় চিত্ত বিস্ফারিত হইলে, যষ্টি সাহায্যে সমস্ত বুদ্ধি ব্যয় করিয়া গ্রাম্যপথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিজন-কাননে গমন করিতে করিতে কণ্টক সমাচ্ছন্ন দেশে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর নির্জ্জন বনভ্রমণকারী কোন সাহসী নর, দূর হইতে "কে কোথায় আছ, আমাকে গান্ধার দেশ গমনের পথ দেখাও" এইরূপ কাতর শব্দ শ্রবণ করিয়া অন্ধসমীপে আগমনপূর্ব্বক কৌতুক দর্শনমানসে চেষ্টা-ক্রমে (১) বন্য বৃষভ আনয়ন করিলেন, এবং বলিলেন, "এই বৃষ তোমায় গান্ধার দেশে লইয়া যাইবে, তুমি কোনরূপে ইহার পুচ্ছপরিত্যাগ করিওনা।" সেই বঞ্চক-বঞ্চিত অন্ধ,তদীয় বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক গোপুচ্ছ (২) ধারণ করিয়া সঙ্কুচিত দেহে লম্বমান হইল। বনবাসী বলীবর্দ্দ (৩) পুচ্ছভারে উৎপীড়িত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় মর্ক্কটী (৪) বনাদি দুর্গমস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অন্ধ, মর্ক্কটী স্পর্শে অসহ্য কণ্ডুতি(৫) ও কণ্টকরাশি স্পর্শে বহু ক্ষত দেহে রুধিরস্রাব (৬) এবং দোলন সময়ে তরুঘর্ষণ প্রাপ্ত হইল। দ্রুত গমন-কালে কূপমুখে অবরুদ্ধ দোলায়মান অন্ধজানুসন্ধির (৭) মোচনের জন্য অন্ধ-বৃষের পরস্পর বলপ্রকাশ হইলে, বিফল মনোরথ অন্ধ, ছিন্ন গোলাঙ্গুল নিজহস্তে ধারণ করিয়া গভীর নীর কূপে পতনপূর্ব্বক শমন-সদনে (৮) গমন করিল।

শিষ্য। পিতা শ্রেষ্ঠ কি গুরু শ্রেষ্ঠ ?

গুরু। শরীর সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা হইতে সংসার নাশক জ্ঞানদ্বারা মুক্তি-ফলদায়ী গুরু শ্রেষ্ঠ।

(১) বুনো ষাঁড়। (২) গরুর লেজ। (৩) ষাঁড়। (৪) আলকুসী।
(৫) চুলকণা। (৬) রক্ত পাত। (৭) হাঁটু। (৮) যমালয়ে।

শ্রীক্রমে :—

উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদোগুরুঃ।

জন্মদাতা ও মন্ত্রদাতা এই উভয়ের মধ্যে মন্ত্রদাতা শ্রেষ্ঠ।

পিতা সংসারসূচক শরীরদানে পুত্রকে মৃত্যুর ক্রোড়ে নিক্ষেপ করেন; গুরু পুনর্জন্ম নিরোধরূপ তত্ত্বজ্ঞান দানে শিষ্যকে মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে বিমুক্ত করেন। সৌভাগ্যবশতঃ বহুপুণ্য ফলে সদ্‌গুরুর সমাশ্রয় হইলে, শিষ্য একজন্মে বিমুক্ত হইতে পারেন। সদ্‌গুরু সহায়ের সাধনা তরণি, (১) কাম-ক্রোধাদি প্রবল বায়ুর পরাক্রমে পাপরূপ-প্রতিকূলমার্গে(২) গমন করিয়া অষ্ট পাশরূপ ভীষণতরঙ্গযুক্ত সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারে না। পরমেশ্বর, কৃপা করিয়া গুরুরূপে শিষ্য সমীপে আগমন করেন।

বেদান্তে :—

আচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

পরমেশ্বর গুরুরূপে নিজগতি প্রকাশ করেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমপুরুষ, গুরুর চিত্তে অবস্থান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশপূর্ব্বক শিষ্যের মুক্তি বিধান করেন।

শিষ্য। মুক্তি কত প্রকার?

গুরু। মুক্তি পঞ্চ প্রকার। সর্ব্বসুখ পূর্ণ বৈকুণ্ঠে প্রজার ন্যায় বসতি-পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে মাধবের পাদপঙ্কজ দর্শনকে সালোক্য-মুক্তি বলে। শান্ত ও বাৎসল্যভাবে উপাসনাকারীর এই মুক্তিলাভ হয়। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধহীন জিতেন্দ্রিয়ভাবে উপাসনাকে শান্ত ভাব বলে। শরভঙ্গ প্রভৃতি এইভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সহিত পুত্র কন্যারূপ সম্বন্ধ-স্থাপনপূর্ব্বক উপাসনাকে বাৎসল্যভাব বলে। বসুদেব দেবকী প্রভৃতি এই ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি সমীপে সর্ব্বদা দাসভাবে

(১) নৌকা। (২) বিপরীত পথ।

স্থিতিকে সামীপ্য মুক্তি বলে। দাস্যভাবে উপাসনাকারীর এই মুক্তিলাভ হয়। ঈশ্বরের সহিত পিতা পুত্র ও প্রভু দাস সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক উপাসনাকে দাস্যভাব বলে। হনুমান্ গরুড় প্রভৃতি এইভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠে (১) মন্ত্রীর ন্যায় হরিসদৃশরূপ ধারণ করিয়া কেশব তুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগকে সারূপ্য মুক্তি বলে। সখ্যভাবে উপাসনাকারীর এই মুক্তিলাভ হয়। ঈশ্বরের সহিত বন্ধু সম্বন্ধস্থাপনপূর্ব্বক উপাসনাকে সখ্যভাব বলে। অর্জ্জুন গোপবালকাদি এইভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুসমীপে সর্ব্বদা পত্নী প্রভৃতি পরিজনরূপে অবস্থানকে সার্ষ্টি মুক্তিবলে। মধুরভাবে উপাসনাকারীর এই মুক্তিলাভ হয়। ঈশ্বরের সহিত পতিপত্নী সম্বন্ধস্থাপনপূর্ব্বক উপাসনাকে মধুরভাব বলে। গোপীগণ এইভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। এইভাব অত্যন্ত কঠিন ও অষ্ট পাশযুক্ত সাধারণ জীবের পক্ষে সর্ব্বরূপে অসম্ভব। এই ভাব সিদ্ধির জন্য গোবিন্দ বস্ত্রহরণ-চ্ছলে গোপীগণকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কোন কোন শাস্ত্রকার, নিজ নিজ গ্রন্থে সাধারণ জীবের প্রবোধের (২) জন্য এক নৃপতির বহু ভবন ও বহু-বেশের ন্যায় এক বৈকুণ্ঠকে গোলোকাদি নামরূপে বিভিন্ন করিয়া বৈকুণ্ঠপতি এক বিষ্ণুকে দ্বিভুজাদি কল্পিতরূপে বিভিন্ন করিয়াছেন। এক বিষ্ণুর কল্পিত বহুরূপ বুদ্ধিমান নরের মোহ সৃষ্টি করিতে পারে না। লবণ পাঞ্চালিকার (৩) সমুদ্রের ন্যায় পরমেশ্বরে লয়প্রাপ্তিকে সাযুজ্যমুক্তি বলে। সর্ব্ব-ব্যাপি পরমব্রহ্ম ভাবে উপাসনাকারীর তত্ত্বজ্ঞানলভ্য নির্ব্বাণ নামান্তর সাযুজ্য মুক্তি লাভ হয়। সর্ব্বভাবে উপাসনাদ্বারা বাসনাত্যাগকারীর পূর্ণ-তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশকালে নৈসর্গিকী (৪) এই মুক্তিস্বয়ং সিদ্ধ হয়। জিতেন্দ্রিয় মানব বাসনালেশাশ্রয়ে জ্ঞানলভ্য নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

শিষ্য। গুরুর দোষ বিচার কি কর্ত্তব্য?

(১) মন্ত্রীযেমন রাজ তুল্য বেশ ধারণ করে সেইরূপ। (২) জ্ঞান।
(৩) নুনের পুতুল (৪) স্বাভাবিক।

গুরু। গুরুর বিশেষ দোষ বিচার কর্ত্তব্য, সামান্য দোষ বিচারে দোষহীন মানব প্রায় দুর্ল্লভ। বহু গুণ মধ্যে বিলীন অল্প দোষ গুণশালী গুরুর গুরুত্ব নষ্ট করিতে পারে না। তুষার সমাচ্ছাদনে হিমালয় ও কলঙ্কচিহ্নে নিশাকর, ভগগ্রহণে সুরপতি, গোপান্ন ভক্ষণে শ্রীপতি, বসনত্যাগে মহাকালী, কালকূট পানে শঙ্কর, পাদস্থূলতায় (১) শমন, সর্ব্ব-ভোজনে হুতাশন, বেশ্যোৎপত্তিতে বশিষ্ঠ, মৎসগন্ধা প্রসবে বেদব্যাস, জার সম্ভবে পাণ্ডবগণ, মাতঙ্গমুখ (২) গ্রহণে গণেশ, এবং লবণ সংসর্গে সমুদ্র, নিজ নিজ সৌভাগ্য হইতে কখনও বঞ্চিত হননা। (৩)বিপণিগত মিষ্টক্রয়কারী মানবের মোদকের ভোজনানুসন্ধান নৈষ্ফল্যহেতু অনুচিত, কেবল ক্রেতব্য মিষ্টে পূতি পর্য্যুষিত কুরসত্বের বিচার আবশ্যক। কাকদন্ত পরীক্ষায় কোন ফল নাই। গুরুর আবশ্যকীয় তত্ত্বজ্ঞানের বিচার কর্ত্তব্য, অনাবশ্যকীয় বিষয়ের বিচার কর্ত্তব্য নহে।

শিষ্য। কিজন্য কোন গুরু শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন না?

গুরু। অজ্ঞতাহেতু গুরু শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন না। যোগজ্ঞান-হীন গুরুর নিকটে শিক্ষা সর্ব্বরূপে বিপরীত ফল প্রদান করে। (৪) সুবর্ণ গুণ অনভিজ্ঞ কুম্ভকারের নিকটে স্বর্ণভূষণ পরামর্শ মৃত্তিকাসক্ত-মতিকল্পনা-হেতু বিপরীত ফলপ্রদ হয়। (৫) উঞ্ছবৃত্তিশীল নরের নিকটে বিফলা শত

---

(১) গোদা পা বলিয়া। (২) হাতী। (৩) দোকানশ্রেণী; হাট; ময়রার দোকানে গিয়া ময়রা কি খায় না খায় এসন্ধান জানায় কোন ফল নাই; কেবল যে মিষ্টান্ন কেনা হইবে তাহা দুর্গন্ধ, কি বাসি কি ধরা বা বিরস তাহা জানাই দরকার।

(৪) কুমার সোণার দোষগুণ জানেনা, তাকে সোণার জিনিষ প্রস্তুত করিবার যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলে তাহার মাটিঘাঁটা বুদ্ধিতে সে যে যুক্তি দিবে তাহাতে উল্টা ফল হইবে।

(৫) জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি শস্য কুড়াইয়া লওয়াকে উঞ্ছবৃত্তি বলে। এইরূপ বৃত্তি যাহার, তাহার নিকট ১০০ টাকা চাওয়া বৃথা, কিন্তু মহাদাতা মহারাজের নিকট সে ভিক্ষা সযত্নে পূর্ণ হয়।

মুদ্রা প্রার্থনা বহুধনশালী মহারাজের সমীপে দানশীলতাহেতু সাদরে পরিপূর্ণা হয়।

শিষ্য। কনিষ্ঠ দ্বিজ কি জ্যেষ্ঠের গুরু হইতে পারেন ?

গুরু। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ-বালক বৃদ্ধব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন। বয়সানুসারে শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণের নহে।

নিগম কল্পদ্রুমে :—

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধনতো জ্যৈষ্ঠ্যং শূদ্রাণাস্তু বয়ক্রমঃ॥

ব্রাহ্মণের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী জ্যেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বলশালী ও বৈশ্যের মধ্যে ধনবান্ এবং শূদ্রের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ হয়।

ব্রাহ্মণের জ্ঞান শ্রেষ্ঠতা হেতু যুবা বৃদ্ধের গুরু শাস্ত্রসিদ্ধ।

শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থে :—

বর্ষিষ্ঠান্তে বসদৃষি গণৈরাবৃতং বৈ যুবানং।

ব্যয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্য ঋষিগণ যুবা দক্ষিণামূর্ত্তি গুরুকে আবৃত করিয়াছিলেন।

শিশু আঙ্গিরস পিতৃগণকে যোগশিক্ষা দিয়াছিলেন। বৃদ্ধব্রাহ্মণগণ যুবাশঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে কোন বিচার নাই। তত্ত্বজ্ঞাননিপুণা চূড়ালা নিজপতি শিখিধ্বজ নৃপতিকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় জনকরাজা ব্যাসপুত্র শুকদেবকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ নৃপতি বৃদ্ধসচিবের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ বালক, বৃদ্ধের পূজনীয় হন।

শিষ্য। জন্মমাত্রেই সকল মানব শূদ্র, ও সংস্কার হইলে দ্বিজ, বেদপাঠ করিলে বিপ্র এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে ব্রাহ্মণ হয়। তবে শূদ্রের বয়োজ্যেষ্ঠতা কি ?

গুরু। নিজবুদ্ধি কল্পিত এই সমস্ত অর্থ শাস্ত্রের প্রতিকূলে গমন করে। শূদ্রাদি শব্দ কেবল ব্রাহ্মণ পক্ষে বিহিত হইয়াছে।

পুরাণে :—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানাত্তু ব্রাহ্মণঃ ॥

ব্রাহ্মণ, জন্মগ্রহণ করিয়া উপনয়নের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত শূদ্রের ন্যায় সন্ধ্যা-পূজাদি বর্জ্জিত হয়, উপনয়নরূপ সংস্কার হইলে ক্ষত্রিয়াদির মত সন্ধ্যা প্রভৃতি কার্য্য করে, ও বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিপ্র হয়, এবং সদ্-গুরুর সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হয়।

এই ব্রাহ্মণ দুই ভাগে বিভক্ত, কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ও জাতি ব্রাহ্মণ। শ্রমণা—ধর্ম্মব্যাধ—বিদুরাদি তত্ত্বজ্ঞানী নরনারীগণ নীচজাতি হইলেও পূর্ব্বজন্মের সিদ্ধি প্রভাবে কর্ম্ম ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সৌভরি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছিলেন। কর্ম্ম অপেক্ষা জাতিশ্রেষ্ঠ, শূকর সারমেয় প্রভৃতি জীবগণের জন্ম হইতে কুশকাশ ভক্ষণে ও গঙ্গাবারি পানে শরীর পুষ্টি হইলেও তদীয় দুগ্ধ কেহই সাদরে পান করেন না, এবং পুরীষ(১) ভোজিনী ধেনুর দুগ্ধে অপেয়ত্ব ভ্রান্তি কাহারও হৃদয়ে পদক্ষেপ করে না। অতএব শূদ্রশব্দ জাতিশূদ্র। ঈশ্বর উপাসনায় স্ত্রীশূদ্রনীচাদি সকল মানবের অধিকার আছে। ঈশ্বর সমীপে বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা-প্রযত্নকে অধম উপাসনা, ও দিগনির্ণয় যন্ত্র ভূচিত্র সাহায্যে সমুদ্র গমনের ন্যায় গুরুশাস্ত্র সাহায্যে ঈশ্বর নিকটে গমনকে মধ্যম উপাসনা এবং মনের চিকিৎসাকে উত্তম উপাসনা বলে। ব্যাধি চিকিৎসায় চিকিৎসক সাহায্যের ন্যায় উপাসনারূপ মনশ্চিকিৎসায় গুরুর সম্পূর্ণ সাহায্যের আবশ্যক, অতএব বহু চেষ্টাদ্বারা সদ্‌গুরু লাভ করিবে। মানব বুদ্ধিবলে জ্ঞান অনুমান করিতে না পারিলে, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণদ্বারা গুরুর গুণ অবগত হইবে।

(১) গাভী বিষ্ঠা ভক্ষণ করিলেও তার দুধ যে পানের অযোগ্য, এরূপ ভ্রম কাহারও মনে আসে না।

তন্ত্রে :—

পূর্ণাভিষিক্তো বিমন্ত্রী জিতেন্দ্রিয়ঃ,
সর্ব্বাগমজ্ঞঃ পরক্লেশ কাতরঃ।
কৌলোগুণী বেদবেদান্ত পারগঃ,
শান্তঃ কুলীনো গুরুঃ কথ্যতে দ্বিজঃ ॥

পরদুঃখকাতর গুণবান্ যে ব্রাহ্মণ পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া মন্ত্র বিষয় ভাল-জানেন, ও জিতেন্দ্রিয় কুলাচার নিপুণ হইয়া সর্ব্বসাধনাশাস্ত্র জানেন এবং সৎকুলোৎপন্ন শান্তস্বভাব হইয়া বেদবেদান্ত শাস্ত্র নিপুণ হন, তাহাকে গুরু বলে।

শিষ্য। শিষ্য কাহাকে বলে?

গুরু। যিনি অকপট হৃদয়ে গুরুশাসনে অবস্থানপূর্ব্বক অষ্টপাশচ্ছেদনের জন্য সাধনা করে, তাহাকে শিষ্য বলে।

তন্ত্রে :—

পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বাঙ্মনঃ কায় বসুভির্গুরু শুশ্রূষণে রতঃ ॥
গুরূপদিষ্টমার্গেচ সত্যবুদ্ধিরুদারধীঃ।
এবং লক্ষণ সংযুক্তঃ শিষ্যোঽভবতি নান্যথা ॥

পুণ্যবান্ ধর্ম্মিক গুরুভক্ত যে মানব, পবিত্র জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাক্য, মন, দেহ ও অর্থের দ্বারা গুরুর সেবা করে, এবং উদারবুদ্ধি হইয়া গুরূপদিষ্ট পথে সত্যজ্ঞানে চলিয়া যায়, এইরূপ লক্ষণযুক্ত সেই মানব শিষ্য হয়। অন্যব্যক্তি হয় না।

শিষ্য। অষ্টপাশ কাহাকে বলে?

গুরু। ঘৃণাদি অষ্টপদার্থকে শৃঙ্খলের ন্যায় বন্ধনহেতু পাশ বলে।

কুলার্ণবে ঃ—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সাচেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥

ঘৃণা ও লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল এবং জাতি এই অষ্ট পদার্থকে পাশ বলে। মানব পাশে আবদ্ধ থাকিলে জীব ও সর্ব্বদা পাশমুক্ত হইলে শিব হয়।

যেমন মেষ মহিষাদি পশু, (১) রজ্জ্বাদি পাশে আবদ্ধ হইয়া স্বাতন্ত্র্য (২) পরিত্যাগপূর্ব্বক পালকাধীনে অবস্থান করিয়া বন্ধনোদ্ভূত নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে, সেইরূপ মানব, অষ্টপাশে আবদ্ধ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্মাধীনে অবস্থান করিয়া বাসনাজনিত বহুবিধ দুঃখ ভোগ করে। কারাবদ্ধ কুক্কুরের ন্যায় অষ্টশৃঙ্খল সংযন্ত্রিত মানব, মায়াপিশাচীর ক্রোড়দেশে অবস্থান করিয়া পরম সুখে কালযাপন করে, ও বিষ মিশ্রিত পায়স ভোজনের ন্যায় পরিণাম ক্লেশকর— কামিনী-কাঞ্চনের সম্ভোগে জ্ঞানবিস্মৃত হইয়া অষ্টপাশ বন্ধন জনিত যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে না। (৩) বীভৎস বস্তুদর্শনে ভক্তিনাশক আন্তরিক মনোবিকারকে ঘৃণা, ও পাপাদি গুপ্ত বিষয়ের দর্শন শ্রবণে ধৈর্য্য-ক্ষমা-বিনাশী শীর্ষাবনতি (৪) সূচক মনোবিকারকে লজ্জা, উৎকট বস্তু দর্শনে সাহস শান্তি বিরোধী চিত্তবিকারকে ভয়, প্রিয়জন বিয়োগে সুখশান্তি সংহারী দুঃখ প্রবাহকে শোক, ধর্ম্মবিরোধি-বস্তু সংযোগে গুণকীর্ত্তি বিলোপী লোক প্রবাদকে নিন্দা, অপমান সূচক পদার্থ যোগে উৎসাহ দায়ী বংশাহঙ্কারকে কুলাভিমান, বিদ্বেষ-কর-পদার্থ লাভে

(১) রজ্জু—আদি রজ্জ্বাদি দড়ী প্রভৃতি। (২) স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা।

(৩) অত্যন্ত ঘৃণাকর কদর্য্য। (৪) মাথা নোয়ানা নীচুকরা)

নিজ মনোভাব বঞ্চনাকর স্বার্থযুক্ত প্রকৃতিকে কুটিলস্বভাব, এবং হীনতা-সূচক পদার্থ সংযোগে মাৎসর্য্য-ধৈর্য্য সহযোগী জননাহম্ভাবকে জাত্যভিমান বলে। পরমেশ্বর অংশসম্ভূত প্রাণিগণ, এই অষ্টপাশদ্বারা আবদ্ধ হইয়া জীবনাম ধারণ করিয়াছে।

শিষ্য। অষ্টপাশচ্ছেদনের উপায় কি?

গুরু। অষ্টপাশচ্ছেদন করিতে হইলে, মৈত্রী ও করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, শম, দম, উপরতি এবং তিতিক্ষা এই সমস্ত গুণের আবশ্যক। অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বজীবে মিত্রভাবকে মৈত্রী ও অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষা, কপটতা, বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বার্থশূন্য হৃদয়ে সমস্ত জীবে দয়া প্রকাশকে করুণা, পরৈশ্বর্য্য দর্শনে (১) অসূয়া বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সরলান্তঃকরণে আনন্দ প্রকাশকে মুদিতা এবং ধর্ম্মবিরোধি-কর্ম্ম দর্শনে স্বাধিপত্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক (২) তটস্থচিত্তে উদাসীনতাকে উপেক্ষা বলে। স্বার্থশূন্য হৃদয়ে শত্রু মিত্র সমূহে শান্তি স্থাপনকে শম বলে। (৩) যোষিৎ-পুরুষ প্রসঙ্গে সকল শরীর বিমোহী জননেন্দ্রিয় সুখকর শৃঙ্গার ভাবকে কাম ও নিজ বাসনা বিঘাতে ধৈর্য্য-জ্ঞান বিলোপী দুষ্কর্ম্মজনক মনোমালিন্যকে ক্রোধ, (৪) উপকার বৈশিষ্ট্য জ্ঞানে অধর্ম্ম বৃদ্ধিকরী পরদ্রব্য গ্রহণেচ্ছাকে লোভ, বিষয় (৫) বিত্ত-বিলাভে জ্ঞানবিনাশক কামক্রোধসম্ভূত মনো-বিকারকে মোহ, ক্রোধ কামদ-পদার্থ লাভে ধৈর্য্যজ্ঞান নাশিনী মত্ততাকে মদ এবং ধনবিদ্যা সংযোগে বিনয় বিধ্বংসী পরাবজ্ঞাসূচক অহম্ভাবকে মাৎসর্য্য বলে। অশ্বতুল্য প্রবল এই ষড়রিপুকে পরাস্ত করিয়া জিতেন্দ্রিয়-তাকে দম এবং ক্ষণভঙ্গুর জ্ঞানে সংসারে অনাসক্তিকে উপরতি বলে। সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, মানাপমান, যশ অপযশ, লাভালাভ, শান্তি অশান্তি প্রভৃতি বিরোধি ধর্ম্মদ্বয়ের বেগ সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা বলে। এই

(১) পরের গুণে দোষারোপ করা। (২) নির্লিপ্তভাবে (৩) রমণী, স্ত্রী (৪) বিশেষ উপকার (৫) ধন

গুণ সমূহ অবলম্বন করিয়া নিজ দোষত্যাগ ও পরকীয় সদ্‌গুণ সমুপার্জ্জন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। এইরূপ গুণোপার্জ্জনের পর শ্রদ্ধার আবশ্যক। গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। চিকিৎসকের ন্যায় গুরুতে এবং ঔষধের ন্যায় শাস্ত্রে অবিশ্বাস সাধনাফল বঞ্চনা করে। যেমন পরস্পরের সংযোগাভাবে ছেদনাসমর্থা দেহশক্তি ও কুঠারশক্তি একত্র মিলিত হইয়া বৃক্ষ ছেদন করে, সেইরূপ অন্যান্যের সংযোগাভাবে অকার্য্যকারিণী মানসিক শক্তি ও শাস্ত্রীয়শক্তি পরস্পর মিলিত হইয়া সাধনা সম্পাদন করে। ধৈর্য্যাবলম্বনে বহুবিঘ্ন সহ্য করিয়া অন্ধস্বরূপ মানসিক শক্তি ও সদ্‌গুরূপদেশে বুদ্ধিশক্তি পরিচালিত করিয়া খঞ্জসদৃশ শাস্ত্রীয়শক্তি সমুপার্জ্জিত হইলে, উভয়ের সংযোগ দ্বারা অন্ধপঙ্গু ন্যায়ের ন্যায় সাধনা কার্য্য সম্পাদিত হয়। অন্ধপঙ্গু ন্যায় যথাঃ—দ্রুতগামী বলশালী অন্ধ দৃষ্টিশূন্যতা হেতু এবং দূরদর্শী সমস্ত পথনিপুণ খঞ্জ চলনহীনতাবশতঃ গমন করিতে পারে না। দৈব বশতঃ উভয়ের যোগ হইলে, খঞ্জবুদ্ধি পরিচালিত অন্ধ, স্কন্ধারোপিত পঙ্গু দর্শিত পথে গমন করিয়া উভয়ের অভীষ্ট দেশ লাভ করে; অতএব সাধনা করিতে হইলে উভয় শক্তি আবশ্যক।

শিষ্য। অনেকে বলেন, "নিজের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করিব, শাস্ত্রীয় শক্তির আবশ্যক কি?

গুরু। মনুষ্যের সুবিধার জন্য শাস্ত্র নির্ম্মাণ হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণ যে পথে গমন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, লিপিবদ্ধ সেই পথের নাম শাস্ত্র। মন্থন দণ্ড সাহায্যে দুগ্ধ হইতে নবনীত (১) উৎপন্ন হইলে, অগ্নি সংযোগে ঘৃতোদ্ভবরূপ শাস্ত্রীয় যুক্তি ব্যতিরেকে নিজ কল্পিত অন্য কোন উপায়ে ঘৃত নির্ম্মাণ হয় না। হিমালয় প্রার্থী শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা উত্তর দিগবলম্বন পূর্ব্বক শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিলে, অনায়াসে নদ, নদী, বন ও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অপ্রতিঘাতে হিমালয় প্রাপ্ত হয়।

(১) ননী।

যেমন দক্ষিণ সমুদ্র গমনপ্রার্থী স্বেচ্ছাচার হেতু বিপরীত দিকে গমন করিলে, বহু চেষ্টায় অভীষ্টদেশ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ সাধনাপ্রার্থী শাস্ত্র পরিত্যাগ হেতু নিজ বুদ্ধি-কল্পিত পথে গমন করিলে, বহু চেষ্টায় বাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

গীতায় ঃ—

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি, পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে থাকে, সে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, ও সুখ এবং উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে না।

শিষ্য। শাস্ত্রীয়-শক্তিহীন কোন কোন মানব কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছেন?

গুরু। শাস্ত্রীয় শক্তিহীন কোন কোন মানব পূর্ব্বজন্মের তপস্যাফলে ইহজন্মে সিদ্ধ হইয়াছেন। (১) নির্ম্মোকত্যাগকারী সর্পের ন্যায় স্থূল-দেহত্যাগকারী জীব, কর্ম্মানুসারে স্থানান্তরে গমন করিয়া মরণকালোৎপন্ন-চিন্তানুরূপ-পরজন্ম প্রাপ্ত হয়। স্থূলদেহের গ্রহণ ও ত্যাগকে জন্ম ও মৃত্যু বলে। মৃত্যু শব্দের অর্থ জীবের স্বরূপ ধ্বংস নহে। যেমন মানব পরিধান অযোগ্য সময়ে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে, সেইরূপ সূক্ষ্মদেহস্থিত জীব, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ-শেষকালে কর্ম্মফলভোগ-রাহিত্য হেতু জীর্ণ স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ (২) প্রারব্ধ কর্ম্মোৎ-পন্ন নূতন স্থূল দেহ ধারণ করে। যেমন শরীরের বাল্যের পর যৌবন ও যৌবনের পর বার্দ্ধক্য হয়, সেইরূপ জীবের স্থূলদেহ গ্রহণের পর স্থূলদেহ ত্যাগ ও স্থূলদেহ ত্যাগের পর পুনর্ব্বার স্থূলদেহ গ্রহণ পর্য্যায়ক্রমে

(১) সাপের খোলস। (২) যে কর্ম্মের দ্বারা শরীর হয় তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। ভোগ না হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ হয় না, সেই জন্য জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও এই কর্ম্মভোগের জন্য শরীর ধারণ করিতে হয়।

হয়। যেমন অগ্নিযোগে গলিত পিত্তলের (১) মুষানুরূপ আকৃতি লাভ-হয়, সেইরূপ প্রারব্ধ-কর্ম্মশেষযোগে স্থূলদেহত্যাগকারী জীবের মরণ-কালীন-চিন্তানুরূপ শরীর লাভ হয়। মৃত্যু সময়ে যোগচিন্তাকারী জীব পরজন্মে শৈশবে যোগী হয়, তাহার প্রমাণ ধ্রুব। ধ্রুব, পূর্ব্বজন্মের, তপস্যাবলে শৈশবে নারদোপদেশে অল্প তপস্যা করিয়া কেশব কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন নিজগুরু নারদের নিকটে অহঙ্কৃত হইয়া বলিলেন, "গুরুদেব! আমার ন্যায় কৃতপুণ্য (২) ত্রিভুবনে বিরল, যোগিগণ, সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কান্তারে (৩) বহু জন্ম তপস্যা করিয়া যে শ্রীপতির পাদপঙ্কজ সন্দর্শন করিতে পারেন না, আমি শিশু হইয়া তাঁহার পাদসরোজ সমাশ্রয় পাইয়াছি। অতএব জগতে আমার মত সৌভাগ্যবান্ কে আছে?" ধ্রুবের এইরূপ গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি বলিলেন, "চল আমরা ভ্রমণ করিতে যাই।" অনন্তর ধ্রুব, দেবর্ষির সহিত (৪) কিঙ্কিনীজাল পরিবেষ্টিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক নদ, নদী, কানন ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে তুষার গিরির ন্যায় পুঞ্জীকৃত (৫) কঙ্কালরাশি দর্শন করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! এই ক্ষুদ্র ধবলগিরির নাম কি?" দেবর্ষি বলিলেন, "বৎস! এ শৈল নহে, তোমার জন্মান্তরীয় (৬) অস্থি সমূহ, তুমি যত জন্মে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছ, তোমার তত জন্মের সমস্ত কঙ্কাল এই স্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। বহুজন্ম তপস্যাকারী তুমি জন্মান্তরীয় (৬) তপস্যা ফলে ইহজন্মে শৈশবে শ্রীহরি লাভ করিয়াছ। ক্রমশঃ (৭) শতদ্বয় সার্দ্ধেক ক্রোশ গমনকারীর প্রভাতে অর্দ্ধ ক্রোশ গমনে সৌরদেশ প্রাপ্তির ন্যায় বহু জন্মে তপস্যাকারীর শৈশবে অল্প দিন তপস্যাচরণে শ্রীপতি

(১) ধাতু দ্রব্য গালাইবার পাত্র মুচী, ছাঁচ (২) পুণ্যবান্। (৩) বন (৪) ক্ষুদ্রঘণ্টা, ঘুঙুর (৫) হাড় (৬) অন্য জন্মের। (৭) ২০১॥ ক্রোশ

প্রাপ্তি হয়। সুপক্ক (১) শ্রীফলের বৃন্ত চ্যুতির ন্যায় ফলোন্মুখী তপস্যার ফল প্রাপ্তি নিরোধ হয় না। বহু জন্মের তপস্যা ক্রমশঃ পূর্ণ হইলে পতিত পাবনের দর্শন হয়।

গীতায়ঃ—

অনেকজন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং।

মানব, অনেক জন্মের পর সিদ্ধ হইয়া তারপর উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে।

অতএব তোমার বহুজন্মারাধ্য হরিধনে অহঙ্কার করা উচিত নহে।" এইরূপ দেবর্ষির বাক্য শ্রবণে ধ্রুব, বিস্ময়চিত্তে অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক করযোড়ে গর্ব্বজনক অজ্ঞান নাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজ ভবনে আগমন করিলেন। ধর্ম্ম-ব্যাধ—বিদুর—চূড়ালা—জড়ভরতাদি মুক্তপুরুষগণের পূর্ব্বজন্ম তপস্যা ফলে ইহজন্মে গুরুপদেশ বিনা জন্মান্তরীয় স্বাভাবিক জ্ঞানকুসুম নিজেই বিকসিত হইয়াছিল। বৃক্ষ মরণে ভূমি চম্পক বিকাসের ন্যায় বহুমরণে জন্মান্তরীয় সংস্কার তপস্যা ফলে স্বতঃই প্রকাশিত হয় যাজ্ঞসেনী(২) অযোনি সম্ভবা হইলেও ললনা নিকরেব, ও নারদাদি -মহর্ষিগণ চতুরানন চিত্তোৎপন্ন হইলেও ঋষিগণের এবং ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা সমুদ্র-সম্ভূত হইলেও মাতঙ্গ, তুরঙ্গের গর্ভোৎপত্তি বিনষ্ট হইতে পারে না। তালবৃক্ষস্থিত কাকের উড্ডীয়ন সময়ে পক্ক তালের বৃক্ষ হইতে নিজ পতনকে কাকতালীয় ন্যায় বলে। কাক-

---

(১) বেলের (২) দ্রৌপদী ইনি যোনি বা গর্ভ হইতে উৎপন্ন হন নাই; অতএব রমণীগণ মাত্রেই, ব্রহ্মার মানস হইতে নারদাদির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া যাবতীয় ঋষি, সমুদ্র মন্থনে ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি হইলেও অন্যান্য হস্তী ও অশ্ব সকলেই অযোনিজ বা গর্ভ হইতে উৎপন্ন নহে—এ কথা নহে।

তালীয়ের ন্যায় অকস্মাৎ সিদ্ধ অস্বাভাবিক জড়ভরতাদির সহিত সাধারণ মানবের উপমা হইতে পারেনা।

শিষ্য। জড়ভরতের বৃত্তান্ত কি? তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করুন।

গুরু। আসমুদ্র ক্ষিতিপতি ভরত, সুতগণকে বিভক্তরাজ্য প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে পুত্রগণ! কর্ম্ম দ্বিবিধ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ তুলাপুরুষ-দানাদি প্রবৃত্তি লক্ষণ কর্ম্ম বহির্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা নিস্পন্ন হয়।

বেদান্তে :—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণোৎ স্বয়ম্ভূঃ।
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

ব্রহ্মা ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্মুখ-বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য মানব ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যপদার্থ দর্শন করে, অন্তরাত্মা পরমেশ্বরকে দেখিতে পায় না।

বহির্মুখ ইন্দ্রিয় সম্পাদ্য-প্রবৃত্ত লক্ষণ-কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ ও অন্তর্মুখ ইন্দ্রিয় নিষ্পাদ্য নিবৃত্তি-লক্ষণ কর্ম্মদ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। নিষ্কাম-ভাবে ঈশ্বরোপাসনাকে নিবৃত্তি লক্ষণ কর্ম্ম বলে। যে কর্ম্মদ্বারা স্বর্গ-সুখ ভোগ হইয়া জন্ম-মৃত্যুর (১) প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে প্রবৃত্তি-লক্ষণ-কর্ম্ম বলে। যে কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান লাভ হইয়া জন্মমৃত্যুর (২) নিবৃত্তি হয় তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ-কর্ম্ম বলে। আমি এত দিন প্রবৃত্তি-লক্ষণ-কর্ম্ম করিয়া বৃথা সময় অতীত করিয়াছি। প্রবৃত্তি-লক্ষণ কর্ম্মদ্বারা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

---

(১) উৎপত্তি আরম্ভ। (২) শেষ ধ্বংস।

শ্রীমদ্ভাগবতে :—

দেহপঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।

দেহান্তর-মনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥

দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্মাধীন জীব, কর্ম্মবশে থাকিয়া বাসনাদ্বারা পরজন্ম প্রাপ্তব্য কল্পিত দেহ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে।

পক্ষী পিঞ্জরের (১) ন্যায় জীব স্থূলদেহে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে। সেই সংযোগ-সম্বন্ধ কর্ম্ম-জনিত, জীব, প্রারব্ধ কর্ম্মের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থূলদেহে বাস করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ সময়ে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে। এই স্থূল দেহ সপ্ত পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, পিতা হইতে শুক্র, মজ্জা, অস্থি এই পদার্থ ত্রয়, এবং মাতা হইতে রক্ত, মেদ, মাংস, ত্বক্ এই পদার্থ চতুষ্টয় সমাগত হয়। সর্ব্বশরীরব্যাপী স্পর্শ কারণ বায়বীয় পদার্থকে ত্বক্ বলে। এই সপ্ত পদার্থ একত্র হইলে স্থূল দেহের গঠন হয়। মৃত্যু সময়ে যমদূত, জীবকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যমালয়ে লইয়া যায়। যেমন কারাগারস্থিত তস্কর কার্য্যকালে নূতন বেশ ধারণ করে, সেইরূপ জীব যমালয় গমন কালে জলাগ্নি অস্ত্রশস্ত্র অনাশ্য নূতন দেহ ধারণ করে। এই নূতন দেহকে আতিবাহিক দেহ বলে। অধিকাংশ জীব যমালয়ে গমন করেন। যমালয় গমনকারী অক্ষয় (২) আতিবাহিক-দেহস্থত জীবগণ দক্ষিণ দিকে উত্তাল তরঙ্গযুক্ত জল জন্তু-পূর্ণ ভীষণ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সুতপ্ত বালুকা-মধ্যে গমন করেন, ও আকাশমার্গে বহুদূর গমনানন্তর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন দেশে প্রবেশপূর্ব্বক কৃমিযুক্ত দুর্গন্ধ পুরীষপূর্ণ বহু পথ অতিক্রম করিয়া কণ্ডূয়নকারী (৩) মর্কটীবন অতিবাহিত করেন;

(১) খাঁচা। (২) যাহার ক্ষয় নাই অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র জল অগ্নি প্রভৃতি কোন কিছু দ্বারা ক্ষয় হয় না এমন যমালয় পথ অতিবাহন ক্ষম দেহ। (৩) আলকুশি।

এবং সিংহ শার্দ্দূলাদি (৪) শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ কানন অতিক্রম করিয়া সর্পবৃশ্চিক সমাকীর্ণ (৫) দেশে গমন পূর্ব্বক শৈলশিখরে (৬) আরোহণ করেন। তারপর জীব সকল, প্রবল ঝটিকায় শীতকম্পিত হইয়া নিজ নিজ শিরে জলধর মুক্ত শিলাযুক্ত জলধারা গ্রহণ পূর্ব্বক (৭) উন্নতাবনত দেশ অতিক্রম করিয়া পঙ্ক পরিপূর্ণ দেশ অতিবাহিত করেন; ও হাঙ্গর কুম্ভীর সমাকীর্ণ বহুজলাশয়ে গমন করিয়া দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন; এবং পুরুষক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে বিক্ষতাঙ্গ হইয়া (৮) শৈবালযুক্ত বহুদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক বিদ্যুৎপূর্ণ পথে গমন করেন। এইরূপ বিবিধ ক্লেশের অনুভবকারী প্রাণিগণ, নিজগলবদ্ধ লৌহশৃঙ্খলের ধারণকারী যমদূতের প্রহারে দ্রুত গমনে ধরণী হইতে শতত্রয় ষণ্ণবতি ক্রোশ (৯) পরিমিত যমভবনের পথ অতিক্রম করিয়া শমন পুরীর (১০) পরিখা সদৃশী বৈতরণীর তটে উপস্থিত হইয়া বাহুসন্তরণে নিরন্তর পরিতপ্তা তিমিরাবৃতা জলজন্তু সমাকীর্ণা অতিদুর্গন্ধ (১১) পূয় শোণিতরূপ সলিল-পূর্ণা মহাতরঙ্গিনী বৈতরণীর পরপারে গমন করেন। বৈতরণীস্থিত (১২) গ্রাহনক্রাদি জলজীবগণ, সন্তরণকারীর শরীর মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ-পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করে। কৃষ্ণগোদানকারিগণ, গোদানজনিত পুণ্যফলে সুখকর তরণিযোগে দুর্গম-বৈতরণী অতিক্রম করেন। অনন্তর প্রাণি-সকল, কালকিঙ্করের প্রবল-তাড়নায় পদব্রজে কৃতান্তপুরী পরিবেষ্টিত লৌহ-কণ্টক-পরিব্যাপ্ত অতি উন্নত প্রস্তর প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যমভবনে প্রবেশ করেন। শমনসচিব চিত্রগুপ্ত, জীবগণের সমস্ত কল্মষ নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক পাপানুসারে ভোক্তব্য নরক নির্দ্দেশ করেন। হিমালয় গমনকারীর

---

(৪) সিংহ ব্যাঘ্রপ্রভৃতি হিংস্র প্রাণী দ্বারা পূর্ণ (৫) সাপ ও বিছায় পূর্ণ (৬) পর্ব্বতের চূড়ায় (৭) উচুনীচু (৮) শেতলা (৯) ৩৯৬ ক্রোশ। (১০) গড়খাই (১১) পুঁজ রক্তময় জলপূর্ণ প্রকাণ্ড নদী। (১২) হাঙ্গর-কুম্ভীরাদি

তুষার-অভেদ্য-বেশধারণের ন্যায় যমলোকস্থ জীব নরকভোগের জন্য আতিবাহিক দেহ ত্যাগপূর্ব্বক নারকদেহ ধারণ করে। যে দেহ অনিলে শুষ্ক, সলিলে ক্লিন্ন, অনলে দগ্ধ, (১) ক্রকচাদি অস্ত্র খণ্ডনে নষ্ট, মূষলাঘাতে চূর্ণ এবং বিষযোগে জীর্ণ হয় না, কেবল নরকোৎপন্ন কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, তাহাকে নারকদেহ বলে। যমালয়ে সুখলেশহীন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-প্রবাহরূপ নরক বহুবিধ আছে। যমকিঙ্কর ধনহরণকারীকে (২) তামিস্রে, পরপত্নী ভোগকারীকে অন্ধতামিস্রে এবং জীবহিংসাকারীকে রৌরবনরকে সবলে নিক্ষেপ করে। যেমন তৈলভাণ্ডকে নিম্নস্থ করিলে সমস্ত তৈল পতিত হইলেও কিছু তৈল ভাণ্ডের গাত্রে সংশ্লিষ্টভাবে থাকে, ঐ তৈলকে অবশিষ্ট তৈল বলে, সেইরূপ যমালয়ে নরকভোগ দ্বারা পাপকর্ম্ম শেষ হইলেও অবশিষ্ট পাপদ্বারা ইহলোকে বৃক্ষ-পশু-পক্ষি মলবাহকাদি(৩) জন্ম-গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পাপকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। পাপ ত্রিবিধ, শরীর-নিষ্পন্ন পাপকে শারীরিক, বাক্যোৎপন্ন পাপকে বাচিক এবং মনোজাত-পাপকে মানসিক পাপ বলে। নরকভোগের শেষে পাপানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জন্ম প্রাপ্তি হয়।

বেদান্তে :—

শারীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈ র্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈ র্মৃগপক্ষিতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং॥

মানব, নরকভোগের শেষে অবশিষ্ট শরীরজাত পাপকর্ম্ম দ্বারা পর্ব্বত বৃক্ষাদি জন্ম, বাক্যজাত পাপ দ্বারা পশুপক্ষি জন্ম এবং অবশিষ্ট মানসিক পাপকর্ম্ম দ্বারা মলবাহক চণ্ডালাদি নীচ জাতি প্রাপ্ত হয়।

ঐহিক দুঃখভোগের সহিত পারলৌকিক সুখবিন্দু শূন্য-নিরন্তর দুঃখ-

---

(১) করাত (২) অন্ধকারময়।
(৩) মেথর

স্রোতরূপ-নরক ভোগের অনেক ভেদ আছে। বৃক্ষের সুখদুঃখ ভোগ হয়।

মনুসংহিতায় ঃ—

অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতাঃ।

এই সকল বৃক্ষের অন্তরে জ্ঞান আছে ও ইহারা সুখ দুঃখ অনুভব করে।

জীব চতুর্ব্বিধ, যোনি হইতে প্রসূত জীবকে জরায়ুজ বলে, যেমন মনুষ্য গো অশ্ব প্রভৃতি। ডিম্বসম্ভূত জীবকে অণ্ডজ বলে, যেমন পক্ষী সর্প ইত্যাদি। (১) স্বেদ-জাত জীবকে স্বেদজ বলে, যেমন মশক (২) জলৌকা প্রভৃতি। মৃত্তিকোৎপন্ন জীবকে উদ্ভিজ্জ বলে, যেমন বৃক্ষলতা ইত্যাদি। জীব (৩) অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণপূর্ব্বক নরজন্ম গ্রহণ করিয়া পাপকর্ম্মফলে পুনর্ব্বার বৃক্ষাদিজন্ম প্রাপ্ত হয়। গিরি তরু সকল ভূমিরস গ্রহণে অত্যন্ত সুখী হয়; পশুপক্ষিগণ তৃণপতঙ্গ ভোজনে ও বনশাখা ভ্রমণে আনন্দ অনুভব করে, এবং যথাসময়ে শৃঙ্গার-সুখে মগ্ন হয়; মলবাহক-চণ্ডালাদি—নীচজাতি, উত্তম খাদ্য ভক্ষণপূর্ব্বক সুরম্যপ্রাসাদে শয়ন করিয়া জাগতিক শ্রেষ্ঠসুখ রমণীসম্ভোগ করিয়া থাকে; অতএব পর্ব্বত-বৃক্ষজন্ম, পশুপক্ষি-জন্ম এবং মলবাহক-চণ্ডাল-জন্ম কেবল দুঃখভোগরূপ নরক হইতে পারে না। এই পৃথিবীতে সকল জীব সুখদুঃখ ভোগ করে।

মেঘদূতে ঃ—

কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা,
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরিচ দশা চক্রনেমী ক্রমেণ

কাহার অত্যন্ত সুখভোগ এবং কাহার অত্যন্ত দুঃখভোগ হইয়াছে?

(১) পচাদ্রব্য (২) জোঁক (৩) ৮০ লক্ষ

কাহারও নহে। সুখদুঃখ চক্রের ন্যায় নীম্নোপরি ভ্রমণ করিতেছে, অতএব মানব সুখদুঃখ—উভয় ভোগ করে।

ধরণীস্থিত জীবের সুখমিশ্রিত দুঃখভোগ নরকভোগ হইতে পারে না। নরকাদি ভোগকারী জীব, পুনর্ব্বার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম ভল্লূকের ক্রোড়দেশে অবস্থানপূর্ব্বক সংসারসর্পের বিষে জর্জ্জরীভূত হয়, এবং যথাসময়ে মরণব্যাঘ্রের করালগ্রাসে নিপতিত হয়। জীব কুলালচক্রের ন্যায় (১) পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ লাভ করিতেছে।

শঙ্করাচার্য্যগ্রন্থে :—

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং,
পুনরপি জননী জঠরে শয়নং।

আবার জন্ম আবার মরণ, আবার মাতার গর্ভে শয়ন। এইরূপ জাগতিক নিয়ম হইতে আমি অত্যন্ত ভীত হইতেছি। তোমরা পুত্রের ন্যায় সর্ব্বদা প্রজাপালন করিবে। আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণকারী ভরত পুলহাশ্রমে তপস্যা করিতে লাগিলেন, ও একদা অবগাহনের জন্য গমনপূর্ব্বক মহানদীর নীরসমীপে ত্রি-মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিলেন। ভরতের অদূরে পূর্ণগর্ভা পিপাসাতুরা হরিণী, তটিনী-তটে জলপানকালে ভীষণসিংহ-শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া সমীরণবেগে (২) পলায়ন করিতে করিতে গর্ত্তপতনে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, তদীয় গর্ভস্থ শিশু, যোনি হইতে বিনির্গত হইয়া নদীর স্রোতে ভাসমান হইল। ভরত, নিজনেত্রে সমস্ত ঘটনা অবলোকন করিয়া দয়াপূর্ণচিত্তে সেই মৃগশিশুকে নিজ আশ্রমে আনয়ন করিলেন। জনক-জননী জ্ঞানকারী সেই কুরঙ্গ-

---

(১) কুমারের চাকার মত।

(২) বায়ুবেগে—(অতিশয় বেগে)

কুমার, (৩) চরণতলে অবস্থানপূর্ব্বক শৃঙ্গ-ঘর্ষণে কণ্ডূয়ণ (৪) নিবৃত্তি করিয়া নরপতির মনস্তুষ্টি করিতেন। মহারাজ, কুশ কুসুম ভোজনকালে নিজ সুতের ন্যায় হরিণ-সুতের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া (৫) মৌহূর্ত্তিক অদর্শনে স্নেহার্দ্রচিত্তে অশান্তি ভোগ করিতে করিতে তপস্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদীয় সুখ-সমুপার্জ্জনে সতত চেষ্টা করিতেন, এবং কালবশে কাল-কলনকালে (৬) সহায়হীন মৃগকে চিন্তা করিতে করিতে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালীন-চিন্তানুসারে পরজন্ম প্রাপ্তি হয়।

গীতায়ঃ—

যং যং ভাবং স্মরন্ বাপি ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদাতদ্-ভাব-ভাবিতঃ॥

হে অর্জ্জুন! মানব, মরণকালে যে যে ভাব ভাবিতে ভাবিতে দেহ-ত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই ভাবনাবলে পরজন্মে সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হয়।

ভরত মৃত্যুকালীন-হরিণ চিন্তার বলে কালঞ্জর পর্ব্বতে হরিণরূপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বজন্মের তপস্যাবলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি কিছুমাত্র বিলুপ্তা হইল না। জাতিস্মর (৭) মৃগরূপী ভরত, নিজ মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কালঞ্জরপর্ব্বত হইতে পুলহাশ্রমে গমনপূর্ব্বক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "দয়াও যোগীদিগের বন্ধনের কারণ, আমি দয়া করিয়া মৃগযোনি প্রাপ্ত হইলাম। জ্ঞানাবস্থা পরিপক্ক না হইলে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। প্রারব্ধকর্ম্মের শক্তি অত্যন্ত প্রবলা, আমি, দুস্ত্যজ সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়া সামান্য-মৃগমায়ায় মুগ্ধ হইলাম। মহাসমুদ্রসমুত্তীর্ণের সামান্য নদীতে নিমজ্জন হইল। যেমন রশুনগন্ধ, সকল গন্ধকে বিনষ্ট করিয়া প্রধান

(৩) হরিণ-শিশু (৪) চুলকান। (৫) মুহূর্ত্তকালব্যাপী, এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা না পাইলে। (৬) কালক্রমে মৃত্যুকালে।

(৭) পূর্ব্ব জন্মের কথা যাহার স্মরণ থাকে।

রূপে অবস্থান করে, সেইরূপ মৃত্যুকালীন চিন্তা সকল চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করে। যেমন মৃত্তিকাচিহ্ন অনলযোগেও অন্য রূপ হয় না, সেইরূপ মুমূর্ষু-ভাবনা জন্মান্তরেও অন্যরূপ হয় না। অতএব মৃত্যু সময়ে সকলের সতর্কতা হওয়া উচিত।" কুরঙ্গ(১) এইরূপ আক্ষেপ পূর্ব্বক নিজ কর্ম্ম অনুশোচন-করিলেন, ও অনশনে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তীর্থসলিলে মৃগশরীর বিসর্জ্জন করিলেন।

অনন্তর আঙ্গিরস গোত্রীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের নব-সঙ্খ্যক পুত্র হইয়াছিল। রাজর্ষি ভরত, কর্ম্মানুসারে খাদ্য সংশ্লেষে সেই (২) ভূদেব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্র-সংযোগে তাহার কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রমশঃ বুদ্‌বুদ মাংসপিণ্ডরূপে সমস্ত অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া পুরীষপূর্ণ জরায়ুজের মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অহো! গর্ভবাস কি কষ্টকর? অল্প স্থানে বক্রভাবে অবস্থান করিতে হয়; কর চরণ বিস্তার-করিবার উপায় নাই; কৃমি দংশনে সর্ব্বদা অস্থির হইয়া মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিত হইতে হয়; নাড়ী দ্বারা মাতৃভুক্ত পদার্থের সারাংশ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়; এই সময়ে বিপন্ন জীবগণ স্বতঃ সম্ভূত জ্ঞানবলে ঈশ্বরকে স্মরণ করে।" এইরূপ চিন্তা করিবার পর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, ভরত, (৩) ইক্ষুমর্দ্দন যন্ত্রের ন্যায় যোনিদ্বারে নিষ্পেষিত হইয়া যমজ পুত্রকন্যার মধ্যে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভরত নাম গ্রহণ করিলেন; এবং পরমেশ্বর করুণায় জাতিস্মর হইয়া জন্মদ্বয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। (এইরূপ ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

গীতায়ঃ—

নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।

---

(১) হরিণ। (২) ব্রাহ্মণ। (৩) গণ্ডীগাছ—আখমাড়া কল।

আমার ভক্ত নষ্ট হয় না। আমার ভক্ত পরজন্মে আমার কৃপায় পূর্ব্ব-দেহের সমস্ত জ্ঞান লাভ করে।

এইজন্য রাজর্ষি মৃগজন্মে ও ব্রাহ্মণজন্মে রাজকীয় শরীরের সমস্ত জ্ঞান স্বতঃই প্রাপ্ত হইলেন। ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তিকারীর পরিণাম কখনও অমঙ্গল দান করে না।) ভরত, সাংসারিক ব্যবহার পতন কারণ মনে করিয়া জড়ের ন্যায় ব্যবহারে জড়ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। স্নেহ-কাতর পিতা কৃতোপনয়ন ভরতের আচার বিদ্যাশিক্ষা বহু চেষ্টায় ফলবতী করিতে পারিলেন না, এবং কিছুদিন পরে কালকবলে কবলিত হইয়া যজ্ঞ-জনিত পুণ্য ফলে অমরপুরী গমন করিলেন। পতিপরায়ণা জননী যমজ সুতসুতাকে জ্যেষ্ঠ সপত্নী-সমীপে সমর্পণ করিয়া সহমৃতা হইলেন। ভরত (১) মূকের ন্যায় অঙ্গভঙ্গ ইঙ্গিত দ্বারা স্বাভিপ্রায় জানাইতেন ও উন্মত্তের ন্যায় (২) বৃষধর্ম্মাচরণে অনাবৃত গাত্রে বর্ষা শীত সময় অতিবাহিত করিতেন; জীর্ণ মলিন বসন পরিধান করিয়া ভ্রাতৃনির্দ্দিষ্ট ভূমিতে কৃষি-কার্য্য করিতেন; ঈশ্বর কৃপায় ভ্রাতৃজায়া প্রদত্ত দগ্ধান্ন (৩) পূতিব্যঞ্জনাদি পদার্থ অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইতেন; স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় সমস্ত জগৎ মায়া-কল্পিত মনে করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের জন্য বিপ্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; এবং জন্মান্তরীয় সংস্কার-সম্ভূত ব্রহ্ম বিদ্যাবলে নিরন্তর নির্গুণ ব্রহ্ম চিন্তনরূপ (৪) নিদিধ্যাসন করিতে করিতে কালযাপন করিতেন। অনন্তর পুরুষ-পশুপলায়ন কাতর তস্করগণ কাপালিক (৫) প্রোক্ত তামসিকভাবে শক্তিসেবার জন্য চেষ্টাক্রমে জড়ভরতকে বলিরূপে গ্রহণ করিলে, ভরত মায়া রচিত বিশ্ব-বিজ্ঞানে ভয়শূন্য হইলেন। দেবী ভদ্রকালী তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি হিংসাপ্রবৃত্তি দর্শন করিয়া প্রকুপিত চিত্তে নিজ খড়্গ দ্বারা চৌরগণকে নিহত করিয়া ভরতকে সমাশ্বস্ত করিলেন।

(১) বোবা (২) ষাঁড়ের মত আদুড় গায়ে (৩) দুর্গন্ধ তরকারী (৪) অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া ধারাবাহিক চিন্তা; অনন্যচিত্তে প্রগাঢ় ধ্যান (৫) কথিত।

একদা তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী সিন্ধুসৌবীরপতি রহূগণ গুরু লাভের জন্য শিবিকারোহণে ইক্ষুমতী তটে গমন করিতে লাগিলেন। শিবিকাবাহকগণ এক বাহকের পীড়াকালে বহু চেষ্টায় যুবক পুষ্টাঙ্গ (১) জড়কে আনয়ন করিয়া (২) শিবিকা বহনে যোজনা করিল। রাজা, ভরতের অনভ্যস্ত-বহনোৎপন্ন নিজ ক্লেশ বাহকগণ দ্বারা বিদিত হইয়া কোপ কলুষিত চিত্তে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "হে যুবক! তুমি স্থূল হইয়া কিজন্য শিবিকা বহন করিতে পারিতেছ না? তুমি কি জীবন্মৃত? আমি রাজা, আমার শাসন অতিক্রম করিতেছ, আমি তোমায় শাস্তি প্রদান করিব, তোমার চিকিৎসা না করিলে তুমি সুস্থ হইবে না।" এই কথা শুনিয়া ভরত উত্তর করিলেন, "মহারাজ! স্থূলতা, কৃশতা, রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় কলহ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যৌবন ও জরা এ সমস্ত দেহের ধর্ম্ম, জন্মগ্রহণকারী দেহের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে বর্ত্তমান জন্মরহিত আমার ধর্ম্ম নহে। যেমন লৌহভিন্ন অগ্নির দাহিকা শক্তি সংযুক্ত লৌহে আরোপিত হইলে, লৌহ দগ্ধ করিতেছে, এইরূপ বাক্য হয়, সেইরূপ আত্মা-ভিন্ন শরীরের সকল ধর্ম্ম সংযুক্ত আত্মায় আরোপিত হইলে, তুমি স্থূল, এইরূপ ব্যবহার হয়। জীবিতকালে মরণ প্রাপ্তকে জীবন্মৃত বলে, সেইরূপ জীবন্মৃত কেবল আমি নয়, আদ্যন্তযুক্ত সকল বিকৃত বস্তু জীবন্মৃত, আদ্যন্ত রহিত অবিকৃত নিত্য আত্মা জীবন্মৃত হইতে পারে না। চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর আপনার, রাজা আপনি কোন্ শরীর, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। শরীরাতিরিক্ত নিরুপাধি আত্মার উপরে রাজাদি ভ্রান্তি মায়াদ্বারা কল্পিত হইয়াছে। আপনি যে শাসনকর্ত্তা সে কেবল বুদ্ধির ভ্রম, আপনি যাহার শাসন কর্ত্তা, আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। অন্তঃকরণাবচ্ছেদে ভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান সর্ব্বব্যাপী

(১) মোটা সোটা, (২) পাল্‌কী।

আত্মার শাসন হইতে পারে না। আত্যন্তবান্ ধ্বংসশীল শরীরের শাসন করিয়া কি হইবে? আমি উন্মত্ত ও জড়ের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছি, পিষ্ট-পেষণের ন্যায় আমার চিকিৎসা করিয়া আপনার কি লাভ হইবে? জ্ঞানহীনের চিকিৎসা অনাদিকালোৎপন্ন অজ্ঞানকে নষ্ট করে, জগৎরূপ ইন্দ্রজালদর্শীর চিকিৎসা অজ্ঞান-বিনাশহেতু বৈফল্য সূচনা করে। (১) রহূগণ, ভরতের এইরূপ জ্ঞানপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভরতকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি কে? কটিদেশে(২) মলিন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন, আপনি কি ব্রাহ্মণ?

শ্রীমদ্ভাগবতে :—

নাহং বিশঙ্কে সুররাজ বজ্রা-
ন্নত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রা-
চ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ॥

আমি ইন্দ্রের বজ্র হইতে ভয় করি না, মহাদেবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড এবং অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র হইতে ভয় করি না, কেবল ব্রাহ্মণ কুলের অপমান হইতে অত্যন্ত ভয় করি, অতএব আপনি কে? পরিচয় প্রদান করুন।

অনন্তর ভরত দয়া প্রকাশে সর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিলে, রহূগণ অজ্ঞানোৎপন্ন অপরাধ ক্ষমা করাইয়া বলিলেন, "আমাকে ইন্দ্রিয় বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন" তারপর ভরত বলিলেন, "চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও বাক্, পাণি,(৩) পাদ, পায়ু,(৪) উপস্থ,(৫) এই

---

(১) নিষ্ফল হয়। (২) কোমরে।
(৩) হাত। (৪) গুহ্যদেশ, মলদ্বার। (৫) জননেন্দ্রিয়, লিঙ্গ।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু তেজোজন্মহেতু তেজোগুণ রূপকে দর্শন করে; কর্ণ আকাশোৎপত্তিহেতু আকাশগুণ শব্দ শ্রবণ করে; নাসিকা পৃথিবী প্রসবহেতু পৃথিবীগুণ গন্ধকে গ্রহণ করে; জিহ্বা জলযোনিহেতু জলগুণ রসকে আস্বাদন করে; সর্ব্বদেহব্যাপী বায়বীয় পদার্থরূপ ত্বক্ বায়ুকারণহেতু বায়ুগুণ স্পর্শকে অনুভব করে; বাক্ আকাশজন্মহেতু আকাশগুণ শব্দ উচ্চারণ করে; পাণি বায়ুসৃষ্টিহেতু বায়ু কার্য্য সঞ্চালন সম্পাদন করে; পাদ তেজপ্রসবহেতু তেজকার্য্য গমন নিষ্পাদন করে; পায়ু পৃথিবী কারণহেতু পৃথিবীকার্য্য বিসর্জ্জন সম্পাদন করে; উপস্থ জলজন্ম হেতু জলকার্য্য আনন্দ অনুভব করে।” এই কথা শুনিয়া রহূগণ বলিলেন, “আর আর অন্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করুন”। ভূদেব ভরত উত্তর করিলেন, “রাজভবনে দ্বারপালের ন্যায় মোক্ষভবনদ্বারে চতুঃসংখ্যক দ্বারপাল আছে।

যোগবাশিষ্ঠে :—

> মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
> শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥

মোক্ষদ্বারে শম, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গম এই চারিটী দ্বারপাল আছে।

মোক্ষদ্বার-কবাটের উদ্ঘাটনকারী ইহাদিগের সাহায্যে শীঘ্র মোক্ষনিলয়ে প্রবেশ করা যায়। শত্রুভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বজীবে শান্তি স্থাপনকে শম ও অনুকূল যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থানুসন্ধানকে বিচার এবং মনের সর্ব্বদা শান্তি-স্থাপনকে সন্তোষ বলে। কৌপীন তিলকধারী সিদ্ধিভোজী অসচ্চরিত্র লম্পট বৈষ্ণব ও(১) লোহিত বস্ত্রধারী সুরাপায়ী(২) চরিত্রহীন শাক্ত, এবং শূকর কুক্কুর তুল্য অনাচারী পরবঞ্চনাকারী গঞ্জিকা-

---

(১) গেরুয়া। (২) মদ্যপানকারী।

ভোজী(৩) জটাধারী সন্ন্যাসী সাধু নহে। অন্তর্ম্মলশূন্য(৪) তত্ত্বজ্ঞানী মনুষ্যকে সাধু বলে। অগ্নির উষ্ণতা গুণ ও জলের শৈত্য গুণের ন্যায় সাধুর সত্বগুণ সংসর্গক্রমে নিজহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, এইজন্য মানব, সাধুসমাগমে মনো-নৈর্ম্মল্য(৫) সম্পাদন করিয়া নিরন্তর ধ্যানাভ্যাসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিলে, নির্ব্বাণ নগরে গমন করেন।" এইরূপ উপদেশ শ্রবণানন্তর রহূগণ, সমস্ত মোহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভরতকে সভক্তি প্রণাম করিয়া আনন্দচিত্তে নিজ রাজ্যে গমন করিলেন। ভরত, মূকোন্মত্তের ন্যায়(৬) ঈঙ্গিত দ্বারা সাধারণ সমীপে নিজাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অনাসক্ত ভাবে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ-করিতে লাগিলেন। যেমন অজ্ঞান নর, বীজভ্রমে নারিকেল বিসর্জ্জন করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে আবরণ ত্বক্(৭) ভোজন করে, সেইরূপ জ্ঞানিহৃদয়-অনভিজ্ঞ নরগণ, দোষ ভ্রমে তত্ত্বজ্ঞানীর গুণ সকল বিসর্জ্জন করিয়া সাংসারিক বুদ্ধিবলে তদীয় দোষরাশি সমুদ্ঘোষিত করেন, এইজন্য ভরতের সমসাময়িক নরগণ তাঁহার গুণরাশি অবলোকন করিতে পারিলেন নাই। জীবন্মুক্ত ভরত, ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ করিয়া কলেবর ত্যাগে পরব্রহ্মে বিলীন হইলেন। সমস্ত বাসনা-বিনাশ হেতু ভরতের অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি হয় নাই। কোন কোন যোগী বাসনার বশীভূত হইয়া অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করেন।

শিষ্য। অষ্টৈশ্বর্য্য কাহাকে বলে?

গুরু। অণিমাদি অষ্ট অলৌকিক শক্তিকে অষ্টৈশ্বর্য্য বলে।

বিশ্বকোষে :—

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবশায়িতা॥

---

(৩) যে গাঁজা খায়, গেঁজেল। (৪) যাহার হৃদয়ে মলিনতা (ময়লা) নাই। (৫) নির্ম্মলতা। (৬) বোবা, পাগলার মত। (৭) ছোবড়া।

অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবশায়িতা এই সমস্তকে **অষ্টৈশ্বর্য্য** বলে। পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মরূপে অদৃশ্য-ভাবে বিচরণকে অণিমা বলে; বায়ুর ন্যায় লঘুতাপ্রাপ্তিকে লঘিমা বলে; বাসনাকালে অতি দুষ্প্রাপ্য-বস্তু-প্রাপ্তিকে প্রাপ্তি বলে; যথা:—অঙ্গুলিদ্বারা শশাঙ্কস্পর্শ। অসম্ভব বাসনার অনিরোধকে প্রাকাম্য বলে, যথা:—জলের ন্যায় স্থলদেশে নিমজ্জন ও বহির্গমন। অতিমহত্ব-প্রাপ্তিকে মহিমা বলে; যথা:—ভুবনাতিরিক্ত-পরিমাণ-প্রাপ্তি। স্থাবর-জঙ্গমাদি-সমস্ত বিশ্বের উপরে আধিপত্যকে ঈশিত্ব বলে; কামাদি-রিপুবিজয় পূর্ব্বক স্বাধীনতাকে বশিত্ব বলে; জলাগ্নি শূন্যাদিতে গতি-স্থিতিকে কামাবশায়িতা বলে।

শিষ্য। আপনি পরমাণু ও স্থাবর জঙ্গম শব্দের অর্থ বিশদরূপে প্রকাশিত করুন।

গুরু। চক্ষুর অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থকে পরমাণু বলে।

ন্যায়শাস্ত্রে:—

জালান্তর গতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
ভাগস্তস্যাপি যষ্ঠোযঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে॥

প্রভাতে সূর্য্যকিরণ জাল-মার্গে গমন করিলে, যে সূক্ষ্ম ধূলি দৃশ্য হয়, সেই ধূলির ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগকে পরমাণু বলে।

জীব দ্বিবিধ, স্থিতিশীল জীবকে স্থাবর বলে, যথা:—পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। গমনশীল জীবকে জঙ্গম বলে, যথা:—মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি। পর্ব্বতাদির প্রাণ আছে, দেবেন্দ্র সত্যযুগে অত্যাচারকারী পর্ব্বত গণের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছেন। লঙ্কাগমনকালে জলধিমধ্যস্থ নরবেশধারী মৈনাক পবনতনয়কে বলিলেন।

রামায়ণে ঃ—

পূর্ব্বং কৃত যুগে তাত পর্ব্বতাঃ পক্ষিণোঽভবন্।
তেঽপি জগ্মুর্দিশঃ সর্ব্বা গরুড়াইব বেগিনঃ॥
ততস্তেষু প্রযাতেষু দেবসঙ্ঘাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূতানিচ ভয়ং জগ্মুস্তেষাং পতন শঙ্কয়া॥
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্ব্বতানাং শতক্রতুঃ।
পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজ্রেণ ততঃ শত সহস্রশঃ॥

"হে বৎস হনুমন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছিল, সেই পর্ব্বত সকল গরুড়ের ন্যায় বেগশালী হইয়া দশদিকে উড্ডীয়মান হইলে, দেবগণ, ঋষিগণ ও মানবাদি প্রাণিগণ তাহাদিগের পতন ভয়ে ভীত হইলেন। তারপর সহস্রাক্ষ শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র, কুপিত হইয়া বজ্রদ্বারা শত সহস্রবার পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদন করিলেন।" অতএব পর্ব্বতগণের জীবনশক্তি শাস্ত্রসিদ্ধ।

শিষ্য। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ন কোন নর কি শাস্ত্রীয় শক্তি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন?

গুরু। ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, পূর্ব্বসুকৃতি বলে গুরূপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইহজন্মে মুক্ত হইয়াছেন।

শিষ্য। ভীষ্মের বৃত্তান্ত কি?

গুরু। অষ্টবসু, একদা বনিতাগণের সহিত বিমানারোহণে (১) ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বতে বরুণ-পুত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে স্বভাব নামক অষ্টমবসু বনিতাবচনে বশিষ্ঠের কামধেনু অপহরণ করিলেন। বরুণসুত বশিষ্ঠ, যোগবলে সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া কুপিতচিত্তে "তোমরা মর্ত্তলোকে

(১)। পুষ্পক দেবরথে চড়িয়া।

জন্মগ্রহণ কর" এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। অভিশাপগ্রস্ত বসুগণ আশ্রমে গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে বশিষ্ঠের স্তব করিলেন। স্তবতুষ্টবশিষ্ঠ বলিলেন, "তোমরা সপ্তজন ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়া জাহ্নবীজলস্পর্শে বিমুক্ত হইবে, স্বহস্তে হননকারী অষ্টম জীবিতকাল পর্য্যন্ত মেদিনীতে অবস্থান করিবে।" অনন্তর বসুগণ, গঙ্গাসমীপে গমন করিয়া একাগ্র চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তিপূর্ণ-স্তব-শ্রবণে প্রীতা জাহ্নবী দয়ার্দ্র-চিত্তে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে নিজগর্ভে স্থানদান করিয়া অভিশাপ হইতে বিমুক্ত করিব।" ব্রহ্মলোক গমনকারী সমুদ্র গঙ্গাদর্শনে চিত্ত-চাঞ্চল্য কালে কুপিত কমলযোনির (১) অভিশাপে শান্তনুরূপে ধরায় জন্মগ্রহণ করিলেন। তারপর বিরিঞ্চিশাপগ্রস্তা গঙ্গা, নারীবেশে নিজকার্য্যের অনবরোধ (২) প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার-করিয়া জন্মকালে জাহ্নবী জল নিক্ষেপে সপ্তবসুকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন। সুতবিরহানল-সন্তপ্ত শান্তনু প্রতিজ্ঞা সেতু বিভঙ্গ-করিয়া অষ্টমপুত্রনাশোদ্যতা নিজ বনিতাকে তিরস্কার করিলেন। ভার্য্যারূপিণী গঙ্গা, নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, "পুত্রের যৌবন সময়ে সমর্পণ করিব" এই বলিয়া পুত্রের সহিত অন্তর্হিতা হইলেন। মন্দাকিনী সমস্ত বিদ্যাশিক্ষার জন্য দেবব্রত নামা নিজ পুত্রকে বিরিঞ্চি-সুত বশিষ্ঠের নিকটে প্রেরণ করিলেন। দেবব্রত, বশিষ্ঠ সমীপে সমস্ত শস্ত্রবিদ্যা শেষকরিয়া শাস্ত্রবিদ্যা আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "দেবব্রত! কর্ম্ম ত্রিবিধ, প্রারব্ধ কর্ম্ম, সঞ্চিত কর্ম্ম এবং ক্রিয়মান কর্ম্ম।

যে কর্ম্মের ফলভোগের জন্য স্থূলশরীর গ্রহণ হয়, তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। প্রারব্ধ কর্ম্মের আরম্ভকে জন্ম ও শেষকে মৃত্যু বলে। জীব, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের জন্য স্থূল শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মের স্থিতিকাল-পর্য্যন্ত স্থূলদেহে অবস্থান করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়কালে স্থূলদেহ ত্যাগ করে।

---

(১)। ব্রহ্মার। (২)। কার্য্যে বাধা না দেওয়া।

যেমন তৈলকার তিলরাশিকে তৈলযন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত করিয়া সর্ব্বদা নিপীড়িত করে। সেইরূপ প্রারব্ধকর্ম্ম, জীবগণকে সংসার যন্ত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিরন্তর নিপীড়িত করিতেছে। যেমন কুম্ভকার, মৃত্তিকাকে চক্রে স্থাপিত করিয়া দণ্ডদ্বারা সর্ব্বদা ভ্রমণ করায়, সেইরূপ প্রারব্ধকর্ম্ম, জীবকে সংসার-চক্রে সংস্থাপিত করিয়া সুখদুঃখরূপদণ্ড দ্বারা নিরন্তর ভ্রমণ করাইতেছে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল নিশ্চয় ভোগ করিতে হয়।

পাতঞ্জলে ঃ—

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

পাপপুণ্য কৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে॥

বহুপ্রতীকার, সমুদ্রজলের লবণত্বের ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ বিনষ্ট করিতে পারে না। নিক্ষিপ্তশরের ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্মের উপরে জীবের স্বাধীনতা থাকেনা। ফলভোগের জন্য প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হয় বলিয়া ইহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। যেমন সঞ্চিত একসহস্র পঞ্চ মুদ্রা হইতে পঞ্চ মুদ্রা ব্যয়িত হইলে অবশিষ্ট সহস্র মুদ্রা বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ একজন্মে সঞ্চিত বহু কর্ম্ম হইতে কিছুকর্ম্ম প্রারব্ধরূপে পরিণত হইলে, অবশিষ্ট কর্ম্ম ফলভোগকাল পর্য্যন্ত অক্ষয় ভাবে বর্ত্তমান থাকে; সেই অবশিষ্ট কর্ম্মকে সঞ্চিতকর্ম্ম বলে। এইরূপে বহুজন্মে সঞ্চিত বহুকর্ম্ম, পুঞ্জীভূত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। যদি একদণ্ড কাল-সম্পাদিত ব্রহ্ম-হত্যা গুরুপত্নীগমনাদি কর্ম্মের ফল সপ্তজন্মে ভোগ করিতে হয়, তাহাহইলে অশীতিবৎসর (১) রূপ-একজন্ম নিষ্পাদিত কর্ম্মের ফল কতদিনে ভোগ করিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। এইরূপে অনন্তজন্মে সঞ্চিত-কর্ম্ম অসংখ্যরূপে বর্ত্তমান আছে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে। মৃত্যু সময়ে ক্রিয়মান কর্ম্ম সঞ্চিতের সহিত মিলিত হইয়া সঞ্চিত কর্ম্ম হয়,

(১)। ৮০ বৎসর।

সেই সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্য হইতে কিছু কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়া প্রারব্ধরূপে পরিণত হয়। যেমন শুষ্ক নারিকেল বহু নারিকেল হইতে বৃন্তচ্যুতিরূপে পতিত হয়, সেইরূপ ফলোন্মুখ কর্ম্ম বহু সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে প্রারব্ধরূপে বিচ্যুত হয়। ইহজন্মে উপার্জ্জিত কর্ম্মকে ক্রিয়মান কর্ম্ম বলে। যেমন (২) সূত্রধর পত্নী এককালে ধান্য ভর্জ্জনে (৩) প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগকরে, এবং (৪) চিপিটক নির্ম্মাণে ক্রিয়মান কর্ম্ম উপার্জ্জন করে, সেইরূপ মানব এক সময়ে সুখদুঃখরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগকরে এবং পুণ্যপাপরূপ ক্রিয়মান কর্ম্ম সঞ্চয় করে। বৃক্ষসম্ভূত বীজ হইতে বৃক্ষের ন্যায় জন্মান্তরীয় কর্ম্ম সম্ভূত জন্মন্তরীয় বাসনা হইতে ক্রিয়মান কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। জন্মান্তরীয় বাসনা বহু দেহত্যাগরূপ বহু মরণ হইলেও কোনরূপে ধ্বংস হয় না। যেমন রশুনভাণ্ড হইতে সমস্ত রশুন অপসারিত করিলেও রশুনগন্ধ ভাণ্ডে চিরস্থায়ী হয়, সেইরূপ কর্ম্ম সকল ভোগ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মজনিত বাসনা চিরস্থায়িনী হয়। যেমন কুলালচক্র (৫) দণ্ডদ্বারা ভ্রামিত হইয়া দণ্ডাপসারণকালে স্বয়ং ভ্রমণ করে, এই নিজ ভ্রমণকে সংস্কার বলে, সেইরূপ কর্ম্ম করিলে কর্ম্মজনিত সংস্কার হয়, সেই সংস্কারকে বাসনা বলে। নিজলালাবদ্ধ পেসস্কারের (৭) ন্যায় জীব নিজকর্ম্ম সম্ভূত বাসনাদ্বারা আবদ্ধ হয়॥ ভুক্তকর্ম্ম বাসনাদ্বারা পুনর্ব্বার কর্ম্ম সৃষ্টিকরে।

উপনিষদে :—

পুণ্যোবৈ পুণ্যেণ ভবতি পাপঃ পাপেন ॥

পুণ্য হইতে পুণ্য ও পাপ হইতে পাপ হয়।

মানব কর্ম্মের ইচ্ছা অবলম্বন পূর্ব্বক নিজমনে কর্ম্মনিরূপণ করিয়া বাহ্য

(২)। ছুতর। (৩)। ভাজা। (৪) চিড়া। (৫) কুমারের চাক।
(৭)। গুটিপোকা

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এই ইচ্ছাকে বাসনা বলে। এই বাসনা জন্মান্তরীয় কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়, এই বাসনা সংসারের মূল কারণ।

যোগবাশিষ্ঠে :—

অনানন্দকরী শূন্যা নিষ্ফলা ব্যর্থমুন্নতা।
অমঙ্গলকরী ক্রূরা তৃষ্ণা ক্ষীণেব মঞ্জরী॥
সংসাররন্ধে মহতি নানারস-সমাকুলে।
ভুবনাভোগ রঙ্গেষু তৃষ্ণা জরঠনর্ত্তকী॥

বাসনা ক্ষীণা মঞ্জরীর (১) ন্যায় আনন্দকে নষ্ট করে, ও শূন্যা হইয়া বৃথা বাড়িয়া ফলকে ধ্বংস করে এবং অমঙ্গল প্রদান করে, এই জন্য বাসনাকে ক্রূর বলে। বাসনা নানারসযুক্ত সুবৃহৎ সংসারমঞ্চে বৃদ্ধা নর্ত্তকীর ন্যায় সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছে।

এই বাসনা সম্যকৃরূপে ত্যাগ করিতে না পারিলে জীব মুক্ত হইতে পারে না। ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নির ন্যায় বনিতা খাদ্যাদি বিষয় ভোগ-দ্বারা বাসনা বৃদ্ধি হয়। মোক্ষার্থী মানব সংসার কারণ সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিবেন। বাসনার বশীভূত জীব মৃত্যুকালে পুণ্যকর্ম্ম ফলে দিব্যরথে আরোহণ কয়িয়া স্বর্গে গমন করেন। দুঃখমিশ্রিত পৃথিবীজাত সুখ স্বর্গসুখ হইতে পারে না, এবং পৃথিবীতে দুঃখহীন সুখপ্রবাহ (২) সর্ব্বরূপে অসম্ভব। সুখদুঃখমিশ্রিত ফলভোগের জন্য এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্থানকে স্বর্গ বলে।

বেদান্তে :—

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদম্॥

যে সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত হয় না, পরে দুঃখ যে সুখকে গ্রাস

(১)। লতা (২) স্রোত

করিতে পারে না, যাহাতে অভিলাষ মাত্রে বস্তু লাভ হয়, তাহাকে স্বর্গ সুখ বলে।

বাসনাবদ্ধ পুণ্যকারী নরগণ, মরণকালে শুক্রশোণিত জাত স্থূল শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যরথারোহণে উত্তরদিকে আকাশপথে ঊর্দ্ধস্থিত বহুদূর অতিক্রম করিয়া পাপনাশিনী সুগন্ধ স্বর্ণকমল পরিপূর্ণা(১)পরিখাসদৃশী স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর তটে গমনকরেন; ও স্নানান্তে তৈজসশরীর গ্রহণপূর্ব্বক মণিময় কবাটযুক্ত স্বর্গদ্বারে প্রবেশকরিয়া নীলকান্তাদিমণি-নির্ম্মিত গৃহে বাস করেন। তৈজসরূপ-দিব্যদেহধারী (২) ক্লেশলেশশূন্য সুকৃত-কারিগণ, চিরবসন্তপূর্ণ স্বর্গে সুরভি সুশীতল মন্দগমন সমীরণ সেবন করিতে করিতে শীতল-সূর্য্যকিরণব্যাপী দিবস অতিবাহিত করেন; ও অক্ষয়-চিরযৌবন লাভকরিয়া গজদন্তবিনির্ম্মিত খট্টায় শয়নপূর্ব্বক অসীমবীর্য্যসঞ্চয়ে সুরত-সুখে নিশাকর-করপূর্ণা নিশা যাপন করেন; এবং বীণামৃদঙ্গাদি-বাদ্যপূর্ণ শৃঙ্গার রসোদ্গারী নৃত্যগীতের দ্বারা কালক্ষেপ করেন। ভিত্তিস্থিত হীরকরত্নপ্রভায় নৈশতমোনাশক গৃহে বাসকারী সেই জীবগণ, অপ্সরতুল্যকামিনীগণের সেবা লাভ করিয়া বন্দিগণ কর্ত্তৃক নিদ্রাভঙ্গ করেন; ও ষড়ঋতুসম্ভূত সর্ব্বকুসুম ও চিরজাত নিখিল ফলের দ্বারা সুশোভিত স্বর্ণময় উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে শারীরিক জ্বর-জরাদি ব্যাধি ও মানসিক শোকতাপাদিপীড়া পরিহার করিয়া দুঃখহীন নিরন্তর সুখে সময় যাপন-করেন। সর্ব্ববাসনা-পূর্ণকারী কল্পতরুগণ ত্রিদিব (৩) বাসীদিগের অভিলাষকালে পুরুষ সাহায্য ব্যতিরেকে দিব্য-বসন-ভূষণ-ভোজনীয়াদি নিখিল পদার্থ সৃষ্টি করে। সুরপুরী(৪)বাসিগণ, দুঃখশূন্য বহুবিধ-নিরবচ্ছিন্ন সুখে চিত্ত নিমগ্ন করিয়া ভোজ্যপানীয় পদার্থপূর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শৃঙ্গার সুখে দিগদিগন্ত পরিভ্রমণ করেন; ও উর্ব্বশী-

---

(১) গড়খাই (২) তেজোনির্ম্মিত স্বর্গীয় দেহধারী (৩ ও ৪) স্বর্গ।

প্রভৃতি অপ্সরোগণের নৃত্যগীত পরিপূর্ণা পুরন্দরাদি-ত্রিদশবৃন্দ(১) সংসেবিতা স্বরসভায় গমন করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করেন; এবং হিংসাদ্বেষ-শূন্যতাহেতু একত্র ক্রীড়াকারী সিংহ হরিণাদি জীবপূর্ণ সকলঋতু-সংসেবিত কশ্যপের তপোবন দর্শন করেন। নরগণ, সুকৃতি ফলে পুনঃ পরিমিত কাল পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থানপূর্ব্বক অসীম সুখসম্ভোগ করিয়া পুণ্যশেষে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন করেন।

গীতায় :—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং,
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥

সেই যজ্ঞকারী পুরুষগণ, বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

যোগবাশিষ্ঠে :—

ক্ষীণে পুণ্যে বিশন্ত্যেতং মর্ত্ত্যলোকঞ্চ মানবাঃ।

স্বর্গস্থিত মানবগণ পুণ্য শেষ হইলে পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে॥

পুণ্য শেষ সময়ে "স্বর্গজনক তোমার পুণ্য ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইয়াছে, অতএব তুমি সুকৃতি লভ্য স্বর্গ হইতে শীঘ্র বিচ্যুত হও" এইরূপ লিখিত পত্রিকাপ্রাপ্তির (২) পর, পুণ্যকারী, তৎক্ষণাৎ তৈজস শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে মেদিনীতে পতিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে খাদ্যের সহিত মিশ্রিতভাবে কর্ম্মানুসারে রাজাদি শরীরে প্রবেশ করেন, ও শুক্রসংযোগে ঋতুমতী রমণীর গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দশমাস কাল গর্ভবাসপূর্ব্বক প্রসবকালে ভূতলে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট পুণ্য ফলে ইহলোকে রাজ্যাদি জাগতিক ঐশ্বর্য্য ভোগ

(১) দেবসকল (২) নোটীশ পাইয়া।

করেন।” বশিষ্ঠের এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া দেবব্রত বলিলেন, “গুরো! আপনি স্ত্রী ও বিষয় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিন।” বশিষ্ঠ বলিলেন, “মাংস পুত্তলিকা যে বনিতার কলেবর, নাড়ী কঙ্কালাদি-বিনির্ম্মিত ও যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চল, সেই রমণীর শোভা ভ্রান্তিমাত্র। সুন্দরীর মাংসাস্থি-রক্তনেত্রাদি পদার্থ পৃথক পৃথক দর্শন করিলে(১) বীভৎস রসের সঞ্চার হয়। কেশকজ্জলধারিণী (২) কামিনীরূপ নরকাগ্নি-শিখা দৃষ্টিমাত্রে নরতৃণকে দগ্ধ করে। স্ত্রীর দেহ ক্ষণভঙ্গুর।

যোগবাশিষ্ঠে ঃ—

মেরুশৃঙ্গ তটোল্লাসি গঙ্গাজল রয়োপমা।
দৃষ্টা যস্মিন্ স্তনে মুক্তাহারস্যোল্লাসশালিতা॥
শ্মশানেষু দিগন্তেষু স এব ললনাস্তনঃ।
শ্বভিরাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ড ইবান্ধসঃ॥

যেমন সুমেরুর শৃঙ্গ তটস্থিত গঙ্গাজল বেগ দ্বারা সুশোভিত হয়, সেইরূপ রমনীর যে স্তন মুক্তাহার দ্বারা অতিশয় সুশোভিত ছিল, কুক্কুর সকল, অন্য সময়ে দিগন্ত শ্মশানে অন্নপিণ্ডের ন্যায় রমণীর সেই স্তন ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে।

মানব, সংসার মূল কামিনীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া অসৎ কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যেমন মৃগয়ার জন্য কাননস্থিত রাজপুত্র, তমঃ পূর্ণনিশার প্রথম যামে,(৩) অকস্মাৎ প্রবলঝটিকা আরম্ভ হইলে সৈন্যসামন্ত বিচ্যুত হইয়া নিরস্ত্রভাবে বিজন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ভীষণ শার্দ্দূল (৪) দর্শন করিলেন। শার্দ্দূল নরমাংস লোভে সহায় শূন্য নরেন্দ্রসূনুর (৫) অনুগমন করিল। নৃপসুত, ব্যাঘ্রানুগমন অবলোকন করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য উন্নত বৃক্ষে আরোহণ করিতে করিতে সমীপ শাখাস্থিত ভল্লূক দর্শনপূর্ব্বক

(১) ঘৃণাজনক (২) কাজল (৩) প্রহরে (৪) বাঘ (৫) রাজপুত্র

সভয়চিত্তে ভূমিগর্ত্তস্থিতি-মানসে (১) বিবরগামিনী শাখাস্থ লতা অবলম্বন করিয়া অবতরণ করিলেন। বিবরবাসী সর্প, রাজপুত্রকে লতারোহণে নিকটস্থ দেখিয়া ফণা উত্তোলনপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিল। সর্প দর্শনে লতাযোগে উর্দ্ধগামী রাজতনয়, লতাসঞ্চালনে শাখাস্থিত-মধুচক্র হইতে নিজওষ্ঠে বিগলিত মধুবিন্দু রসনা দ্বারা আস্বাদন করিলেন, এবং মধুমধুরতায় মুগ্ধ হইয়া লতা সঞ্চালনে পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠে পতিত মধুবিন্দু পান করিতে করিতে ব্যাঘ্র-ভল্লূক-সর্পভয় বিস্মৃত হইয়া কেবল মধুপানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সেইরূপ কামিনীপ্রেমে প্রমত্ত মানব, মরণ ব্যাঘ্র ও জন্ম ভল্লূক এবং সংসার সর্পের ভয় বিস্মৃত হইয়া কেবল ক্ষণিক রমণী সুখে সময় যাপন করেন। বিশ্বের মূল অঙ্গনা ভোগের কারণ।

যোগবাশিষ্ঠে ঃ —

যস্যস্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিঃ স্ত্রীকস্য ক্বভোগ ভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎত্যক্তং জগৎত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥

যাহার স্ত্রী আছে, তাহার ভোগের ইচ্ছা আছে, স্ত্রী না থাকিলে ভোগের ইচ্ছা হয় না। স্ত্রী ত্যাগ করিলে জগৎ ত্যাগ হয়, ও জগৎ ত্যাগ করিলে সুখী হয়।

উপার্জ্জনে ও প্রতিপালনে এবং বিধ্বংসে অত্যন্ত ক্লেশ দান হেতু ধনাদি বিষয় সুখকর নহে। বিষয়-বিষোৎপন্ন মোহ বিষয়ীর নৈসর্গিক(২) জ্ঞান বিনষ্ট করে। রাজ্যলক্ষ্মী, (৩) কুলটার ন্যায় গুণাগুণ বিচার না করিয়া নিকটস্থিত পুরুষকে আশ্রয় করে, ও ধূলিমুষ্টি মণিপ্রভার ন্যায় পুরুষ গুণকে আবরণ করে, এবং বিষপূর্ণ পরমান্নের ন্যায় দুঃখবৃদ্ধিপূর্ব্বক মরণ দান করে।

(১) গর্ত্ত
(২) স্বাভাবিক (৩) বেশ্যা

যোগবাশিষ্ঠে :—

ন শ্রীঃ সুখায় ভগবন্ দুঃখায়ৈব বিবর্দ্ধতে।
গুপ্তা বিনাশনং ধত্তে মৃতিং বিষলতা যথা॥

হে ভগবন্! লক্ষ্মী সুখের জন্য নহে, দুঃখের জন্য বাড়িয়া উঠে, এবং বিষলতার ন্যায় গুপ্তভাবে থাকিয়া মৃত্যু প্রদান করে।

নরগণ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চলা বিবেক সৌজন্যনাশিনী রাজ্যলক্ষ্মীর জন্য সংগ্রামে অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করেন। যেমন নরদর্শনকারী কূর্ম্ম (১) ধারণ ভয়ে স্বকীয় মুখ নিজদেহে প্রবেশ করায়, সেইরূপ মোক্ষপ্রার্থী মানব পুনর্জ্জন্ম ভয়ে তরঙ্গতুল্য ক্ষণভঙ্গুর বিষয় বাসনা নিজমনে বিলীন করিবে।" এইরূপ বশিষ্ঠের উপদেশ শ্রবণ করিয়া দেবব্রত, সমস্ত মোহ পরিহারপূর্ব্বক পরমেশ্বরে দৃঢ়ভক্তি স্থাপন করিলেন এবং অখিলবিদ্যা শেষকরিয়া বশিষ্ঠের আশ্রম হইতে নিজ জননী জাহ্নবী সমীপে আগমন করিলেন।

শিষ্য। যদি শাস্ত্র দ্বারা মোহ নষ্ট হয়, তাহা হইলে অনেক পণ্ডিত কি কারণ মোহচক্রে ভ্রমণ করেন?

গুরু। সাধনাশক্তি হীন পণ্ডিতগণ (২)দর্ব্বীপাকরসের ন্যায় শাস্ত্র তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন না।

রাম গীতায় :—

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী, ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য, সারং নজা নন্ খরবদ্‌বহেৎসঃ॥

যেমন চন্দনভার-বহনকারী গাধা, কেবল চন্দনের দশসের বারসের ভার বুঝিয়া থাকে, চন্দনের গুণ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ যোগাভ্যাসহীন

(১) কচ্ছপ, কাছিম (২) তাড়ু

পণ্ডিত, বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রসার পরমেশ্বরকে বুঝিতে পারেন না, কেবল শব্দার্থ বুঝিয়া থাকেন। এইজন্য পণ্ডিতের মোহ নষ্ট হয় না।

শিষ্য। তারপর দেবব্রত কি করিলেন?

গুরু। তারপর দেবব্রত, শঙ্করের তপস্যা করিয়া তাঁহার কৃপায় পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। একদা জাহ্নবী নিজ তীরস্থিত শান্তনুকে সুতবিরহ কাতর দেখিয়া স্বপুত্র দেবব্রতকে স্বামি-সমীপে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হইলেন। শান্তনু দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। একদা দেবব্রত,"রাজ্য দান করিলে কন্যারত্নের সহিত পিতার বিবাহ হইবে" এই কথা সচিব মুখে শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসমীপে "আমি কখনও ভার্য্যাগ্রহণ ও রাজ্যগ্রহণ করিব না" এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্ম নাম ধারণ করিলেন ও গর্ভজাত পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ পণগৃহীতা ভুবনসুন্দরী মৎস্য-গন্ধার সহিত পিতার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া সন্তুষ্টজনকদত্ত স্বেচ্ছা-মরণ-বর প্রাপ্ত হইলেন এবং রঙ্গমঞ্চে নটের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান বলে অবিদ্যা কল্পিত ভুবনে অভিনয় করিতে লাগিলেন। সমরসময়ে তপস্যাতুষ্ট শ্রীপতি ও কুরুরণে(১) অস্ত্র অগ্রহণরূপ নিজ প্রতিজ্ঞা বিভঙ্গ পূর্ব্বক স্বকীয়াস্ত্র সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া, পরম যোগী ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন। যিনি যোগজাত বুদ্ধিবলে পঙ্কাল মৎস্যের(২) ন্যায় সংসারস্থ হইয়া অনিত্যনিশ্চয়ে দুস্ত্যজ রাজ্য-ললনা-বাসনা হৃদয় হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত করিয়াছেন, গর্ভধারিণী মন্দাকিনী তপস্যাতুষ্টা হইয়া

(১) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেন কুরুক্ষেত্রে তিনি নিরস্ত্র থাকিবেন; ভীষ্ম তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করাইবেন প্রতিজ্ঞা করেন; শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন—নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে কাতর হন নাই।

(২) পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকিলেও তার গায়ে পাঁকের দাগ থাকে না, সেইরূপ সংসারে থাকিয়াও তিনি যোগ বলে কামনা হীন ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে কামনার দাগ থাকে না নির্লিপ্ত ভাবে ছিলেন।

সর্ব্বজয়িত্ববরে যাঁহাকে বিভূষিত করিয়াছেন, সেই ভীষ্ম নিজ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য দুর্য্যোধন প্রদত্ত অন্নবস্ত্র গ্রহণ করিয়া তদীয় বশবর্ত্তী ভাবে কালযাপন করিতেন। একদা বিদুর, ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া "কি করিলে আত্মোন্নতি হয়" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম বলিলেন, "সাধুসঙ্গ কর" বিদুর বলিলেন, 'সাধু কাহাকে বলে" ভীষ্ম বলিলেন, "সংসারাসক্তি পরিপূর্ণ কোন নর(১) তন্তুবায়-নাপিত-রজক-চর্ম্মকারদিগের দাতব্য অর্থ সংগ্রহের জন্য লোহিত বসনাদি যোগিবেশ ধারণ করে। সর্ব্ব পাপ নিপুণ কোন মানব(২) নিজহস্তে নরহত্যাদি কুকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাজদণ্ড ভয়ে পরিচয় গুপ্তির জন্য জটাদি ধারণে বেশ পরিবর্ত্তন করে(৩) বৈরাগ্য সম্পর্ক বিহীন কোন নর, বনিতাদি পরিজনের মরণে উপায়ান্তর শূন্য হইয়া সন্ন্যাসিবেশ রচনা করিয়া গঞ্জিকা ধূমপান দ্বারা হৃদয়স্থিত সংসার বাসনা ক্ষণকালের জন্য অপসারিত করে।(৪) অর্থব্যয়-কুণ্ঠ কোন মনুষ্য, ব্রহ্মচর্য্যাছলে মৎস্য তাম্বুলাদি পরিত্যাগ করিয়া পাপজনক অসাময়িক রমণী সম্ভোগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কোন নর, মুনিবেশ ধারণ করিয়া গোপনে বিশ্বাসীদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করে। কামকিঙ্কর কোন মানব উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ বেশ রচনা করে।

শঙ্করাচার্য্য পুস্তকে :—

জটিলী মুণ্ডী লুঞ্চিত কেশঃ, কাষায়াম্বর বহুকৃত বেশঃ।
পশ্যন্নপি নপশ্যতি মূঢ়, উদর নিমিত্তং বহুকৃত বেশঃ॥

---

(১) যে তাঁতি নাপিত ধোপা চামারদিগকে ফাঁকি দিয়া গেরুয়া পরিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়ায়। (২) খুন করিয়া জেল ফাঁসি প্রভৃতি দণ্ড এড়াইবার জন্য মাথায় জটা পরে। (৩) যার কোন কালে বৈরাগ্য নাই তার স্ত্রী পরিজনাদি মরিলে আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সে গাঁজা খাইয়া বৈরাগ্যকে কিছু কালের মত টানিয়া আনে। (৪) কৃপণ পয়সা খরচের ভয়ে মাছ পান কিছুই খায় না জানায় যেন কত ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরনারী গমন করিতেও ছাড়ে না।

মূঢ় ব্যক্তি উদরের নিমিত্ত বহু বেশ ধারণ করে, কোন নর জটাধারণ ও মস্তক মুণ্ডন, কেশচ্ছেদন এবং রক্তবস্ত্রধারণ করে, এইরূপে নানা বেশধারী মানব লোকবঞ্চনা দেখিয়াও দেখে না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে :—

অকার্য্যকারিণঃ ক্রূরা ধর্ম্মমার্গবিলোপকাঃ।

সেই খল স্বভাব মানবগণ সাধুবেশ ধারণ করিয়া অকার্য্য করে ও ধর্ম্মমার্গ বিলুপ্ত করে।

তস্করের জ্ঞানসত্ত্বে অপহরণের ন্যায় দুষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানসত্ত্বে নিজমন বঞ্চনা করে। যাহারা সংসারাসক্তি হিংসাদ্বেষাদি অন্তর্ম্মল বিধ্বংস না করিয়া কেবল বাহ্য আচার দ্বারা লোকবঞ্চনা করে, তাহারা সাধুশব্দ বাচ্য নহে।

বিষ্ণু পুরাণে :—

নারিকেল-সমাকারা দৃশ্যন্তে চ হি সজ্জনাঃ।
অন্যে বদরিকা-কারা বহিরেব মনোহরাঃ॥

সাধুগণ, নারিকেলের ন্যায় অন্তরে নির্ম্মল জ্ঞান স্থাপন করে ও বাহ্যবেশে আসক্ত হয় না। দুষ্ট সকল কুলের ন্যায় অন্তরে বিষ স্থাপন করে ও কৌপীনাদি বাহ্যবেশ রচনা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করে।

অন্তর্ম্মল শূন্য তত্ত্বজ্ঞানী মানবকে সাধু বলে। ভীষ্মের এইরূপ বাক্য শ্রবণের পর বিদুর বলিলেন, "বাহ্য বেশ দ্বারা কি মুক্তি হয় না?" ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "যেমন বেশ্যা, কল্পিত ভক্তি দ্বারা মনোমোহিত করিয়া উপপতির নিকটে অর্থ গ্রহণ করে, সেইরূপ দুষ্ট ব্যক্তি, কল্পিত বাহ্যবেশ দ্বারা মনোরঞ্জন পূর্ব্বক অল্প বুদ্ধির নিকটে ধন গ্রহণ করে। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে কল্পিত ভাব দ্বারা বশীভূত করা যায় না।(১) পুরীষাদি অশুচি দ্রব্য ভোজনে মুক্তি হইলে শূকর মুক্তিলাভ করিত, ও মদ্যপানে মুক্তি

(১) বিষ্ঠা, মল।

হইলে মত্তমত্ত মুক্তিলাভ করিত, মাংস ভক্ষণে ব্যাঘ্র, মৎস্য ভোজনে কুম্ভীর,(১) মুদ্রা ভোজনে কৃষক, মৈথুনে (২)কুক্কুট, ফলভোজনে বানর, লতাপত্র ভক্ষণে গোমহিষ, সর্ব্বদা স্নানে মৎস্য, ঘৃণা ত্যাগে শৃগাল, লজ্জাত্যাগে গর্দ্দভ, ভয়ত্যাগে সিংহ, ভোজন শোকত্যাগে সর্প, নিদ্রা ত্যাগে(৩) মার্জ্জার, কুলত্যাগে কাক,(৪) কুটিল স্বভাব ত্যাগে হরিণ, জাতি ত্যাগে কুক্কুর, শৃঙ্গার ত্যাগে ক্লীব, দিনোপবাসে বাদুড়, ইন্দ্রিয় জয়ে বৃক্ষ, রাত্রি জাগরণে পেচক, জ্যোৎস্নাপানে চকোর, এবং ঈশ্বরলয়ে মুক্তি হইলে প্রলয়গত নিখিল জীব মুক্তিলাভ করিত।

মহানির্ব্বাণে :—

বায়ু পর্ণ কণাতোয় ব্রতিনো মোক্ষ ভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগাঃ মুক্তাঃ পশুপক্ষি-জলেচরাঃ॥

বায়ু ভোজন-ব্রত ধারণে মুক্তি হইলে সর্প মুক্ত হইত, ও পত্রভক্ষণে পশু, কণাভক্ষণে পক্ষী, এবং জলপান ব্রত ধারণে মুক্তি হইলে জলজন্তু মুক্ত হইত।

শরীর ক্লেশকর বাহ্যক্রিয়া দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না, কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে :—

ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাস শতৈরপি।
তত্ত্বজ্ঞানং পরং লব্ধা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥

জপ ও হোম হইতে মুক্তি হয় না, শত শত উপবাস দ্বারা মুক্তি হয় না। মানব, শ্রেষ্ঠতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়।

অতএব(৫) মুমুক্ষু ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সতত চেষ্টা করিবে।"

(১) মুড়ি কলাই ভাজা প্রভৃতি দ্রব্য। (২) মোরগ। (৩) বিড়াল। (৪) বক্র
(৫) মুক্তিলাভেচ্ছু।

ভীষ্মের এইরূপ উপদেশ সময়ে অর্জ্জুন, তথায় আগমন করিয়া প্রণতি পুরঃসর ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ! কি করিলে মন পবিত্র হয়?" ভীষ্ম বলিলেন, "জ্ঞানগঙ্গায় স্নান করিলে মন পবিত্র হয়। যেমন লৌহমঞ্জুষাকে(১) বহুরূপে পরিষ্কৃত করিলে, তাহার মধ্যস্থিত সুবর্ণ কঙ্কণ পরিস্কৃত হয় না,(২) সেইরূপ স্থূলদেহ পরিষ্কৃত হইলে তাহার মধ্যস্থিত মন পরিষ্কৃত হয় না।

মহাভারতে :—

আত্মানদী সংযম-পুণ্যতীর্থা,
সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র!
নবারিণা শুদ্ধ্যতি চান্তরাত্মা॥

হে পাণ্ডুপুত্র! অর্জ্জুন! ইন্দ্রিয় সংযম যাহার পবিত্র ঘাট, ও সত্য ব্যবহার জল, সরল স্বভাব পাহাড় এবং দয়া যে নদীর তরঙ্গ, তুমি সেই জ্ঞাননদীতে স্নান কর, বাহ্য জল দ্বারা মন পবিত্র হইতে পারে না।

এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ও বিদুর নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিছু দিন পরে শত্রুরূপী মিত্র শকুনির মন্ত্রণায় কপট পাশা-ক্রীড়া আরম্ভ হইলে, পাণ্ডবগণ, পাশাক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া বনগমন পূর্ব্বক অজ্ঞাত বাসাদি সমস্ত প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকটে নিজ রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন, শকুনির কুমন্ত্রণায় পঞ্চপাণ্ডবের জন্য পঞ্চগ্রাম প্রার্থনাকারী শ্রীকৃষ্ণকে "আমি যুদ্ধ ব্যতিরেকে পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্রভূমি প্রদান করিব না।" এই বলিয়া প্রত্যাখান করিলেন।

---

(১) সিন্দুক, লোহার সিন্দুকের উপরের ময়লা ঘষিয়া ঘষিয়া পরিস্কৃত করিলেও ভিতরে যে সোণার বালা আছে তাহা পরিস্কৃত হয় না, সেইরূপ বাহ্য আচারে পবিত্র ভাব ধারণ করিলেও ভিতরের (মনের) ময়লা দূর হয় না।

অনন্তর উভয় পক্ষায় সংগ্রাম সজ্জা আরম্ভ হইলে ভীষ্ম, প্রতিপালন রূপ ঋণ শোধেরজন্য দুর্য্যোধনের পক্ষভূত হইয়া অনিচ্ছা সত্বে পাণ্ডব-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। শকুনিকে শত্রুরূপী মিত্র বলিলেন কেন? আর কপটপাশা কিরূপ, ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করুন।

গুরু। খলস্বভাব দুর্য্যোধন, ভূমণ্ডলে যুধিষ্ঠিরের যশোবিতান বিস্তৃত দেখিয়া অসূয়া(১)বৃদ্ধিহেতু তদীয় দোষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যেমন মধুমক্ষিকা বহু পুষ্পে ভ্রমণ করিতে করিতে পুষ্পোৎপন্ন মধু আহরণ করে, সেইরূপ সাধুব্যক্তি বহু নর সমীপে ভ্রমণ করিতে করিতে মানবগণের গুণরাশি গ্রহণ করেন। যেমন মক্ষিকা ক্ষতস্থানে গমনপূর্ব্বক পূয়(২) পতনের অন্বেষণ করে, সেইরূপ দুষ্টব্যক্তি লোক সমীপে গমনপূর্ব্বক দোষোৎপত্তির অনুসন্ধান করে। আকাশস্থিত শকুনির দৃষ্টি গো-শ্মশানের (৩) ন্যায় উন্নত দুষ্ট পুরুষের দৃষ্টি পরাপকারে সতত সন্নিহিত থাকে। যেমন শর্করা-স্তূপপ্রোথিত(৪) নিম্ববৃক্ষের নিরন্তর ক্ষীরসেচনেও নৈসর্গিক তিক্ততা নষ্ট হয় না, সেইরূপ ধনবিদ্যাযুক্ত দুষ্ট নরের সতত সদুপদেশ শ্রবণেও স্বাভাবিক পরাপকারেচ্ছা বিনষ্ট হয় না। যেমন নিমন্ত্রিত দোষদর্শী মানব, রাজভবনে গমনপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া দোষলেশের অদর্শনকালে ভোজনপাত্রের (৫) অচিক্কণরূপ মিথ্যাদোষ প্রকাশিত করে, সেইরূপ দুর্জ্জন মানব, গুণপূর্ণ নরের দোষকণিকার অদর্শনকালে নিজ বুদ্ধি কল্পিত দোষ উদ্ঘোষিত করে। এই জন্য পাণ্ডবগণের জারজন্ম দোষ-

---

(১) পরগুণে দোষারোপ। (২) পুঁজ।

(৩) ভাগাড়, যতই উপরে উঠুক শকুনির দৃষ্টি ভাগাড়ে। তেমনি দুষ্ট লোক যতই উন্নতি করুক তাহার দৃষ্টি পরের অনিষ্টের উপরে থাকে। (৪) চিনির গাদায় নিমগাছ পুতিয়া কেবলই তাহার তলায় দুধ ঢালিলেও তাহার স্বভাব সেই তিক্ত গুণ কখন ছাড়িবে না। (৫) পাত্রটা চক চকে নয়...এই দোষ দেয়।

নিশ্চয়কারী দুর্য্যোধন, রাজসভায় গমন করিয়া ধর্ম্মপুত্ররূপে সম্বোধন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন বাক্যের (১) শ্লেষপূর্ণার্থ বিদিত হইয়া দুঃখিতচিত্তে কেশবসমীপে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, ও তাহার 'পরামর্শে সভাস্থিত দুর্য্যোধনকে (২) অজপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অত্যন্ত অভিমানী দুর্য্যোধন, সভায় অজপুত্র সম্বোধন শ্রবণ করিয়া বিশেষরূপে লজ্জিত হইলেন, এবং মাতার নিকটে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, "জননি! আপনি সত্য করিয়া বলুন, অদ্য যুধিষ্ঠির কিজন্য আমাকে অজপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিল? লজ্জাকর ঘটনা হইলেও আমার নিকটে প্রকাশ করিতে হইবে, প্রকাশ না করিলে আপনার সমীপে আত্মহত্যা করিব।" গান্ধারী বাল্য-বৃত্তান্তের অপ্রকাশে জ্যেষ্ঠপুত্রের আত্মহত্যানিশ্চয় বিদিত হইয়া লজ্জা-ত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, "আমার পিতা সুবল নৃপতির যজ্ঞকালে সমাগত ঋষিগণ, কুমারী আমাকে দর্শন করিয়া বলিলেন, "এই কন্যা বিবাহ সময়ে বিধবা হইবে।" মদীয় অমঙ্গল ভীত পিতা সেবা-পরিতুষ্ট ঋষিগণের পরামর্শে গোপনে অজের সহিত আমার বিবাহ কার্য্য সমাধা করিলেন। আমার সেই ছাগপতি, গলদেশে কুসুমমাল্য গ্রহণ করিয়া অজদেহ পরিত্যাগ করিলেন। আমি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের শুশ্রূষা করিয়া তাহাদিগের নিকটে শতপুত্র-প্রসববর লাভ করিলাম। অনন্তর সৌভাগ্যবশতঃ তোমার জনক অন্ধরাজের সহিত আমার পুনর্ব্বার পরিণয় হইল। এই রহস্য (৩) বৃত্তান্ত কেহই জানেনা, বোধ হয় সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ, কৌন্তেয় নিকটে এই গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিয়াছে। ঋষিদিগের কৌশলে আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি।" এই বলিয়া গান্ধারী লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। দুর্য্যোধন, জননীমুখে গুপ্তবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শয়নগৃহে গমনপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বুদ্ধিহীন আমার

(১) এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। (২) ছাগ (৩) গুপ্ত।

মাতামহ যদি সিংহ অথবা হস্তীর সহিত জননীর প্রথম পরিণয় সম্পাদন করিত, তাহা হইলে অদ্য সভায় শিরশ্ছেদনের ন্যায় আমার অপমান (১) হইত না।” এইরূপ চিন্তার পর দুর্য্যোধন, দুষ্ট মন্ত্রীর পরামর্শে সুবলবংশ ধ্বংসের জন্য নিমন্ত্রণচ্ছলে পরিজনের সহিত সুবলরাজাকে হস্তিনায় আনয়ন করিলেন; ও অন্যের অলক্ষিতভাবে এক গুপ্ত গৃহে সকলের এক পক্ষ ভোজন-যোগ্য খাদ্যদ্রব্য সংস্থাপিত করিয়া তন্মধ্যে কৌশলে সকলকে অবরোধ করিলেন, এবং সকলের মৃত্যুদর্শন-আকাঙ্ক্ষায় মধ্যে মধ্যে স্বয়ং গুপ্তগৃহের জালমার্গ উদ্‌ঘাটন করিতেন। গৃহাবরুদ্ধ সুবল জ্যেষ্ঠপুত্র শকুনিকে বলিলেন, “বৎস! তুমি, একাকী সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া জীবন ধারণ কর, ভোজনাভাবে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তুমি আমার অস্থিতে পাশানির্ম্মাণ করিবে। আমি, ভূতের ন্যায় পাশার অধিষ্ঠাতা হইয়া তোমার বাক্যানুরূপ পাশাপাতন করিব। মদীয়-কঙ্কাল-নির্ম্মিত পাশা তোমার বাসনার (২) প্রতিকূলে কখনও পতিত হইবেনা। তুমি, বুদ্ধিবলে দুর্য্যোধনের বংশধ্বংস করিয়া আমার নির্ব্বংশতার প্রতিফল প্রদান করিবে।” এইরূপ পিতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া শকুনি মৃতপিতার কঙ্কালে পাশানির্ম্মাণ করিলেন, এবং জালমার্গ উদ্‌ঘাটনকালে দুর্য্যোধনকে বলিলেন, “আমি পাণ্ডববিজয়ের জন্য অস্ত্রনির্ম্মাণ করিয়াছি।” দুর্য্যোধন, কপটপাশার পরীক্ষা করিয়া সানন্দহৃদয়ে মাতুলকে প্রভূত ধনদানপূর্ব্বক যত্নের সহিত হস্তিনায় সংস্থাপিত করিলেন। পিতৃবাক্য-পালনকারী শকুনি, “পাণ্ডবগণের সহিত বিবাদ না হইলে দুর্য্যোধনের বংশ বিনাশ-হইবে না।” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কুমন্ত্রণা প্রদানে পাণ্ডবদিগের সহিত দুর্য্যোধনের সর্ব্বদা শত্রুতা করাইতেন। যেমন দুগ্ধমুখ বিষপূর্ণঘট দুগ্ধভ্রমে পানকারীর মৃত্যু সাধিত করে, সেইরূপ মধুরভাষী প্রতিহিংসাপূর্ণ শকুনি,

(১) আমার মাথা কাটা যেতনা...মাথা এত হেট হইত না।

(২) ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থাৎ তুমি যা বলিবে তাহাই দান পড়িবে।

ইষ্টভ্রমে কুযুক্তি শ্রবণকারী দুর্য্যোধনের বংশবিনাশ করিয়া মরণ কর্ম্ম সাধিত করিলেন। প্রথম দুর্গম ধর্ম্মপথ ও আপাত রমণীয় অধর্ম্মপথ পরিণামে সুখ ও দুঃখ দানকরে, সেইজন্য অধর্ম্মপথাবলম্বী দুর্য্যোধন, অল্পদিন রাজ্য-সুখ ভোগ করিয়া পরিণামে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

শিষ্য। তারপর ভীষ্ম কি করিলেন?

গুরু। তারপর ভীষ্ম, পাণ্ডব-প্রতিকূলে যথাসাধ্য সংগ্রাম করিয়া কারণ চতুষ্টয় অবলম্বন হেতু অর্জ্জুন বিরচিত শরশয্যায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথন কারণ :—সংগ্রামে মোক্ষবিরোধী বীররসের সঞ্চারকালে সর্পের (১) নির্ম্মোক ত্যাগের ন্যায় নিজের স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলে পরমেশ্বর চিন্তা বিস্মৃত হইবেন, তাহা হইলে অনিত্য স্বর্গলাভে ভীষণ জন্ম মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন না, রণশূন্য অল্প সময় লাভে ব্রহ্ম সমাধি-বহ্নিতে নিখিল বাসনা ভস্মীভূত করিয়া নিদিধ্যা-সনে (২) তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। এইজন্য ভীষ্ম, শরতল্পে (৩) শয়ন-পূর্ব্বক যোগবলে বাণবেধন দুঃখ অপনোদন করিয়া সমাধি-শান্তচিত্তে পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে বিরোধী নিখিল রস পরাস্ত করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিষ্য। রস কত প্রকার? ও তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? তাহা সবিশেষ বর্ণনা করুন।

গুরু। রস নবপ্রকার, ও তাহাদিগের মধ্যে শান্তরস শ্রেষ্ঠ।

সাহিত্যদর্পণে :—

শৃঙ্গার হাস্যকরুণ রৌদ্রবীর-ভয়নকাঃ।
বীভৎসোহদ্ভুত ইত্যষ্টৌরসাঃ শান্তস্তথামতঃ॥

---

(১) খোলস। (২) অতিশয় মনোনিবেশসহ ধারাবাহিক চিন্তা অবিশ্রামে ও অনন্যচিত্তে প্রগাঢ় ধ্যান। (৩) শরশয্যায়।

রস নববিধ, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।

(১) যোষিৎ পুরুষ-প্রসঙ্গে সম্ভোগের জন্য উদিত ভাবকে আদিনামান্তর শৃঙ্গার রস বলে। হাস্যের উদ্দীপক বিকৃত আকার, বাক্য এবং চেষ্টা দ্বারা যে রসের উদয় হয় তাহাকে হাস্যরস বলে। ইষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর বিনাশ-কালে অথবা অপ্রিয়-ব্যক্তির সমাগমে যে শোকের সঞ্চার হয়, তাহাকে করুণরস বলে। ক্রোধের উৎপত্তি-সূচক হৃদয় ভাবকে রৌদ্ররস বলে। ধর্ম্ম, দান, দয়া ও যুদ্ধাদিতে উৎসাহপ্রদ ভাবকে বীররস বলে। যাহার দর্শনে অথবা শ্রবণে চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহাকে ভয়ানক রস বলে।(২) পূতিগন্ধাদি ঘৃণাজনক পদার্থের দর্শনে মনের বিকৃত ভাবকে বীভৎস রস বলে। আশ্চর্য্যজনক বিষয়-দর্শনে সমুৎপন্ন চিত্তভাবকে অদ্ভুত রস বলে। সংসারের অনিত্যজ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় সময়ে মনে যে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শান্তরস বলে। অলঙ্কার শাস্ত্রবর্ণিত শান্তরস এইরূপ :—

সাহিত্যদর্পণে :—

রথ্যান্তশ্চরতস্তথা ধৃতজরৎ কন্থালবস্যাধ্বগৈঃ,
সত্রাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ সদয়ং দৃষ্টস্য তৈর্নাগরৈঃ।
নির্ব্যাজীকৃত চিৎসুধারস মুদা নিদ্রায়মানস্য মে,
নিঃশঙ্কঃ করটঃ কদা করপুটী-ভিক্ষাং বিলুণ্ঠিষ্যতি॥
কোন দিন পথি মধ্যে করিব ভ্রমণ।
(৩) ছিন্নকন্থা ধরি আমি যাপিব জীবন॥
কেহ বা উন্মত্ত বলি কৌতুকে দেখিবে।
কেহ ভয়ে কেহ দয়া করি ভিক্ষা দিবে॥

---

(১) স্ত্রী (২) দুর্গন্ধ (৩) ছেঁড়া কাঁথা

নয়ন যুগল মুদি' ছলত্যজি' মনে।
জ্ঞানামৃত রসাস্বাদ করিব নির্জ্জনে॥
এরূপ দেখিয়া কাক শঙ্কা না করিবে।
আমার হাতের ভিক্ষা লুঠিয়া খাইবে॥

সাহিত্যদর্পণে :—

ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা,
ন দ্বেষরাগৌ নচ কাচিদিচ্ছা।
রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রেঃ
সর্ব্বেষু ভাবেষু শম প্রমাণঃ॥

যেখানে দুঃখের লেশ, নাহি আর সুখলেশ,
ইচ্ছা চিন্তা সকল বিরত।
নাহি তাহে রাগদ্বেষ, কেবল শম অশেষ,
সেই শান্ত কহে মুনি যত॥

অনিত্যজ্ঞানে সকল বস্তুর অসারতা-নিশ্চয়কে শান্তরসের আলম্বন বলে। পবিত্র-আশ্রম, তীর্থ ভ্রমণ এবং মহাপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতিকে শান্তরসের উদ্দীপন বলে। ভক্তিই শান্তরসের প্রথম সোপান। বিষ্ণুই সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ও তাঁহার উপাসনায় আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, এইরূপ নিশ্চয়কে ভক্তির আলম্বন বলে। পুষ্প-চন্দন-ধুনাধূম—উৎকৃষ্টবস্তুদানাদিকে ভক্তির উদ্দীপন বলে। দেবতার প্রতি স্বার্থশূন্য অকপট ভালবাসাকে ভক্তি বলে। যেমন গুড় হইতে শর্করা (১) ও শর্করা হইতে রস হয়, সেইরূপ ভক্তি হইতে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে শান্তরস প্রবাহিত হয়। শৃঙ্গার, হাস্য, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক এই সকল রসের সহিত শান্তরসের স্বাভাবিক

(১) চিনি

বিরোধ আছে, এইজন্য বিরোধী সমস্ত রস পরিত্যাগ না করিলে, শান্তরস বর্দ্ধিত হয় না। যেমন লবণ-তিক্ত (১) কটু-কষায়-রসগণ মধুর রসকে নষ্ট করে, সেইরূপ শৃঙ্গারাদি বিরোধী রসগণ শান্তরসকে বিনষ্ট করে, অতএব সাধকগণ বিরোধী রসের আশ্রয় সর্ব্বদা পরিহার করিবেন।

শিষ্য। দ্বিতীয় কারণ কি ?

গুরু। ভীষ্ম; বসনান্ন—প্রদাতা দুর্য্যোধনের পালন ঋণ-বিমুক্তির জন্য পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতিকূলে রণসম্পাদনে অসমদৃষ্টিতার (২) পরিচয় দিয়াছেন। এখন কোনরূপে যুধিষ্ঠিরের উপকার না করিলে, মুক্ত পুরুষের অসমদৃষ্টিতাদোষ বদ্ধমূলভাবে চিরকাল অবস্থান করিবে, এইজন্য ভীষ্ম, শরশয্যায় অবস্থান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া সমদৃষ্টিতার পরিচয় দিয়াছেন।

শিষ্য। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন! তাহার কিছু অংশ বর্ণনা করুন।

গুরু। ভীষ্ম বলিলেন, "যুধিষ্ঠির! যেমন পশুবধস্থানে নিত্য পশুবিনাশ হয়, সেইরূপ মানবের পঞ্চস্থানে নিত্য অনেক জীব বিনষ্ট হইতেছে।

মনুসংহিতায় :—

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥

(৩) চুল্লী, পেষণী, মার্জ্জনী, কণ্ডনী এবং জলকুম্ভ, গৃহস্থের গৃহস্থিত এই পঞ্চপদার্থের আশ্রয়ে বহুপ্রাণীর প্রাণনাশ-হেতু এই পঞ্চস্থানকে সূনা (৪) বলে।

(১) ঝাল (২) অসমদর্শিতা, যে সকলকে একরূপ দেখে না, পক্ষপাতিতা করিয়াছেন। (৩) উনান, পেষণ-যন্ত্র (যাঁতা, শিল, নোড়া), ঝাঁটা, ঢেঁকী, মুষল এবং জলের কলসী। (৪) কশাইখানা।

পাক সময়ে অনেক পতঙ্গ, চুল্লীতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করে, এবং কাষ্ঠ মধ্যস্থিত বহু কীট কাষ্ঠের সঙ্গে অনলে ভস্মীভূত হয়। নরগণ, পেষণ সময়ে হরিদ্রা লঙ্কা বীজাদি-পদার্থস্থিত উদ্ভিজ্জ জীবগণকে শিলা-যোগে পেষণ করিয়া বিনষ্ট করে ও গৃহ পরিষ্কার কালে মার্জনী—সঞ্চালনে পিপীলিকাদি কীটসমূহের জীবন ধ্বংস করে, (১) ধান্য ভঙ্গকালে ধান্য কলায়স্থিত উদ্ভিজ্জ জীবসকলকে উলূখলে (২) স্থাপিত করিয়া ঢেঁকিযোগে বিনষ্ট করে এবং জলপান সময়ে কুম্ভজলোৎপন্ন (৩) অণুবীক্ষণ দৃশ্য ক্ষুদ্র কীটগণের প্রাণ সংহার করে। গৃহী মানব নিত্য পঞ্চস্থানে বহু জীবের জীবন-নাশোৎপন্ন মহা পাপ সঞ্চিত করেন, মহর্ষিগণ সেই নিত্যোপার্জ্জিত-পাপ ধ্বংসের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মনুসংহিতায় :—

তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিস্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ ক্লৃপ্তা মহা যজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্॥

সেই পঞ্চ জীবহিংসা স্থান-জাত পাপ নাশের জন্য মহর্ষিগণ নিত্য গৃহস্থ-দিগের পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিধান করিয়াছেন।

মনু সংহিতায় :—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলি র্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥
পঞ্চৈতান্ যো মহা যজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেঽপিবসন্নিত্যং সূনাদোষৈন লিপ্যতে॥

---

(১) ধান ভানিবার সময়। (২) ধান্যাদি ভাঙ্গিবার জন্য কাঠের পাত্র বিশেষ। এই পাত্রে চাউল প্রভৃতি রাখিয়া মুষল প্রহারে পরিষ্কার করে; উখলি গড়ে। (৩) যাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখা যায়...অণুবীক্ষণ=যে যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র বস্তু সকল দৃষ্টি গোচর হয়। (Microscope)

অধ্যাপনকে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেবযজ্ঞ, বৈশ্বদেব-বলিকে ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি পূজাকে নৃযজ্ঞ বলে। যে গৃহস্থ যথাশক্তি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ ত্যাগ করে না, সে নিত্য গৃহে বাস করিয়া পঞ্চসূনা-পাপে লিপ্ত হয় না।

কেহ কেহ ব্রহ্ম যজ্ঞকে ঋষিযজ্ঞ বলেন। ঈশ্বরোদ্দেশে সৎকার্য্য সম্পাদনকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে, যথা:—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ব্রহ্মচর্য্য ও জপ; বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনে পরমেশ্বরের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়, শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে ধীশক্তি পরিমার্জ্জিতা হয় না। যেমন মলপূর্ণ দর্পণে (১) প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ, অপরি-মার্জ্জিত বুদ্ধিতে উপদেশ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। নিত্য অবসর মতে রামায়ণাদি পুস্তকের পাঠে ও শ্রবণে রাবণাদির পরিণাম অশুভকর, ও রামাদির পরিণাম শুভকর বুঝিয়া মানবের পাপ প্রবৃত্তি হ্রাস হয় ও পুণ্যরুচি বৃদ্ধি হয়। রসনালিঙ্গ-সংযমকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। (২) ষষ্টি শোণিত বিন্দু সম্ভূত একবিন্দু শুক্র অপরিমিতরূপে ব্যয়িত হইলে বুদ্ধি শক্তি বিলুপ্ত হয়! ব্রহ্মচর্য্য দুই ভাগে বিভক্ত, মুখ্য ও গৌণ। অকৃতদারের (৩) মুখ্য ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হইয়াছে। ঋষিদিগের অপক্ষপাতী ব্যবস্থা অধিকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। মানবগণ, সমদর্শী ঋষিদিগের অভিপ্রায় অবিদিত হইয়া তাহাদিগের প্রতি বৃথা দোষ আরোপ করেন। গৃহস্থের পক্ষে মুখ্য ব্রহ্ম-চর্য্যের অসম্ভব হেতু গৌণ ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পশু পক্ষীর ন্যায় মানবের অযথা নিয়মে আহার-বিহার সম্পাদন সর্ব্বথা অনুচিত। আহার বিহারের শুভপরিণাম নিয়ম-পালনকে গৌণ ব্রহ্মচর্য্য বলে। কোন কোন পশু ও পক্ষী আহার বিহারের নিয়ম পালন করে; ফলভোজী

---

(১) আরসিতে ময়লা পড়িলে তাহাতে কোন কিছুর ছায়া পড়ে না; তাহার দ্বারা মুখ দেখা প্রভৃতি চলে না। (২) ৬০ ফোটা রক্ত।

(৩) অবিবাহিত ব্যক্তির।

বানর মাংস ভক্ষণ করে না; সিংহ ও বগু ঋতুকালে শৃঙ্গার করে; বাদুড় দিবসে উপবাস করিয়া নিশায় ভোজন করে; পশু পক্ষি প্রতিপাল্য নিয়মের প্রতিপালন মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কোন কোন মনুষ্য কুক্কুর ও কুক্কুটের ন্যায় অযথা নিয়মে আহার ও বিহার করেন; ঋতুকালে পত্নী গমন করিবে; অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই সকল দিবসে স্ত্রী গমন করা উচিত নহে; পর্ব্ব দিবসে পরিবর্দ্ধিত দেহরসের নাশের জন্য একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় উপবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে; পর্ব্বদিবসে শুক্র ক্ষয়োৎপন্ন উৎকট ব্যাধির আশঙ্কায় ঋষিগণ, পর্ব্বদিবসে স্ত্রী, তৈল মৎস্য ও মাংসাদির সম্ভোগ নিষেধ করিয়াছেন; অতএব যথা নিয়মে শৃঙ্গার করা উচিত। সমস্ত জাগতিক পদার্থে সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ বর্ত্তমান আছে। যে সকল পদার্থে সত্বগুণ অধিক পরিমাণে ও ও রজোগুণ অল্প পরিমাণে এবং তমোগুণ (১) লেশমাত্রে থাকে, তাহাকে সাত্বিক পদার্থ বলে, যথা—ঘৃত, আতপ তণ্ডুল (২) ফল প্রভৃতি পদার্থ। সত্বগুণ দ্বারা জ্ঞান বিকাশ হেতু ঋষিগণ প্রধান ব্রহ্মচর্য্যে চিরকাল সাত্বিক দ্রব্য ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহস্থের গৌণ ব্রহ্মচর্য্যে মধ্যে মধ্যে সাত্বিক ভোজন বিহিত হইয়াছে। যেমন নিরন্তর লবণ—জল সেচন দ্বারা বিবর্দ্ধিত (৩) ইক্ষুতে লবণ রসের সঞ্চার হয়, সেইরূপ সতত সাত্বিক পদার্থ ভক্ষণ দ্বারা পরিপুষ্ট দেহে সত্বগুণের আবির্ভাব হয়, সেই জন্য সাত্বিক পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সকল পদার্থে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও সত্বগুণ অল্প পরিমাণে এবং তমোগুণ লেশমাত্রে থাকে, তাহাকে রাজসিক পদার্থ বলে, যথাঃ—তৈল, মৎস্য, ছাগমাংস ইত্যাদি। রজোগুণ দ্বারা শরীর শক্তি বৃদ্ধি হেতু ঋষিগণ গৃহস্থদিগের অধিকদিন রাজসিক পদার্থের ভক্ষণ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। শারীরিক পরিশ্রম ও শুক্রক্ষয় দ্বারা দেহশক্তি

(১) অতি কম পরিমাণে। (২) আলো চাল। (৩) আক। আকের গোড়ায় অনবরত লোণা জল ঢালিলে আক মিষ্ট হয় না, লোণা হয়।

ক্ষয় হইলে রাজসিক পদার্থ সেই শক্তির সমুপার্জ্জনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হয়, এই জন্য গৃহস্থগণ রাজসিক পদার্থ ভক্ষণ করেন। শাস্ত্রানুবিহিত গার্হস্থ্যাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মীমাংসা শাস্ত্রে :—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥

যেমন সর্ব্ব প্রাণী বায়ুকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ সকল আশ্রম গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

স্মৃতি শাস্ত্রে :—

যস্মাৎ এয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

যেহেতু গৃহস্থ, নিত্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করাইয়া ও অন্নদান করিয়া অন্য আশ্রমত্রয়কে প্রতিপালন করে, সেইজন্য গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ।

যে সকল পদার্থে তমোগুণ অধিক পরিমাণে ও রজোগুণ অল্প পরিমাণে এবং সত্ত্বগুণ লেশমাত্রে থাকে, তাহাকে তামসিক পদার্থ বলে, যথা :—মদ্য, কুক্কুট মাংস প্রভৃতি। তমোগুণ দ্বারা অজ্ঞানমোহ বৃদ্ধি হেতু ঋষিগণ তামসিক পদার্থকে দূর হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন। মানব, তামসিক মদ্যপান দ্বারা অজ্ঞান ও মোহ বৃদ্ধি করিয়া (১) অকার্য্য সাধন করে। পাপের নিমিত্ত কারণ হেতু তামসিক দ্রব্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা উচিত। শাস্ত্রে কলিভিন্ন অন্যযুগে বলরাম ও দুর্গাদির মদ্যপান দর্শন হয়; অভিশাপ হেতু কলিযুগে সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়ছে; যেমন বিষ মিশ্রিত পায়স ভোজনকারীর প্রাণ বিয়োগ করে, সেইরূপ অভিশপ্ত মদ্য, পানকারীর মহাপাতক

(১) অকরনীয়, যাহা করা উচিত নহে।

সৃষ্টি করে ; অতএব কুক্কুট মাংসাদি তামসিক পদার্থের ভোজন ও পান পরিত্যাগ করিবে।”

শিষ্য। মদ্যকে কে অভিসম্পাত করিয়াছেন ?

গুরু। মন্থন সময়ে সমুদ্র হইতে মদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী, মদ্য পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে নিহিত করিয়া উৎপন্না হইলেন, ও সুরগণের প্রথম গ্রহণ হেতু সুরানাম গ্রহণ করিয়া পানদ্বারা অখিল অমরের প্রীতি সাধন করিতেন। একদা মদন, স্বকীয় পঞ্চবাণের সাফল্য পরীক্ষার জন্য চতুরানন (১) সমীপে গমন পূর্ব্বক তদীয় সুতা সন্ধ্যাকে সমীপস্থিতা দেখিয়া সুরাপানকারী গায়ত্রীজপনিরত ব্রহ্মার উপরে পঞ্চশর নিক্ষেপ করিলেন। বিধাতা (২) পঞ্চশরপ্রভাবোৎপন্ন কামভাবে নিজ কন্যাকে ক্ষণকাল দর্শন করিয়া যোগবলে তৎক্ষণাৎ চিত্ত সংযম করিলেন, ও কুপিতচিত্তে “সুরে অদ্য হইতে তুমি (৩) অপেয়া হও, গায়ত্রি ! অদ্য হইতে তুমি অজপনীয়া হও” এই বলিয়া উভয়কে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। অনন্তর সুরা ও গায়ত্রী উভয়ে অভিশাপ ভয়ে পিতামহের (৪) পাদপঙ্কজে পতিতা হইয়া “বিধাতঃ ! আমাদিগের কোন দোষ নাই, মদন বাণের অব্যর্থতা পরীক্ষার জন্য আপনার উপরে শরক্ষেপ করিয়াছে, আমরা বাণের অসীম শক্তি নিরোধ করিতে পারিলাম না, আপনি কৃপা বিতরণে অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।” এই বলিয়া করযোড়ে নানাবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা “তুমি হরনেত্রানলে ভস্ম হইবে” এই বলিয়া মদনকে অভিসম্পাত করিলেন ; এবং শান্তচিত্তে নিরপরাধা দুই অবলার শাপমোচনের ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর অভিশাপমুক্তা সুরার গ্রহণে সুরগণ প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন।

শুক্র, সুরাসুররণ সময়ে সংগ্রাম নিহত দানব সকলকে সঞ্জীবনী-মন্ত্র প্রভাবে পুনরুজ্জীবিত করিতে লাগিলেন ! নিজবলক্ষয় ভীত অমরগণ,

(১ ও ২, ৪) ব্রহ্মা। (৩) পানের অযোগ্য

সমবেত ভাবে পরামর্শ করিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্র গ্রহণের জন্য সুরগুরু সুত (১) কচকে শিষ্যরূপে (২) ভার্গব সমীপে প্রেরণ করিলেন। শুক্র স্বশিষ্য কচকে ধেনুচারণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। অসুরগণ, কচদর্শনে দেব-কৌশল অনুমান করিয়া অসি-খণ্ডিত-কচদেহদ্বারা (৩) জম্বুক সারমেয়ের উদর পূর্ত্তি করিলেন। অনন্তর উর্জ্জস্বতীর জঠরজাতা শুক্র কন্যা দেবযানী, অত্যন্ত স্নেহ বশতঃ নিশায় কচের অদর্শনে শোক সন্তপ্তভাবে পিতৃসমীপে কচদর্শনের অনুরোধ করিলেন। ভার্গব, তনয়ার অনুরোধে সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে মাংসভোজী শৃগাল-কুকুরগণ বিনাশ করিয়া কচকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। দনুজ সকল, পুনর্দর্শনে কচকে গোপনে নিহত করিয়া সাদরে শুক্রকে নিমন্ত্রণ করিলেন, ও বিশেষানুরোধে অধিক সুরাপানকারী নিজ গুরুকে (৪) পাকস্বাদু সমস্ত কচমাংস ভক্ষণ করাইলেন। মদ্য মহিমায় অজ্ঞাতভাবে কচমাংস ভোজনকারী ভার্গব, নিজগৃহে দেবযানীর কচাদর্শনোৎপন্ন শোক শান্তির জন্য নিজোদর স্থিত কচকে সঞ্জীবনীমন্ত্র প্রদান করিয়া খড়্গ দ্বারা নিজশীর্ষ (৫) ছেদন করিলেন। মন্ত্রজীবিত কচ, উদর হইতে বহির্গত হইয়া মন্ত্রবলে শুক্রকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। শুক্র, ব্রাহ্মণ মাংসভোজনে কুপিত হইয়া "সুরে! অদ্য হইতে তুমি অপেয়া হও" এই বলিয়া সুরাকে অভিসম্পাত করিলেন। স্তবপরায়ণা সুরা পাদতলে পতিতা হইলে, শুক্র, অনুগ্রহ-প্রকাশে সুরার অভিশাপ মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন, এবং অসুরগণের কচহিংসা নিষেধ করিলেন। তারপর সকলেই সুরাসেবন আরম্ভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষিতির (৬) সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষকরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি ভূভার হরণের জন্য অবনীতে আবির্ভূত হইয়া নিজবংশ

---

(১) বৃহস্পতিপুত্র। (২) শুক্র। (৩) শিয়াল কুকুরের। (৪) রন্ধনের দ্বারা সুমিষ্ট। (৫) মস্তক। (৬) পৃথিবীর।

বুদ্ধি দ্বারা ধরনীভার পরিবর্দ্ধিত করিলাম, সম্প্রতি দুর্জ্জয় যদুকুল ধ্বংস না করিলে আমার ধরাস্থিতি নিষ্ফল হইবে, অতএব কৌশলে যাদব সংহার আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" এইরূপ নিশ্চয়কারী কেশব, স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। নিমন্ত্রিত ঋষিসমূহ, দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া দ্বারকার স্বর্গনিন্দিত শোভা দর্শন করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরস্থিত ক্রীড়াকারী যদুবালকগণ, সুরাপান—মত্তাবস্থায় ঋষিগণকে অবলোকন করিয়া কপট ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন; ও ঋষিদিগের ত্রিকালজ্ঞতা পরীক্ষার জন্য লৌহগঠিত-গর্ভ নারীবেশধারী জাম্ববতীসুত শাম্বকে আনয়ন করিয়া কল্পিত কাতর-ভাবে বলিলেন, "ঋষিগণ! এই রমণীর প্রসবকাল অতীত হইয়াছে, কতদিনে কি প্রসব করিবে? কৃপা করিয়া সমস্ত বিষয় প্রকাশ করুন।" ঋষিসকল, যোগবলে সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া প্রকুপিত চিত্তে "এ মুষল প্রসব করিবে, এবং তাহার দ্বারা যদুবংশ ধ্বংস হইবে" এই বলিয়া বালকগণকে অভিসম্পাত করিয়া স্ব স্বস্থানে গমন করিলেন। তারপর বাসুদেব, সুরাসেবনের পরিণাম ব্রহ্মশাপগ্রহণ বুঝিতে পারিয়া "সুরে! অদ্য হইতে তুমি অপেয়া হও, তোমার পানে মহাপাতক হইবে" এই বলিয়া সুরাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সেইজন্য কলিতে মহাপাপ-জনক সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বেদে :—

ন সুরাপাতব্যা

সুরাপান করিতে নাই

স্মৃতিতে :—

মদ্যমপেয় মদেয়ং

মদ্য পান করিতে নাই ও দান করিতে নাই।

শিষ্য। তারপর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কি বলিলেন? তাহা সবিশেষ প্রকাশ করুন।

গুরু। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "সন্ধ্যাস্থাপন পূর্ব্বক দেবতার

বীজের ও নামের পুনঃপুনঃ উচ্চারণকে জপ বলে। রুচিভেদে যে কোন দেবতার মন্ত্রজপ মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই জপ ত্রিবিধ, বাক্য সম্ভূত জপকে বাচিক, শব্দ শূন্য কেবল জিহ্বোৎপন্ন জপকে উপাংশু এবং মনোজাত জপকে মানসিক জপ বলে।' ত্রিবিধ জপের মাহাত্ম্য উত্তরোত্তর অধিক।

পদ্মপুরাণে :—

যাবন্তঃ কর্ম্মযজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রতিষ্ঠাদি তপাংসিচ।
সর্ব্বেতে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥
মাহাত্ম্যং বাচিকস্যৈতজ্জপযজ্ঞস্য কীর্ত্তিতং।
তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

প্রতিষ্ঠাতপস্যা প্রভৃতি যত রকম কর্ম্ম যজ্ঞ আছে, সেই সকল, জপ-যজ্ঞের ষোড়শাংশের একাংশ হইতে পারে না ; বাচিক জপের এই মাহাত্ম্য। ইহা হইতে উপাংশুজপ শতগুণে ও মানসিকজপ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

অনভিষিক্ত মানব অশৌচ মধ্যে জপ করিতে পারে না। বৈদিক কর্ম্মের অযোগ্যতাকে অশৌচ এবং সম্পূর্ণ অপবিত্রতাকে বৈদিক কর্ম্মের অযোগ্যতা বলে। অশৌচ দ্বিবিধ, জননাশৌচ ও মরণাশৌচ, জ্ঞানবলে অল্প দিবস মধ্যে শোকাদি-বিনাশকারী ব্রাহ্মণের অশৌচ সর্ব্বদা দেবকার্য্য-সম্পাদন হেতু দশ দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করে। কারণ দ্বয় বশতঃ অশৌচ সমুৎপন্ন হয়, প্রথম কারণ যথা,—মানবশরীর শুক্রশোণিত পরম্পরা সম্বন্ধে জ্ঞাতি সমূহের কার্য্য ও কারণ, যেমন পার্শ্বস্থিত পুরীষরাশি, পরম্পরা সম্বন্ধযুক্ত-জলাশয়-স্থিত সমস্ত জলের পান যোগ্যতা নিরাসপূর্ব্বক অশুচিতা সম্পাদন করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণের জনন ও মরণ, শুক্রশোণিত স্রোত-সম্বন্ধযুক্ত-সকল-জ্ঞাতি শরীরের শাস্ত্রীয় কর্ম্মযোগ্যতা নিরাস পূর্ব্বক অপবিত্রতা সাধন করে। উৎপন্ন বস্তুকে কার্য্য ও উৎপাদক পদার্থকে কারণ বলে। নিজ শরীর, পিতা প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষ হইতে পরম্পরা

সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়, এইজন্য নিজ দেহ পিত্রাদি উর্দ্ধতন পুরুষের কার্য্য। পুত্রাদি নিম্নগামী পুরুষ পরম্পরা সম্বন্ধে নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন হয়, এইজন্য নিজ শরীর পুত্রাদি নিম্নপুরুষের কারণ। জ্ঞাতির শুক্রশোণিত সম্বন্ধের নিকট দূরতা হেতু অশৌচ-দিবস অধিকাল্প পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হয়। দ্বিতীয় কারণ যথা :—জননাশৌচে আনন্দ প্রকাশের জন্য এবং মরণাশৌচে শোক স্থচনার জন্য ও শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্য করিবার জন্য দৈব কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেমন কারাগারস্থিত জনকের দুঃখ শ্রবণে পুত্রের দুঃখ হয়, সেইরূপ এক বৎসরকাল প্রেতলোকস্থিত পিতা, (১) প্রসূতি ও পতির অত্যন্ত দুঃখ শ্রবণে (২) সুত ও সহধর্ম্মিণীর দুঃখ হয়, এই দুঃখানুশোচন কালকে কালাশৌচ বলে। কালাশৌচে মন্ত্রজপ নিষিদ্ধ হয় নাই। মানবের দিনরজনী মধ্যে মলমূত্র বিসর্জ্জন ও অন্নজল গ্রহণের ন্যায় একবার হরিনাম জপ কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইতেছে। পিতৃগণের উদ্দেশে সৎকর্ম্ম সাধনকে পিতৃযজ্ঞ বলে, যথা :—তর্পণ ও নিত্যশ্রাদ্ধ; পিতৃগণের নিত্য জলদানকে তর্পণ ও নিত্য অন্নাদি দানকে নিত্যশ্রাদ্ধ বলে। যাহাদিগের শুক্রশোণিত দ্বারা মানব শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, সহায়হীন সেই পিতৃগণকে অসমর্থ, বিপন্ন ও ক্ষুধাতৃষ্ণা-ব্যাকুল বুঝিয়া ভক্ষণের জন্য যথাশক্তি নিত্য অন্নজলদান মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মন্ত্রযোগে দ্রব্য দানকে শ্রাদ্ধ বলে। নির্দ্দিষ্ট পিতৃগণ (৩) রাজকীয় সাহায্যযোগে প্রদত্ত অর্থের ন্যায় মন্ত্রযোগে প্রদত্ত পদার্থ যথাসময়ে প্রাপ্ত হয়। ধনশক্তি-বিহীন নরের পক্ষে বৎসরে একবার পিতৃশ্রাদ্ধ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এই শ্রাদ্ধকে সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ বলে।

(১) জননী। (২) পুত্র ও পত্নীর।

(৩) যেমন মনিঅর্ডার সাহায্যে টাকা পায় তেমনি পিতৃলোকস্থিত পিতৃগণ শ্রাদ্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হন।

দেবগণের উদ্দেশে সৎকর্ম্ম সম্পাদনকে দেবযজ্ঞ বলে, যথা :—হোম, দেবপূজা ও অন্নাদিভোগ। অমরোদ্দেশে অনলে আহুতি দানকে হোম বলে। অনলদত্ত আহুতি ব্যোমস্থ সূর্য্যকে সন্তুষ্ট করে; সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়; বৃষ্টিদ্বারা নিখিল খাদ্য সমুৎপন্ন হয়; সেই খাদ্য সমূহ ভক্ষণ করিয়া জীবগণ জীবন ধারণ করে। পিতামহ, যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "হে প্রজাসকল! তোমরা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবগণের প্রীতি প্রতিপাদন কর, দেবগণ সন্তুষ্ট হইলে, তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন।" প্রজাগণ, বিধাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যজ্ঞকার্য্য করিতে লাগিল। অতএব সমস্ত ফল প্রসবকারী হোমকে ত্যাগ করা উচিত নহে। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা রুচিকরী দেবতার অর্চ্চনাকে পূজা বলে। ত্রিভুবনস্থিত জীবসমূহের মধ্যে দেবগণ শ্রেষ্ঠ, অলৌকিকশক্তি-সম্পন্ন এবং কৃপাশীল, এইজন্য অন্যজীবের পূজা না করিয়া দেবদেবীর পূজা মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দেবতার উদ্দেশে নিজভোজনযোগ্য উৎকৃষ্ট পদার্থদানকে ভোগ বলে। দিননাথের উদয়ে, বায়ুর প্রবাহে এবং ইন্দ্র-প্রেরিত-মেঘের বর্ষণে ক্ষিতিতলে সমস্ত ভক্ষ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়, মানব যাহাদিগের সাহায্যে ভোজনীয় পদার্থ লাভ করে, সেই সাহায্যকারী দেবগণকে বঞ্চনা করিয়া তদীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে অপহরণ হেতু তস্কর হয়।

গীতায় :—

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।

যে মানব, দেবপ্রদত্ত বস্তু সকল দেবগণকে প্রদান না করিয়া ভোজন করে, সেই মানব তস্কর হয়।

বিশেষতঃ দেবপ্রসাদ, ভোজনকারীর পাপ ধ্বংসকরে। কেবল উদরের জন্য পাককারীর ভোজন পাপ সৃষ্টি করে।

গীতায় ঃ—

ভুঞ্জতে তেত্বঘং পাপা যেপচন্ত্যাত্মকারণাৎ।

যে সকল ব্যক্তি নিজের জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপ ভক্ষণ করে।

মনুসংহিতায় ঃ—

অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।

যে মানব নিজের জন্য রন্ধন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে।

এইস্থানে পাকশব্দের উপলক্ষণ মাত্র অর্থহেতু অন্নশব্দে সমস্ত ভোজনীয় দ্রব্যের গ্রহণ হইতেছে। দেবপ্রসাদ-গ্রহণে আংশিক পাপ ধ্বংস হয়। বৈদিক প্রাতঃ সায়াহ্ন-সন্ধ্যা-মন্ত্র যথা ঃ—"আমি দিনযামিনীতে শরীর, মন, বাক্য, কর্ম্ম, কর, চরণ ও লিঙ্গোদরের-দ্বারা যেসমস্ত পাপ-কর্ম্ম করিয়াছি, সেই নিশাজাত নিখিলপাপকে দিবস, এবং দিনজাত সমস্ত পাপকে রাত্রি ধ্বংস করুক।" এইরূপ অর্থযুক্তা সন্ধ্যার উপাসনা আংশিক পাপনাশ দ্বারা পাপবাসনা বিনষ্ট করে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস হয় না। যেমন কর্ত্তরিকা (১) মূলত্যাগপূর্ব্বক ভূমিস্থিত কুশকাশকে ছেদন করে, সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত মূলোৎপাটন পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্দ্ধিত পাপকে ধ্বংস করে। পাপনাশক প্রায়শ্চিত্তাদিতে গূঢ় তাৎপর্য্যের সংস্থিতি-হেতু দেবপ্রসাদ অল্প পাপ-বিনাশ দ্বারা ভক্ষকের মন পবিত্র করে। দেবযোনি প্রভৃতি প্রাণিগণের উদ্দেশে দ্রব্যদানকে ভূতযজ্ঞ বলে। প্রতি-দিন বৈশ্বদেবের বস্তুদান কর্ত্তব্যকর্ম্ম, ভূতযজ্ঞ দ্বিবিধ, বৈশ্বদেববলিকে মুখ্য ভূতযজ্ঞ বলে। গৌণ-ভূতযজ্ঞ বহুবিধ, যথা ঃ—ভূতবলি, শিবাবলি, বৃদ্ধগোসেবা, বিকলেন্দ্রিয়পোষণ, ও পশুপক্ষি-প্রতিপালন। মনুষ্যের প্রতি দ্রব্যদানকে নৃযজ্ঞ বলে, যথা ঃ—অতিথিসেবা ও ব্রাহ্মণ ভোজন।

(১) কাটারি। ছেদনাস্ত্র। কাস্তে।

ভিক্ষাদানে অতিথিতোষণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতিথি বিমুখ হইলে, স্বকীয় পুণ্য বিনষ্ট হয়।

মহাভারতে :—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতিং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

অতিথি আশাহীন হইয়া যাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহাকে নিজসঞ্চিত পাপ দান করিয়া তদীয় পুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক গমন করে।

নৃযজ্ঞ দ্বিবিধ, অতিথিব্রাহ্মণ-ভোজনকে মুখ্য নৃযজ্ঞ, এবং(১) স্থবির জনকজননী-সেবাকে গৌণ নৃযজ্ঞ বলে।" ভীষ্ম অধিকার হেতু এইরূপ প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মোপদেশে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আনন্দিত করিলেন।

শিষ্য। পঞ্চমহাযজ্ঞের অভাব হইলে পঞ্চসূনাজনিত পাপ নাশের অন্য উপায় আছে কি?

গুরু। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অভাবে বৈধগঙ্গাস্নান নিখিল-পাপ নাশ করে।

স্মৃতিশাস্ত্রে :—

সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তুলারাশিমিবানলঃ।

অগ্নি(২) তুলারাশির ন্যায় গঙ্গাজল সর্ব্বপাপ ধ্বংস করে। সর্ব্বশব্দের বৃত্তি দ্বিবিধ, অক্ষুণ্ণভাবে সমস্ত অর্থ প্রকাশকে অসঙ্কুচদ্বৃত্তি এবং আংশিক অর্থ প্রকাশকে সঙ্কুচদ্বৃত্তি বলে। এই স্থানে আংশিক অর্থ না হইয়া অসঙ্কুচদ্বৃত্তি বলে সমস্ত অর্থ হইবে। জাহ্নবীজলমহিমা অসীম, যবন-কুলোৎপন্ন দরাফ খাঁ, মৃত্যুকালীন শৃঙ্গস্থিত গঙ্গামৃত্তিকারস্পর্শে বৃষভশৃঙ্গ-

(১) বৃদ্ধ। (২) আগুন যেমন তুলাকে পুড়াইয়া নষ্ট করে তেমনি গঙ্গাজল সব পাপ নষ্ট করে।

নিহত নিজ কিঙ্করের মুক্তি বনবাসিনী শাকিনীর(১)মুখে শ্রবণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য গঙ্গাবগাহন দ্বারা স্বকীয় কল্মষ(২)রাশি সংহার করিয়া নবনত্ব মোচনপূর্ব্বক জাহ্নবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অতএব গঙ্গাস্নান পঞ্চহিংসাস্থানোৎপন্ন পাপপুঞ্জ বিধ্বংস করে।

শিষ্য। ভীষ্মের শরশয্যার তৃতীয় ও চতুর্থ কারণ কি ?

গুরু। কোন কোন যোগী(৩)দক্ষিণায়নে দেহ পরিহার করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অপূর্ণতাহেতু পুনর্জ্জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন। (৪)উত্তরায়ণে কলেবর বিসর্জ্জন করিলে, তত্ত্বজ্ঞানী পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ না করিয়া জ্ঞানবলে মুক্তিপদে আরোহণ করেন।

গীতায় :—

তত্রপ্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষগণ, উত্তরায়ণে দেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হন।

এইজন্য ভীষ্ম, পুনর্জ্জন্ম হইতে ভীত হইয়া শরশয্যায় অবস্থানপূর্ব্বক উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। "সমর-সময়ে শরীর পরিত্যাগ করিলে স্বেচ্ছামরণ ভ্রান্তিপাদপে(৫)আরোহণ করিবে" এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভীষ্ম পিতৃপ্রসাদলব্ধবরের প্রখ্যাপণের(৬)জন্য শরশয্যায় কালাতিক্রম দ্বারা মরণ স্বাধীনতা প্রকাশ করিলেন, ও যোগবলে বাণবেধন যন্ত্রণা অনুভব না করিয়া উত্তরায়ণে শরীর বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অর্জ্জুনের ন্যায়(৭) তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

---

(১) দুর্গার [illegible] ভূত। (২) পাপ। (৩) বিষুবরেখার দক্ষিণবর্ত্তী সূর্য্য-মার্গ; পৃথিবীর ঠিক মধ্য স্থান হইতে সূর্য্যের দক্ষিণে গমন-শ্রবণাদি ছয় মাস।

(৪) উত্তরদিক্‌স্থিত সূর্য্যপথ। মাঘাদি ছয়মাস সূর্য্যের বিষুবরেখা হইতে উত্তরদিকে গমন কাল। (৫) ভ্রমরূপ বৃক্ষে উঠিবে অর্থাৎ ভ্রান্তিবশে থাকিবে। (৬) বিশেষ খ্যাপনের (প্রকাশের) জন্য। (৭) পরব্রহ্মে অভিন্নভাবে সংমিশ্রণকে তুরীয়াবস্থা বলে। একসঙ্গে মিশানকে তুরীয়াবস্থা বলে।

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কি?

গুরু। বিষ্ণুর অংশসম্ভূত নর ও নারায়ণ ঋষি, শৈশবে দৃঢ় বৈরাগ্য-বশতঃ সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া (১) শরশরাসন গ্রহণে তপস্যা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ, একদা তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া ঋষিদ্বয়ের সত্যযুগবিরোধী বীরভাবে(২) তপস্যা দর্শন করিয়া কোপপ্রকাশ পূর্ব্বক গর্ব্বিতবাক্য-অসহিষ্ণু (৩) সমর-(৪) নিপুণ নরের সহিত যুদ্ধ করিলেন। নারায়ণ ঋষি, অনুজ নরের(৫) রণ-ক্লেশ দর্শন করিয়া একাকী শার্ঙ্গধনু(৬) গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রহ্লাদের সহিত বহুদিনব্যাপী সংগ্রাম(৭) আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ত্রিভুবনপতি শ্রীপতি, যুদ্ধজনিত জগদশান্তি দর্শন করিয়া দনুজপতি সমীপে আবির্ভূত হইয়া শান্তবাক্যে সমরশান্তি করিলেন। ঋষিদ্বয়, নৈমিষারণ্যে তপস্যাবিঘ্ন পাইয়া শরশরাসন-পরিহার-পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা-আরম্ভ করিলেন। বায়ু ভক্ষণকারী শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু(৮) সেই তাপস-দ্বয়, গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অনল প্রজ্বলিত করিয়া একাসনে উপবেশনে, বর্ষা সময়ে শৈল-শিখরে আরোহণ করিয়া নিজ নিজ শীর্ষে বারিদমুক্ত-নিখিলবারিধারা গ্রহণে, শরতে পঙ্কপরিপূর্ণ দেশে একপদে অবস্থান করিয়া তরুধর্ম্মাবলম্বনে, হেমন্তে যোগবলে জলমগ্ন হইয়া মীনধর্ম্মাচরণে, শীতে সলিলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া নিশ্চল মানসে, ও বসন্তে ঊর্দ্ধপদ নিম্নমস্তক হইয়া ধূমপানে পরমপুরুষে চিত্ত লয়পূর্ব্বক ষড়্‌ঋতু যাপন করিতে লাগিলেন।

---

(১) ধনুর্ব্বাণ, (২) যোদ্ধার বেশে; (৩) গর্ব্বপূর্ণ বাক্যশ্রবণে অসমর্থ। (৪)-(৫)-(৭) যুদ্ধ। (৬) শৃঙ্গ নির্ম্মিত, বিষ্ণুর ধনুক। (৮) শীত, তাপ, অগ্নি, বৃষ্টি প্রভৃতি সহনে সমর্থ।

বাসব, উভয়ের কঠিন তপস্যায় ভীত হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক বিবিধ-বিভীষিকা দর্শন করাইয়া ধ্যানভঙ্গে অসামর্থ্য হেতু অমরভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; এবং তপোভঙ্গের জন্য বসন্তমদনের সহিত মেনকাদি অপ্সরোগণকে বসুন্ধরায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা আশ্রমে আগমন করিয়া কামোদ্দীপক বিবিধ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক শৃঙ্গার রসোদ্গারী বীণামৃদঙ্গাদি—বাদ্যপূর্ণ নৃত্য-গীত আরম্ভ করিলেন। বিজিতেন্দ্রিয় ঋষিদ্বয়, যোগবলে তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া কন্দর্পবিজয় করিলেন। নারায়ণ, কনিষ্ঠনরের বচনে কামাদির প্রতি কোপ সম্বরণ করিয়া ঈষদ্‌হাস্যে বলিলেন, "হে যোগভঙ্গকারিগণ! তোমাদিগের অধীশ্বর, আমাদিগের তপস্যানাশের জন্য অতি কুৎসিতা ঘৃণাদায়িনী এই সমস্ত প্রেতিনী কোথায় পাইলেন?(১) শক্রের সৌভাগ্য-বশতঃ সুযোষিৎপ্রসঙ্গ হয় নাই, আমি, দেবেন্দ্রের প্রতি কৃপা করিয়া স্বর্গশোভার জন্য কামিনীরত্ন প্রদান করিব।" এই বলিয়া নারায়ণ, হস্তদ্বারা উরু তাড়ন করিয়া(২) উর্ব্বশী সৃষ্টি করিলেন। অপ্সরোগণ, ত্রিলোকসুন্দরী উর্ব্বশীর লাবণ্য দর্শনে লজ্জিত হইলেন, ও বিস্ময়পূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ঋষির স্তব করিলেন। ঋষিবর, মদনজয়-স্থাপনের জন্য যোগবলে পুনর্ব্বার বহু অপ্সরা সৃষ্টি করিয়া সুরপতির উপহারের জন্য তাহাদিগের সহিত উর্ব্বশীকে স্বর্গগমনে আদেশ করিলে, সকলে সমবেত হইয়া ত্রিদশপুরী(৩) গমন করিলেন। অনন্তর শচীপতি, সমাধিভঙ্গ-কারিণীগণের মুখে বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া ত্রিদিব(৪) শোভারূপে ললনারত্ন উর্ব্বশীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মহর্ষির যোগপ্রভাব প্রশংসা করিলেন। ঋষিগণ, পরম্পরাক্রমে দিব্যবিভূতি(৫) প্রকাশ শ্রবণ করিয়া

---

(১) দুর্ভাগ্যক্রমে ইন্দ্র সুন্দরী কামিনী প্রেরণ করিতে পারেন নাই।

(২) উরুতে আঘাত করিয়া। (৩)-(৪) স্বর্গ।

(৫) অলৌকিক শক্তি প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত অণিমাদি।

নারায়ণসমীপে আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "যোগিবর! অপনি অনুগ্রহপ্রকাশে জ্ঞাতব্য বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ দিন।" তারপর ঋষিবর ঋষিগণকে বলিলেন, "সম্পদ্ দ্বিবিধা দৈবী ও আসুরী। দান, দম, তেজ, যজ্ঞ, সত্য, শৌচ, তপ, ত্যাগ, লজ্জা, দয়া, ক্ষমা, ধৃতি, শাস্ত্রপাঠ, শান্তি, সত্ত্বশুদ্ধি, মৃদুতা, সরলতা, জ্ঞানযোগব্যবস্থা, অভয়, অলোভ, অদ্রোহ, অক্রোধ, অহিংসা, অনিষ্ঠুরতা, অচঞ্চলতা, ও নাতিমানিতা এই সমস্তকে দৈবী সম্পদ্ বলে। দম্ভ, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, কঠিনতা, অভিমান ও অজ্ঞান এই সমস্তকে আসুরী সম্পদ্ বলে। দৈবী ও আসুরী সম্পৎ মোক্ষ ও বন্ধনের কারণ। মানব দুইভাগে বিভক্ত; দৈব ও আসুর। আসুর নরগণ, সত্য, শৌচ, আচার, ঈশ্বর, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না, অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্ম্ম হইয়া সকল পদার্থকে ভোগের কারণ মনে করিয়া ভুবনের অমঙ্গল করে, এবং কুসংসর্গে মোহবৃদ্ধি-পূর্ব্বক অসীমা চিরস্থায়িনী বাসনার বশে থাকিয়া কামভোগের জন্য কুমার্গে ধনসঞ্চয় করিয়া, অবিধিবিহিত-যজ্ঞফলে অশুচি নরকে পতিত হয়। পরমেশ্বর, হিংসা-পূর্ণ ক্রূর সেই নরাধমগণকে অমঙ্গলকর আসুরীযোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করেন। সেই আসুরগণ, অজ্ঞানবশতঃ প্রতিজন্মে কেশব-কৃপা-বঞ্চিত হইয়া অধমগতি প্রাপ্ত হয়। উন্নতিপ্রার্থী মানবের অবনতিদায়িনী আসুরী সম্পৎ সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করা উচিত। নাশকারী নরকসোপান কাম, ক্রোধ ও লোভ বিসর্জ্জন করিয়া সৎকার্য্য সম্পাদন করিলে, মানবের পরমগতি লাভ হয়। ভক্তি, আহার, কর্ম্ম ও তপ তিন প্রকার। দেবগণের প্রতি ভক্তিকে সাত্ত্বিকী, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নরের প্রতি ভক্তিকে রাজসী, ও ভূত, প্রেত, পিশাচের প্রতি ভক্তিকে তামসী ভক্তি বলে। যে আহার, স্নিগ্ধ স্থির হৃদ্য(১) রসযুক্ত হইয়া আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ, প্রীতি বিবর্দ্ধন করে, তাহাকে সাত্ত্বিক, আহার বলে। যে আহার, কটু অম্ল লবণ উষ্ণ বিদাহী রুক্ষ তীক্ষ্ণ হইয়া দুঃখ,

(১) হৃদয়-রঞ্জক।

শোক প্রদান করে, তাহাকে রাজস আহার বলে। যে আহার, বিগত-সময় রসহীন দুর্গন্ধ গলিত পর্য্যুষিত(১) উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হইয়া রোগ ও মোহ সৃষ্টি করে, তাহাকে তামসিক আহার বলে। ফলাশা পরিহার করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে শাস্ত্রবিধি-নিষ্পাদিত কর্ম্মকে সাত্বিক কর্ম্ম বলে। ফল-কামনা করিয়া অহঙ্কার জ্ঞানে যশের জন্য বিধিবিহিত কর্ম্মকে রাজস কর্ম্ম বলে। ইষ্টাকাঙক্ষা করিয়া ভ্রান্তিজ্ঞানে বিধি, মন্ত্র, দান, দক্ষিণা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অশ্রদ্ধারূপে নিষ্পাদিত কর্ম্মকে তামস কর্ম্ম বলে। দেব-দ্বিজ-গুরু-সুধী(২) পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ইহাদিগকে শারীরিক তপ বলে। উদ্বেগশূন্য সত্য প্রিয় হিতকর বাক্য, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ইহাদিগকে বাচিক তপ বলে। মনস্তুষ্টি, সৌজন্য, মৌন, আত্মসংযম, ভাবচিত্তশুদ্ধি ইহাদিগকে মানসিক তপ বলে। এই তপ গুণভেদে তিন প্রকার। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য পরমশ্রদ্ধাযুক্ত তপকে সাত্বিক, সৎকার মান, পূজার জন্য দম্ভসম্পাদিত তপকে রাজস, ও ভ্রমজ্ঞানে পরধ্বংসের জন্য নিজপীড়াপূর্ব্বক নিষ্পাদিত তপকে তামস তপ বলে। দান, সন্ন্যাস, কর্ম্মফল, ত্যাগ, জ্ঞান, ও কর্ত্তা ত্রিবিধ। আশাশূন্য হৃদয়ে দাতব্যজ্ঞানে পবিত্রদেশে শুদ্ধকালে অনুপকারী সৎপাত্রে দানকে সাত্বিক দান বলে। ফলোদ্দেশে প্রত্যুপকার জ্ঞানে চিত্তক্লেশশূন্য-দানকে রাজস দান বলে। অদেশকালে অপাত্রে সৎকারশূন্য অবজ্ঞাপূর্ব্বক-দানকে তামসদান বলে। আসক্তি-দ্বেষ-শূন্যভাবে বিধিবিহিত কর্ম্মের ফল ত্যাগকে সাত্বিক, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগকে রাজস, ও কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকে তামস সন্ন্যাস বলে। নিরন্তর সুখপ্রদ ফলকে সাত্বিক, সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত ফলকে রাজস, এবং কেবল দুঃখপ্রদ ফলকে তামস ফল বলে। কর্ত্তব্য-বোধে যথাশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের সঙ্গ ও ফলত্যাগকে সাত্বিক ত্যাগ বলে। দুঃখজ্ঞানে কায়ক্লেশভয়ে কর্ম্মত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলে। বিপরীতবোধে মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগকে

---

(১) বাসি। (২) পণ্ডিত।

তামসত্যাগ বলে। ব্যাপকতা(১)হেতু নিখিলজীবে অব্যয়ভাবে নিষ্পন্ন ভিন্ন-বস্তুতে এক জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। সর্ব্বভূতে পৃথক্‌ভাবে সম্পন্ন বহুবস্তুতে বহুজ্ঞানকে রাজসজ্ঞান বলে। এককার্য্যে সর্ব্বরূপে উৎপন্ন ঈশ্বরাদি কারণ রহিত বিপরীত জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে। আসক্তি-ফলত্যাগী অনহংবাদী উৎসাহ-ধৃতি-যুক্ত অসিদ্ধি-সিদ্ধিতে নির্ব্বিকার জীবকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে। ফলপ্রার্থী হিংসাসক্তি—লোভ—হর্ষ—শোকযুক্ত অশুচি মনুষ্যকে রাজস কর্ত্তা বলে। বিপরীতবুদ্ধি অলস শঠ কৃপণ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী(২) মানবকে তামস কর্ত্তা বলে। বুদ্ধি, ধৈর্য্য, সুখ, বাসনা, শরীর, ও অবস্থা ত্রিবিধ। যাহাদ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, অকার্য্য, কার্য্য, অভয়, ভয়, বন্ধ, মোক্ষ জানা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। যাহাদ্বারা স্বার্থান্ধরূপে অধর্ম্ম, ধর্ম্ম, অকার্য্য, কার্য্য জানা যায় তাহাকে রাজসী বুদ্ধি বলে। যাহা দ্বারা অজ্ঞানহেতু সর্ব্ববিষয়ে বিপরীত-জ্ঞান-বশতঃ ধর্ম্মরূপে অধর্ম্মকে জানা যায়, তাহাকে তামসী-বুদ্ধি বলে। যোগাভ্যাসহেতু নিশ্চয়রূপে প্রাণেন্দ্রিয়-মন-ক্রিয়া-ধারণাকে সাত্ত্বিক, ফলাশাবশতঃ ধর্ম্মার্থকাম ধারণাকে রাজস, ও স্বপ্নভয়-শোক-বিষাদ-মদ ধারণাকে তামস ধৈর্য্য বলে। অগ্রে বিষতুল্য অন্তে সুধাসদৃশ মনোবুদ্ধি-শান্তিসম্ভূত সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলে। প্রথমে পীয়ূষতুল্য(৩) পরিণামে বিষ-সদৃশ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজাত সুখকে রাজস সুখ বলে। স্থিতিকালে মধুর শরীর মোহন নিদ্রালস্য প্রমাদোৎপন্ন সুখকে তামস-সুখ বলে। মুক্তি, পুণ্য ও পাপের বাসনাকে যথাক্রমে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী বাসনা বলে। জনন-মরণ-শীল প্রারব্ধ-কর্ম্ম ধ্বংসী(১)ক্ষণভঙ্গুর শুক্রশোণিতাদি সপ্ত-পদার্থ-সম্ভূত শরীরকে স্থূল শরীর বলে। জন্মমৃত্যুশূন্য ত্রিভুবনগামী প্রলয়ধ্বংসী

---

(১) ব্যাপ্তি-শীলতা বিস্তার। (২) আজ করব কাল করব বলে, যে কাজ ফেলে রাখে। (৩) অমৃত-সদৃশ।

(১) যে কর্ম্মদ্বারা শরীর সৃষ্টি হয়; ভোগ না হইলে কোন মতে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হয় না; এজন্য জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও এই প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের জন্য শরীর ধারণ করিতে হয়।

অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতোৎপন্ন শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর বলে। চিরস্থায়ী মহাপ্রলয়নাশী মায়াজাত শরীরকে কারণ-শরীর বলে। সর্ব্বদেহ কর্ম্মসম্বন্ধে সত্যজ্ঞানে স্থূল-দেহে জাগতিক পদার্থ দর্শনকে জাগ্রদবস্থা বলে। স্থূলক্রিয়া বিলোপে ক্ষণিক-সত্যজ্ঞানে সূক্ষ্মশরীরে স্বপ্নসম্ভূত-বস্তু দর্শনকে স্বপ্নাবস্থা বলে। স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্যনাশে কারণ-কলেবরে সুখশেষানু-স্মরণ(১) যুক্ত ঈশ্বর-লয়কে সুষুপ্তি অবস্থা বলে। কর্ম্ম দ্বিবিধ, সংসার প্রবৃত্তির কারণ সকাম-কর্ম্মকে প্রবৃত্ত, এবং সংসার নিবৃত্তির কারণ নিষ্কাম কর্ম্মকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে।

বিষ্ণুপুরাণে :—

বিশিষ্টফলদা কাম্যা নিষ্কামাণাং বিমুক্তিদা।

কাম্য ও নিষ্কাম-কর্ম্ম, বিশিষ্টফল এবং মোক্ষ দান করে। রুচি করিবার জন্য কাম্যকর্ম্মে ফলশ্রুতি বিহিত হইয়াছে। যেমন পিতা, "মিষ্টপ্রদান করিব, তুমি তিক্ত ঔষধ পান কর" এইরূপ রুচিকর বাক্য দ্বারা শিশু-সুতকে প্রলোভিত করিয়া আরোগ্যলাভের জন্য ঔষধ পান বিধান করেন, সেইরূপ শাস্ত্র, "দুর্গোৎসবে চতুর্ব্বর্গফল লাভ হইবে" এইরূপ রুচিকর কল্পিত ফল দ্বারা বুদ্ধিহীন লোভী নরকে প্রলোভিত করিয়া মোক্ষের জন্য কর্ম্ম বিধান করে। কর্ম্মদ্বারা পাপক্ষয়, পাপক্ষয়ে জ্ঞান, ও জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয়।

বেদে :—

তমেবৈতম্ ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ
তপসা দানেন শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানশনেন চ ॥

ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ ও উপবাসের দ্বারা সেই পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।

(১) আমি সুখে ছিলাম, এইস্মরণ যাহার শেষে হয়।

সময়-প্রদীপে :—

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপ্যস্তি গৃহে শুচি।
তত্তদ্ধি দেয়ং তুষ্ট্যর্থং দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥

জগতে ও গৃহে যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট পবিত্র ও ইষ্টতম, সেই সেই বস্তু দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর তুষ্টির জন্য প্রদান করিবে।

বিষ্ণুপুরাণে :—

কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিত তৎফলানি, সন্ন্যস্যবিষ্ণৌন মহাত্মরূপে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহী-মনন্তে, তস্মিল্লয়ং তেত্বমলাঃ প্রযান্তি॥

সেই নির্ম্মল ব্যক্তিগণ, ফলাশাশূন্য কর্ম্মসকল পরমাত্মরূপ বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া কর্ম্মমহী পৃথিবীতে না আসিয়া সেই অনন্ত পরম পুরুষে লীন হয়।

মানব, বাসনাবশতঃ বীজজ্ঞানে নারিকেল প্রক্ষেপপূর্ব্বক নারিকেল ত্বক্ (১) ভোজনের ন্যায় শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া বণিকের ন্যায় অধিকফললোভী হইয়া সকামকর্ম্মানুষ্ঠানে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। দেবগণ, কাম্যবস্তুচরণে এবং নিষ্কাম বস্তু নিজশীর্ষে গ্রহণ করেন।

বামন পুরাণে :—

ধর্ম্ম বণিজিকা মূঢ়াঃ ফলকামা নরাধমাঃ।
অর্চ্চয়ন্তি জগন্নাথং তে কামান্নাপ্নুবন্ত্যথ॥
পদ্ভ্যাংপ্রতীচ্ছতে দেবঃ সকামেন নিবেদিতম্।
মূর্দ্ধ্না প্রতীচ্ছতে দত্তমকামেন দ্বিজোত্তমৈঃ॥

মূঢ় ফলপ্রার্থী ধর্ম্ম বণিক্ নরাধমগণ, জগন্নাথকে অর্চ্চনা করে, কিন্তু তাহারা অভিলষিত মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না। দেবতা, সকাম-নরনিবেদিত

(১) ছোবড়া

বস্তুকে চরণদ্বারা এবং নিষ্কাম-দ্বিজশ্রেষ্ঠ-প্রদত্ত পদার্থকে মস্তক দ্বারা গ্রহণ করেন।

(১) ত্রিদশগণ, ঋণগ্রহণে কুসীদ(২) দানের ন্যায় অধিক দাতব্যতা-হেতু সকামদানে অবজ্ঞা, এবং বিনিময়াভাব হেতু উপঢৌকণ স্বরূপ নিষ্কাম-দানে অধিক সমাদর করেন। ঋণ ত্রিবিধ, ঈশ্বরতোষক তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নকে ঋষিঋণ বলে। পিতৃ-তৃপ্তিকর শ্রাদ্ধাদিকার্য্যের জন্য সুতোৎপাদনকে পিতৃঋণ বলে। বাসনাপূরক দেবতা প্রীতির জন্য যজ্ঞ পূজা সম্পাদনকে দেবঋণ বলে। এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষমার্গে গমন করা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা বৈরাগ্যহীন নরের পক্ষে সংস্থাপিত হইয়াছে। সংসারাসক্তি শূন্য বৈরাগ্যপূর্ণ মানবের পক্ষে মোক্ষচেষ্টা সর্ব্বকালে বিহিত হইয়াছে।

বেদে :—

যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

যে দিনেই বৈরাগ্য হইবে; সেইদিনেই মোক্ষ চেষ্টা করিবে। অতএব মুক্তির জন্য সংসার তুচ্ছজ্ঞানে বৈরাগ্যাবলম্বন মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" এই বলিয়া যোগিবর বৈরাগ্য বিষয় কীর্ত্তন করিলেন॥

শিষ্য। নারায়ণঋষি বৈরাগ্য বিষয়ে কি বলিয়াছিলেন?

গুরু। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ বলিলেন, "ঋষিগণ! শরীরের ত্রিবিধ অবস্থা, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য। রোষ, রোদন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অশক্তি, বিপৎ, মূকতা,(৩) মূর্খতা, লালসা, চঞ্চলতা, দীনতা, এই সমস্ত পদার্থ দুঃখ প্রদানের জন্য শৈশবে শিশুকে আশ্রয় করে। শিশু বিহঙ্গের ন্যায়

(১) দেব সকল। (২) সুদ
(৩) বাক্‌শক্তিহীনতা। মূক—বোবা।

ভয়-ভোজন নিরত হইয়া মূর্খতা বশতঃ ভুবন ভোজন (১) আকাশ হইতে শশাঙ্কগ্রহণ, ও ব্যোমমার্গে (২) উড্ডয়ন করিতে ইচ্ছা করে। মানব, বাল্যে তির্য্যগ্ জাতির (৩) ন্যায় শৌচাচার শূন্য হইয়া সলিলানল, বায়ু, ব্যোম ও নর শাসন হইতে সর্ব্বদা ভীত হয়, এবং তড়িৎ পুঞ্জনীরতরঙ্গের ন্যায় চিত্তচাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখ ভোগকরে। অল্পকারণে বশীভূত ও বিকারপ্রাপ্ত শিশু, শূকরসারমেয়ের (৪) ন্যায় অশুচিভাবে কালযাপন পূর্ব্বক অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্তি সময়ে অপরিতৃপ্ত হইয়া গ্রীষ্মকালীন বনস্থলীর ন্যায় সর্ব্বদা পরিতাপ ভোগ করে। অতএব শৈশব সুখাবহ নহে। সুরকল্লোল(৫) তুল্য যৌবন নিপাতের জন্য মানবকে আশ্রয় করে। মহানরকবীজ যৌবনের চিরবন্ধু কামপিশাচ, প্রবল পরাক্রমে বলশালী ইন্দ্রিয়গণকে পরাভব করিয়া মানবকে বশীভূত করে; দুঃখপ্রবাহ, বিলাসচিন্তাশ্রয়ে প্রবর্দ্ধিত হইয়া চঞ্চল চিত্তকে পরাস্ত করে। গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অতিচঞ্চল তারুণ্য (৬) আপাত রমণীয়তাহেতু বনিতাবিয়োগরূপ বহ্নিতে (৭) দবাগ্নির (৮) ন্যায় নরতৃণকে দগ্ধ করে। ক্ষণভঙ্গুর যৌবনে সুনির্ম্মলমতি বর্ষাকালীন তরঙ্গিনীর ন্যায় কলুষিতা হয়; রতিচিন্তা কান্তাসঙ্গিনী হইয়া মনকে জর্জ্জরীভূত করে; দোষরূপ সর্পসকল চিত্তবিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক সদ্গুণ মূষিকগণকে ভক্ষণ করিয়া চিরবাস করে; রাগদ্বেষ নিশাচর আনন্দে নৃত্য করে; মনোমৃগ যুবতীমৃগতৃষ্ণায় (৯) ধাবিত হয়; ইন্দ্রিয়াশ্ব কুবাসনাবশে অবস্থান করিয়া বিরুদ্ধমার্গে পলায়ন করে।

---

(১) পৃথিবী ভোজন। (২) আকাশপথে (৩) পশুপক্ষী প্রভৃতি জাতি। (৪) কুকুর। (৫) মদের ঢেউ

(৬) যৌবনাবস্থা। (৭) স্ত্রীবিচ্ছেদরূপ আগুনে (৮) বনজাত অগ্নি। (৯) গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যকিরণ বালুকাময় ভূমিতে পতিত হইলে, প্রতিফলিত হইয়া জলবৎ প্রতীয়মান হয়। মৃগগণ, দূর হইতে জলভ্রমে ধাবিত হইয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। এই ভ্রান্তিকে পণ্ডিতগণ মৃগতৃষ্ণা বলিয়া থাকেন। মরীচিকা।

অতএব স্বপ্নসদৃশ গিরিনদীবেগতুল্য যৌবন বিষবৃক্ষের ন্যায় পরিণামে কুৎসিত ফল প্রদান করে। তুষাররাশি পঙ্কজের ন্যায় বার্দ্ধক্য, বিকৃতি সাধনপূর্ব্বক কলেবর বিনষ্ট করে। জরাসময়ে ইন্দ্রিয়-বিকলতা সুবুদ্ধিকে পরাজয় করিয়া সানন্দে নৃত্য করে; দৈন্যসহচরী স্পৃহা হৃদয়দাহ বৃদ্ধি করে; পারলৌকিক ভয় প্রতীকার প্রধ্বংসপূর্ব্বক হৃদয়ে পদক্ষেপ করে; ও প্রবলা ভোজনস্পৃহা অজীর্ণতার সহিত যুদ্ধ করে। জরা-রজনীতে রোগপিশাচ যন্ত্রণাপিশাচীর সহিত নৃত্য করে; অজ্ঞান-পেচক গুণপক্ষিশিশু বিনষ্ট করিয়া চিত্তশাখীর (১) আশ্রিত হয়; আর্ত্তি-আপৎ-অশক্তি রূপা বহু অঙ্গনা দেহান্তঃপুরে অনুতাপরূপ উপপতির সহিত বিহার করে; শ্বাস-কাশাতিসাররূপ কুমুদরাশি বিকসিত হয়; এবং মৃত্যুরাক্ষসী যথাসময়ে আগমন করে। জরাকামিনী, আধিব্যাধি-পতাকা-শালিনী হইয়া চির-কিঙ্করীর ন্যায় মরণরাজার অগ্রগামিনী হয়। অতএব বার্দ্ধক্য সুখদাতা নহে। সকলদশায় পরিতাপদানকারী বিকারশীল শরীর, অবিবেক বলে চিত্তশক্তি বিনষ্ট করিয়া মোহবৃদ্ধি করে, এবং অল্পকারণে আনন্দ, শোক ও নীচতা প্রাপ্ত হয়। কামকিরাত, কোপাহঙ্কাররূপ—বায়সগৃধ্রবেষ্টিত ইন্দ্রিয়বিহঙ্গপূর্ণ দেহশাখী সমাশ্রয় করিয়া অশুভাসক্তি হেতু মনঃকার্ম্মুকে (২) আশাশর যোজনা পূর্ব্বক সুগুণবিহগ বিনাশ করিয়া শুভফল বিখণ্ডিত করে। মলবাহী দেহরিপু, ভোজন-পান-সম্পাদনে বলী হইয়া বহুদিন প্রভুত্ব পূর্ব্বক বিভবশ্রী ভোগ করিয়া অকস্মাৎ সর্ব্বজীবস্নেহ পরিহার করিতে করিতে বিনাশ[illegible] গমন করে। অজ্ঞানপিশাচ, (৩) অহঙ্কৃতি-পিশাচীর প্রেমে প্রমত্ত হইয়া সুমতিশত্রু অপসারণ পূর্ব্বক দেহবৃক্ষে বাস করে। অতএব সতত ভঙ্গুর প্রবলদোষপূর্ণ কলেবর বারি বুদ্‌বুদের ন্যায় প্রীতিকর নহে। এইরূপ বৈরাগ্যবলে ইন্দ্রিয় বিজয় পূর্ব্বক মমতাহঙ্কার

(১) মনোরূপ বৃক্ষ।
(২) ধনুক (৩) অহংকার গর্ব্ব।

বিসর্জ্জন করিয়া নির্ম্মল প্রশান্ত চিত্তে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা করিবে।"

শিষ্য। তারপর কি হইল ?

গুরু। তাপর নারায়ণ, শিষ্য সকলকে উপদেশ প্রদান করিয়া সমাধি (১) গ্রহণে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ, নারায়ণ-সমীপে উপদেশ গ্রহণ করিয়া নরের নিকটে গমন পূর্ব্বক উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর নরঋষি বলিলেন, "হে জ্যেষ্ঠোপদিষ্ট জ্ঞানপ্রার্থিগণ! পরমেশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়কমলে বসতি করিয়া মায়াচক্রে সংস্থাপিত নিখিল জীবকে সতত ভ্রমণ করান। অতএব তোমরা সরলচিত্তে সর্ব্বভাবে সকল-ভুবনকারণ পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহার অনুগ্রহে দুর্গম সংসার-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া চিরসুখনিকেতনে গমন করিবে। ঈশ্বরের মায়াসম্ভূত অত্যন্ত বিষম সংসারানুরাগ, নরগণকে ভুজঙ্গের ন্যায় দংশন-করে, অসিতুল্য ছেদন করে, সূচীর মত বেধন করে, রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করে, অগ্নিতুল্য দহন করে, অমানিশার মত দৃষ্টিহীন করে, এবং দুষ্পূর (২)তৃষ্ণা দ্বারা জর্জ্জরীভূত করিয়া মোহান্ধকূপে নিঃক্ষেপ করে। সাধনা ও বৈরাগ্যদ্বারা সেই সংসারানুরাগকে শিথিলমূল করিয়া ঈশ্বরাশ্রিত হইতে হয়। এই সাধনা ও বৈরাগ্য ত্রিবিধ। প্রশান্ত ভাবে বহুবিপৎ সহনশীল কপ-টতাহীন প্রার্থনা-শূন্য শাস্ত্রীয় গমনকে সাত্ত্বিকী সাধনা বলে। বিপৎকালে দুঃখিতভাবে শুভ প্রার্থনাযুক্ত শাস্ত্রীয় গমনকে রাজসী সাধনা বলে। ক্ষণিক-সুখের জন্য পরানিষ্ট-কামনাযুক্ত স্বেচ্ছা-গমনকে তামসী সাধনা বলে। কারণ ব্যতিরেকে নিজবিবেক সম্ভূত চিরস্থায়ী সুখমূল বৈরাগ্যকে সাত্ত্বিক বৈরাগ্য বলে। উপদেশ শাস্ত্রধ্যয়ন দুঃখভোগাদি কারণোৎপন্ন অচিরস্থায়ী সুখদুঃখকারণ বৈরাগ্যকে রাজস বৈরাগ্য বলে। শ্মশান-শবদাহাদি বীভৎস(৩)বস্তু দর্শনজাত

---

(১) পরমাত্মার সহিত জীবের মিলন।

(২) যাহা অতিকষ্টে পূর্ণ হয়। (৩) ঘৃণাকর।

ক্ষণভঙ্গুর ভয়দুঃখজনক বৈরাগ্যকে তামস বৈরাগ্য বলে। সাত্ত্বিক সাধনাবলে সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের উদয় হইলে মানব, পরম পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়া পরমেশ্বর সমীপে গমন করেন।" এইরূপ নরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ বলিলেন, "যোগিবর! সংসারাসক্তির কারণ কি? তাহা সবিশেষ বর্ণনা করুন।" নরঋষি বলিলেন "অহঙ্কার সংসারাসক্তির মূল কারণ। সেই অহঙ্কার, সুখনীরপ্রার্থী নরমৃগকে নানাদুঃখমরীচিকায় প্রক্ষিপ্ত করিয়া তৃষ্ণানারীর রতিরসে সংসারানুরাগ বৃদ্ধি করে, এবং কিরাতবেশে মায়াজাল বিস্তার করিয়া জীবপশুকে আবদ্ধ করে। অহঙ্কাররাহু, অনুরাগকক্ষে ইচ্ছারাকীরজনীতে (১) সদ্গুণ—শশাঙ্ককে গ্রাসকরে। দেহকাননে অহঙ্কার-কেশরী, মনো-মত্তমাতঙ্গকে বশীভূত করিয়া বাসনাসিংহীর সহিত আনন্দে নৃত্য করে। পুত্র মিত্র কলত্র ব্যঞ্জক সেই মহাশত্রু অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলে, সংসারাসক্তি শিথিল হয়।" এইরূপ উপদেশ সময়ে চার্ব্বাক্ শিষ্য আগমন করিলে, নরঋষি বুদ্ধিবলে চার্ব্বাক্ মত নিরাস করিয়া বেদমহিমা বিস্তৃত করিলেন।

শিষ্য। চার্ব্বাক্ মত কিরূপ? তাহার নিরাসই বা কিরূপ?

গুরু। চার্ব্বাক্ মতাবলম্বী বলিলেন, "ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, ব্যোম এই পঞ্চভূতোৎপন্ন জীবের অসম্ভব পূর্ব্বজন্ম কল্পিত হইতে পারে না।"

নরঋষি খণ্ডন করিলেন, "সদ্যোজাত শিশুর স্তনপান—কৌশল, হর্ষসূচক মুখবিকাশ, ও দুঃখ ব্যঞ্জক রোদনের প্রত্যক্ষ দর্শনহেতু জন্মান্তরীয় সংস্কার ব্যতিরেকে অনুদ্দিষ্ট তাদৃশ কর্ম্মসকলের অসম্ভব বশতঃ অনুমানদ্বারা পূর্ব্বজন্ম সম্পূর্ণভাবে বিদিত হইতেছে, যথা:—(শিশুঃ পূর্ব্বজন্মবান্ স্তনপান-কৌশল দর্শনাৎ) স্তনপান কৌশল দর্শনহেতু শিশুর পূর্ব্বজন্ম

(১) পূর্ণিমা রাত্রিতে।

ন্যায় শাস্ত্রে ঃ—

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

কারণ বিনা কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না, এইরূপ নিয়মহেতু অগ্নি ব্যতিরেকে ধূম উৎপন্ন হইতে পারে না, এইজন্য অগ্নি না দেখিলেও অগ্নির কার্য্য ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে ধূমজনক অগ্নির স্থিতিজ্ঞান অনুমিত হইতেছে, এই অনুমিত জ্ঞানকে অনুমান বলে। প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানও অব্যভিচারে(১)সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে প্রমাণিত হয়। অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে, বহির্দ্দেশস্থপিতার গৃহস্থিত পুত্রের কুশলজ্ঞান হইতে পারে না।"

চার্ব্বাক্। মূর্খ ব্রাহ্মণগণ, আলস্যবশতঃ অন্য উপায় বিসর্জ্জন করিয়া প্রায়শ্চিত্তাদিচ্ছলে পাপনাশ-লোভ দেখাইয়া কৃপণের নিকটেও বলপূর্ব্বক ধনগ্রহণ করে।

খণ্ডন। (২) কর্ত্তরিকা দ্বারাকুশচ্ছেদনের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বর্দ্ধিত পাপধ্বংসহেতু পাপোৎপন্ন কাশাদিরোগের উপশম প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

চার্ব্বাক্। দিবসে দস্যুতার ন্যায় পুরাণপাঠোপলক্ষ্যে দ্বিজগণ, নর-নারী বঞ্চনাকরিয়া পরগৃহে ঘৃতাদি উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া সংসার সুখ বৃদ্ধি করে।

খণ্ডন। পুরাণপাঠ শ্রবণকারী মানব দুর্য্যোধনাদির পরিণাম অশুভকর, ও যুধিষ্ঠিরাদির পরিণাম শুভকর বুঝিয়া নরকজনক পাপরুচি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বর্গ-জনক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-বৃদ্ধি করে।

চার্ব্বাক্। ব্যাঘ্রের ন্যায় মাংসাশী প্রবঞ্চক ব্যক্তিগণ, দেবীপূজার উদ্দেশে পশু হত্যা করিয়া স্বোদর পূরণ পূর্ব্বক পরম-প্রীতি লাভ করে।

---

(১) অবাধে। (২) ছেদনাস্ত্র, কাটারি; কাস্তে।

খণ্ডন। যেমন গারুড় মন্ত্র(১)সর্পাদিবিষের প্রাণনাশিনী শক্তি বিনাশ করিয়া প্রাণদায়িনী শক্তি সঞ্চার করে, সেইরূপ বৈদিকমন্ত্র, বৈধহিংসার পাপজননী শক্তি প্রধ্বংস করিয়া পুণ্যজননী শক্তি সৃষ্টি করে। বৈধ-হিংসাদ্বারা যজ্ঞীয় পশুগণের সূর্য্যলোকে প্রেরণকারী মানবের পশু-দানোৎপন্ন পুণ্যফলে স্বর্গে গমন, যোগিগণ নিজনেত্রে দর্শন করিয়াছেন। লোভশূন্য শাস্ত্রীয় বলিদান, দেবতার প্রীতিসাধনা দ্বারা অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া মানবের সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষয় করে। নিরন্তর দেবপ্রসাদ-ভোজনে মহাপাতকী নরের মহাপাতকজনিত কাশাদিরোগের উপশমনদর্শন-হেতু রোগকারণ মহাপাতকের বিনাশ অনুমিত হয়।

চার্ব্বাক্। অতিদরিদ্র নীচ স্বভাব মানব, ভোগদানচ্ছলে ঘৃণাকর অপবিত্র মৃত্তিকাপাত্রে পীড়াকারক নীচনরভক্ষ্য চিপিটকাদি(২) পদার্থ ভোজন করিয়া উদর পূরণ করে।

খণ্ডন। সকল মানবের ঈশ্বরে সমানাধিকার হেতু দরিদ্রের ভক্তি-পূর্ব্বক চিপিটকাদি দান সোপানারোহণ ন্যায়ের মত উপলক্ষণ মাত্র। অলোভী মানব, চিপিটকাদি সামান্য দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল ঘৃতপক্বাদি পদার্থদানে তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিয়া সাধনার প্রথমদশায় চিপিটকদান বিধান করিয়াছেন। মানব, প্রথম সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করেন, অনন্তর তৃতীয় সোপান অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্থ সোপানে আরোহণ করেন। এইরূপ ক্রমে সমস্ত সোপান অতিবাহিত করিয়া প্রাসাদারোহণকে সোপানারোহণ ন্যায় বলে।

চার্ব্বাক্। তস্করগণ, বরাটক বিনিময়ে(৩) মাতঙ্গ প্রাপ্তির ন্যায় অসম্ভব বৈকুণ্ঠ বাসাদিবিনিময় দেখাইয়া ব্রতজলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া উত্তম ভোজনপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করে।

---

(১) গরুড়েরমন্ত্র।

(২) চিঁড়া। (৩) কড়ির বদলে।

খণ্ডন। যেমন হিতাকাঙ্ক্ষী মানব, লোভী নরকে স্বর্ণাকর-প্রাপ্তি-লোভ দেখাইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে কাশীগমন করাইয়া বিশ্বনাথ দর্শন করান, সেইরূপ প্রশংসাশীল অর্থবাদ, ধর্ম্মব্যবসায়ী বদ্ধজীবকে বিষ্ণুদর্শনাদি-লোভ দেখাইয়া তাহার পুণ্যকর্ম্মে রুচি সম্পাদনপূর্ব্বক পুণ্যফলে সাধনার প্রতি দৃঢ় ভক্তি সংস্থাপন করিয়া সাধনার ফলে বৈকুণ্ঠে বসতি প্রদান করে।

চার্ব্বাক্। অদর্শনহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন প্রমাণ নাই, এবং বিনাশশীল জীবের পরজন্ম হইতে পারে না।

খণ্ডন। জন্মান্তরীয়-ফলগম্য সুখদুঃখবীজ ধর্ম্মাধর্ম্ম অমূর্ত্তিহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অযোগ্যতাবশতঃ, পুণ্যপাপ-প্রসূত সুখ-দুঃখ ভোগদ্বারা অনুমিত হইতেছে। জন্মান্তরীয় ফলগম্য যথা ঃ—গুরুবংশ প্রতিপালনকারী দমনক নাম নৃপতি সন্দেহমানসে শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য নিজ গুরুকে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর প্রশ্নোত্তর ভীত নৃপগুরু, "সপ্তদিবসমধ্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব" এইরূপ বাক্যদ্বারা নরপতিকে আশ্বস্ত করিয়া প্রশ্নের অনুত্তরে সংসার-সাহায্য-নাশরূপ রাজদণ্ড অনুমান করিলেন, ও অন্যের অজ্ঞাতভাবে বিজন-কাননে প্রবেশ করিয়া রজনীর তৃতীয়-যামে দীপশিক্ষা লক্ষ্য করিতে করিতে কিরাত-গৃহে গমন করিলেন। বনিতাসহায় কিরাত, ভক্তিপূর্ব্বক নিজভোগ্য অর্দ্ধাংশ ফল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া শ্বাপদ-ভয়ে নরদ্বয়-শয়নযোগ্য ক্ষুদ্র কুটীরে কটুবাদিনী নিজ পত্নীর পার্শ্বে ভূদেবকে(১) শয়ন করাইল, ও দ্বারনিরোধ করিয়া অনশনে স্বয়ং বহির্দ্দেশে নিদ্রিত হইল। অর্দ্ধফল ভোজিনী ক্রূরস্বভাবা কিরাতপত্নী,(২) নিশীথে নিজ পতিকে শার্দ্দূল(৩)হত বুঝিয়া কটূক্তি দ্বারা পার্শ্বগত দ্বিজকে তিরস্কার করিল, ও সূর্য্যোদয় সময়ে সম্মার্জ্জনী(৪) প্রহারে তাহাকে নিজ আশ্রম হইতে দূরীভূত করিল। অনন্তর কিরাতশোক-কাতর ব্রাহ্মণ, দুঃখপ্রবাহে পতিত হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বনস্থ-চন্দন

(১) ব্রাহ্মণ। (২) ব্যাধ-স্ত্রী। (৩) বাঘ (৪) ঝাঁটা।

বৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক দুঃখ-শান্তির জন্য রজ্জুযোগে আত্মহত্যায় উদ্যত হইলে, সেই বৃক্ষস্থিতা বনদেবতা অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি মহানরক জনক(১) আত্মবিনাশ হইতে বিরত হও। একবৎসর পরে অপুত্রক রাজার পুত্রের ভূমিষ্ঠকালে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিলে, মদীয় বর প্রভাবে সেই সদ্যোজাত নৃপতনয় তোমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। ঐ সময়ের পূর্ব্বে গ্রামপ্রান্তস্থা গর্ভবতী শূকরীকে চেষ্টাক্রমে রাজান্তঃপুরে স্থাপন করিবে, তুমি নির্ভয়ে এই বৃক্ষে নিশা যাপন করিয়া উষাকালে স্বগৃহে গমন কর।" ব্রাহ্মণ, বনদেবীর এইরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভক্তি প্রণামপূর্ব্বক রজনী অতিবাহিত করিলেন, ও পরদিবসে সন্ধ্যা সময়ে নৃপসমীপে গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। নৃপতি, সুতোৎপত্তি-বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং কিছুদিন পরে বনিতার গর্ভ দর্শন করিয়া গুরুবাক্যানুরূপ সমস্ত কার্য্য নিষ্পাদন করিলেন। সূতিকা-গৃহদ্বারস্থিত নৃপসচিব-সহায়(২) দ্বিজ জাতমাত্র শিশুকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিলে, শিশু প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, "দ্বিজবর! আমি, সেই বনবাসী কিরাত, বিপ্রতোষণ-ধর্ম্ম বলে সদ্য ব্যাঘ্র কবলে কিরাতদেহ বিসর্জ্জন করিয়া এই রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতিদুষ্টা আমার সেই বনিতা ব্রাহ্মণ-প্রহার-রূপ অধর্ম্ম বলে এতৎ-পার্শ্বস্থ গৃহে শিশু-শূকরীরূপে অধুনা ভূমিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ আপনি অবগত হউন।" নৃপগুরু শিশুবাক্য শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত মন্ত্রীর সহিত রাজাকে বিশদরূপে সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিলেন। অতএব জন্মান্তর জ্ঞাতব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নিজ-প্রসূত সুখ-দুঃখ-ভোগ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। দেহাতিরিক্ত জীবের স্বপ্নদশায় স্থূলদেহ-ক্রিয়া-

(১) উৎপাদক। (২) রাজা ও মন্ত্রীর সহিত

বিলোপে স্বাপ্নিক পদার্থ দর্শন প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। যোগীদিগের যোগ বলে নিজদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরকীয়-দেহে প্রবেশ অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। অতএব ধ্বংস-প্রাগভাব-রহিত(১) নিত্য আত্মার বসনত্যাগের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে স্থূল শরীরের ত্যাগ ও গ্রহণ সর্ব্বকালে সম্পন্ন হইতেছে। জাতিস্মরগণ পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত নিজে নিজে অনুভব করেন। কঠোর-তপস্যাফলে সামীপ্য-মুক্তিলাভকারী তত্ত্বজ্ঞানশূন্য প্রবল-ভক্তিসম্পন্ন বৈকুণ্ঠদ্বারী জয় ও বিজয়, উলঙ্গভাবে কমলাসমীপে গমন অনুচিত মনে করিয়া করস্থিত বেত্রযোগে দ্বার-নিরোধ করিলেন, ও চিরকুমারাকৃতি দিগ্‌বসন(২) চতুর্ম্মুখ-মানসসুত সনকাদি ঋষি চতুষ্টয়ের বৈকুণ্ঠাপ্রবেশজনিত অভিসম্পাতে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, ও রাবণ, কুম্ভকর্ণ, এবং শিশুপাল, দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কেশব বৈরানুবন্ধে(৩) ত্রিজন্ম অতিবাহনপূর্ব্বক নিরন্তর বিষ্ণু-চিন্তানলে পাপতৃণরাশি ভস্মীভূত করিয়া পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠ-দ্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব পূর্ব্ব পরজন্ম অনেকের অনুভূত হইতেছে। আমি পরমেশ্বরের কৃপায় কল্পান্তরীয় বৃত্তান্ত(৪) প্রকাশ করিলাম।

শিষ্য। তারপর কি হইল?

গুরু। তারপর ঋষিগণ, উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই আশ্রমে যোগাভ্যাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। চার্ব্বাক্‌শিষ্য, নর-ঋষির বুদ্ধি তীক্ষ্মতায় পরাস্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে নিজ গুরু সমীপে গমন করিলেন। চার্ব্বাক্ ঋষি, গুড়োৎপন্না গৌড়ী, তণ্ডুলাদি মিশ্রিত দ্রব্য সম্ভবা পৈষ্টী, ও মধূক পুষ্পোদ্ভবা মাধ্বীরূপ ত্রিবিধ সুরা পান করিয়া উত্তম শাল-পাঠীন(৫) রোহিত মৎস্য(৬) ভক্ষণপূর্ব্বক রমণী-বিহারে

(১) মৃত্যু-জন্ম শূন্য। (২) উলঙ্গ। (৩) বিষ্ণুর শত্রুরূপে।
(৪) অন্যকল্পের, অতীত সৃষ্টির ঘটনা।
(৫) বোয়াল মাছ। (৬) রুই মাছ।

কালযাপন করিতেন। চার্ব্বাক্-ভবনে পরহিতৈষিণী কোকিলকণ্ঠা পতি-গতপ্রাণা পদ্মগন্ধা পদ্মিনী প্রথমা রমণী চার্ব্বাকের জন্য পাণি-কিসলয়ে(১) চামেলী চম্পকাদি কুসুম মালা রচনা করিতেছে। দেবভক্তা ক্ষমা-দয়াবতী লোভহীনা সত্যপ্রিয়-বচনা পতিপরায়ণা পূগগন্ধা(২) চিত্রাণী দ্বিতীয়া অঙ্গনা তালবৃন্ত(৩) সঞ্চালনে চার্ব্বাকের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। রসালাপ-নিপুণা মধুরবচনা গুরুপতি-ভয়শূন্যা মদনার্ত্তা(৪) ক্ষারগন্ধা শঙ্খিনী তৃতীয়া ললনা সর্ব্বদা পাদসংবাহনদ্বারা(৫) চার্ব্বাকের শুশ্রূষা করিতেছে। কুৎসিত-ভোজনা সর্ব্বদা মদনদগ্ধা পরপুরুষগামিনী মদ্যগন্ধা হস্তিনী চতুর্থা কামিনী চার্ব্বাকের জন্য উত্তম ভোজন পাক করিতেছে। সাধু-সঙ্গকারী দেবপূজক পরদার-বিমুখ পরহিতরত পাপত্যাগী শশ প্রথম পুরুষ চার্ব্বাকের মত লিপিবদ্ধ করিতেছে। দেবগুরুভক্ত নৃত্য-গীতপ্রিয় মৃগ দ্বিতীয় মানব বাদ্য-গীত দ্বারা চার্ব্বাকের মন প্রফুল্লিত করিতেছে। লজ্জাহীন পাপকর্ম্ম-নিরত মৈথুনপ্রিয় বৃষ তৃতীয় নর উপভোগের জন্য সাংসারিক দ্রব্য আহরণ করিতেছে। কদাচারী ভয়শূন্য দ্রুতগামী মহাপাপী নিন্দাশীল পরস্ত্রী-কামুক অশ্ব চতুর্থ মনুষ্য কৃষি-কর্ম্ম দ্বারা ভক্ষণীয় পদার্থ উৎপাদন করিতেছে। চার্ব্বাক্ প্রশান্তচিত্তে চতুর্ব্বিধ স্ত্রী-পুরুষগণকে বলিতেছেন, "হে নরনারীগণ! তোমরা সর্ব্বদা চেষ্ট করিয়া নিজ নিজ সুখ সমুপার্জ্জন করিবে।

চার্ব্বাক্ দর্শনে ঃ—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন সুখে থাকিবে, ঋণ করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথায়?

---

(১) কোমলহস্তে। (২) সুপারিগন্ধা। (৩) তালপাতার পাখা।
(৪) রতিপীড়িতা। (৫) পদসেবা।

পঞ্চভূতোৎপন্ন দেহরূপ আত্মা, অনলযোগে প্রত্যক্ষ দগ্ধ হইয়া পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে পারে না।" এইরূপ উপদেশ সময়ে নরঋষি-পরাজিত শিষ্য, সমীপে গমন পূর্ব্বক নিজগুরু চার্ব্বাক্‌কে বলিলেন, "গুরো! আপনি বুদ্ধিবলে নরঋষিকে পরাজিত না করিলে ভবদীয় মত ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইবে।" এইরূপ শিষ্যবাক্য শ্রবণে উদ্বিগ্নচিত্ত সশিষ্য চার্ব্বাক্‌, নরঋষি-সমীপে গমন করিয়া নিজ মত প্রকাশ করিলেন। নরঋষি, প্রখর-বুদ্ধি বলে সমস্ত নাস্তিক মত খণ্ডন করিয়া চার্ব্বাক্‌কে পরাস্ত করিলেন।

শিষ্য। নাস্তিক মত কিরূপ ?

গুরু। নাস্তিক গুরু চার্ব্বাক্ বলিলেন, "জগতে অদর্শনহেতু ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ঈশ্বর থাকিলে কদাচিৎ কোনস্থানে রাজাদির ন্যায় ঈশ্বর আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত। কেবল প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে ভ্রান্তিমূল অনুমান প্রমাণ হইতে পারে না। প্রকৃতি হইতে সমস্ত জগৎ নিজে নিজে চলিতেছে, যেমন বাষ্পশকট, জলব্যোমযান(১) এবং লৌহ-যন্ত্র ইহারা অচেতন হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ অচেতন জগৎ স্বতঃ কর্ম্মশীল হইতেছে। যেমন অচেতন গোময়(২) হইতে চেতন বৃশ্চিক(৩) কীটাদির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অচেতন শরীর হইতে জীব-সৃষ্টি হয়। যেমন পাত্র-নিবদ্ধ জল হইতে তদ্‌বিপরীত কীট উদ্ভূত হয়, সেইরূপ পঞ্চভূত হইতে বিসংবাদী(৪) জীব সমুৎপন্ন হয়। যেমন তুল্যাংশীকৃত মধুসর্পি(৫) যোগে নূতন বিষ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ জড়পঞ্চভূত সংযোগে অভিনব চেতন আবির্ভূত হয়। যেমন গুড়তণ্ডুল মধূক-পুষ্পাদি(৬) দ্রব্য, একত্রযোগে মদ্যরূপে পরিণত হইয়া

---

(১) জলযান— জাহাজ প্রভৃতি। ব্যোমযান—বেলুন, এরোপ্লেন প্রভৃতি,

(২) গোবর। (৩) বিছা। (৪) বিরোধী। (৫) ঘৃত। (৬) মহুয়া ফুল।

নূতন মত্ততা শক্তি সৃষ্টি করে, সেইরূপ ক্ষিত্যপ্-তেজ-মরুদ্-ব্যোমরূপ পঞ্চভূত, একত্র সংযোগে দেহরূপে পরিণত হইয়া অপূর্ব্ব জীবশক্তি সৃষ্টি করে। পঞ্চভূত সংযোগ অযথাক্রমে শিথিল হইলে, জীবশক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অদূরদর্শিগণ কৃমি-মল-ভস্মান্ত শরীরের মিথ্যা পূর্ব্বাপরজন্ম কল্পনা করেন। যেমন দাহিকা শক্তি অভিন্নতাহেতু অগ্নি হইতে পৃথক্স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ জীবশক্তি অভিন্নতাহেতু শরীর হইতে ভিন্নস্থানে পরিলক্ষিত হয় না। পঞ্চভূত সংযোগের তারতম্যতা-বশতঃ ভূতযোগজাত জীব নানাবিধ সুখ দুঃখ ভোগ করে। ভূত-সংযোগ শিথিল হইলে, বিনষ্ট-জীব জড়ত্বহেতু স্থানান্তরে গমন করিতে পারে না। জীবশক্তির আবির্ভাবকে জন্ম, ও স্বরূপ ধ্বংসকে মৃত্যু বলে। পঞ্চভূতের তারতম্যতাহেতু জীবসৃষ্টি বহুবিধ হয়। অতএব বুদ্ধিমান্, নর, জীবিতকাল পর্য্যন্ত ঋণাদি উপায়ান্তর গ্রহণ করিয়া স্বসুখার্জ্জন করিতে কখনও ত্রুটি করিবেন না। নিজ সুখার্থে হিংসাদি বিরুদ্ধ কর্ম্মাচরণ পরজন্মের অভাবহেতু দোষাবহ নহে। ভস্মীভূত কলেবরের(১) পুনরুৎ-পত্তি সর্ব্বথা অসম্ভব। দুষ্ট, ভাণ্ড, নিশাচরগণ, মিলিত হইয়া বেদ-নির্ম্মাণ করিয়াছে। পরৈশ্বর্য্যকাতর দুষ্ট, চিরদারিদ্র্যহেতু বেদচ্ছলে ধনী-দিগের সঞ্চিত প্রভূত বিত্ত ব্যয় করাইয়া তাহাদিগকে দুঃখানুকূলে নিযুক্ত করিবার বাসনা করে। লোকবঞ্চক ভাণ্ড, আলস্যবশতঃ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বেদব্যাজে(২) অন্যের নিকটে নিজভরণ পোষণ-যোগ্য নিখিল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া স্বসুখে নিরত হয়। ইন্দ্রিয়-লোলুপ নিশাচর, শ্রেষ্ঠবস্তু সমুপার্জ্জনে অশক্তিহেতু বেদচ্ছলে অদৃশ্যতারূপে অনলনিহিত উৎকৃষ্ট ঘৃত মাংসাদি পদার্থ ভোজন করিয়া দেহবল বৃদ্ধি করে। ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত অর্থের সফলতা সম্পাদন হইলে, মিথিলাদেশস্থ-সুতদত্ত দ্বিজদানদ্বারা কাশী

(১) দেহ। (২) ছলে।

স্থিত পিতার উপকার হইত। কালকবলিতের শ্রাদ্ধ-ভোজনপ্রসঙ্গে মৃত বৃষভ স্বয়ং ঘাস চর্ব্বণ করিত(১)। পৃথিবীপ্রদত্ত পদার্থের পারলৌকিক উপকার কল্পনা গঞ্জিকা(২) ভোজীর ভাষার ন্যায় সর্ব্বথা হেয়। শ্রাদ্ধ-শাস্ত্র ভূতপ্রেত-পিশাচকল্পিত। ভূতের ন্যায় শৌচাচারহীন ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপাশূন্য(৩) হইয়া মাংসলুব্ধ শকুনির ন্যায় স্বোদর পূরণ করিবার জন্য শ্রাদ্ধান্বেষণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। প্রেতের মত দুঃখগ্রস্ত মলিনবসন জীব, শ্রাদ্ধচ্ছলে বহুধনব্যয়ে বিপুল-দ্রব্য আয়োজন করাইয়া স্বজাতি-কুটুম্বপোষণানন্তর ভোজন করিয়া অতি সন্তুষ্ট হয়। পিশাচ সকল, শ্রাদ্ধদেবতাচ্ছলে অন্যের অলক্ষিতভাবে শ্রাদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধসামগ্রীর সমস্ত সারাংশ ভোজনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করে। কায়ক্লেশতপস্যা অম্লিশূলিবিরচিতা। অম্লরোগগ্রস্ত অম্লী, অজীর্ণতাহেতু ক্ষুধামান্দ্যবশতঃ তপস্যাব্যাজে উপবাসাদি করিয়া আপেক্ষিক-শান্তিলাভে সুখী হয়। অন্নশূলরোগগ্রস্ত শূলী তপস্যাছলে রোগবৃদ্ধিকর ভোজন ত্যাগ করিয়া শান্তিকর উপবাসাদি অবলম্বনপূর্ব্বক যামিনী যাপন করে। তস্কর লম্পটকৃত তীর্থযাত্রা সুখকর নহে। তীর্থ-সম্ভূত তস্কর সকল, বিষকুম্ভ-পয়োমুখ হইয়া তীর্থসেবীদিগের অজ্ঞাতভাবে ছুরিকা-প্রদানে শোণিত-শোষণের ন্যায় তীর্থব্যাজে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-কক্ষে নিহিত করে। অলীকভাষী (৪) লম্পট, নিজ-রচিত নানাচাটুবচনে চিত্তরঞ্জন করিয়া তীর্থভ্রমণে ভক্তি-প্রদানপূর্ব্বক তীর্থসেবীদিগের নিকটে কৌশলে অর্থগ্রহণ করিয়া সংসার যাত্রা সম্পাদন করে। স্বর্গসুখভোগ উন্মত্তবাণী প্রয়োগ(৫)। বসুমতী-

(১) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য যদি সে ভক্ষণ করিত, তাহা হইলে মরা ষাঁড় ঘাস খাইত।

(২) গাঁজা। (৩) দরিদ্র ও মূর্খ। (৪) মিথ্যাবাদী।

(৫) পাগলের প্রলাপ।

ভিন্ন স্থানান্তরের নাম স্বর্গ নহে, এই পৃথিবীতে কায়ক্লেশবিনা পরমসুখে দিনযাপনের নাম স্বর্গসুখ-ভোগ। নরকাদি পারলৌকিক যন্ত্রণা সুরাপায়ীর কপোলকল্পনা(১)। ধরণীতে মলবাহকাদির(২) ক্লেশকরী জীবন-যাত্রার নাম নরকভোগ। দানশাস্ত্র বিটবিরচিত। অতিখলস্বভাব বিট,(৩) সুরক্ষাহেতু তস্করনিকর(৪)-দ্বারা পরধন অপহরণ করিতে না পারিয়া দানচ্ছলে অখিলবিত্ত ব্যয় করাইয়া ধনীকে চিরদারিদ্র্যপথে অগ্রসর করাইবার চেষ্টা করে। দুঃখবর্জ্জনে ও সুখোপার্জ্জনে অভিলাষ সমস্ত জীবের স্বভাবসিদ্ধ, (৫)পুরীষোদ্ভূত কৃমিগণ, মরণাদি-দুঃখসমাগমে পলায়ন করিয়া স্বসুখ ভঙ্গ করিতে চাহে না। অতএব যাবজ্জীবন নিজসুখনাশ কোনরূপে না হয়।”

শিষ্য। নরঋষি কি করিয়া এই মত খণ্ডন করিলেন ?

গুরু। নরঋষি বলিলেন, “অনুমান যদি অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে বিদেশভর্ত্তৃকা(৬) অবলার প্রত্যক্ষহীনতাহেতু বৈধব্যাপত্তি খণ্ডিতা হয় না, পুনঃ গৃহাগত-পতিদর্শনে সধবতাপ্রসঙ্গ, একারমণীর একবার বৈধব্য, ও একবার সধবতা, বিরুদ্ধধর্ম্মহেতু সর্ব্বরূপে অসঙ্গত হয়। গৃহস্থিতা অঙ্গনার বহির্দ্দেশস্থপতিকুশল-জ্ঞান, এবং মলত্যাগকারী পুরুষের গৃহস্থা-পত্নীর মঙ্গলজ্ঞান অনুমানদ্বারা বুঝিতে হয়। ঈশ্বর বৃষ হইলে কর্ণ ধারণ করিয়া দেখান যাইত; ও সাধারণ মানব হইলে কোনস্থানে দৃষ্টিগোচর হইত; বহুজন্ম-কঠোর-তপস্যা-লভ্য ঈশ্বরদর্শন অকৃতপুণ্যের(৭) সর্ব্বথা অসম্ভব। অচেতনা প্রকৃতি চেতন-সংসর্গব্যতিরেকে কার্য্যকারিণী হয় না। জড় ধূম-যানাদির কর্ম্মসম্পাদন চেতনচালকের সাহায্য-ব্যতিরেকে

(১) মাতালের বুদ্ধিজাত।
(২) মেথর। (৩) ধূর্ত্ত। (৪) চোরসকল। (৫) বিষ্ঠা।
(৬) যাহার স্বামী বিদেশে থাকে। (৭) যে পুণ্য কর্ম্ম করে না।

স্বয়ং সিদ্ধ নহে।(১) গোময় বারিকারণ হইতে কীটাদিজীবের দেহোৎপত্তি হয়, গুড়াদি পদার্থে সূক্ষ্মরূপে স্থিত মাদকতা, সুরারূপস্থূল পরিণাম পাইয়া নিজশক্তি বৃদ্ধিহেতু স্বকার্য্যসিদ্ধি করে। পঞ্চভূতোৎপন্ন অচেতন দেহ, চেতনজীব-সংসর্গে কর্ম্মশীল হইয়া চেতন-সঙ্গপরিত্যাগ করিলে অশুচি শব হয়। দেহাতিরিক্ত জীব, স্বপ্নদশায় পঞ্চভূতোৎপন্ন স্থূলশরীরের ক্রিয়ালোপপূর্ব্বক নিদ্রাসম্ভূত বিষয় অনুভব করিয়া স্বকীয় সর্ব্বশরীর ভিন্নতা প্রকাশ করিতেছে। জীব, পুণ্যপাপজনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া স্থূলদেহত্যাগে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় কর্ম্মানুসারে স্থানান্তরে গমন করে। স্থূল-দেহের গ্রহণত্যাগকে জন্মমৃত্যু বলে। বানর শিশুর(২) উদর সংলগ্নতাদি কৌশলদর্শনে সংস্কারবিনা তাদৃশ কৌশলের অসম্ভবহেতু পূর্ব্বজন্ম অনুমানসিদ্ধ, কর্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ বহুবিধ জীব, জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে। মানবের দুঃখ-বীজ পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজসুখার্থে সুখবীজ-পুণ্যসঞ্চয় সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। অপৌরুষের(৩) বেদ প্রত্যক্ষের ন্যায় সর্ব্বরূপে প্রমাণ। পূর্ব্বকল্পানুসারে ব্রহ্মার অন্তঃকরণে সৃষ্টিপ্রবাহকারি-পরমব্রহ্ম-প্রকাশিত বেদে ব্রহ্মাদিদেবগণের স্বাতন্ত্র্য (৪)নাই। গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্তবেদে অস্বাধীন লিপিকারক ঋষিগণের নামদ্বারা শাখা সৃষ্টি হইয়াছে। যোগিগণ বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক কর্ম্মবলে অসাধ্যসাধন করেন। অণিমাদিসিদ্ধ দিব্যপদার্থ-ভোজনকারী দেবগণ, বাসনাকালে বস্তুলাভ করিলেও কৃপাপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণ

---

(১) গোবর। (২) বানরের বাচ্ছা ছোট-বেলাতেই তার মার পেটের তলায় মিশিয়া থাকে—এ কৌশল তাকে শিখাইয়া দিতে হয় না; ইহা তার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, কাযেই পূর্ব্বজন্ম আছে ধরিয়া লইতে হইবে।

(৩) যাহা পুরুষের বা মানুষের রচিত নহে।

(৪) স্বাধীনতা।

করিয়া অভিলাষপ্রদ যজ্ঞ পূর্ণ করেন। রাজকীয় সাহায্য যোগে(১) প্রদত্ত অর্থের ন্যায় বৈদিকমন্ত্রপূত ব্রাহ্মণদত্ত পদার্থ সূক্ষ্মাংশরূপে গমন করিয়া স্থানান্তরস্থিত জীবের উপকার করে। কটু-স্তুতিবাক্য শ্রবণে কোপের উদয়-শান্তি দর্শনে সাধারণ শব্দের দুঃখ-সুখ জনকতাহেতু বৈদিক শব্দের অপূর্ব্ব শক্তি অনুমান-দ্বারা বুঝিতে হইবে। ধ্বংসশীল কর্ম্মজনিত অপূর্ব্ব, ফলকাল পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে থাকিয়া ফলদানানন্তর স্বয়ং বিনষ্ট হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য, বৈদিক-মন্ত্রযোগে সূক্ষ্মাংশরূপে লোকান্তরে গমনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে পরিণত হইয়া লোকান্তরস্থিত উদ্দেশ্য জীবের তৃপ্তিসাধন করে। নির্দ্দিষ্ট দেবতা-পূজাদ্বারা সকলাঙ্গপূর্ণ শ্রাদ্ধ, সম্যক্‌রূপে ফলপ্রদ হইয়া সমুদ্রস্থ জীবের তরণির ন্যায় উপায়শক্তিশূন্য লোকান্তরস্থ জীবকে বিপদর্ণব(২) হইতে উদ্ধৃত করিয়া শান্তিনিকেতন প্রদান করে। সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বৃষোৎসর্গ, সদ্য প্রেতলোক-বসতি বিখণ্ডিত করিয়া বহুদিনব্যাপিনী সুরপুরীস্থিতি সম্পাদন করে। তপস্যাসিদ্ধ যোগিগণের বারিব্যোমবহ্নি(৩) গমনাদি অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থভ্রমণে পাপপ্রধ্বংস-পূর্ব্বক চিত্তবিশুদ্ধি, হিংসাদ্বেষ বিসর্জ্জন হেতু নিজানুভবে বুঝিতে পারা যায়। নিরবচ্ছিন্ন সুখের আধারকে স্বর্গ বলে। ধরণীস্থিত জীবের দুঃখমিশ্রিত-সুখভোগ হেতু দুঃখশূন্য সুখসম্ভোগ সর্ব্বথা অসম্ভব, অল্পপুণ্য-লভ্য ধরাসুখ বহুসুকৃতিসাধ্য স্বর্গীয় সুখের কলা(৪) স্পর্শ করিতে পারেনা। নিরন্তর কঠোর যন্ত্রণারূপ নরক সুখ-দুঃখযুক্ত ধরাতলে পদক্ষেপ করিতে পারেনা(৫)

(১) ডাকযোগে। (২) বিপৎসাগর।

(৩) জল আকাশ আগুনে যাতায়াত প্রভৃতি অমানুষিক কার্য্য এখন আর দেখা যায় না।

(৪) অংশ। বহুপুণ্য ফলে মানব স্বর্গসুখ পায়-সে সুখের সহিত অল্পপুণ্যে পৃথিবীর সুখের তুলনা হয় না।

(৫) আসিতে পারে না।

মলবাহকাদির(১)সাংসারিক সুখ সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান আছে। লোক-সন্তোষজনক দান, চিরকালস্থায়ী যশোবিতান বিস্তৃত করিয়া দাতার আনন্দ বৃদ্ধি করে, পুরীষোৎপন্ন কৃমি সকল, চিরস্থিত মনদ্বারা পূর্ব্বানুভূতমৃত্যুকালীন দুঃখের অসহ্যতা অনুমান করিয়া ধাবিত হয়। ত্বিতলাদি গৃহে পুরুষ কর্ত্তৃক নির্ম্মাণ প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হওয়ায়, নির্ম্মাণকালে অদর্শনবশতঃ পুরাতন প্রাসাদের নির্ম্মাতা অনুমানদ্বারা বুঝিতে হইবে। এই জগতের একজন চেতন নির্ম্মাতা না থাকিলে, সমুদ্র, নদ, নদী, গিরি-শাখী(২) কাননাদি পদার্থ সুশৃঙ্খলরূপে সুগঠিত হইতে পারিত না, অতএব এই স্থাবরজঙ্গমরূপ জগতের রচনাকালে অদর্শনবশতঃ একজন চেতন নির্ম্মাতা অনুমানদ্বারা বুঝিতে হইবে, সেই অনুমানগম্য বিশ্বরচয়িতা পরমেশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। কুকর্ম্মীদিগের শাসনাভাবহেতু প্রজাপুঞ্জের স্বাধীনতাবশতঃ পালয়িতা রাজা না থাকিলে, রাজ্য সুচারুরূপে বহুদিন চলিতে পারে না। এই চিরচলিত বিশ্বের একজন চেতন পালয়িতা না থাকিলে, গ্রীষ্মাদি ষড়্‌ঋতু যথানিয়মে পর্য্যায়ক্রমে(৩) আবির্ভূত হইত না; দিনরজনী পর্য্যায় নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছুদিন অবস্থান করিত; স্বেচ্ছাচারী সমুদ্র, নিজতীর অতিক্রম করিয়া সহসা ধরাতল বিপ্লাবিত করিতেন; দিবাকর, পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদিকে উদিত হইতেন; পূর্ণিমায় অনুদিত শশাঙ্ক অমানিশায় পূর্ণভাবে উদিত হইতেন; শাসনকারী শমন জীবের মরণদানে অবহেলা করিতেন; বায়ু বহন-শীলতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতেন; অপরিমিত ভোজনশীল অনল, পুঞ্জীভূত হইয়া বিশ্বকে ভস্মীভূত করিতেন; এইরূপে প্রতিকূল কর্ম্ম আরম্ভ হইলে, ক্ষণ-কাল মধ্যে প্রলয়কাল সমাগত হইত, তাহা না হইয়া বিশ্ব চিরকাল

(১) মেথরের।

(২) বৃক্ষ।

(৩) পালাক্রমে।

কর্ম্মানুসারে যথানিয়মে সুচারুরূপে চলিতেছে। অতএব এই বিশ্ব-পালয়িতা একজন চেতন অনুমানদ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে। সেই অনুমানসিদ্ধ বিশ্বরক্ষক পরমেশ্বরকে পালনকর্ত্তা বলে। কানন ও পর্ব্বত, পুরুষ সাহায্যে নির্ম্মূল হইয়া নিবাসহেতু গ্রাম নগর রূপ পরিণাম(১)প্রাপ্ত হয়; সমতল ভূমি মানব সাহায্য বিনা জলাশয়রূপে পরিণত হইতে পারে না। পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগকে স্থান বিশেষে সংহার শব্দে ভূষিত করিয়াছে। দুগ্ধপরিণাম দধি, দুগ্ধের তরলত্বাদি ধর্ম্ম সংহার করিয়া(২)নূতন গাঢ়ত্বাদিধর্ম্ম অবলম্বন করে। এ ভুবনে সরিৎ শৈল সাগরাদি (৩) পদার্থ চেতন সাহায্য ব্যতিরেকে পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। নদীতটস্থিত দেশ, তটিনীরূপে পরিণত হইয়া নক্রমকরাদির আবাসভূমি হইতেছে। জনসমাকীর্ণ নগর, বনরূপে পরিণত হইয়া ভীষণ শ্বাপদ(৪)সর্পের ক্রীড়াস্থান হইতেছে। এইরূপ জগতের রূপান্তররূপ বিনাশকর্ত্তা একজন চেতন অনুমানদ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে। সেই অনুমান-নির্দ্দিষ্ট বিশ্বপরিণামকর্ত্তা পরমেশ্বরকে সংহার কর্ত্তা বলে। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা জ্ঞানগম্য সেই পরমেশ্বর, ইচ্ছানুসারে নিজরচিত বিশ্ব প্রতিপালন করিয়া যথা সময়ে সংহার করেন। জীব, অসার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা না করিলে, দুঃখ-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। সেই পরমেশ্বর, সন্তানজনন পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধদানে ও পশুপক্ষিদিগের শীত-রৌদ্র-নিবারক লোম-পক্ষ প্রদানে স্বকীয় কৃপাপূর্ণতা প্রকাশ করিতেছেন। মানব, সর্ব্বভাবে সর্ব্ব-হৃদয়বাসী ভক্তিলভ্য পরমেশ্বরের আশ্রিত হইলে, তদীয় কৃপায় চিরসুখ-সলিলে নিমজ্জিত হইতে পারেন।" এইরূপ শাস্ত্রীয় যুক্তিবলে নরঋষি নাস্তিক মত বিখণ্ডিত করিলেন।

---

(১) পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ গ্রহণকে পরিণাম বলে।
(২) দূর করিয়া। (৩) নদী পর্ব্বত সাগরাদি। (৪) হিংস্র।

শিষ্য। তারপর কি হইল?

গুরু। তারপর চার্ব্বাক্ ঋষি, পরাস্ত হইয়া নিজভবনে গমন করিলে, ঋষি শিষ্য সকল সন্দিগ্ধচিত্তে নরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরো! ঈশ্বর এক না সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ম্মভেদে বহু?" নরঋষি বলিলেন, "সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বর একমাত্র।

বেদান্তে:—

একমেবাদ্বিতীয়ম্। জন্মাদ্যস্য যতঃ।

পরমেশ্বর একমাত্র, তাঁহার সাহায্যকারী দ্বিতীয় নাই। যে পরমেশ্বর হইতে এই জগতের জন্মস্থিতি প্রলয়কার্য্য হয়।

এক পরমব্রহ্ম ঘটের মৃত্তিকার ন্যায় এই জগতের উপাদান কারণ, ও কুলালাদির ন্যায় নিমিত্ত কারণ হয়, সেই পরমব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ। মানবগণ, সগুণব্রহ্মকে উপাসনা ভেদে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া গাণপত্য, সৌর্য্য, বৈষ্ণব, শৈব, ও শাক্ত এই পঞ্চসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সীমাবদ্ধ এই পঞ্চসম্প্রদায়, অজ্ঞানান্ধ হইয়া জ্ঞানালোক ব্যতিরেকে অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় নির্গুণব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন না। অন্ধগণ, নিজ নিজ হস্তে মার্তঙ্গের (১) ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অঙ্গানুরূপ কুঞ্জর (২) নির্দ্দেশ করে। প্রথমান্ধ পদগ্রহণে হস্তী, স্তম্ভের ন্যায়, দ্বিতীয়ান্ধ কর্ণস্পর্শে হস্তী, সূর্পতুল্য, (৩) তৃতীয়ান্ধ দন্তধারণে হস্তী স্থূণার (৪) মত, চতুর্থান্ধ শুণ্ডগ্রহণে হস্তী যষ্টি (৫) সদৃশ, এবং পঞ্চমান্ধ পুচ্ছস্পর্শে হস্তী সিক্যের (৬) ন্যায় এইরূপে মাতঙ্গ বর্ণনা করে। যেমন অন্ধগণ, নিজ দর্শন স্পর্দ্ধা করিয়া স্ব স্ব বুদ্ধিবিরচিত অনুকূল যুক্তিদ্বারা নিজমতের পুষ্টিসাধন করিয়া অন্য

---

(১) (২) হস্তী। (৩) কুলার মত।
(৪) খোঁটার মত।
(৫) লাঠী। (৬) সিকে।

অন্ধগণের চিত্ত রঞ্জিত করে, সেইরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব-লাভের চেষ্টাবর্জ্জনকারী অজ্ঞানান্ধ পঞ্চসম্প্রদায়, মায়াবসনে নিজ নিজ নেত্র আবদ্ধ করিয়া সীমাবদ্ধ-ভাবে বিদ্বেষাহঙ্কার বৃদ্ধিপূর্ব্বক নিজ নিজ কল্পিত যুক্তিদ্বারা নিজেষ্ট দেবতা অসীম পরমব্রহ্মকে সসীম করিয়া বদ্ধজীবের মোহ বৃদ্ধিকরেন। যাহাদ্বারা মানবকে আহ্বান করা যায়, তাহাকে নাম বলে। সেই নাম দুই ভাগে বিভক্ত, আগন্তুক ও অনাগন্তুক, পিত্রাদি স্বজন-সংস্থাপিত, ও রাশিজাত নামকে আগন্তুক, এবং সম্বন্ধানুসারে ভ্রাতা জামাতা প্রভৃতি স্বয়ং সিদ্ধ নামকে অনাগন্তুক নাম বলে। যেমন এক পুরুষের সম্বন্ধভেদে পুত্র, ভ্রাতা, জামাতা, পিতা ও শ্বশুর এইরূপ অনাগন্তুক বহু নামে আহ্বান করিলেও একত্বের অপগম হয় না, সেইরূপ (গণানাং জীবানাং ঈশঃ ঈশ্বরঃ গণেশঃ) যিনি জীবগণের অধীশ্বর, তাঁহাকে গণেশ বলে ; (সরতি গচ্ছতি বিলীনতাং প্রলয়কালে জগৎ যস্মিন্ স সূর্য্যঃ) প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যাঁহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে সূর্য্য বলে ; (বিশ্বং বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণুঃ) যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে বিষ্ণু বলে ; (শ্যতি তনুকরোত্যশুভামিতি শিবঃ) যিনি অমঙ্গলকে নষ্ট করেন, তাঁহাকে শিব বলে ; (দুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তে যা সা দুর্গা) যাঁহাকে দুঃখে জানা যায়, তাঁহাকে দুর্গা বলে ; (কাল সংগ্রসনাৎ কালী) যিনি মহাকালকে সম্যক্‌রূপে গ্রাস করেন, তাঁহাকে কালী বলে ; এইরূপ কার্য্যভেদে পরমব্রহ্মের বহু নাম হইলেও একত্বের বিনাশ হয় না। যেমন একস্থানস্থিতা মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, কন্যা, ও বধূ ইহারা সমীপস্থিত এক পুরুষকে পরস্পর বিরুদ্ধ পুত্র-ভ্রাতৃ-পতি-পিতৃ-শ্বশুর-সম্বন্ধরূপ বহুভাবে দর্শন করিলেও সেই পুরুষের একত্ব নিশ্চয় থাকে, সেইরূপ জ্ঞাননেত্র-বিহীন পঞ্চসম্প্রদায়, জলযান, ধূমযান, ব্যোমযানাদির ন্যায় বহুবিধ মার্গে গমন করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতা পরমব্রহ্মকে স্ত্রীপুরুষ-নীলশ্বেতবর্ণ-দ্বিভুজ-চতুর্ভুজাদি বিরুদ্ধ বহুবিধরূপে দর্শন করিলেও সেই ব্রহ্মের একত্ব চিরবদ্ধ থাকে ; তত্ত্বজ্ঞানহীন পঞ্চসম্প্রদায়, সূক্ষ্মতত্ত্বের

অনুসন্ধান না করিয়া কেবল কর্ম্মদ্বারা ভ্রম হ্রদে পতিত হন। সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থে পঞ্চদেবতার একত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন।

পুষ্পদন্তকৃত গণেশ মহিম্নঃ স্তোত্রে :—

গণেশং গাণেশাঃ শিবমিতিচ শৈবাশ্চবিবুধা—
রবিং সৌরা বিষ্ণুং প্রথম-পুরুষং বিষ্ণু-ভজকাঃ।
বদন্ত্যেবং শাক্তা জগদুদয়-মূলাং পরশিবাং,
ন জানে কিং তস্মৈ নম ইতি পরং ব্রহ্ম সকলম্॥

পুষ্পদন্ত বলিলেন, "গাণপত্যগণ আপনাকে গণেশ, শৈবপণ্ডিতগণ শিব, সৌর্য্যগণ সূর্য্য, বৈষ্ণবগণ আদিপুরুষ-বিষ্ণু, ও শাক্তগণ জগতের আদি-অন্ত-রূপিণী পরমাশক্তি বলেন, কিন্তু আপনি যে কি, তাহা জানি না, সেই সর্ব্বস্বরূপ পরমব্রহ্ম আপনাকে প্রণাম করি।"

শাম্বপুরাণে সূর্য্যাষ্টকে :—

ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাশূরং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরং।
মহাপাপ-হরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং॥

শাম্ব বলিলেন, "আমি ত্রিগুণধারী মহাবীর ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবস্বরূপ মহাপাপনাশী সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।"

হরিশরণাষ্টকে :—

ধ্যেয়ং বদন্তি শিবমেব হি কেচিদন্যে,
শক্তিং গণেশমপরেতু দিবাকরং বৈ।
রূপৈস্তু তৈরপি বিভাসি যতস্ত্বমেব,
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে॥

হে শঙ্খহস্ত! বিষ্ণো! কেহ আপনাকে শিব, কেহ শক্তি, কেহ গণেশ, ও কেহ সূর্য্য বলেন, যেহেতু আপনিই সেই সেই রূপ ধারণ করেন, সেইজন্য আপনিই আমার আশ্রয়।

শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে :—

রুচীণাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানাপথযুষাং,
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

পুষ্পদন্ত বলিলেন, "নদনদী-প্রভৃতি বহুপথগামী জলের আশ্রয় সমুদ্রের ন্যায় বহুবিধরুচিবশতঃ সরলকুটিলাদি-বহুমার্গে গমনকারী মানবগণের সর্ব্বভাবে আপনিই একমাত্র উপাস্য দেবতা।"

লঘুস্তোত্রে :—

শব্দানাং জননি ত্বমত্র ভুবনে বাগ্‌বাদিনীত্যুচ্যতে,
ত্বত্তঃ কেশববাসবপ্রভৃতয়োঽপ্যাবির্ভবন্তি ধ্রুবম্।
লীয়ন্তে খলু যত্র কল্পবিরমে ব্রহ্মাদয়স্তেঽপ্যমী,
সাত্বং কাচিদচিন্ত্যরূপগহনা শক্তিঃ পরাগীয়সে ॥

হে শব্দজননি! পার্ব্বতি! এই ত্রিভুবনে আপনাকে বাগ্‌বাদিনী বলে, বিষ্ণু-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আপনা হইতে নিশ্চয়ই আবির্ভূত হন, এবং প্রলয়কালে এই ব্রহ্মাদিদেবগণ আপনাতে নিশ্চয় লীন হন, সেই আপনাকে অচিন্তনীয় রূপগহনা শ্রেষ্ঠা শক্তি বলে।

ভ্রান্ত সাধকসকল, সাধনার শেষ-সোপানে আরোহণ না করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শনে অক্ষম হন। যেমন আবরণ-মধ্যস্থ এক দীপ, আবৃত-পীত, লোহিত, নীল, শ্বেত, হরিত (১) কাচের ভেদে পীতাদি (২) পঞ্চরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ চেষ্টা দ্বারা আবৃত সমস্ত-কাচ অপসারণ

(১) সবুজ। (২) হলুদে।

করিলে, পীতাদিরহিত একরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়ামধ্যস্থ এক পরমব্রহ্ম, গণেশ—সূর্য্য—বিষ্ণু—শিব—শক্তিরূপ সগুণ ব্রহ্মের ভেদে তত্তদ্‌রূপ প্রাপ্ত হইয়া, তত্বজ্ঞান দ্বারা মায়াযবনিকা(১) অপসারণ করিলে, নির্গুণ একরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন এক মৃত্তিকা, ও কনক(২) আকৃতি পরিমাণ-ভেদে ঘট, শরাব, (৩) মালঞ্চ (৪), স্থালী(৫), গম্ভীরা(৬), এবং কেয়ুর(৭), কুণ্ডল, (৮)কাঞ্চী,(৯) কিরীট,(১০) ও বলয়(১১)-রূপ প্রাপ্ত-হইয়া সর্ব্বরূপত্যাগে কেবল পূর্ব্বরূপ মৃত্তিকাত্ব ও কনকতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এক নির্গুণ ব্রহ্ম, স্ত্রীপুরুষ-চতুর্ব্বাহু-দ্বিবাহু প্রভৃতি সগুণরূপভেদে গণেশাদি পঞ্চরূপ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বরূপত্যাগে কেবল পূর্ব্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব উপাধিভেদে ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রতীয়মান এক-ব্রহ্মের গণেশাদি পঞ্চমূর্ত্তির মধ্যে যে কোন মূর্ত্তির ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিলে, অভিলষিত সমস্ত বস্তু লাভ হয়।" এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ নরকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পঞ্চদেবতারমধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" অনন্তর নরঋষি বলিলেন, "বিষ্ণুই দেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে :—

> সত্তং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
> র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্যধত্তে।
> স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ,
> শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

এই ত্রিভুবনে এক পরমপুরুষ, প্রকৃতির সত্বরজতম এই গুণত্রয়ে ভূষিত হইয়া জগৎকে ধারণ করেন, এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা,

(১) পর্দ্দা।
(২) সোণা। (৩) সরা। (৪) মালসা। (৫) হাঁড়ী। (৬) গামলা।
(৭) বাজু তাগা। (৮) মাকড়ী। (৯) মেখলা চন্দ্রহার।
(১০) মুকুট। (১১) বালা।

বিষ্ণু, মহেশ্বর নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্বদেহ বিষ্ণু হইতে মনুষ্যদিগের নিশ্চয় মঙ্গল হয়, এইজন্য বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ।

একদা সমবেত ঋষিগণ, "অমরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে" এইরূপ সন্দিহান হইলে, ভৃগু বলিলেন, "আমি পরীক্ষা করিয়া উত্তর দিব।" তারপর ভৃগু, নিজমনে "সমস্ত ত্রিদশের(১) মধ্যে বিরিঞ্চি, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে" এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবপরীক্ষা-মানসে যোগবলে ব্রহ্মভবনে গমন করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রহ্মের উপরি কটুভাষা প্রয়োগ করিলেন। অশ্লীল বাক্যশ্রবণে বিরিঞ্চির কোপ প্রকাশ হইলে, ভৃগু, ব্রহ্মলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কৈলাশে শিব-সমীপে গমনপূর্ব্বক মূকের ন্যায় বাক্যহীন হইয়া শঙ্করশরীরে করপ্রহার আরম্ভ করিলেন। কারণ-বিনা করপ্রহারে শূলপাণির অপ্রীতিপ্রকাশ হইলে, ভৃগু, কৈলাশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া বহির্ভবনে বাসুদেবের অদর্শনহেতু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় কমলাসেবিত-পাদসরোজ(২) বিহগপতি-বাহনকে শেষশয্যায় নিদ্রিত দেখিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে সবলে পদাঘাত করিলেন। চরণপ্রহারে ভগ্ননিদ্র(৩) শ্রীপতি, শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ভৃগুকে কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বলিলেন, "প্রভো! নিদ্রাধীন আমি, ভবদীয় আগমন না জানিয়া আপনার সম্মান ত্রুটি করিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, না জানি আমার সুকঠিন-বক্ষঃস্থল-সংস্পর্শে আপনার অতিকোমল চরণ-কমলে কত আঘাত লাগিয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূদেবের চরণ-ক্লেশের কারণ মদীয় নিদ্রা আমার পাপকর্ম্ম সূচনা করিতেছে। ভূদেবকিঙ্কর(৩) আমি, স্ববক্ষে বহুসুকৃত-

(১) দেবতা। (২) গরুড়বাহন বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, লক্ষ্মী তাঁহার পাদপদ্মসেবা করিতেছেন—এমন অবস্থার—......(৩) যাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। (৩) ব্রাহ্মণ-ভৃত্য।

লভ্য ভবদীয় পাদ-পদ্মচিহ্ন ধারণ করিয়া সঞ্চিত পুণ্যোৎপন্ন মদীয় সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিব।" এই বলিয়া বিষ্ণু প্রণামপূর্ব্বক ভৃগুর পাদ-সংবাহন করিলেন, এবং চিরকালের জন্য ভৃগুপদ-চিহ্নকে কৌস্তভ-সহচর(১) করিয়া নিজহৃদয়ে ধারণ করিলেন। শ্রেষ্ঠতাপরীক্ষার্থী ভৃগু, ত্রিভুবনপতির সুধাসদৃশ-বাক্য-শ্রবণে লজ্জিত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, ও ঋষিসভায় আগমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন, "সত্ত্বগুণ-পরিপূর্ণতাহেতু ক্ষমানির্ম্মিত-বপুঃ বশতঃ ত্রিভুবনে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা। মানবগণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাহেতু স্বর্গফলদ বহুযজ্ঞ দ্বারা ধর্ম্মপ্রতিপালনকারী বিষ্ণুর প্রীতি সমুৎপাদন করেন।" "ধর্ম্ম কাহাকে বলে" এইরূপ প্রশ্নের পর ভৃগু ঋষিগণকে বলিলেন, "শাস্ত্রীয় ইষ্টসাধনাকারী অশুভ পরিণামহীন বেদবিহিত কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে। ইষ্টসাধনাকারী সুরা-পানাদি নিষেধের জন্য শাস্ত্রীয়-শব্দ, ও নরকপ্রদ অভিচাররূপ মারণাদি কর্ম্ম নিবারণের জন্য অশুভ পরিণাম শব্দ প্রযুক্ত হইল। বেদবিহিত-শব্দ প্রয়োগে বেদমতাবলম্বী স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রশাস্ত্র গ্রহণ হইল" এইরূপ বাক্য-শ্রবণানন্তর ঋষিগণ, নিজ নিজ চিত্তে কমলাকান্তের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া সমাধি-গ্রহণে সযত্ন হইলেন। নরঋষি উপদেশ প্রদানের পর সমাধি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। অনন্তর কি হইল?

গুরু। অনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্ম-শেষোৎপন্ন মরণকালে বহুবিল্ব হইতে পক্কবিল্বের বৃন্তচ্যুতির ন্যায় ক্রিয়মান-কর্ম্মমিশ্রিত বহুসঞ্চিত কর্ম্ম হইতে পুনঃ-প্রারব্ধকর্ম্মজনক ফলোন্মুখ কর্ম্ম প্রকাশ হইলে, কর্ম্মাধীন নরঋষি, মৃত্যুজনিত যন্ত্রণায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নিজমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠ নরপতি হইলে, আমি তাহার বশীভূত হইয়া তদীয় আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক তদধীন রাজ্য উপভোগ করিতাম।" এইরূপ চিন্তা

(১) বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিত মণির নাম—তাহার সহিত।

করিতে করিতে বিস্মৃতযোগ নরঋষি, কর্ম্মফলভোগের অনুপযোগী স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেন। যেমন তৃণজলোকা(১) একপদ দ্বারা অন্য তৃণ অবলম্বন করিয়া আশ্রয়স্বরূপ পূর্ব্বতৃণ ত্যাগ করে, সেইরূপ জীব, স্বপ্নদর্শনের ন্যায় কর্ম্মজনিত বাসনাদ্বারা পরজন্ম-প্রাপ্তব্যদেহের অনুরূপ মানসিক শরীর অবলম্বন করিয়া আশ্রয়স্বরূপ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে। যেমন অনলযোগে গলিত-তাম্রের মূষানুরূপ(২) আকৃতি লাভ হয়, সেইরূপ প্রারব্ধ-কর্ম্মশেষযোগে স্থূলদেহত্যাগকারী সূক্ষ্মদেহস্থ জীবের মৃত্যুকালীন-চিন্তানুরূপ শরীর লাভ হয়। তারপর নরশরীরভোগ্য প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইলে অক্ষয়-সূক্ষ্মদেহস্থিত সেই নরঋষি, জন্মান্তরীয়-কর্ম্মজনিতা মরণকাল-প্রকাশিতা নৃপতি কনিষ্ঠজন্ম-বাসনার অনুসারে বাসবভোগ্য ভোজনীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাসবশরীরে প্রবেশ করিলেন, এবং পতিবাক্যে দুর্ব্বাসো-দত্ত-মন্ত্রপ্রভাবে সমীপে আনীত ইন্দ্রের সহিত রতিকারিণী পাণ্ডুপত্নী কুন্তীরগর্ব্ভে ইন্দ্রবীর্য্যসংযোগে প্রবেশ করিয়া জরায়ুজমধ্যে কিছুদিন অবস্থিতিপূর্ব্বক কর্ম্মজনিত প্রসবের পর অর্জ্জুন নাম গ্রহণ করিলেন।

শিষ্য। সূক্ষ্মশরীর কাহাকে বলে?

গুরু। কর্ম্মানুসারে ত্রিভুবনগমনকারী প্রলয়কাল-পর্য্যন্ত-স্থায়ী বারি-বহ্নি-অস্ত্র-শস্ত্রাদি-অবিনাশ্য নয়নাদৃশ্য সূক্ষ্মভূতোৎপন্ন দেহকে সূক্ষ্ম-শরীর বলে।

বেদান্তে ঃ—

পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়-সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃত-ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥

(১) ঘেসো জোঁক (২) ছাঁচের মত

প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই সপ্তদশ পদার্থযুক্ত ভোগসাধন অমিশ্রিত পঞ্চভূতোৎপন্ন অঙ্গকে সূক্ষ্মাঙ্গ বলে। পঞ্চবায়ুর মধ্যে প্রাণ-বায়ু, হৃদয়ে অবস্থান করিয়া শরীরমধ্যে ভুক্তপদার্থ প্রবেশ করায়; অপানবায়ু, গুহ্যস্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক মল-মূত্রাদি নিঃসারণ করে; সমান-বায়ু, নাভিদেশে অবস্থান করিয়া খাদ্যবস্তুর পরিপাকশক্তি প্রদান করে; উদানবায়ু, কণ্ঠদেশে অবস্থিতি করিয়া বাক্যাদির শক্তি প্রকাশ করে; ব্যানবায়ু, সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্তিভাবে থাকিয়া চক্ষুর নিমেষাদি-শক্তি প্রদান করে। মহাপ্রলয়বিধ্বংসী স্বপ্নদশাভোগশীল আপেক্ষিক(১) নিত্য সূক্ষ্মশরীরে চিরবাসকারী জীব, পাপকর্ম্মবশতঃ অশীতিলক্ষ(২) নীচযোনি, ও পুণ্যকর্ম্মবশতঃ মানবাদিদেব পর্য্যন্ত উচ্চযোনি প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-হীনতাহেতু চিরকাল ত্রিভুবনে কর্ম্মফল ভোগ করে। পক্ষীর পিঞ্জরের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরের সহিত স্থূল শরীরের সংযোগ ও বিয়োগকে জন্ম ও মৃত্যু বলে। সংসারবীজ সকলকর্ম্মের ধ্বংসকারী তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে অপুনর্গ্রহণরূপ সূক্ষ্মশরীর-পরিত্যাগকে নির্ব্বাণ বলে। মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্ম-শরীরের মায়ালয়রূপ ধ্বংস হইলেও পুনঃ সৃষ্টিকালে সংসারবীজ কর্ম্মের অবিনাশহেতু পুনর্ব্বার নূতন সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ করিতে হয়, এইজন্য মহাপ্রলয়ে কর্ম্মযুক্ত জীবগণের পরমব্রহ্মে লয়রূপ-সংমিশ্রণ জন্মান্তর-গ্রহণ-নিরোধরূপ নির্ব্বাণ হইতে পারে না। স্বর্গ, পাতাল, ও নরক কেবল ভোগের স্থান, পৃথিবী ভোগ ও কর্ম্মের স্থান। কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী কৃতপুণ্য মানব, যোগ-সাহস-অবলম্বনে জ্ঞাননেত্র বিস্ফারিত করিয়া কর্ম্মপাদদ্বারা দুর্গম ভক্তিমার্গে গমন করিলে, জ্ঞানগম্য পরমপুরুষ সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

শিষ্য। তারপর অর্জ্জুন কি করিলেন?

---

(১) অপেক্ষাকৃত। (২) ৮০ লক্ষ।

গুরু। তারপর অর্জ্জুন কৈশোরে দ্রোণাচার্য্য-শিক্ষিত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ বীর হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের তপস্যাফলে বহুজন্ম-তপোলভ্য-দর্শন মধুসূদন, একত্র ভোজন শয়ন পূর্ব্বক সখি-সম্বোধনে অভেদ ভাব দেখাইয়া কৌশলে অতিনীচ কাপুরুষত্বাসূচক সারথ্যপদ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বিপদর্ণব পদদলিত করিয়াছিলেন। ব্যাধিগ্রস্ত বিভাবসু(১), তদীয়-বাহুবল-সম্পাদিত খাণ্ডব-দাহদ্বারা নীরোগ হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব গাণ্ডীব ধনু প্রদানে শূরশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন। যোগসন্তুষ্ট মদনান্তক, শবর-সমর-ব্যাজে(২) বিমলভক্তি পরীক্ষা করিয়া অর্জ্জুনকে দেবদুর্ল্লভ পাশুপতাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সুরসমূহ সেবাপ্রসন্নচিত্তে পাশুপতাস্ত্র দ্বারা দুর্জ্জয়-নিবাতকবচাদি-দৈত্যগণ-বিনাশকারী স্বর্গস্থিত সেই ধনঞ্জয়কে সাদরে নিজ নিজ বিদ্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার(৩) জিতেন্দ্রিয়তা-প্রভাবে বিফল-মদনাশা জন্মান্তরীয়-ভ্রাতৃকন্যা স্বকুলজননী উর্ব্বশী, ক্লীবত্বরূপ-অভিশাপ দ্বারা অগোপ্য নিজরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া অজ্ঞাতবাস সময়ে সুমহৎ বরকার্য্য সম্পাদিত করিয়াছিলেন। তিনি অভিশাপ-অশ্বিনী উর্ব্বশীর অপ্রদানকারী দণ্ডী নৃপতির প্রাণরক্ষার জন্য কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রিভুবনাস্থিত দেবাদি-বীরগণের যুদ্ধে সুরসেনাপতি পার্ব্বতীপুত্রকে পরাজিত করিয়া

(১) অগ্নি। শ্বেতকীয় দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞে অমিত ঘৃতধারা পান করিয়া অগ্নি তেজোহীন হন। ব্রহ্মাদেশে তিনি সুভদ্রা হরণের পর খাণ্ডব বন দগ্ধ করেন।

(২) ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্র লাভাশায় মহাদেবের তপস্যা করেন। মহাদেব তাঁহার তপেতুষ্ট হইয়া কিরাত বেশে বরাহরূপী মূকদানবের প্রতি শর নিক্ষেপ ছল করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, সেই যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়া তিনি অর্জ্জুনকে পাশুপত নামক অস্ত্র প্রদান করেন।

(৩) অর্জ্জুন যখন স্বর্গে বাস করিতেছিলেম, সেই সময় এক রজনীতে উর্ব্বশী তাঁহাকে হাবভাবে মোহিত করিতে যায়; অর্জ্জুন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পুরূরবার প্রণয়িনী-জ্ঞানে তাহার পূর্ব্ব জন্মের ভ্রাতা নারায়ণ ঋষির তপোবল সৃষ্টা উর্ব্বশীকে মাতৃ-সম্বোধনে রতিকর্ম্মোদ্যম হইতে নিবৃত্ত করেন। উর্ব্বশী তাঁহাকে নপুংসক হইবার শাপ প্রদান করে।

অতুলনীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। সর্ব্বকর্ম্ম-ফলদাতা অপক্ষপাতী শ্রীকৃষ্ণ, চিত্তনির্ম্মলতার অভাব হেতু ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্মুখবৃত্তি-শূন্যতাবশতঃ নিবৃত্তিধর্ম্মের অনধিকারী জ্ঞানবিরোধি-প্রবৃত্তিধর্ম্মনিপুণ যুধিষ্ঠিরকে অবজ্ঞা-করিয়া জন্মোন্তরীয় সমাধির ফলদানের জন্যে অযাচিতভাবে সমরক্ষেত্রে বিশ্বরূপদর্শনকারী অর্জ্জুনকে নিবৃত্তিধর্ম্মোপদেশে মোহবিনাশ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানী করিয়াছেন। সেই সব্যসাচী, জন্মোন্তরীয় সুকৃতিবলে পরমেশ্বর-প্রসঙ্গ পাইয়া বিদ্যাবলে অবিদ্যাটবী (১) অতিক্রম করিয়া ভবার্ণবকে গোষ্পদীভূত করিয়াছেন (২)। অন্তরিক-বৈরাগ্যপূর্ণ সেই অর্জ্জুন, শ্ববান্ত পায়সের (৩) ন্যায় স্বর্গবাসনা বিসর্জ্জন করিয়া সশরীরে স্বর্গগামী ধার্ম্মিকপুঙ্গব (৪) যুধিষ্ঠিরের বাক্য-প্রতিপালনের জন্য স্বর্গপথে গমন করিয়া অবশ্যভোগ্য প্রারব্ধকর্ম্মের শেষে নন্দিঘোষ-পর্ব্বতে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেন, এবং কৃষ্ণদত্ত তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিদ্বারা সংসারমূল সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম্মসকল ভস্মীভূত করিয়া, মহাপ্রলয়-বিনাশী সূক্ষ্ম শরীর ও মায়াজাত কারণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি পূর্ব্বক পরম ব্রহ্মে বিলীন হইলেন। শাস্ত্রকারগণ, প্রবৃত্তিধর্ম্মপূর্ণ গ্রন্থে প্রকরণবিরোধ-দোষ পরিহারের জন্য নিবৃত্তিধর্ম্মের উল্লেখ নাকরিয়া ছত্রি-ন্যায়দ্বারা অর্জ্জুনের স্বর্গগমন কল্পনা করিয়াছেন। যেমন ছত্রধারী পুরুষগণের সহিত গমনকারী ছত্রহীন একপুরুষের ছত্রধারণ ব্যাপদেশ হয়, সেইরূপ স্বর্গস্থিত পাণ্ডবগণের সহিত পথ-গমনকারী স্বর্গহীন অর্জ্জুনের স্বর্গগমন ব্যপদেশ হইয়াছে। অর্জ্জুনের মোহনাশের জন্য বিশ্বরূপ-ধারণ কৃষ্ণের কৃপাপূর্ণতা প্রকাশ করিতেছে।

শিষ্য। কৃষ্ণ কে?

গুরু। বিষ্ণুই, মিথ্যা-মায়া-কল্পিত-গর্ভচ্ছলে কৃষ্ণরূপে অবনীতে

---

(১) মায়াকানন। (২) সংসার সমুদ্রকে গোখুরখনিত গর্ত্তের তুল্য করিয়াছেন। অর্থাৎ অল্প আয়াসেই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। (৩) শবান্ত পায়স, কুকুরের বমি করা পায়স যেমন ত্যাগ করে, সেইরূপ তিনি স্বর্গলাভাশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। (৪) শ্রেষ্ঠ।

অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মনিষ্ঠ অসুরগণকে বিনাশ করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। ত্রিভুবন-পালক দৈত্যকুলান্তক কেশব, যুগে যুগে আবশ্যকীয় নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণের বিপদ্‌রাশি উন্মূলন করেন; এবং অধর্ম্ম রাহুর করাল গ্রাস হইতে ধর্ম্মরূপ পূর্ণ শশাঙ্ককে রক্ষা করেন।

শিষ্য। আবশ্যকীয় কেন বলিলেন?

গুরু। আবশ্যক মতে বহু মূর্ত্তির গ্রহণ হেতু আবশ্যকীয় বলিলাম।

শিষ্য। সে কিরূপ?

গুরু। প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ জলময় হইলে, উপায়ান্তরের অভাব হেতু তৎকালিক উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া হৃষীকেশ, মীন(১) মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বেদরক্ষা করিয়াছিলেন। সৃষ্টিসময়ে বিরিঞ্চির পাণিপদ্ম হইতে পৃথিবী রত্নাকরে নিমজ্জিতা হইলে, বাসুদেব, উদ্ধারোপযোগী বরাহ-বপু গ্রহণ করিয়া দশন(২) দ্বারা মেদিনীকে অব্ধি(৩) হইতে উদ্ধৃতা করিলেন। সমুদ্র-মন্থনকালে মন্দরাচল বাসুকি-রজ্জু-সংঘর্ষণে জলধির (৪) জলগত হইলে, জলযোগ্যতা বিবেচনা করিয়া কমলাপতি, কূর্ম্মাকৃতি গ্রহণ করিয়া স্বপৃষ্ঠে মন্দরগিরি ধারণপূর্ব্বক সুরাসুরের পীযূষজনন মনোরথ(৫) পূর্ণ করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যায় কঙ্কালাকীর্ণ(৬) কলেবর পরিদর্শন করিয়া কৃপার্দ্রচিত্ত কমলযোনি, হিরণ্যকশিপুকে দিনযামিনীধরাকাশে(৭) অনিষ্পাদ্য শস্ত্রাস্ত্র-অকর্ত্তব্য দেবদানবাদি-প্রবল-প্রাণিগণ-অসাধ্য মরণরূপ প্রকারান্তর অমরবরে ভূষিত করিলে, স্বসুত গোবিন্দাশ্রিত প্রহ্লাদের প্রবল-পীড়া-প্রদান হেতু অনন্তমতি কমলাপতি, উৎকট বরপ্রভাবে অন্য উপায়ের

(১) মৎস্য।

(২) দাঁত। (৩) (৪) সমুদ্র। (৫) অমৃতোৎপত্তিরূপ বাসনা।

(৬) হাড়পূর্ণ। (৭) হিরণ্য কশিপু, কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হন যে তিনি, দিনে রাত্রিতে পৃথিবীতে আকাশে অস্ত্রে দেব বা দানব দ্বারা নিহত

অযোগ্যতা বশতঃ নৃহরি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে নিজ উরুদেশে স্থাপন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ নখদ্বারা উদরদেশ বিদীর্ণ করিয়া দনুজপতিকে কৃতান্তকবলে পাঠাইলেন। শুক্রকৃপাবলে পুনর্জ্জীবিত বলি, নিজবলে পরাজিত বজ্রপাণির অমরপুরী অধিকার করিয়া সর্ব্বদা যজ্ঞাদিপুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিপ্র-সন্তোষব্রতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সুরগণ, বলিভয়ে নিজ নিজ অধিকার বিসর্জ্জন করিয়া ধরাতলে বাস করিলেন। অতিবলশালী বলির ধর্ম্মকার্য্য-দর্শনে ভীতা দেবজননী, সুতগণের দুঃখ মোচনের জন্য কঠিন তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অদিতির তপস্যাতুষ্ট মাধব, উপায়ান্তরের অভাববশতঃ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিপাদভূমি-ভিক্ষা-ব্যাজে(১) তৃতীয় চরণ সৃষ্টি পূর্ব্বক কৌশলে ত্রিদিবপুরী গ্রহণ করিয়া ত্রিদশগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সেই বিষ্ণুই, কৃষ্ণরূপে রাধিকাপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে নটের(২) ন্যায় বদ্ধজীব-দুর্ব্বোধ্য বসনহরণ-রাসাদিলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন।

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

হইবেন না। ব্রহ্মাবরদৃপ্ত হরিদ্বেষী হন, তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ হরিভক্ত; পুত্রকে উৎপীড়িত করায় ভগবান্ বিষ্ণু নৃসিংহরূপে উরুতে রাখিয়া তাহাকে সন্ধ্যার সময়ে নখে ছিন্ন করিয়া হত্যা করেন।

(১) ছলে। (২) নাটকের অভিনেতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। রাধিকা কে? তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন।

গুরু। বহু তপস্যাকারী মানব, বিষ্ণুর করুণায় সকল-স্বর্গশ্রেষ্ঠ প্রলয়-কাল অবিনাশ্য অক্ষয়-বসন্ত-সেবিত দিব্য-সুখ-পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শারীরিক-মানসিক-ব্যাধিবিহীন রত্নময় বৈকুণ্ঠ, যামিনীকালে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান সকল মণির কিরণে দিবসভ্রম সম্পাদন করে, ও নিজ প্রভাবে বাসনাকালে জীবগণের আবশ্যকীয় নিখিল পদার্থ সৃষ্টি করে এবং হরিলীলা-পূর্ণ বৈতালিক (১) সঙ্গীত ধ্বনির দ্বারা নিদ্রাভঙ্গকারী সকল প্রাণীকে নিজসৃষ্ট সুধাসদৃশ দিব্যভোগ প্রদান করিয়া অতুলনীয় তৃপ্তি-সাগরে নিমজ্জিত করে। চিরকিশোর বৈকুণ্ঠবাসিগণ, ভিত্তি-কিরণে রজনীধ্বান্ত (২) বিনাশকারী হীরকনির্ম্মিত প্রাসাদে বসতিপূর্ব্বক শান্তরস-প্রবাহী দিগ্‌দিগন্ত-প্রতিধ্বনিত বিষ্ণুগুণ-পরিপূর্ণ নৃত্যগীত শ্রবণ করিয়া জ্যোৎস্না-সদৃশ-রবি-কিরণব্যাপী দিবস অতিবাহিত করেন, ও চিরকিশোরী অপ্সরঃসদৃশী সকল রমণীর সহিত প্রেম সঙ্গীত করিয়া সুরত সুখে (৩) পূর্ণশশি-কিরণ-রঞ্জিতা শর্ব্বরী (৪) যাপন করেন, এবং ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-পরিপূর্ণ নদী তটে গমন পূর্ব্বক তত্তদ্ দ্রব্য পান করেন। কেশবকৃপা-বঞ্চিত অসুরগণ, বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ে বলপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া অন্ধ মানবের দিবস দর্শনের ন্যায় বৈষ্ণবী মায়ায় সমাচ্ছন্ন বৈকুণ্ঠস্থিত নিখিল পদার্থ অবলোকন করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশস্থিত পালক-সদৃশ সূর্য্য-কিরণ-সম্ভূত সুদর্শন, বিরিঞ্চি-প্রদত্ত বর প্রতি-পালনের জন্য প্রবেশসময়ে শত্রু সকলকে সংহার না করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত

---

(১) স্তুতিপাঠক। (২) অন্ধকার। (৩) রতি সুখে। (৪) রাত্রি।

হয়। কোন কোন ঋষি, কোন কোন গ্রন্থে অল্পবুদ্ধি মানবের প্রবোধের জন্য বৈকুণ্ঠকে গোলোকরূপে বর্ণনা করিয়া চতুর্ভুজধারী বিষ্ণুকে গোলোকেশ্বর কৃষ্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বিষ্ণু, তপস্যাকারিণী বিরজার তপোফল-প্রদানের জন্য তাহার গৃহে গমন করিয়া বিরজার চিরস্মরত-প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য নিজকিঙ্কর শ্রীদামকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া নীলকান্তমণি-নির্ম্মিত কবাট নিরোধ পূর্ব্বক তদীয়-ভবনমধ্যে বিরাজ-বিহার আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুবিয়োগ-বিধুরা (১) লক্ষ্মী, দাসীমুখে বিরাজ-রমণ শ্রবণ করিয়া কুপিতভাবে বিরজা-নিলয়ে গমন করিলেন, এবং দ্বারদেশে বেত্রপাণি(২) শ্রীদামকে দেখিয়া বলিলেন, "শ্রীদাম! তুমি শীঘ্র দ্বার পরিহার কর, শ্রীহরির সহিত আমার প্রয়োজন আছে।" কমলার বাক্যশেষে শ্রীদাম বলিলেন, "আমি নারায়ণের আদেশ ব্যতিরেকে দ্বার ত্যাগ করিতে পারিব না, প্রয়োজন থাকে আপনি এই স্থানে তাঁহার অপেক্ষা করুন।" কমলা, কবাটোদ্ঘাটনে বহু অনুরোধ বিফল দেখিয়া প্রকুপিতচিত্তে দ্বারত্যাগ-বিমুখ শ্রীদামকে "তুমি, অবনীতে অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আসুরিক কর্ম্ম কর" এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। অভিশপ্ত শ্রীদাম রোষভরে প্রতিফল-প্রদান-মানসে লক্ষ্মীকে বলিলেন, "আপনিও নির্দ্দোষের প্রতি শাপদান হেতু পৃথিবীতে গোপাঙ্গনারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্লীবপতির পাণিগ্রহণ করিবেন, এবং কৃষ্ণরূপী হরির সহিত অল্পদিন বিহার করিয়া শতবর্ষব্যাপী ভীষণ-যন্ত্রণাকর কৃষ্ণবিরহ প্রাপ্ত হইবেন।" গৃহস্থিতা বিরজা লক্ষ্মীর অভিশাপভয়ে নদীরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর দর্শনে শ্রীদাম সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলে, বিষ্ণু বলিলেন, "লক্ষ্মীর বাক্য অলীক(৩) হইবে না, তুমি, ধরণীতে শঙ্খচূড়-দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কমলাশাপে ভূতলস্থিতা বৈকুণ্ঠকিঙ্করী

(১) কাতরা। (২) যাহার হাতে বেত্র আছে।
(৩) মিথ্যা।

তুলসীর পাণিগ্রহণ করিবে; এবং শঙ্করসংগ্রামে আসুর শরীর বিসর্জ্জন করিয়া বৈকুণ্ঠে আগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আমার দাসত্ব করিবে।" কমলা, শ্রীদামের প্রত্যভিশাপ শ্রবণ করিয়া নিজ ভবনে প্রতিনিবৃত্তা হইলেন, এবং দুঃখিত-চিত্তে ম্লানবদনে পুণ্ডরীকাক্ষের (১) প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেশব, শ্রীদামকে আশ্বস্ত করিয়া নিজ-নিলয়ে গমনপূর্ব্বক কমলামুখে শাপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীদামের সত্যবাদিতা প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণুবিরহভীতা লক্ষ্মী সকাতরে বলিলেন, "প্রাণনাথ! আমি গোপাঙ্গনারূপে কিরূপে ভবদীয় দর্শন লাভ করিব, এবং মুহূর্ত্ত-বিচ্ছেদের অসহিষ্ণুতাহেতু কিরূপে একশতবর্ষস্থায়ী আপনার বিরহ সহ্য করিব?" এইরূপ কমলাবাক্য-শ্রবণে কমলাপতি বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি, ধরায় কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া গোপকুলে বসতিপূর্ব্বক বৃন্দাবনে রাধারূপিণী তোমার সহিত বিহার করিব, অনন্তর শাপোৎপন্ন-বিচ্ছেদকালে তুমি প্রতিদিন আমার স্বাপ্নিক-সমাগম (২)-সুখ-সলিলদ্বারা শতবর্ষব্যাপী অসহ্য বিরহানল নির্ব্বাপিত করিবে, এবং স্বপ্নমিলনে শতবর্ষ অতীত করিয়া পুনরায় মদীয়-দর্শনলাভে চিরবাঞ্ছিত সমাগম সম্পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠে আগমন করিবে।" এই বলিয়া নারায়ণ, লক্ষ্মীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলেন।

শিষ্য। তারপর কি হইল?

গুরু। তারপর গোপপতি বৃষভানু, দৈবযোগে দুর্ব্বাসাকে দর্শন করিয়া সাদরে স্বভবনে আনয়ন করিলেন, এবং সেবাদ্বারা প্রীতিসম্পাদন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে(৩) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঋষিবর! কোন্ শ্রেষ্ঠ-দেবতার উপাসনা করিলে অসাধ্য-সাধন হয়? আপনি কৃপা করিয়া শাস্ত্রীয়-

---

(১) পদ্মলোচন—পদ্মের ন্যায় চক্ষু যাহার—বিষ্ণুর একটী নাম।

(২) স্বপ্ন-অবস্থায় মিলন-জাত-সুখ। (৩) যোড়-হাতে।

প্রমাণ যুক্তিদ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন পূর্ব্বক সেই দেবতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন।” এইবাক্য শ্রবণানন্তর দুর্ব্বাসা বলিলেন, “শক্তির উপাসনা করিলে অসাধ্য সাধন হয়, এইজন্য ভূদেবগণ চিরকাল শক্তির উপাসনা করেন।

গায়ত্রীতন্ত্রে :—

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং॥

ব্রাহ্মণ সকল শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব নহে, যেহেতু তাহারা পরমাক্ষরী গায়ত্রী দেবীকে উপাসনা করেন। বিপ্রগণ, গায়ত্রীকে প্রাতঃকালে ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী এবং সায়াহ্নে মাহেশ্বরীরূপে উপাসনা করেন। সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্মা ও পালনশক্তিযুক্ত বিষ্ণু এবং সংহার-শক্তিমান্ শঙ্কর, শক্তিদ্বয়-শূন্যতা-বশতঃ কেবল এককর্ম্ম-নৈপুণ্যহেতু সৃষ্টি ও পালন এবং সংহার করিয়া থাকেন। এইজন্য ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টিস্থিতি-সংহার-শক্তিরূপিণী জগদম্বার উপাসনা করেন। এইস্থানে নঞের অভাবার্থ না হইয়া অল্পার্থদ্বারা ব্রাহ্মণ-গণের শিব ও বিষ্ণুর প্রতি অল্পভক্তি এবং শক্তির প্রতি বিশেষ ভক্তি জানা যাইতেছে।

শিষ্য। নঞের অর্থ কত প্রকার, তাহা উদাহরণের সহিত বলুন?

গুরু। নঞের অর্থ ষট্‌প্রকার।

তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞোঽর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

তৎসাদৃশ্য, অভাব, তদন্যত্ব, তদল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ এই ছয় প্রকার নঞের অর্থ হয়।

তৎসাদৃশ্য যথাঃ—(ন ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণ-সদৃশঃ) ব্রাহ্মণ-সদৃশ মানবকে অব্রাহ্মণ বলে।

কামাখ্যাতন্ত্রে :—

কালীতারামনুং প্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন।
শূদ্রত্বং তচ্ছরীরেণ প্রাপ্নুয়াৎ স নূচান্যথা ॥

যে ব্রাহ্মণ, কালীতারা-মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বীরাচার করে না, অনভিষিক্ত(১) হইয়া অশাস্ত্রীয় বীরাচার-সদৃশ সুরাপানাদি আচার করে, সেই ব্রাহ্মণ সেই শরীরে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহার কোন অন্যথা হয় না।

অভাব যথা :—(পাপস্য অভাবঃ অপাপম্) পাপের অভাবকে অপাপ বলে।

উৎপত্তি তন্ত্রে :—

অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহা ভবেৎ।

ব্রাহ্মণ, অসংস্কৃতা শাস্ত্রীয় শোধনরূপ সংস্কারের অভাবযুক্তা সুরা পান করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপভাগী হয়।

তদন্যত্ব যথা :—(ঘটাদন্যো ঽঘটঃ পটঃ) ঘটভিন্ন পদার্থ বস্ত্রকে অঘট বলে।

উৎপত্তি-তন্ত্রে :—

সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো নবীরো মদ্যপানতঃ।

যাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে সে বীর হয়, মদ্যপানদ্বারা বীর হয় না, বীর অন্য পশু হয়।

তদল্পতা যথা :—(নাস্তি উদরং যস্যাঃ সা অনুদরী অল্পোদরী) অল্পোদরী নারীকে অনুদরী বলে।

---

(১) অভিষিক্ত না হইয়া :—অভিষেক = তন্ত্রোক্ত-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পবিত্র জলাদি দ্বারা স্নান।

নিত্যাতন্ত্রে :—

দিক্‌কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদি-নিয়মো নচ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥

হে দেবেশি! মহামন্ত্রের সাধনে দিক্‌কাল নিয়ম নাই, তিথি প্রভৃতির নিয়ম নাই, ও সাধনার নিয়ম নাই, উত্তর দিক্, মহানিশাকাল (১) পর্ব্ব-তিথি, ও কুলাচার-সাধনার নিয়ম অল্প আছে।

অপ্রাশস্ত্য যথা :—(নাস্তি কেশো যস্যাঃ সা অকেশী অপ্রশস্তকেশী) অপ্রশস্তকেশী রমণীকে অকেশী বলে।

মাতৃকা ভেদতন্ত্রে :—

দেবমাতা জপেনৈব ব্রাহ্মণো নহি শৈলজে।

হে পার্ব্বতি! গায়ত্রী জপদ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, অপ্রশস্ত ব্রাহ্মণ হয়।

বিরোধ যথা :—(ন সুরো হসুরঃ সুরবিরোধী) দেববিরোধীকে অসুর বলে।

শ্যামারহস্যে :—

অভাবে শেষতত্ত্বস্য স্মরেদ্দেবী-পদাম্বুজম্।

শেষতত্ত্বের অভাব, মধুর ভাবের বিরোধ হইলে দেবীপাদপদ্ম স্মরণ করিবে।

সরস্বতীর কৃপাবিহীন (২) অনেক সাধক, এইরূপ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে না পারিয়া নিজবুদ্ধি কল্পিত বিপরীত অর্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কুপথে গমনপূর্ব্বক সকল সম্প্রদায়কে দূষিত করিতেছেন।

শিষ্য। তারপর কি হইল?

(১) রাত্রির মধ্যপ্রহরদ্বয়, মধ্যরাত্র।
(২) মূর্খ।

গুরু। তারপর দুর্ব্বাসা বলিলেন, "সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী সেই আদ্যাশক্তি মহাকালীর সাধনাবলে ভৃগু, ব্রহ্মাদি দেবগণকে অবজ্ঞা করিয়া বিষ্ণুহৃদয়ে পদাঘাত করিয়াছেন; অগস্ত্য, মায়াবী দুর্জ্জয় বাতাপি রাক্ষসকে ভক্ষণপূর্ব্বক জীর্ণ করিয়াছেন, অঞ্জলিদ্বারা অতল সমুদ্র পান করিয়াছেন; জহ্নু গণ্ডূষযোগে গঙ্গা পান করিয়াছেন; এবং মাণ্ডব্য শমনকে অভিশপ্ত করিয়াছেন। আমিও সেই মহাশক্তির কৃপায় ব্রহ্মাদি ত্রিভুবনস্থিত জীবসমূহকে সামান্য মনে করি। গঙ্গাও তাঁহার পাদপঙ্কজ-রেণুস্পর্শ-ক্রমে পবিত্রা হইয়াছেন।

কুলার্ণবতন্ত্রে ভুবনেশ্বরী স্তোত্রে :—

ত্রিস্রোতসঃ সকললোক-সমর্চ্চিতায়া-
বৈশিষ্ট্যকারণমবৈমি তদেব মাতঃ।
ত্বৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-পবিত্রিতাসু,
শম্ভোর্জটাসু নিয়তং পরিবর্ত্তনং যৎ॥

হে মাতঃ! আপনার পাদপদ্মের ধূলিদ্বারা পবিত্রিত শঙ্করের জটায় যে নিয়ত পরিবর্ত্তন, সেই পরিবর্ত্তনই সকল লোক পূজিত গঙ্গার বৈশিষ্ট্যের কারণ, তাহা আমি জানি, অতএব আপনার পদধূলিই গঙ্গার পবিত্রতা সাধন করিতেছে।"

অনন্তর বৃষভানু বলিলেন, "ঋষিবর! যোগিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর, কি করিয়া নিজ মস্তকে স্ত্রৈণ্যের (১) অসাধ্য পত্নীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন, এবং নির্লজ্জ হইয়া সংসার বিরুদ্ধভাবে ভার্য্যার চরণকমল নিজহৃদয়ে ধারণ করেন।" এইরূপ বাক্য শুনিয়া দুর্ব্বাসা ঈষদ্ হাস্যে বলিলেন, "বদ্ধজীব-দুর্ব্বোধ্য এই রহস্য বৃত্তান্ত তোমার ন্যায় বুদ্ধিহীন মানব কিরূপে বুঝিবে,

(১) স্ত্রীবশীভূত ব্যক্তির।

ইন্দ্রাদি দেবগণ, শান্তভাবে সেই মহাশক্তির উপাসনা করিয়া ইন্দ্রত্বাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, ও সেই শক্তির অনুগ্রহে ভীষণ শুম্ভনিশুম্ভ-মহিষাদি অসুরগণের প্রবল প্রতাপ পরাভূত করিয়াছেন, এবং প্রতীকারশূন্য রক্তবীজের রুধিরমহিমা কালী-কবলিত হইলে ভীষণ ভয় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। হিমালয়, বাৎসল্য-ভাবে উপাসনা করিয়া মহামায়াকে কন্যারূপে পাইয়া নিজ-বংশ-পবিত্রতা পূর্ব্বক পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মা, দাস্যভাবে উপাসনা করিয়া দেবীকৃপায় সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছেন, ও মহাবলশালী মধুকৈটভ অসুর-দ্বয়ের আক্রমণকালে স্তুতিদ্বারা দেবীর দর্শনপূর্ব্বক অভয়বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু, সখ্যভাবে শক্তির সাধনা করিয়া পালন-শক্তি লাভ করিয়াছেন, ও রামাবতারকালে সহস্রস্কন্ধ-রাবণ-রণে স্মরণ মাত্রেই সহস্রশীর্ষ-রাবণ-কুলনাশিনী মহাকালীর দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং কৃষ্ণাবতার-সময়ে যশোদাসুতাজন্মরূপ-সাহায্য লাভ করিবেন। শঙ্কর, মধুরভাবে সাধনা করিয়া বনিতারূপে মহাকালীকে লাভ করিয়াছেন, ও তাঁহার কৃপায় সমুদ্রোৎ-পন্ন ত্রিজগৎ-বিনাশক ভীষণ কালকূট (১) পান করিয়াও জীবন রক্ষা করিয়াছেন, এবং প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ সংহার করিবেন।

মহাকাল সংহিতায় মহাকাল-বিরচিত শ্রীমহাকালী স্তোত্রে :—

> পপৌ খেড়মুগ্রং পুরা যন্মহেশঃ,
> পুনঃ সংহরত্যন্তকালে জগচ্চ।
> তবৈব প্রসাদান্নচ স্বস্য শক্ত্যা,
> ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥

হে মাতঃ! শঙ্কর, সমুদ্র মন্থনকালে যে উগ্রবিষ পান করিয়াছিলেন,

---

(১) তীব্র বিষ।

এবং প্রলয়কালে যে জগৎ সংহার করেন, সে সমস্ত ক্রিয়া আপনার কৃপায় হয়, শিবের নিজের শক্তিতে হয়না, অতএব আপনি একা পরব্রহ্মরূপে নির্দ্দিষ্টা হইতেছেন।

শঙ্কর, বহুজন্ম-কঠোর-তপস্যা-প্রাপ্ত-দর্শন সুরশ্রেষ্ঠবাঞ্ছিত উপাস্য-দেবতার চরণকমল দরিদ্রের মহারত্নের ন্যায় নিজহৃদয়ে সংস্থাপিত না করিয়া কোথায় সংস্থাপিত করিবেন? ব্রহ্মাদিদেবগণ শক্তিকৃপায় সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। রুদ্রযামলে ঈশ্বরকৃত দেবীস্তোত্রে :—

আরাধ্যমাতশ্চরণাম্বুজে তে,
ব্রহ্মাদয়ো বিশ্রুতকীর্ত্তিমাপুঃ।
অন্যে পরং বা বিভবং মুনীন্দ্রাঃ,
পরাংশ্রিয়ং ভক্তিভরেণচান্যে॥

ঈশ্বর বলিলেন, "হে মাতঃ! ব্রহ্মাদি দেবগণ, আপনার পাদপদ্মদ্বয় আরাধনা করিয়া ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব ও শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। অন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ বিভব (১), এবং মুনীন্দ্রগণ ভক্তিদ্বারা অণিমাদি উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন।"

দেবীভাগবতে বিষ্ণুকৃত-দেবীস্তোত্রে :—

ব্রহ্মাহমীশ্বরবরঃ কিল তে প্রভাবাৎ,
সর্ব্বে বয়ং জনিযুতা ন যদাতু নিত্যাঃ।
কে হন্যে সুরাঃ শতমখপ্রমুখাশ্চ নিত্যা-
নিত্যাত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা॥

বিষ্ণু বলিলেন, "হে জগজ্জননি! ব্রহ্মা, আমি (বিষ্ণু) মহেশ্বর আমিরা সকলে নিশ্চয়ই তোমার প্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া যেহেতু নিত্য

(১) ঐশ্বর্য্য।

হইতে পারি না, ইন্দ্রাদি অন্য-দেবগণ কে নিত্য? কেহই নিত্য নহে। পুরাণ-প্রকৃতি বিশ্বজননী তুমিই নিত্যা॥"

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে :—

ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥

শিব বলিলেন, "হে শিবে! তুমিই সমস্তবিদ্যার আদিভূতা, এবং আমাদিগের (ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরের) জন্মভূমি, তুমি সমস্ত জগৎ জান, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না।"

অতএব সাধারণ মানব তপস্যা-ব্যতিরেকে কিরূপে দেববিজ্ঞেয় সেই মহাকালীর তত্ত্ব অবগত হইবে?" অনন্তর বৃষভানু বলিলেন, "যোগিবর! তাহা হইলে মানব, দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য অন্য দেবতার উপাসনা করেন?" ঋষিবর বলিলেন, "মানব মূর্খতা-বশতঃ অন্য দেবতার উপাসনা করে।

মহাকাল-বিরচিত দেবীস্তোত্রে :—

অনেকে সেবন্তে ভবদধিক-গীর্ব্বাণ-নিবহান্
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমম্।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ,
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দরসিকাম্॥

মহাকাল বলিলেন, "হে মাতঃ! অনেক মানব আপনার অধিক অন্যান্য দেবগণের সেবা করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা অতীব মূর্খ, সেইজন্য তাহারা কিছু পরমপদার্থ জানিতে পারে না। হরিহর ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহাকে আরাধনা করেন, যিনি নিজ ইচ্ছায় রতিরস মহানন্দে নিমগ্না, আমি সেই মূলপ্রকৃতি-স্বরূপা আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। যেমন প্রজাপুঞ্জ,

অল্পপদার্থ-প্রার্থনাকালে নরপতির উপেক্ষাপূর্ব্বক সচিবাদি(১) রাজকীয় পুরুষের সেবা করিয়া অভিলষিত বস্তু লাভ করে, সেইরূপ নরগণ, অনিত্য-বস্তু-প্রার্থনাকালে মোক্ষদায়িনী কালীর উপেক্ষাপূর্ব্বক কমলযোনি প্রভৃতি সুরগণের সেবা করিয়া জাগতিক পদার্থ লাভ করেন। ত্রৈকালিক-(২) জ্ঞানহেতু আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের ন্যায় দুর্ল্লভা কমলারূপিণী কন্যার প্রাপ্তিবাসনা মহাশক্তির উপাসনা-ব্যতিরেকে পরিপূর্ণা হইতে পারে না। অতএব তুমি ঐকান্তিকচিত্তে মহামায়ার সাধনা কর।" এইরূপ উপদেশকালে বৃকভানুগুরু, আগমন করিয়া প্রণতিপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিবরকে বলিলেন? "যোগি-শ্রেষ্ঠ! আপনি কৃপা বিতরণে সন্ধ্যার তাৎপর্য্যবিষয় বুঝাইয়া দিন।" দুর্ব্বাসা বলিলেন, "যেমন মানব, প্রথমে জনকাদি স্বজনের হস্তধারণে গমনশিক্ষা পূর্ব্বক ক্রমাভ্যাসদ্বারা নৈপুণ্যলাভ করিয়া বহুপথ গমন করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ, প্রথমে সন্ধ্যোপাসনায় চিত্তস্থৈর্য্য আরম্ভপূর্ব্বক ক্রমশঃ যোগাভ্যাস দ্বারা সমাধি শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মমার্গে গমন করেন। সমুদ্রাদি জলোশয়োৎ-পন্ন জল, দিবস, রজনী, সূর্য্য ও শশাঙ্ক হইতে পরমেশ্বরের পাপনাশ-শক্তি এবং কুশলদান ক্ষমতার আধিক্যহেতু সন্ধ্যার তাৎপর্য্য পরমেশ্বরের উপাসনারূপ যোগে সতত সন্নিহিত আছে, এইজন্য প্রথমে সন্ধ্যাসোপানে আরোহণকারী ভূদেবগণ, ক্রমশঃ যোগশিক্ষাসোপান অতিক্রম করিয়া সমাধিদ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক জ্ঞানপ্রাসাদ-প্রবেশে চেষ্টা করেন।" এইরূপ কথনানন্তর দুর্ব্বাসা ও বৃকভানুগুরু নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তারপর আভীরপতি (৩) বৃষভানু, দুর্ব্বাসার উপদেশে চিরসঞ্চিত মোহ বিনষ্ট করিয়া ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা যমুনাপুলিনে কালকামিনীর উদ্দেশে কঠোর-তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তদীয়-সাধনা-সন্তুষ্টা

(১) মন্ত্রী প্রভৃতি। (২) ত্রিকাল—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধীয়
(৩) গোপপতি।

কাত্যায়নী মূর্ত্তিমতী হইয়া বলিলেন, "অভিলষিত বর গ্রহণ কর।" গোপ-রাজ কমলাকন্যার বর প্রার্থনা করিলে, কাত্যায়নী কৃপা করিয়া "ইহা হইতে কমলা তোমার কন্যারূপে আবির্ভূতা হইবে" এই বলিয়া বৃকভানুর কর-কিসলয়ে একটী কনকডিম্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। অনন্তর গোপপতি, স্বগেহে গমন করিয়া গোপনে বরবৃত্তান্ত প্রকাশপূর্ব্বক নিজ বনিতা কীর্ত্তিদার করকমলে কালীপ্রদত্ত স্বর্ণডিম্ব প্রদান করিলেন। কাত্যায়নীব্রত-কৃশাঙ্গী কীর্ত্তিদা স্বামিসমীপে কনক-ডিম্ব বিভঙ্গ করিলে, তন্মধ্য হইতে কনকপ্রভা কমলা আবির্ভূতা হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মীমায়া-বিমোহিতা কীর্ত্তিদা, ডিম্বসম্ভূতা লক্ষ্মীকে কন্যারূপে পাইয়া রাধানামে বিভূ-ষিতা করিলেন, এবং ডিম্ববৃত্তান্ত বিস্মৃতিপূর্ব্বক মানবীজ্ঞানে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। কাহার সহিত রাধার বিবাহ হইল?

গুরু। অভিমন্যু নামক বৈশ্যতপস্বী, গুরুসমীপে গমন করিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে গুরু বলিলেন, "যেমন জল-যানারোহণে দক্ষিণসমুদ্রে গমনকারী মানব, দৈববশতঃ ব্যোমযানযোগে উত্তরদিকৃস্থিত হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া পদব্রজে অগমনহেতু দক্ষিণ সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত-বিস্তৃত ভয়শূন্য সুগমপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ বুদ্ধি-বিরচিত কাননমধ্যস্থিত শ্বাপদসঙ্কুল অতিদুর্গম পথ গমনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন, সেইরূপ পূর্ব্ব-সুকৃতিবলে ভক্তিমার্গে গমনকারী মানব, দৈববশতঃ জন্মান্তরীয়-তপস্যাযোগে পূর্ণতত্ত্বজ্ঞান-প্রাসাদে আরোহণ করিয়া অকস্মাৎ সিদ্ধিহেতু ভক্তিমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গ-পর্য্যন্ত বিস্তৃত চিত্তমল-অপসারক সগুণব্রহ্মের উপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজবুদ্ধি কল্পিত দুর্ব্বোধ্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন। বুদ্ধিবিহীন নরের বিশাল-রাজ্যভারের-ন্যায় সাধনা-সম্পর্কবিহীন মানব প্রথমে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিলে, অনেকের অসৎপ্রবৃত্তি-বৃদ্ধি ও সন্মার্গ-বিচ্যুতি পূর্ব্বক

অধঃপতন হয়। চৌর্য্যাদি-অসৎকর্ম্ম-নিপুণ বাল্মীকি (১) বিদ্যাভ্যাস—ব্যতিরেকে তপস্যাবলে পরম পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, এই হেতু সাধারণ মানবের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম বিনষ্ট হইতে পারেনা। যেমন দার্শনিকজ্ঞান-প্রার্থী নর, প্রথমে ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্রের অধ্যয়নদ্বারা সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতা বিধ্বংস করিয়া দর্শনশাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভকরে, সেইরূপ মোক্ষার্থী মানব, প্রথমে সগুণব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্তের দূষিত মল বিধ্বংস করিয়া অল্পকাল মধ্যে উপাস্য-উপাসক-উপাসনা-ভেদরহিত নির্গুণ ব্রহ্মকে অনুভব করেন। পতনের অসম্ভব হেতু নির্গুণব্রহ্মের সোপান সগুণব্রহ্ম-সাধনা প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বব্যাপ্তিত্বহেতু প্রতিমাদি পদার্থে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আছে।

তন্ত্রে :—

গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা।
তথা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম প্রতিমাদিষু রাজতে॥

যেমন ধেনুর সর্ব্বাঙ্গজাত দুগ্ধ, স্তনমুখ হইতে ক্ষরিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বপদার্থস্থিত ব্রহ্ম প্রতিমাদিতে বিরাজিত হন। যেমন মৃদ্বিকার-বহু-পদার্থ মধ্যে নির্ম্মল দর্পণের প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-যোগ্যতাহেতু সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য আছে, সেইরূপ ব্রহ্মযুক্ত নিখিল পদার্থমধ্যে মন্ত্রপূত প্রতিমা-শালগ্রাম শিলাদির শীঘ্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-কারণহেতু সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য

---

(১) বাল্মীকি প্রথমে রত্নাকর নামক দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিলেন। পরে নারদের উপদেশে পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইয়া রাম নাম জপ করিয়া বল্মীকস্তূপে আছন্ন হন। পরে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া বল্মীকস্তূপ হইতে উত্থিত হইয়া বাল্মীকি নামে খ্যাত হইলেন। তিনি রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। বাল্য বা যৌবনে বিদ্যা চর্চ্চা না করিয়া তপোবলে ইনি পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া সাধারণের বিদ্যা চর্চ্চার আবশ্যক নাই—এমন হইতে পারে না।

আছে, অতএব দ্বিতলপ্রাসাদের সোপানের ন্যায় শিলাপ্রতিমা (১) উপাসনা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যবশতঃ সর্ব্বরূপে হিতকরী।" এইরূপ গুরূপদেশ শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু, ক্রমশঃ ফলভোজনে ও একচরণে উর্দ্ধপদ নিম্নবদনে এবং অনশনে বহুদিনব্যাপিনী কঠোরতপস্যা করিতে-লাগিলেন। তপঃপ্রভাবে ভীত বাসব তপোবিভঙ্গের জন্য স্বর্গগণিকাগণকে প্রেরণ করিলেন। অপ্সরাসকল, অভিমন্যুর আশ্রমে গমন পূর্ব্বক কামো-দ্দীপক বিবিধ কৌশল রচনা করিয়া নিষ্ফলতাবশতঃ অমর-ভবনে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কেশব, কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া অভিমন্যুর আশ্রমে আবির্ভাব-পূর্ব্বক বলিলেন, "বৈশ্যবর! তোমার কঠোর তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকটে বাঞ্ছিতবর প্রার্থনা কর।" মাধব-বচন শ্রবণ করিয়া বৈশ্য বলিলেন, "আপনি কি আমাকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন?" বাসুদেব বলিলেন, "আমি সন্তুষ্টচিত্তে ভক্তকে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারি, বিশ্বমধ্যে আমার অদেয় বস্তু কিছুই নাই, প্রকাশ কর, তোমার প্রার্থিত পদার্থ প্রদান করিব।" বিষ্ণুর বাক্যশেষে অভিমন্যু দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ "লক্ষ্মী, আমার পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে বাস করিবে" এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। বৈশ্য-প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুসন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, "ইহ জন্মে অসম্ভব হেতু তুমি পরজন্মে লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবে।" এই বর দান করিয়া লক্ষ্মীপতি অন্তর্হিত হইলেন। বৈশ্যযোগী, যথাসময়ে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপত্নীর শৃঙ্গাররূপ দুর্ব্বাসনা বশতঃ গোপকুলে জটিলাগর্ভে ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আয়ান নাম ধারণ করিলেন। অনন্তর বৃষভানু গৃহাগমনকারী নারদের উপদেশে নপুংসক আয়ানের সহিত রাধার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিলেন।

শিষ্য। তারপর রাধা কি করিলেন, তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করুন।

---

(১) শালগ্রাম শিলা দেবতামূর্ত্তি।

গুরু! তারপর কিশোরী শ্রীমতী রাধা, কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্তা হইয়া ইচ্ছানুসারে গহনকাননে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণসুরতসুখ অনুভব করিয়া প্রশান্তচিত্তে শ্রীপতিকে বলিলেন, "প্রাণনাথ! এই সুরত-বিশ্রাম-সময়ে আপনি সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করুন।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যেমন মৃত্তিকা ও কুলাল ঘটের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, সেইরূপ এক পরমব্রহ্ম ত্রিজগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। মরীচিকাতে জলভ্রম, ও রজ্জুতে সর্পভ্রম, এবং শুক্তিতে (১) রজতভ্রমের ন্যায় পরমব্রহ্মে বিশ্ববিভ্রম হইতেছে। ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে জগতে অন্য কোন পদার্থ নাই। মায়াকল্পিত ভুবনজ্ঞান ব্রহ্মের উপরে নিহিত আছে। মায়া, বিক্ষেপশক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া আবরণশক্তিদ্বারা জীবগণের বুদ্ধি আবৃত করিয়াছে, এইজন্য জীবগণ, ব্রহ্মদর্শন না করিয়া ব্রহ্মের উপরিস্থিত বিশ্বকে দর্শন করে। সাধনোৎপন্না ব্রহ্মকৃপা ব্যতিরেকে নাস্তিকভাবে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারেনা। জীব, সাধনাবলে ব্রহ্মকৃপা লাভ পূর্ব্বক মায়ার আবরণ শক্তি অপসারিত করিয়া ব্রহ্মকে অনুভব করে। মায়ার আবরণশক্তিনাশের জন্য সাধনা আবশ্যক। লম্ফপ্রদানে পঞ্চতল প্রাসাদে আরোহণের ন্যায় সগুণব্রহ্ম-সাধনারূপ সোপান বিসর্জ্জন করিয়া কেবল মৌখিক জ্ঞানদ্বারা কেহ কখনও মোক্ষপ্রাসাদে আরোহণ করিতে পারেনা। অনুমতি বিনা রাজান্তঃপুর প্রবেশের ন্যায় সাধনা ব্যতিরেকে মুক্তিপুর-প্রবেশেচ্ছা বিপুল বিপৎ সৃষ্টি করে। দধি প্রভৃতির ন্যায় জগৎ পরিণামবাদ নহে, শুক্তিরজতের ন্যায় বিবর্ত্তবাদ। চিরস্থায়ী আধারে ভ্রান্তিমূলক বিপরীত জ্ঞানকে বিবর্ত্তবাদ বলে। মায়া হইতে সৃষ্টিহেতু পাঞ্চভৌতিক জগৎ মায়াবিরচিত।

---

(১) ঝিনুক।

বেদে ঃ—

আত্মান আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্‌বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ,

অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী সম্পদ্যতে।

মায়াযুক্ত ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

এইরূপ সূক্ষ্মভূত সৃষ্টির পর পঞ্চীকরণদ্বারা স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে।" এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরের মূর্ত্তিমতী আনন্দশক্তি শ্রীমতী রাধিকা বলিলেন, "জীবনপ্রিয়! পঞ্চীকুরণ (১) কিরূপ, তাহা সবিশেষ বুঝাইয়া দিন।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ব্রহ্মা, নিজসৃষ্ট ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুদ্ব্যোম এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগকে পুনর্ব্বার চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তারপর আকাশের অর্দ্ধাংশীকৃত প্রথম খণ্ডের সহিত অন্যভূতচতুষ্টয়ের চতুর্ভাগে বিভক্ত দ্বিতীয়খণ্ড হইতে এক এক খণ্ডরূপে গৃহীত অনিলাদিখণ্ড চতুষ্টয় মিশ্রিত করিয়া পঞ্চভাগ-যোগে স্থূলাকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এইরূপ নিয়মে অর্দ্ধাংশীকৃত বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সহিত অর্দ্ধাংশীকৃত অন্যভূতচতুষ্টয়ের চতুর্ভাগ-বিভক্ত খণ্ডচতুষ্টয় মিশ্রিত করিয়া স্থূল বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। একভূতের দ্বিভাগবিভক্ত প্রথম খণ্ডের সহিত অন্যভূত-চতুষ্টয়ের চতুর্থাংশীকৃত দ্বিতীয়খণ্ড হইতে এক এক খণ্ডরূপে গৃহীত চতুঃ-সঙ্খ্যক অন্যভূতের খণ্ডচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণকে বেদে পঞ্চীকরণ বলে। মহা-প্রলয়ে পঞ্চভূত বিপরীতক্রমে নিজনিজ কারণে লয় প্রাপ্ত হয়।

---

(১) পঞ্চভূতের ভাগ মিশ্রিত করণ : স্থূল সৃষ্টি সম্পাদনের জন্য আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্দ্ধকে চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্বীয় অর্দ্ধব্যতীত এক এক খণ্ড যোজিত করা।

পৃথিবী সলিলে, সলিল অনলে, অনল অনিলে, অনিল আকাশে এবং আকাশ মায়ায় বিলীন হয়। বিরিঞ্চি পরমব্রহ্মসৃষ্ট স্থূল পঞ্চভূত হইতে ত্রিভুবন রচনা করিয়াছেন। মায়াসম্ভূত পঞ্চভূত হইতে উৎপত্তি হেতু মায়িক জগৎ সৌদামিনীর ন্যায় বিনশ্বর ও মরীচিকারন্যায় মোহকর, এইজন্য মিথ্যামায়াপ্রকল্পিত জগতের পতনকারিণী আসক্তি সর্ব্বরূপে পরিত্যাগ-করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানদ্বারা মোক্ষমার্গে গমন মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।” অনন্তর শ্রীমতী বলিলেন, “প্রাণেশ্বর! আপনি কৃপাবিতরণে মুক্তির বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন।” রাধিকার বাক্যান্তে বংশীবদন বলিলেন, “পুনরাবৃত্তি-রাহিত্যকে (২) মুক্তিবলে। পুরাণোক্ত পঞ্চবিধমুক্তির মধ্যে সাযুজ্যমুক্তিরূপ অপুনরাবৃত্তি নির্ব্বাণ ব্যতিরেকে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টিমুক্তির

আকাশ (সূক্ষ্ম-পঞ্চভূত)	১	২	৩	৪
বায়ু	৫	৬	৭	৮
অগ্নি	৯	১০	১১	১২
জল	১৩	১৪	১৫	১৬
পৃথিবী	১৭	১৮	১৯	২০

আকাশের অর্দ্ধ + (বায়ুর) ৫ + (অ) ৯ + (জ) ১৩ + (পৃ) ১৭ = স্থূল আকাশ

বায়ুর অর্দ্ধ + (আ) ১ + (অ) ১০ + (জ) ১৪ + (পৃ) ১৮ = স্থূল বায়ু

অগ্নির অর্দ্ধ + (আ) ২ + (বা) ৬ + (জ) ১৫ + (পৃ) ১৯ = স্থূল অগ্নি

জলের অর্দ্ধ + (আ) ৩ + (বা) ৭ + (অ) ১১ + (পৃ) ২০ = স্থূল জল

পৃথিবীর অর্দ্ধ + (আ) ৪ + (বা) ৮ + (অ) ১২ + (জ) ১৬ = স্থূল পৃথিবী

(২) পুনর্জ্জন্মনিষেধ।

দ্বারা পুনরাবৃত্তির নাশ হয়না। উক্ত চতুর্ব্বিধ মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণ, প্রলয়-মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মাদিবিধ্বংস-সময়ে মায়ায় বিলীন হয়, ও মহাসৃষ্টিকালে অবিনষ্ট নিজ নিজ কর্ম্মের ফলভোগেরজন্য পুনর্ব্বার জন্মান্তর গ্রহণ করে। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে কর্ম্মনাশের অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই। জীব, ব্রহ্মকৃপায় পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানলাভে জীবন্মুক্ত হইয়া প্রারব্ধকর্ম্মশেষে মরণ-সময় সমাগত হইলে, শুক্রশোণিত সম্ভূত স্থূল শরীরের পরিত্যাগকালে পঞ্চবায়ু-মন-বুদ্ধি দশেন্দ্রিয়রূপ সপ্তদশ-পদার্থযুক্ত অপঞ্চীকৃত-সূক্ষ্মভূত-বিনির্ম্মিত ইহপরলোকগামী অবিনাশী সূক্ষ্মশরীর, এবং মায়া-বিনির্ম্মিত প্রলয়কালপর্য্যন্ত-স্থায়ী কারণশরীর চিরকালের জন্য সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া ভগ্নঘটাকাশ মহাকাশের ন্যায় পরমব্রহ্মে বিলীন হয়। মুক্ত-জীবপরিত্যক্ত স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর এবং কারণ শরীর নিজ নিজকারণে লয়প্রাপ্ত হয়। বিকৃতাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপাবস্থাপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলে। বৃন্তচ্যুত পক্কবিল্বের পুনর্বৃন্ত-সংযোগের ন্যায় মুক্তপুরুষের পুনর্বন্ধন সংযোগ সর্ব্বরূপে অসম্ভব। জীবন্মুক্ত জীবের দেহত্যাগকালে আশ্রয়শূন্য অবিমিশ্রিত অক্ষয় অখিল (১) পুণ্য ও পাপ, ভক্তিস্নেহপূর্ণ মিত্র ও হিংসাদ্বেষযুক্ত শত্রুকে সমাশ্রয় করিয়া মিত্রকে পুণ্যফল সুখ ও শত্রুকে পাপফল দুঃখ প্রদান করে। জীবের করতলগতা নৈসর্গিকী (২) মুক্তি, গুরূপদেশে মায়ার অপসারণ কালে অজ্ঞানকল্পিত বন্ধন বিমোচন করিয়া স্বতঃই প্রকাশিতা হয়। যেমন দশসঙ্খ্যক মানব সমবেতভাবে পদব্রজে জলযুক্তনদীর পরপারে গমন করিলেন। অনন্তর দশমব্যক্তি, সন্দিগ্ধচিত্তে নিজগণনা-পরিত্যাগপূর্ব্বক একহইতে নবম পর্য্যন্ত গণনা করিয়া দশমমরণ-জ্ঞানে শোকসন্তপ্তভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দয়ালু কোন মানব, সেইস্থানদিয়া গমন করিতে

---

(১) সকল।

(২) স্বাভাবিকী।

করিতে দশমমুখ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জীবিতদশম-বাক্যে তাহাকে সমাশ্বস্ত করিয়া" (দশমস্ত্বমসি) তুমিই দশম" এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন,ও সকলের গণনাদ্বারা দশমমরণভ্রম নিরাস পূর্ব্বক দশমকে আনন্দ-সলিলে নিমজ্জিত করিলেন, সেইরূপ অজ্ঞানান্ধ বদ্ধজীব মুক্তিরজন্য শোক-প্রকাশ করিলে, দয়ালু তত্ত্বজ্ঞানীগুরু, "(তত্ত্বমসি) তুমিই সেই ব্রহ্ম" এইরূপ নির্দ্দেশকরেন, ও অজ্ঞানোৎপন্ন বন্ধন বিধ্বংস করিয়া মায়াজবনিকা নিরাস-পূর্ব্বক সেই মুমুক্ষু জীবকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোৎপন্ন আনন্দস্রোতে নিমজ্জিত করেন।

মুক্তিশব্দেপ্রাপ্তব্য কোন বস্তু অথবা দেশ নহে। যেমন নিজকণ্ঠস্থিত মুক্তা হারে বিস্মরণজনিত শোক ভ্রমনিরাসক পুরুষের বাক্যে হারপ্রত্যক্ষকালে নিজেই বিগলিত হয়, সেইরূপ চিরনিজমনঃস্থিত মোক্ষে অজ্ঞানজনিত অপ্রাপ্তি মায়ানিরাসকারী গুরুর বাক্যে ব্রহ্মানুভবসময়ে স্বয়ং বিচ্যুত হয়। মোক্ষ, ভক্তি ও কর্ম্ম এবং যোগ হইতে উৎপন্ন হইলে নিশ্চয়ই নাশশীল হইত। জলরূপী বুদ্‌বুদের জলাবস্থার ন্যায় ব্রহ্মরূপী জীবের মায়াজবনিকাপ-সারণে ব্রহ্মাবস্থাপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, ভক্তি ও কর্ম্ম এবং যোগের দ্বারা সমুৎপন্ন হইতে পারেনা। অনাদি-অবিদ্যাকল্পিত বন্ধন আলোকদর্শনে তমোরাশির ন্যায় জ্ঞানাগ্নি-প্রজ্বলনে নিজহইতে বিনষ্ট হয়। অতএব সতত সন্নিহিতা মুক্তি কটাহাবরণ(১) নাশে দীপশিখা প্রকাশের ন্যায় অবিদ্যাবিনাশে স্বতই প্রকাশিত হয়।" এইরূপ কথনান্তর "কন্দর্পক্রিয়া আরব্ধ হইলে, হ্লাদিনী শক্তি রাধা সুরতসুখে মুহূর্ত্তের ন্যায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিলেন।

আয়ানাত্মজা বৈধব্যসখী কুটিলহৃদয়া কুটিলা, কৃষ্ণবিদ্বেষহেতু সর্ব্বদা কুলোক-সমীপে রাধার কুচরিত্র-কুৎসা উদ্‌ঘোষিত করিয়া আয়ানের চিত্ত কলুষিত করিবার চেষ্টাকরিত, এবং একদা নীপতরু(২)তলে

(১) কড়ারূপঢাকনী। (২) কদমগাছ।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতি সন্দর্শন করিয়া বিরুদ্ধভাগিনেয়-সম্বন্ধহেতু নিজদর্শন ব্যতিরেকে অবিশ্বাসকারী আয়ানকে স্বজনের সহিত তথায় আনয়ন করিল। আয়ান, স্বচক্ষে কদম্বতলে কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন দেখিয়া কুপিতচিত্তে শাসন করিবার জন্য ভয়কম্পিতা রাধার কেশ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বৃষভানু-কন্যা, কংসারিমায়ায় সুবলমূর্ত্তি ধারণকরিয়া সকলকে বিভ্রান্ত করিলেন। মাতার সহিত ছিদ্রান্বেষিণী (১) কুটিলা, গ্রীষ্মসময়ে যমুনাজলে রাধাকে কৃষ্ণের সহিত কেলিকারিণী (২) দেখিয়া সহোদরকে বন্ধুবর্গের সহিত আনয়নপূর্ব্বক দর্শন করাইলে, রাধা, কুপিত কল্পিতপতির করস্পর্শে পীতা-ম্বর-মায়াযোগে গোপকুমারীরূপ গ্রহণ করিয়া সকলের সংশয় অপনোদন করিলেন। কৃষ্ণহিংসাপরায়ণা কুটিলার কৌশলে আয়ান কৃষ্ণের কুঞ্জবিহার দর্শন করিলে, কুঞ্জেশ্বরী রাধা, অপ্রীত জটিলাপুত্রের পাণিস্পর্শে কেশব-কৃপায় গোপবালকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকলের ভ্রান্তি বিলুপ্ত করিলেন। বৃষ্টি-পূর্ণ বর্ষাসময়ে আয়ান-ভগিনী, নিজভবনে রাধাকৃষ্ণ-শৃঙ্গার দর্শন করিয়া সকল চেষ্টার বিফলতাহেতু কুঞ্চিকাযোগে কবাট নিরোধ করিয়া(৩)গোপগণের সহিত আয়ানকে আহ্বান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ, কালীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভীতা রাধাকে আশ্বস্তা করিলেন। আভীরনিকর-পরিবেষ্টিত আয়ান, শৃঙ্গার-শ্রবণে কোপানলবিদগ্ধ হইয়া আবদ্ধ কবাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নিজপত্নীকে স্বীয় ইষ্টদেবতা কালীর পূজাকারিণী দেখিয়া মধুরসম্ভাষণে রাধার মনোরঞ্জন করিলেন, এবং মন্থনদণ্ড (৪) প্রহারে বিরুদ্ধবাদিনী কুটিলাকে নিজ-গৃহ হইতে অপসারিতা করিলেন। প্রহারপীড়িতা কুটিলা, সর্ব্বস্থানে কৃষ্ণ-বঞ্চিতা হইয়া জ্যেষ্ঠজায়ার জার(৫)দোষ সমুদ্ঘোষিত করিল।

(১) দোষানুসন্ধানকারিণী। (২) ক্রীড়ারতা।

(৩) তালা চাবি দিয়া আবদ্ধ করিয়া।

(৪) ঘোল মওয়া বাড়ী (৫)

অনন্তর আশ্রিত-পালক বংশীধর, রাধার কলঙ্কমোচন-মানসে নন্দভবনে অলীক শিরঃশূল সৃষ্টি করিলেন, এবং বৈদ্যমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া নন্দনিলয়ে আগমন পূর্ব্বক নন্দবর্ণিত কৃষ্ণ-পীড়া শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "গোপরাজ! মাতৃসম্বন্ধ-হীনা গোপাঙ্গনা, নিজ সতীত্ববলে জলপূর্ণ সহস্রছিদ্রান্বিত কুম্ভ কক্ষে নিহিত করিয়া শূন্যস্থ-সূক্ষ্মসূত্রপথে আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রপূত সেই ঘটস্থিত সলিলেরদ্বারা কৃষ্ণশীর্ষ সিক্ত করিলে, ভবদীয় সুত শিরঃশূল হইতে চিরবিমুক্ত হইবেন।" এইরূপ বৈদ্যবাক্য শ্রবণান্তর সুতরোগকাতর নন্দ গোপাঙ্গনাগণকে সাদর-সম্ভাষণে বারি আনয়নের জন্য অনুরোধ করিলেন। সতীত্বমদগর্ব্বিতা সমস্ত গোপললনা নীরানয়ন চেষ্টার বৈফল্যকালে বিশেষরূপে লজ্জিতা হইল। তারপর বৈদ্যোপদেশে বদ্ধপরিকরা কৃষ্ণকলঙ্কিনী রাধা, জগৎপতির চরণসরোজ চিন্তা করিতে করিতে তদীয় করুণায় জলপূর্ণ সহস্রবিবর(১) যুক্ত কুম্ভ কক্ষে নিহিত করিয়া শূন্যস্থিত সূক্ষ্মসূত্রপথে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণশীর্ষে মন্ত্রপূত সলিল প্রদান করিলেন। অনন্তর বাসুদেব, রাধাদত্ত বারির স্পর্শে ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া সতীত্ব-প্রখ্যাপনে রাধাকে কলঙ্করাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্তা করিলেন। তারপর স্বেচ্ছাবিহারী নারদ, পূর্ব্বজন্মীয়তপস্যার ফলে করুণাপূর্ব্বক আয়ান সমীপে আগমন করিয়া জন্মান্তরীয়(২) বরবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, এবং বিশেষস্তুতিকালে পূর্ব্বজন্মীয়স্মৃতি প্রাপ্তিবর দান করিয়া মহেন্দ্রভবনে গমন করিলেন। আয়ান, দেবর্ষির কৃপায় জন্মান্ত-রীয়-স্মৃতিলাভে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ক্লীবগোপজন্ম নিন্দাপূর্ব্বক ইষ্টদেবরমণীর রমণবাসনা, পতনকারিনী বিবেচনা করিয়া রাধাসমীপে গমন করিলেন, ও প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "দেবি! আমি দেবর্ষির কৃপায় সমস্ত অবগত হইয়াছি, বিষ্ণুর আনন্দশক্তি আপনি কৃপাপ্রকাশে আমাকে

(১) হাজার ছিদ্র (ছেঁদাপূর্ণ কলসী কাঁকে লইয়া)। (২) অন্ত (গত) জন্মের।

উপদেশ দান করুন।” রাধিকা, আয়ানের ভক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “হে কল্পিতকান্ত! কৃষ্ণ-কৃপাব্যতিরেকে জীব সদ্‌গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি, নির্জ্জন কাননে তপস্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপঙ্কজ লাভ কর। প্রথমে জিহ্বোপস্থ সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্য (১) অবলম্বন করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। পরে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নিজক্রোড়ে উত্তানহস্ত স্থাপন করিয়া সোঽহং মন্ত্রযোগে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া তড়িৎপুঞ্জপ্রভা সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতা মৃণালসূত্রসূক্ষ্মা পদ্মমধ্যস্থিত-সুষুম্নানাড়ীর দ্বারদেশে নিদ্রিতা আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে (২) জাগরিতা করিবে, ও গুহ্যোপরিস্থিত বংআদি সংবর্ণযুক্ত চতুর্দ্দল রক্তবর্ণ মূলাধারনামক পদ্মের মধ্যস্থিত নাসিকা-পায়ু(৩) গন্ধজনক পৃথিবীকে সঙ্কুচদ্‌বৃত্তিদ্বারা সূক্ষ্মরূপে পরিণত করিয়া সেই পৃথিবীর সহিত প্রকৃতিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীকে পদ্মোপরি ছিদ্রদিয়া সুষুম্নামধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বিতীয় কমলের উপরিভাগস্থিত ছিদ্রপথে বহির্দ্দেশে গমন করাইবে। অনন্তর লিঙ্গমূলস্থিত বংআদি লং অক্ষরান্বিত ষড়্‌দল বিদ্যুৎবর্ণ স্বাধিষ্ঠানাখ্য পদ্মের মধ্যস্থিত জলে পৃথিবীকে বিলীন করিয়া সঙ্কুচদ্‌বৃত্তিযোগে তৎপদ্মমধ্যস্থ জিহ্বা-উপস্থ-রস-যোনি জলকে সূক্ষ্ম করিয়া (৪) সুষুম্নাপথে প্রবেশ করাইয়া কুণ্ডলিনীর সহিত সূক্ষ্ম জলকে তৃতীয় পদ্মে আনয়ন করিবে, এবং নাভিজাত ডংআদি ফং সহিত দশদল নীলবর্ণ মণিপূরক কমলের মধ্যস্থিত তেজে জলের লয় চিন্তা করিবে। তারপর চক্ষুপাদরূপোৎপাদক সেই তেজকে ধূলীরূপী করিয়া ফণাধারিণী কুণ্ডলিনীর সহিত তেজকে সুষুম্নামার্গে প্রবেশ করাইয়া হৃদয়স্থিত অনিলে তেজকে বিলীন করিবে, ও কংআদি ঠংযুক্ত লোহিতবর্ণ

---

(১) জিভ ও লিঙ্গ সংযত রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের স্মরণ কীর্ত্তন প্রভৃতি অষ্টবিধ মৈথুনাভাব। এই ব্রত ধারণ করিয়া দেহস্থ সর্ব্বভূতের মন্ত্রদ্বারা শোধন করিবে। ভূত শুদ্ধি=বীজবিশেষ দ্বারা বাম কুক্ষিস্থিত শরীরের পাপপুরুষদহন পূর্ব্বক শরীর শোধন। (২) তন্ত্র প্রসিদ্ধ মূলাধারস্থ সর্পতুল্য শক্তিবিশেষ (৩) মলদ্বার; গুহ্যদেশ। (৪) ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী নাড়ী।

দ্বাদশদল অনাহত সরোজের মধ্যস্থিত জীবনিবাস অষ্টদলপঙ্কজের পার্শ্ববর্ত্তী পাণিত্বক্স্পর্শাধার বায়ুকে সূক্ষ্ম করিয়া সেই পদ্মমধ্যস্থ অগ্নিকণারূপী জীব ও শ্বেতবর্ণা কুণ্ডলিনীর সহিত বায়ুকে ছিদ্রান্বিত সুষুম্নাপথে গমন করাইয়া কণ্ঠস্থিত আকাশে বায়ুকে বিলীন করিবে। অনন্তর অংআদি অঃযুক্ত ষোড়শদল ধূম্রবর্ণ বিশুদ্ধ পঙ্কজের মধ্যস্থিত কর্ণবাক্শব্দকারণ আকাশকে পরমাণু করিয়া জীব ও কুণ্ডলিনীর সহিত আকাশকে সুষুম্না দিয়া গমন করাইয়া ভ্রূমধ্যস্থ হংক্ষং অক্ষরান্বিত দ্বিদল শ্বেতবর্ণ আজ্ঞাপদ্মের অন্তর্ব্বর্ত্তী বুদ্ধ্যহঙ্কারযুক্ত মনে আকাশকে লয় করিবে, এবং মনকে উপরিস্থিত নাদে ও নাদকে (১) প্রকৃতিরূপিণী কুণ্ডলিনীতে বিলীন করিয়া শিরঃস্থিত অধোমুখ শ্বেতপ্রধান বহুবর্ণ সহস্রদল কমলের মধ্যবর্ত্তী অরূপ নির্গুণ ব্রহ্মে কুণ্ডলিনী ও জীবের বিলয় পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। প্রয়োজন শূন্যতাহেতু সকল পদ্মস্থিত অন্যান্য দেবতার চিন্তা না করিয়া আবশ্যক পদার্থের চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তারপর বামকুক্ষিতে ব্রহ্মহত্যা-মস্তক স্বর্ণস্তেয়-(২) বাহুদ্বয় সুরাপানহৃদয় গুরুদারগমনকটি মহা-পাপসংসর্গ-পাদদ্বয় অতিপাতকাস্থি উপপাতকলোম রক্তশ্মশ্রু চক্ষুহীন খড়্গচর্ম্মধারী ক্রোধপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষকে চিন্তা করিয়া বামনাসিকায় ধূম্রবর্ণ যংবায়ুবীজের ষোড়শবারজপরূপ পূরক (৩) ও চতুঃষষ্টিবার জপ-রূপ কুম্ভকের(৪) যোগে উক্ত পাপপুরুষের সহিত দেহকে সম্যক্‌রূপে শুষ্ক করিতে করিতে দ্বাত্রিংশদ্ (৫) বার জপরূপ রেচক (৬) করিবে, এবং দক্ষিণ নাসিকায় রক্তবর্ণ রং অগ্নিবীজের ষোড়শবার জপরূপ পূরক

(১) ধ্বনি, শব্দ, আকাশ হইতে নাদ জন্মে, ঐ নাদ অন্য বস্তুর আঘাতে উৎপন্ন হইয়া বায়ু সংযোগে প্রকৃষ্টরূপে শ্রবণ গোচর হয় (শোনা যায়)।

(২) সোণাচুরি। (৩) বহির্দ্দেশ হইতে বামনাসিকা দ্বারা প্রাণ বায়ুকে অন্তরে আনয়ন। (৪) মুখ ও নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া শ্বাসরোধ; (৫) ৩২ বার। (৬) প্রাণায়াম কালে অন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ।

ও চতুঃষষ্টিবার জপরূপ কুম্ভকের যোগে শুষ্ক পাপ ও দেহকে জপচিন্তা-বলে মূলাধারোৎপন্ন বহ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া দ্বাত্রিংশদ্‌বার জপরূপ রেচকযোগে বামনাসিকাদ্বারা সমস্ত ভস্মকে বহির্গত করিবে। অনন্তর বামনাসিকায় শুক্লবর্ণ ঠং চন্দ্রবীজের ষোড়শবার পূরকযোগে ললাটে শশাঙ্কচিন্তা পূর্ব্বক শ্বেতবর্ণ বং বরুণ বীজের চতুঃষষ্টিবার কুম্ভকযোগে চন্দ্রবরুণ-মিলনহেতু পঞ্চাশদ্‌বর্ণরূপ-সুধাবৃষ্টিদ্বারা নিষ্পাপ দেহ বিরচনা করিয়া লং পৃথিবীবীজের দ্বাত্রিংশদ্‌বার রেচকযোগে দেহকে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় করিবে। অনন্তর সহস্রদলকমলস্থিত নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে কুলকুণ্ডলিনী ও জীবাত্মাকে প্রকাশিত করিয়া নাদলয়স্থানে কুণ্ডলিনী হইতে বিসৃষ্টনাদের নিজস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক নাদসৃষ্ট মনকে আজ্ঞাসরোজ মধ্যে স্থাপিত করিয়া মনোজাত আকাশকে জলতৈলপ্রসারণ (১) বৃত্তি দ্বারা বিশুদ্ধপঙ্কজ মধ্যে বিস্তৃত করিবে। তারপর আকাশ হইতে আবির্ভূত সূক্ষ্মবায়ু ও জীব এবং কুণ্ডলিনীকে সুষুম্নামধ্য দিয়া নিম্নদিকে আনয়ন করিবে, ও অনাহত কমলে তুলাবর্দ্ধনবৃত্তি দ্বারা বায়ুর বিস্তার পূর্ব্বক বীজকোষরূপ অনাহতমধ্যস্থ রক্তবর্ণ অষ্টদল পঙ্কজে জীবাত্মাকে স্থাপন করিবে, এবং বায়ুজাত সূক্ষ্ম তেজকে কুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্নাপথ দিয়া মণিপূরকে আনয়নপূর্ব্বক বিস্তৃত করিবে। অনন্তর তেজঃপ্রসূত সূক্ষ্ম জলকে স্বাধিষ্ঠানপঙ্কজে স্থূল করিয়া জলোৎপন্না পৃথিবীকে কুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্না দিয়া নিম্নে আনয়নপূর্ব্বক মূলাধারপদ্মের মধ্যভাগে পরিবর্দ্ধিতা করিবে, ও সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীকে স্বয়ম্ভুলিঙ্গে সার্দ্ধত্রিবলয়-রূপে পরিবেষ্টিতা করিয়া নিজশরীরে স্বকীয় ইষ্টদেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক অভিন্নরূপে নিজদেহে স্বেষ্টদেবতামূর্ত্তি চিন্তা করিবে। যেমন অতিঅপবিত্র পথ-জল, গঙ্গোদকে (২) মিশ্রিত হইয়া স্বকীয়

(১) জলে তেল ফেলিলে, সেই তেল যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ।
(২) গঙ্গাজলে।

অশুচিতা বিনাশপূর্ব্বক পবিত্ররূপে পানযোগ্যতা নিষ্পাদন করে, সেই-রূপ অশুচি শুক্রশোণিতজাত নরদেহ, ইষ্টদেবতার কল্পিতকলেবরে মিলিত হইয়া স্বকীয় অপবিত্রতা বিনাশ পূর্ব্বক পরমাত্মার আধারের স্বরূপত্ব সম্পাদন করে। লয়সৃষ্টিনিয়মে বিংশতিতত্ত্বের মূল পঞ্চভূতের সংহারসৃষ্টিযোগে কল্পিতকল্মষ (১) বিনাশহেতু পাপ কর্ম্মের ইচ্ছা ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়। যেমন ভ্রমরকোটরে সংস্থাপিত গোময়োৎপন্ন বৃহৎ কীট, বিনাশভয়ে নিরন্তর ভ্রমর চিন্তা করিতে করিতে কীটরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রমররূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়িক সংসারে সংস্থাপিত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপ জীব, জন্মান্তরগ্রহণভয়ে নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে জীবভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয়। হে কল্পিতপতি! তুমি, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণধ্যানে পবিত্র হইয়া নিষ্কামভাবে তপস্যা কর।" রাধিকা চূড়ালার ন্যায় নিজপতিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, আয়ান, সংসার বিসর্জ্জন করিয়া বিজন বনে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। চূড়লোর বৃত্তান্ত কি? করুণা করিয়া তাহা প্রকাশ করুন।

গুরু। মহামতি শিখিধ্বজ ভূপতি স্বতোবিকসিতবিজ্ঞানকুসুমা অজ্ঞাত-যোগপ্রভাবা নিজপত্নী চূড়ালাকে বৈরাগ্যপূর্ণ-হৃদয়ে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "রাজ্ঞি! আমি অসার সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমগতি-লাভের জন্য কান্তারে পরমেশ্বরের তপস্যা করিব। তুমি প্রধান সচিব-সাহায্যে রাজ্য পালন কর।" এইরূপ-পতিবাক্য-শ্রবণে চূড়ালা সহ-গমনোদ্যম বিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত করিলে, নৃপতি, নিশীথে নিদ্রিতা নিজ-নিতম্বিনীকে (২) পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে কান্তারে গমন করিলেন। বহুজন্মতপস্যা হেতু পূর্ব্বজন্মীয়সংস্কারের বিকাশবশতঃ

---

(১) মিথ্যা পাপ। (২) পত্নীকে।

গুরূপদেশ ব্যতিরেকে স্বতঃসম্ভূতব্রহ্মবিদ্যা (১) চূড়ালা, সমাধিযোগে স্বামীর সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজ্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কুম্ভনামক দেবকুমাররূপ গ্রহণ করিয়া ব্যোমমার্গাবলম্বনে (২) কান্তসমীপে গমন করিলেন, এবং বহু সমাদর লাভ করিয়া নৃপ-নিকটে অবস্থিতিপূর্ব্বক বলিলেন, "হে রাজন্! যেমন ঘর্ষণক্রিয়া, মলযুক্ত দর্পণের মলাপসারণ করিয়া প্রতিবিম্ব-গ্রহণযোগ্যতা নিষ্পাদন করে, সেইরূপ সাধনা, সংসার-মলপূর্ণ মনের রাগ-হিংসা-দ্বেষাদি মলকে অপসারিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান-গ্রহণযোগ্যতা সম্পাদন করে (৩)। জীবের মনই সংসারের কারণ।

যোগবাশিষ্ঠে ঃ—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
চিত্তাদিমানি সুখদুঃখ শতানি ন্যুন—
মভ্যাগতান্যগবরাদিব কাননানি।
তস্মিন্ বিবেকবশতস্তনুতাং প্রযাতে,
মন্যে মুনে নিপুণমেব গলন্তি তানি ॥

মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। হে মুনিবর! পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হইতে বনসমূহের ন্যায় মন হইতে এই শত শত সুখ দুঃখ নিশ্চয়ই সমুত্থিত হয়। সেই মন বৈরাগ্যবশতঃ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইলে, সেই সুখ দুঃখ সম্যক্‌রূপে বিগলিত হয়।

সাধক, সতত কর্ম্মশীল মনকে প্রথমসোপান ভক্তিরসে কোমল করিয়া দ্বিতীয়সোপান কর্ম্মদ্বারা মনের নির্ম্মলতা নিষ্পাদন করেন, ও তৃতীয়সোপান

(১) যাহার আপনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। (২) শূন্যপথে স্বামীর নিকটে গেলেন। (৩) আরসিতে যে ময়লা থাকে, মাজা ঘসা করিলেতাহা দূর হয়, কাজেই তাতে ছায়া সহজেই পড়ে, তেমনি সাধনা করিলে কামক্রোধাদি ময়লা দূর হইয়া হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

যোগের অভ্যাসে মনের চাঞ্চল্যবৃত্তি নিরোধ করিয়া বাসনাশূন্য ভাবে তত্ত্বজ্ঞানের যোগ্যতা সম্পাদন করেন, এবং চতুর্থসোপান পূর্ণতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরমব্রহ্ম দর্শন করিয়া সংসারাব্ধি অতিক্রমপূর্ব্বক নির্ব্বাণনগরে গমন করেন।" এইরূপ উপদেশের পর দেবকুমাররূপা চূড়ালা, সমাধি-শিক্ষা দানে স্বামীর চিত্তমল অপসারণপূর্ব্বক প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান দহনে (১) সর্ব্ব বাসনা বিধ্বংস করিয়া পতিকে পরম যোগিপদে (২) আরোহণ করাইলেন, ও একদা দুর্ব্বাসার শাপচ্ছলে নৈশ-কামিনীরূপ ধারণ করিয়া নৃপতিকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন, এবং পতিসমীপে মায়ারচিত পরপুরুষের সহিত শৃঙ্গার করিয়া অতিসন্তুষ্ট নরপতির মনোবিমলতা পরীক্ষা পূর্ব্বক সানন্দ হৃদয়ে বিশদরূপে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন। রাজা শিখিধ্বজ, নিখিল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বহুজন্ম-কঠোর-তপস্যাকারী মহর্ষির মৃত্যুকালীন নারীচিন্তা বলে নারীজন্ম-প্রাপ্তি বেদনপূর্ব্বক সাদরে স্বকীয় ভার্য্যাকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার যোগ প্রভাব প্রশংসা করিলেন, ও পত্নীপ্রদত্ত-তত্ত্বজ্ঞান—প্রভাবে মায়াযবনিকা অপসারণ করিয়া করস্থিত আমলকীর ন্যায় ত্রিভুবন পরিদর্শন করিতে লাগিলেন, এবং জলস্থিত পঙ্কজ পত্রের (৩) ন্যায় সংসারে অবস্থান করিয়া স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় মায়ারচিত নিজরাজ্য প্রতিপালনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ভবাম্বুধি (৪) অতিক্রম করিয়া পরমগতি লাভ করিলেন।

শিষ্য। তারপর কি হইল?

গুরু। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, মুরলীশব্দে (৫) গোপীগণের মোহ সৃষ্টিপূর্ব্বক নিকুঞ্জবনে, কদম্বতলে ও যমুনাজলে রাধার সহিত বিহার করিয়া মুহূর্ত্তের ন্যায় দিবস রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রজাপীড়ক

---

(১) অগ্নিতে। (২) শ্রেষ্ঠ যোগিরূপে পরিণত করিলেন।

(৩) জলে পদ্মপাতা থাকে কিন্তু তার গায়ে জল লাগে না, সেইভাবে সংসারে থাকিয়া অর্থাৎ নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া। (৪) সংসার সাগর। (৫) বাঁশী বাজাইয়া।

কংস, কৃষ্ণের বিনাশ-কৌশল বিরচনা করিয়া ধনুর্যজ্ঞকালে কৃষ্ণবলরামের আনয়নের জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বৃন্দাবন-বাসিনী রাধিকা, স্বপ্নে নিজশিরে বজ্রপতন ও সাগরজলে স্বদেহের বলপূর্ব্বক নিক্ষেপণ দর্শন করিয়া কৃষ্ণসমীপে বিশেষ অশুভের আশঙ্কা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, প্রবোধবাক্যে রাধার আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক স্বীয়দাস শ্রীদামের শাপকাল সমাগত বুঝিয়া নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দভবনে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে বহির্দ্দেশবর্ত্তিনী ললিতা ও বিশাখা সখী বলিলেন, "হে রাধারঞ্জন! ক্ষণিক-অদর্শনকাতরা নিজনিতম্বিনীকে বিরহবাণে বিদ্ধকরা কি আপনার কর্ত্তব্য? প্রাণসখী ভবদীয়বিরহে শরীরপিঞ্জর পরিত্যাগ করিবে।" এই কথা শুনিয়া মাধব বলিলেন, "সখীগণ! তোমাদিগের বাক্য কোন অংশে অলীক (১) নহে। জীবগণ, ললাটলিপি-খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মফলের ক্রোড়দেশে চিরকাল অবস্থান করে। শ্রীদামের প্রতিকারশূন্য অভিশাপে রাধা, শতবর্ষব্যাপী মদীয় বিরহ প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নসময়ে সর্ব্বদা আমার সঙ্গতিলাভসুখে বিরহযন্ত্রণা নিবৃত্তি করিবে। একশত বৎসর পূর্ণ হইলে আমি, পুনরায় বৃন্দাবনে আগমন করিয়া নিরন্তর রাধার সহিত বিহার করিব। তোমরা আমার স্বপ্নসমাগম প্রকাশ করিয়া তোমাদিগের সখীকে সান্ত্বনা করিবে।" এই বলিয়া শ্রীপতি অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, অক্রূরের সহিত মথুরায় গমন করিয়া সকল রিপু বিনাশপূর্ব্বক কংসধ্বংস করিয়া কংসশ্বশুর জরাসন্ধকে সংগ্রামে সপ্তদশবার পরাস্ত করিলেন, এবং অষ্টাদশবার রণসময়ে স্বজনবর্গের জরাসন্ধ হইতে উৎকট পীড়া আশঙ্কা করিয়া দুর্গম নূতনপুরী নির্ম্মাণ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ক্ষিতিতলে ভাবী অসঙ্খ্য-যাদবের নিবাসযোগ্য পুরীর নির্ম্মাণে স্থানীয় নরগণের যাদবজনিত উৎকট পীড়া ও নিরন্তর শত্রুর

---

(১) মিথ্যা।

সমাগম, রাধার বিরহশাপের অলীকতা, নিজের ত্রিলোকৈশ্বর্য্য-ভোগপ্রকাশ, বিভূতিদর্শনে স্বীয় ঈশ্বরত্বখ্যাতি, সুখলভ্য নিজদর্শনে পাপিগণের পাপনাশ, এবং সুলভ্যপ্রবেশে অরিকর্ত্তৃক নিজপুরী-ধ্বংস হইবে।” এইরূপ চিন্তা করিয়া কেশব, জলধিমধ্যে বিশ্বকর্ম্মদ্বারা অষ্টচত্বারিংশৎ-ক্রোশবিস্তীর্ণা (১) ত্রিভুবন-রত্নপূর্ণা স্বর্গকল্পা দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং সেই দ্বারকায় শতবর্ষ বাস করিয়া শ্রীদামের অভিশাপ পূর্ণ করিলেন। বৃন্দাবনস্থিতা রাধিকা, স্বাপ্নিক(২) কৃষ্ণবিহারে শতবর্ষ অতীত করিয়া সানন্দহৃদয়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় হরিতোষণযজ্ঞ আরম্ভপূর্ব্বক দেবগণের পূজা করিয়া নিমন্ত্রিত মুনি-ঋষি-নরপতিগণের যথাযোগ্য সমাদর করিলেন। যদুপতি, যদুকুলের সহিত বৃন্দাবনে সমুপস্থিত হইয়া যজ্ঞসম্পাদনপূর্ব্বক যাদবগণকে দ্বারকাগমনে আদেশ করিলেন। মুনিঋষি-নৃপগণ, যথোচিত সম্মান লাভ করিয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, কিশোরবেশে কিশোরী রাধার নিকটে গমন করিয়া বংশীধ্বনিতে গোপীদিগের মন পুলকিত করিয়া কুঞ্জকাননে কদম্বতলে ও যমুনাজলে চিরকিশোরী রাধার সহিত বিহার করিয়া তাহার চিরমনোরথ পূর্ণ করিলেন, এবং রতিপ্রসঙ্গে বহু দিবস অতীত করিয়া রাধাকে বলিলেন, “কিশোরি! মহাপাপজনক কলিকাল সমাগত হইবে বলিয়া আমি, নিজবংশধ্বংসপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিব, সম্প্রতি তুমি, আমার গমন-পূর্ব্বে দিব্যরথারোহণে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া আমার প্রতীক্ষা কর।” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকে দিব্যরথে আরোহণ করাইয়া বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন, ও একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর অবনীতে অবস্থান করিয়া যদুকুলধ্বংসপূর্ব্বক স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

শাস্ত্রোক্ত এই সমস্ত বৃত্তান্ত বেদব্যাস শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিশেষরূপে প্রকা-

(১) ৪৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতা।

(২) স্বপ্ন অবস্থায়।

শিত না করিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও রাধাতন্ত্রাদির মতের সামঞ্জস্য করিয়া রাধাচরিত্র তোমার নিকটে বর্ণনা করিলাম।

শিষ্য। বেদব্যাস কি কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে রাধাচরিত্র প্রকাশ করিলেন না?

গুরু। প্রথম কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতে রাধাচরিত্র বর্ণনে লক্ষ্মীর বদ্ধ-জীবের দুর্ব্বোধ্য পরপুরুষস্পর্শ, ও কিঙ্করশাপগ্রস্ততারূপ অপকর্ষ সাধিত হয়। দ্বিতীয় কারণ, অজ্ঞান মানবের অবোধ্য অবৈধপ্রণয়-পরিবর্দ্ধন, এবং প্রবল কারণ ব্যতিরেকে শান্তরস-প্রবাহে শতবর্ষ বিরহরূপ করুণরসের উচ্ছ্বাস বিন্যস্ত করা উচিত নহে। তৃতীয় কারণ, নিজজননীর ন্যায় জগজ্জননী নিজেষ্টদেবতা রাধার দুঃখবর্ণনা সর্ব্বদা সুপুত্রগণকে ক্লেশ দান করে, ও শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত রাধাবৃত্তান্তের বিশেষবর্ণনে শ্রীহরির উৎকর্ষ সম্পূর্ণভাবে অসাধিত হয়। এইজন্য ত্রিকালজ্ঞ গোবিন্দজ্ঞানাংশ-সম্ভূত (১) রাধামন্ত্রদীক্ষিত বেদব্যাস, ক্ষুন্নমনের শান্তির জন্য নারদোপদেশে হরিগুণপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে সংক্ষেপে প্রধানগোপিকারূপে রাধাকে বিন্যস্তা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোক:—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥

(অনয়া প্রধানগোপিকয়া রাধয়া) যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ, সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে গোপনে লইয়াছেন, এই প্রধান গোপাঙ্গনা রাধা নিশ্চয়ই ভগবান্ পরমেশ্বর হরিকে আরাধনা করিয়াছেন।

গোপাঙ্গনাগণের অভিপ্রায়:—আমরা জন্মান্তরীয় বহুসুকৃত ফলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিয়াছি, আমাদিগের অসমকক্ষা এই গোপললনার কর্ম্মপক্ষপাতী সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা পরমেশ্বরের সহিত গুপ্তপ্রণয়, জন্মান্তরীয় বহু

(১) বিষ্ণুর জ্ঞানশক্তির অবতার।

সুকৃতি সূচনা করিতেছে। অতএব গোপীগণের মধ্যে রাধাব্যতিরেকে অন্য কোন রমণী সুকৃতিশালিনী হইতে পারেনা। যেমন ন্যায়মতে ভাবরূপত্ব হেতু কর্ম্মজন্য স্বর্গ অনিত্য, ও অভাবরূপত্ব হেতু জ্ঞানজন্য মোক্ষ নিত্য অনুমিত হয়, সেইরূপ সাধারণরূপত্ব হেতু সুকৃতিশালিনী কৃষ্ণপ্রণয়িনী বহুসংখ্যকা গোপাঙ্গনা, ও অসাধারণরূপত্ব হেতু বহুসুকৃতিশালিনী কৃষ্ণরহস্যপ্রণয়িনী একা রাধা অনুমিতা হইতেছে।

শিষ্য। তারপর কি হইল?

গুরু। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, মথুরাগমনপূর্ব্বক কুব্জাকে আলিঙ্গন করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন, এবং ব্রহ্মশাপচ্ছলে নিজকুল ধ্বংস করিয়া গোলোক : নামান্তর বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। কুব্জা কে? তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমার কর্ণকুহর পবিত্র করুন।

গুরু। কঠোর-তপস্যাকারী দুর্ম্মতি রাবণ, ব্রহ্মদত্তবর-প্রভাবে ত্রিভুবন বিজয় করিয়া সুরগণকে কিঙ্করপদে নিযুক্ত করিলেন। বিরিঞ্চি, দেবগণের দশাস্য(১) দাসত্বজনিত পীড়ার(২) প্রশান্তির জন্য বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক সুরসমূহ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিষ্ণুসমীপে নররূপে রাবণবিনাশ প্রার্থনা—করিলেন। দেববৃন্দ পিতামহের (৩) আদেশে শ্রীহরির সাহায্য করিবার জন্য রাক্ষসবিনাশযোগ্য বানররূপে অবনীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। বিশ্বপালক কেশব, ব্রহ্মানুরোধে নরবানরবধ্য রাবণের সংহারের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ-সম্পাদিত যজ্ঞচ্ছলে বহুপুণ্যবতী দশরথপত্নী কৌশল্যার মায়াগর্ভ নির্ম্মাণ করিয়া সূতিকাগৃহে অন্যের অজ্ঞাতভাবে নিজমায়াসৃষ্ট রামশরীর ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেন। দিব্যাঙ্গনাসম্ভোগকারী রাবণের বহুদিন বিরহে অতিদুঃখিতা মন্দোদরী, মরণমানসে বিষজ্ঞানে করপ্রার্থি-রাবণ-সঞ্চিত ঋষিরুধির পান করিয়া শুক্রশূন্যগর্ভ ধারণ করিলেন, ও দৈববাণীবশতঃ একাকিনী গোপনে সদ্যঃপ্রসূতা স্বর্ণপুট (৪) সংস্থাপিতা নিজসুতাকে গ্রহণ করিয়া বিমানারোহণে মিথিলায় গমন পূর্ব্বক আকাশবাণীনির্দ্দিষ্ট যজ্ঞভূমির নিম্নদেশে নিজসুতাকে প্রোথিতা করিয়াছিলেন। তুম্বুরুগীত-প্রিয়া লক্ষ্মী, গীতভঙ্গকুপিত নারদের অভিশাপে ঋষিরুধির আশ্রয় করিয়া শৃঙ্গারহীনা মন্দোদরীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিলেন, ও হলযোগে যজ্ঞভূমি হইতে প্রকাশিতা হইয়া সীতানাম গ্রহণ পূর্ব্বক জনক নৃপতির পালিত কন্যা হইয়াছিলেন।

---

(১) রাবণ। (২) উৎপীড়ন; দুঃখ। (৩) ব্রহ্মার।
(৪) সোণার পাত্রে।

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞানদাতা রামরূপী শ্রীহরি, কৈশোরে মুমুক্ষুগণের(১) মোহবিনাশের জন্য নিজবৈরাগ্য কল্পনা করিয়া ঋষিগণদ্বারা সংসার-নিবৃত্তিকরতত্ত্বজ্ঞানসোপান প্রকাশ করাইলেন, এবং বিশ্বামিত্রপ্রসঙ্গে তাড়কানিধন, অহল্যা-উদ্ধার, ও বহুনিশাচর-নাশ দ্বারা মুনিদিগের যজ্ঞ-সম্পাদন করিয়া ধনুর্ভঙ্গচ্ছলে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক সীতার পাণিগ্রহণ করিলেন। সীতাপতি, অযোধ্যায় অভিষেকের পূর্ব্বদিবসে নিশীথে শয়ন-গৃহে আগমনকারী বিরিঞ্চি ও সীতার সহিত রাবণবিনাশের জন্য বনগমন পরামর্শ করিলেন, ও মন্থরার কুমন্ত্রণাবিফলতাহেতু (২) বাসবপ্রেরিতা দুষ্টা সরস্বতীর কণ্ঠবাসকালে কুবুদ্ধিশালিনী পতিমোহিনী কেকয়ীর বাক্যে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী বনগমন করিয়া দুর্গম বহুকাননপথ অতিক্রম পূর্ব্বক ফলকুসুম-সুশোভিত রাক্ষস-ক্রীড়াভূমি পঞ্চবটীবনে লক্ষ্মণনির্ম্মিত পর্ণকুটীরে বাস করিলেন। তারপর রামের আদেশানুবর্ত্তী লক্ষ্মণ, রামরূপদর্শনে কামানল-সন্তপ্তা মায়ামানবী সূর্প-নখার সীতাভোজনোদ্যমকালে খড়্গদ্বারা নাসিকাকর্ণ ছেদন করিলেন। চতুর্দ্দশসহস্ররাক্ষস-পরিবেষ্টিত দুর্জ্জয় খর ও দূষণ রামশরে নিহত হইলে,লঙ্কে-শ্বর, সহায়শূন্যা নিজভগিনী সূর্পনখার প্রলোভনপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কনকমৃগরূপী মায়াবী মারীচনিশাচরকে রামসীতা-সমীপে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রঘুবর, রাবণস্পর্শে অনলকুণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জনকারিণী রাবণের প্রতি অভিশাপদায়িনী কুশধ্বজকন্যা বেদবতীকে(৩) মায়াবলে ছায়াসীতারূপিণী করিয়া মারীচবিনাশে অগ্রসর হইলেন। পতির সহিত পরামর্শকারিণী জানকী, সর্ব্বজ্ঞরামের উপদেশে ছায়াসীতারূপিণী বেদবতীকে রামসমীপে

(১) মুক্তিকামী। (২) মন্থরার কুমন্ত্রণা যখন নিষ্ফল হইল, তখন ইন্দ্র দেখিলেন, তাহা হইলে রামের বনগমন বা রাবণবধ হয় না, সেই জন্য দুষ্ট সরস্বতীকে কেকয়ীর কণ্ঠে ভর করিতে পাঠাইলেন।

(৩) কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী,রাজার ইচ্ছা ছিল যে বিষ্ণুর সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন

লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবার যুক্তি প্রদান করিয়া নিজকুটীরে তাহার সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং-অনলমধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। ছায়াসীতার হরণকারী দশানন, দাশরথিকে বিষ্ণুর অবতার জানিয়াও রাক্ষসযোনি মোচনের জন্য সমুদ্রপরিবেষ্টিত নিজপুরীর মধ্যবর্ত্তী অশোককাননে জানকীর যন্ত্রণাদায়ক অবরোধ করিয়া বৈরিরূপে রামের প্রতিকূলাচরণ করিলেন। তারপর সীতাপতি,দেবাংশসম্ভূত সুগ্রীবাদি বানরগণের সাহায্যে জলধিসেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিশাচরকুল ধ্বংস করিয়া নিজভক্ত বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্য দান করিলেন, ও দশমুখবিনাশের পর সুধাবৃষ্টি দ্বারা মৃত বানরগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া অগ্নিপরীক্ষাছলে অন্যের অলক্ষিতভাবে ছায়াসীতা বেদবতীকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়া অনলদত্তা নিজদয়িতাকে গ্রহণ করিলেন, এবং বিমানারোহণে অযোধ্যায় আগমন করিয়া নিজরাজ্য পালন করিতে করিতে কঠোর তপস্যার ফলদানের জন্য ব্রাহ্মণসুতের অকালমৃত্যুসময়ে হত্যাছলে ধূমপায়ী শম্বুক শূদ্রকে স্বহস্তে নিহত করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন। রাক্ষসকুলকৃতান্ত দশরথসুত, পূর্ণগর্ভা পত্নীর নৃসিংহশব্দ শ্রবণজনিতমরণে প্রকুপিত ভৃগুর ভার্য্যাবিয়োগরূপ অভিশাপ প্রতিপালনের জন্য সীতার বনবাস সম্পাদন করিয়া প্রজাপুঞ্জ-সমুদ্ঘোষিত রাবণহৃতা সীতার পুনর্গ্রহণোৎপন্ন অপযশ বিলুপ্ত করিলেন। রঘুপতি, ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত বিশ্বশ্রবার পুত্র রাবণের বিনাশজনিত ব্রহ্মহত্যাপাপের ক্ষয়ের জন্য অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বিপুলধনপ্রদান দ্বারা ধরণীস্থিত ভূদেবগণের

কিন্তু শুম্ভ দৈত্যদ্বারা নিহত হওয়ায় তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইলনা। রাজমহিষী পতির অনুগামিনী হইলেন। মাতাপিতৃহীনা বেদবতী পিতৃ-বাঞ্ছা পূরণ মানসে বহুকাল কঠোর তপস্যা করেন। একদা রাবণ, ইহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি বলপ্রকাশে উদ্যত হইলে, বেদবতী, চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন ও অভিশাপ দেন, যে তিনি পর জন্মে রাবণবধের কারণ হইবেন। এই বেদবতীই, ছায়াসীতা হইয়া রাবণবংশ ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন।

দুঃখবিমোচন করিয়া ব্রাহ্মণমর্য্যাদা সংস্থাপন করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীরাম, বিরিঞ্চিপ্রেরিত কালপুরুষের সহিত পরামর্শকালে বৈকুণ্ঠগমনে ব্রহ্মার বিশেষানুরোধ বিদিত হইয়া স্বকীয় শীঘ্রগমন সূচনার জন্য বর্জ্জনচ্ছলে দুর্ব্বাসার অভিশাপভীত অনুগত লক্ষণকে প্রথমে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন, এবং সরযূতীরে যোগবলে শুক্রশোণিতসম্বন্ধশূন্য নিজসৃষ্ট মায়িক রামদেহ পরিত্যাগ করিয়া চিরনিবাস বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

রাবণ বংশ ধ্বংসের পর নারদ, ব্যোমমার্গে গমন করিতে করিতে সমুদ্র-পরিবেষ্টিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন, এবং অন্তঃপুরে বিভীষণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সূর্পনখাকে বিরূপা দেখিয়া বলিলেন, "সূর্পনখে! তুমি, দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ মায়াকণিকা আশ্রয় করিয়া মায়াতীত পরমপুরুষকে মোহিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলে। যাঁহার মায়া দ্বারা ত্রিভুবন বিরচিত হইয়াছে, তাঁহাকে বশীভূত করিতে ভক্তি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পদার্থ সমর্থ হয় না।" এইরূপ নারদবাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিতা সূর্পনখা বিনীতভাবে বলিলেন, "হে দেবর্ষি! আপনি, কুকর্ম্মনিরতা এই অধমকিঙ্করীর প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া ভক্তিবিষয়ে উপদেশ দান করুন।" দেবর্ষি বলিলেন, "কামনাশূন্য ঐকান্তিক ভালবাসাকে ভক্তি বলে। পতি, পত্নী, পুত্র, মিত্র, স্বজন, পশু, ধন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিষয়, গৃহ, বসন, ভূষণ, যান, শয্যা, বেশ, ও ভোজনাদিতে যে ভালবাসা আছে, পরমেশ্বরে সেই সমস্ত ভালবাসার বাসনাশূন্য হৃদয়ে সমর্পণকে বিমলা ভক্তি, এবং বাসনাযুক্ত হৃদয়ে সমর্পণকে মধ্যমা ভক্তি বলে। অধিকলাভ আকাঙ্ক্ষায় ঈশ্বরে ভালবাসাকে নিকৃষ্টা ভক্তি বলে। কেশবকার্য্যে সমস্ত দেহের নিয়োগকে ভক্তিসোপান বলে। যে মানব, নিজমস্তক হরির প্রণামে, সংকল্প—বিকল্প(১) যুক্ত মনকে তাঁহার ধ্যানে, চক্ষুকে প্রতিম্বাদর্শনে, কর্ণকে গুণশ্রবণে, নাসিকাকে দাতব্যসুগন্ধপরীক্ষায়, জিহ্বাকে জপসাধনায়,

(১) ভেদ-বুদ্ধি-সন্দেহ।

কণ্ঠকে স্তবপাঠে, হস্তকে পূজাভোগকর্ম্মে ও চরণকে হরিমন্দির-গমনে নিযুক্ত করেন, এবং হৃদয়কমলে কল্পিতমাধব-মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া জাগতিক পদার্থবিজ্ঞান সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া, তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে পাদাদি সমস্ত প্রত্যঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক (১) বীজজপযোগে নিরন্তর বিষ্ণুচিন্তা করেন, তিনিই, অচিরে শ্রীপতির পাদপঙ্কজ লাভ করিয়া নিজ মনোরথ পূর্ণ করেন। হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিচিন্তা সকল কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে :—

যথাহেম্নি স্থিতোবহ্নির্দুর্ব্বর্ণম্‌হন্তি ধাতুজম্।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনাম-শুভাশয়ম্॥
বিদ্যাতপঃ-প্রাণ-নিরোধ-মৈত্রী
তীর্থাভিষেক-ব্রত-দান-জপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতে হন্তরাত্মা,
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥

যেমন স্বর্ণস্থিত অগ্নি স্বর্ণের মলকে দগ্ধ করে, সেইরূপ হৃদয়স্থিত বিষ্ণু যোগিগণের পাপকে ধ্বংস করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়স্থ হইলে, মন যেরূপ অত্যন্ত পবিত্রতা লাভ করে, দেবোপাসনা, তপস্যা, প্রাণায়াম, লোকমিত্রতা, তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান, ব্রত, দান ও জপের দ্বারা মন সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করে না। ভক্তি উত্তমা-মধ্যমা-অধমা-সাত্ত্বিকী-রাজসী-তামসী-ভেদে নববিধা। নিখিল বাসনা ও বাসনালেশ সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিভুবনস্থ পদার্থের প্রতি আসক্তিশূন্যভাবে কর্ত্তব্যজ্ঞানে একাগ্র-চিত্তে পরমেশ্বরে ভালবাসাকে উত্তমা

(১) মন্ত্র।

সাত্ত্বিকী ভক্তি বলে। উত্তমসাত্ত্বিকভক্তের অভিপ্রায়ঃ—মায়াকল্পনাহেতু ক্ষণভঙ্গুর ত্রিভুবনের প্রতি বাসনা থাকিলে, সংসারার্ণবে নিমজ্জনবশতঃ জন্ম-মৃত্যুনিবৃত্তি হইবে না, অতএব সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরম পুরুষের উপাসনা কর্ত্তব্য। অখিল অভিলাষ পরিহার করিয়া কেবল অন্তঃকরণ বিশুদ্ধির জন্য বিশ্বপিতার প্রীতির উদ্দেশে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণকে মধ্যমা সাত্ত্বিকী ভক্তি বলে। মধ্যমসাত্ত্বিক ভক্তের অভিপ্রায়ঃ—তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ না হইলে, তত্ত্বজ্ঞান প্রতিফলিত হইবে না, ঈশ্বরসন্তোষ বিনা মন পবিত্র হইতে পারে না, অতএব নিখিল-কর্ম্ম-সমর্পণ দ্বারা জগৎপতি সন্তুষ্ট হইলে, তাঁহার অনুগ্রহে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইবে। সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাপক্ষয়ের জন্য পরমাত্মার প্রীতিসাধক উপাসনাকে অধমা সাত্ত্বিকী ভক্তি বলে। অধমসাত্ত্বিক ভক্তের অভিপ্রায়ঃ—সংসারমূল বাসনা হৃদয়ে অবস্থান করিলে, সংসারাগমন বিধ্বংস হইবে না। বহুকালসঞ্চিত চিত্তমলের অপসারণহেতু বিশুদ্ধ মনে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইলে, জীবের মুক্তি হয়। প্রবলপাপকর্ম্মবশতঃ মন কলুষিত হইয়াছে, অতএব সর্ব্ববাসনা বিসর্জ্জন করিয়া কেবল কল্মষধ্বংস দ্বারা(১) অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করিলে, ক্রমশঃ পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানবলে জীব বিমুক্ত হইবে, অতএব পাপক্ষয় আবশ্যক। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য ও বৈকুণ্ঠবাসাদি পারলৌকিক পদার্থের বাসনা করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনাকে উত্তমা রাজসীভক্তি বলে। উত্তম রাজসভক্তের অভিপ্রায়ঃ—অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যলাভে স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকর্ম্ম করিতে পারিব, অথবা বৈকুণ্ঠবাসাদি লাভ করিয়া দিব্যপদার্থ উপভোগ-পূর্ব্বক দুঃখশূন্য নিরবকাশ(২) সুখসলিলে সর্ব্বদা নিমগ্ন হইব। শর্করা(৩) না হইয়া শর্করা ভোজন শ্রেয়। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পরমব্রহ্ম নারায়ণে বিলীন না হইয়া

---

(১) পাপনাশ দ্বারা। (২) দুঃখলেশহীন—নিরবচ্ছিন্ন। (৩) চিনি।

প্রজারূপে বৈকুণ্ঠে বসতিলাভ শ্রেষ্ঠ। হৃদয়ে বাসনা না থাকিলে বৈকুণ্ঠ-সুখ লাভ হয়না, অতএব জন্মান্তর-ভোগ্য নিরূপম বৈকুণ্ঠজাত নিরবচ্ছিন্ন সুখে মানবের যত্ন হওয়া উচিত। অলৌকিকশক্তিরূপ বিভূতি ও স্বর্গের কামনা করিয়া ঈশ্বরের সাধনাকে মধ্যমা রাজসী ভক্তি বলে। মধ্যম-রাজস ভক্তের অভিপ্রায়ঃ—শূন্যগমন, অগ্নিভোজন ও জলবিচরণাদি-বিভূতি লাভ হইলে চিরসুখ্যাতিলাভ করিব, কিংবা সর্ব্বসুখকর অমর ভবন প্রাপ্ত হইলে চিরযুবতী সম্ভোগ করিয়া দিব্য প্রাসাদ, শয্যা যান, বসন ও ভূষণ উপভোগ করিয়া অলৌকিক বস্তু ভোজনপূর্ব্বক দেবতার ন্যায় সর্ব্বদা দুঃখহীন সুখে অবস্থান করিব। রাজ্য ও চিরযশ প্রভৃতি লৌকিক বিষয় প্রার্থনাকরিয়া জগদীশ্বরের ভজনাকে অধমা রাজসী ভক্তি বলে। অধমরাজস ভক্তের অভিপ্রায়ঃ—রাজ্যাদি-পার্থিব পদার্থ ও চিরকীর্ত্তি প্রভৃতি বস্তু লাভ হইলে, লৌকিক-শ্রেষ্ঠ-বস্তুসংযোগে দেবাদির ন্যায় সর্ব্বসুখে কালাতিপাত করিব। অদৃষ্ট শাস্ত্রবর্ণিত কাল্পনিক স্বর্গসুখ হইতে ভৌম(১)সুখ শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মপুত্র দক্ষাদির ভবন পৃথিবী-স্থিত কনখলাদিস্থানে অবগত হওয়া যায়, অতএব পার্থিব-সুখের জন্য পরমেশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য। অহম্ভাবাবলম্বনে শরীর ও পরিজনাদির সুখসাধন আরোগ্য, বিদ্যা ও ধনাদিপদার্থের কামনা করিয়া বিশ্বেশ্বরের উপাসনাকে উত্তমা তামসী ভক্তি বলে। উত্তম তামস ভক্তের অভিপ্রায়ঃ—ইহলোকে স্বজনের সহিত সর্ব্বরূপে সুখভোগ জীবের কর্ত্তব্য। জীবিতকালে প্রীতিপাত্রগণের দুঃখবিমোচন না করিয়া কেবল জন্মান্তর-ভোগ্য নিজসুখের চেষ্টা করিলে, সম্পূর্ণ স্বার্থপরতার দাস হইতে হয়, এবং "পরোপকারের জন্য সাধুদিগের প্রাণ" এইশাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয়, অতএব প্রথমে পারলৌকিক সুখের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বরূপে

---

(১) পার্থিব—(এই পৃথিবীর) ঐহিক।

ঐহিক সুখের জন্য সতত চেষ্টা করা উচিত। (১) নিজের প্রাণ থাকিলে পিতার নাম। উপস্থিত বিপদ্ বিনাশ না করিয়া ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্টভাবে থাকা মূর্খের কার্য্য। (২)ধর্ম্মধজিত্বভাবে যশপুত্রাদিপদার্থের অভিলাষ করিয়া জগৎস্বামীর ক্ষণিক-সাধনাকে 'মধ্যমা তামসী ভক্তি বলে। মধ্যমতামস ভক্তের অভিপ্রায়ঃ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, উপস্থিতসুখকর যশ-পুত্রাদি দ্রব্যের বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া কথনও সময়ান্তরভোগ্য সংসারস্থ-লোকের অদৃশ্য সুখের বাঞ্ছা করেনা।

চিরকাল ধর্ম্মভয় থাকিলে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ, ও ধনসম্পত্তিবৃদ্ধি এবং দুর্জ্জনদমন অসম্ভব হয়, এইজন্য মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অধর্ম্মের দাসত্ব গ্রহণ দোষাবহ নহে। বাহ্যধর্ম্মাচরণে নিখিল মানব বিমোহিত করিয়া গোপনে অখিল পাপের আশ্রয়গ্রহণ মনুষ্যের সর্ব্বরূপে কর্ত্তব্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ এবং হিংসার বশে থাকিয়া পরানিষ্টকর নিজসুখের বাসনা করিয়া ঈশ্বরের আরাধনাকে অধমা তামসী ভক্তি বলে। অধমতামস ভক্তের অভি-প্রায়ঃ—ভগবৎসৃষ্ট পাপপুণ্য উভয়কে আশ্রয় করা মানবের কর্ত্তব্য। যাবজ্জীবন কেবল সুকৃতিপক্ষ সমাশ্রয় করিয়া পাপে অনাদর করিলে, পক্ষপাতিত্বদোষ অপরিহার্য্য হয়। চিরধর্ম্মভীরুতা জীবের কাপুরুষতা সূচনা করে। প্রত্যক্ষসুখকর মারণবশীকরণাদি(৩)শাস্ত্রীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরে নির্ভরতা চিররোগী দুর্ব্বলের কর্ম্ম। সদ্যঃফলদা শাস্ত্রীয়শক্তি বিসর্জ্জন করিয়া কালান্তরদৃশ্য বিশ্বপালক-শাসনের অপেক্ষা কেবল শিশুর ধর্ম্ম। অবিকলেন্দ্রিয় বুদ্ধিমান্ নরের শত্রুধ্বংস কর্ত্তব্যকর্ম্মের

(১) আপনি বাঁচলে বাপের নাম। (২) জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য জটাদি চিহ্নধারী, যে প্রকৃত ধার্ম্মিক নয়, লোককে ঠকাইবার জন্য বেশভূষা কথোপকথনাদি দ্বারা আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার করে, তাহাকে ধর্ম্মধ্বজী বলে সেইরূপভাবে।

(৩) অভিচার ক্রিয়া দ্বারা হত্যা, বশে আনা।

অন্তর্গত। জগৎপতি রামচন্দ্রও কপটভাবে বালীকে সংহার করিয়াছিলেন। অপক্ষপাতী পরমযোগী ঋষিগণ, সুরপতির অনুরোধে অকপটভক্ত বৃত্রাসুরের যজ্ঞে "(ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধতাং) ইন্দ্রশত্রু বলবান্ হউক," এইমন্ত্রে ইন্দ্রের শত্রু এইরূপ তৎপুরুষসমাসের স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া, ইন্দ্র শত্রু (বিনাশকর্ত্তা) যাহার এইরূপ বহুব্রীহিসমাসের স্বর উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের বর্ণস্বর-হীনতাদোষবশতঃ প্রকারান্তরে আশ্রিত বৃত্রাসুরকে তদীয়-যজ্ঞসম্পাদন দ্বারা বিনষ্ট করিলেন। কেশব, কৌশলে শঙ্খচূড়বনিতা তুলসীর সতীত্ব বিনষ্ট করিয়া সংগ্রামে শঙ্খচূড়দৈত্যকে শূলপাণিদ্বারা নিহত করাইলেন! শ্রেষ্ঠব্যক্তির কর্ম্মানুসরণ অধমপুরুষের কর্ত্তব্য, অতএব শাস্ত্রীয়-শক্তিদ্বারা শত্রু শাসন করিবে। এইরূপ বুদ্ধিবিভ্রম অবলম্বন করিয়া তামসিক নরগণ পাপকর্ম্মে অগ্রসর হয়। জীব পুণ্যরাশিদ্বারা পাপলেশ বিনাশ করিতে পারেনা। পুণ্য ও পাপ উভয়কেই সুখদুঃখরূপে ভোগ করিতে হইবে। জীব, পাপবাসনা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরে ভক্তি করিলে, তাঁহার কৃপায় পাপপঙ্ক-হইতে বিমুক্ত হয়। মহাপাপী চ্যবনপুত্র রত্নাকর দস্যু, ঐকান্তিক ভক্তিবলে বাল্মীকি হইয়া পরমযোগিপদে আরোহণ করিয়াছেন। অতএব ঘৃত, নবনীত ও দধির কারণ দুগ্ধের ন্যায় জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্মের কারণ ভক্তিই সাধনার উপাদান। এই সমস্ত ভক্তি অন্যরূপে নবভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে :—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণংপাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতিপুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥

বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয়রকম ভক্তি মানব বিষ্ণুতে সমর্পণ করেন।

ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে ঐকান্তিকচিত্তে বেদাদিশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া কর্ণকুহর-দ্বারা বিষ্ণুর রূপ-গুণ-কৃপালীলাপূর্ণ শব্দার্থের সন্দেহনিরাস পূর্ব্বক গ্রহণকে শ্রবণ বলে। পরীক্ষিৎ নরপতি, সপ্তদিবস শ্রীমদ্‌ভাগবৎ শ্রবণ করিয়া গোবিন্দের পাদপঙ্কজ লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রানুকূল তীক্ষ্ণবুদ্ধিদ্বারা বেদান্তাদিশাস্ত্রের অর্থপ্রকাশকে সাত্বিক কীর্ত্তন বলে। শুকদেব, সাত্বিক কীর্ত্তন করিয়া তত্বজ্ঞান-বলে জীবন্মুক্ত (১) হইয়াছিলেন। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ(২) স্বরের যোগে বেদধ্বনি, এবং স্তবপাঠদ্বারা গোবিন্দের গুণকীর্ত্তনকে রাজস কীর্ত্তন বলে। আমি (নারদ) বীণাসাহায্যে রাজস কীর্ত্তন করিয়া তত্বজ্ঞান-প্রকাশে চিরবিমুক্ত হইয়াছি। মৃদঙ্গ(৩)করতালাদি-সংযোগে উচ্চৈঃস্বরে নামসংকীর্ত্তনকে তামস কীর্ত্তন বলে। যোগশিক্ষা-বিহীন মনুষ্য, একাগ্রচিত্তে তামস কীর্ত্তন করিয়া সদ্‌গতি লাভকরেন। যোগশিক্ষাদ্বারা চিত্ত নিশ্চল করিয়া মূর্ত্তিচিন্তনকে স্মরণবলে। প্রহ্লাদ, স্মরণদ্বারা বিপুল বিপৎসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া শ্রীপতির চরণসরোজ লাভ করিয়াছেন। পাদসংবাহনাদি(৪) শরীরপরিচর্য্যাকে পাদসেবন বলে। রুক্মিণী পাদসেবাদ্বারা নিজহৃদয়ে শ্রীহরির পাদপদ্মরেণু ধারণকরিয়াছিলেন। বিমলভক্তি প্রকাশ করিয়া মন্ত্র-মন-হস্তযোগে উত্তম গন্ধ, পুষ্প, বসন, ভূষণ, ধূপ, দীপ, ভোজনীয় দ্রব্য, ও তাম্বুলাদি (৫)পদার্থের প্রদানকে অর্চ্চন বলে। পৃথু, অর্চ্চনা করিয়া নারায়ণের চরণকমল লাভকরিয়াছেন। নিষ্কামভাবে ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতকে বন্দন বলে। অক্রূর, বন্দনা করিয়া কমলাপতির কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিঙ্করভাবে সর্ব্ব-

---

(১) জীবদ্দশাতে মুক্ত অর্থাৎ সংসারমায়াদি হইতে মুক্ত তত্বজ্ঞানী।

(২) উচ্চস্বর, মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি উর্দ্ধভাগ হইতে যে স্বর উচ্চারণ হয় তাহা উদাত্ত। মুখের ভিতর যাহা উচ্চ করিয়া উচ্চারণ করা যায় না, তাহা অনুদাত্ত। লঘু গুরু মিলিত উদাত্ত ও অনুদাত্তমিলিত যে স্বর তাহা স্বরিৎ।

(৩) খোল। (৪) পদসেবা। (৫) পান।

কার্য্য সম্পাদনকে দাস্য বলে। হনুমান্, দাসত্ব করিয়া নিজশিরে রাবণারির পাদপঙ্কজধূলি ধারণকরিয়াছেন। বন্ধুভাবে পরমেশ্বরের হিতকর কার্য্য সাধনকে সখ্য বলে। অর্জ্জুন, সখ্যভাবসাধনাবলে নিজরথে সর্ব্বশরীর-রথী বৈকুণ্ঠপতিকে সারথি করিয়া তাঁহার কৃপায় বিশ্বরূপদর্শন পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিভুবনস্থিত নিখিলপদার্থের সহিত সর্ব্বশরীর-সমর্পণকে আত্মনিবেদন বলে। দৈত্যপতি বলি, আত্মনিবেদন করিয়া নিজ নিলয়ে ত্রিজগৎপতির পাদপঙ্কজ সর্ব্বদা দর্শন করেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন ও বন্দনভক্তিদ্বারা শান্তভাব গঠিত হইয়াছে; শ্রবণ, কীর্ত্তন,স্মরণদ্বারা বাৎসল্যভাব নির্ম্মিত, হইয়াছে; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন ও দাস্যদ্বারা দাস্যভাব বিরচিত হইয়াছে; শ্রবণ,কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন ও সখ্যদ্বারা সখ্যভাব বিহিত হইয়াছে; শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিদ্বারা মধুরভাব সম্পাদিত হইয়াছে। বদ্ধজীবদুর্ব্বোধ্য সর্ব্বাপেক্ষাশ্রেষ্ঠ মধুরভাব অজিতেন্দ্রিয়ের অধঃপতনহেতু সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে অভেজ্ঞতাবশতঃ জ্ঞানহীন নরের পক্ষে সর্ব্বরূপে অসম্ভব হয়। যেমন অত্যন্তজ্বর-পীড়িত মানবের উৎকৃষ্ট মিষ্ট, অন্নাদিভোজনীয় পদার্থে অরুচি জন্মে, সেইরূপ অত্যন্তপাপাক্রান্ত জীবের ঈশ্বরসাধনায় মহতী অরুচি হয়। বহুজন্মে পুণ্যসঞ্চয় করিলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মে। ঈশ্বরের ভক্ত প্রকারান্তরে চতুর্ভাগে বিভক্ত। তস্কর, দস্যু, ব্যাঘ্র ও পীড়াদি দ্বারা অভিভূত ভক্তকে আর্ত্ত ভক্ত বলে। যেমন যজ্ঞভঙ্গহেতু কুপিত ইন্দ্রের বর্ষণে ব্রজবাসিগণ, ও জরাসন্ধের কারাগারস্থিত রাজসমূহ, দ্যূত(১) সভায় বস্ত্রাপকর্ষণে দ্রৌপদী, এবং গ্রাহ(২)গ্রস্ত গজেন্দ্র, ইহারা, পরকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কেশবের কৃপাবলে বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। ক্ষিতিস্বর্গসম্ভূত পদার্থের অভিলাষী ভক্তকে অর্থার্থী ভক্ত বলে। যেমন সুগ্রীব, বিভীষণ, উপমন্যু

(১) দ্যূত—পাশাখেলা। (২) হাঙ্গর।

এবং ধ্রুব, ইহারা শ্রীহরির অনুগ্রহে রাজ্যাদি ঐহিক ও স্বর্গাদি পারলৌকিক পদার্থ লাভ করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান-প্রার্থনাকারী মুমুক্ষুভক্তকে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলে। যেমন মুচুকুন্দ, জনকনৃপতি, শ্রুতদেব ও যদুকুলধ্বংসে উদ্ধব, ইঁহারা, পীতাম্বরের করুণায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। কামনাশূন্যভাবে পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানী ভক্তকে জ্ঞানী ভক্ত বলে। যেমন সনকাদি ও আমি (নারদ), প্রহ্লাদ, যাজ্ঞবল্ক্য এবং শুকদেব, ইহারা কংসারির কৃপায় পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানবলে চিরমুক্ত হইয়াছেন। আমি ত্রিকালজ্ঞতাহেতু তোমার মোহনাশের জন্য যুগান্তরীয় উপমা প্রদান করিলাম। জীবগণ পরমেশ্বরের কৃপায় সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে :—

অশেষ-সংক্লেশ-শমং বিধত্তে,
গুণানুবাদ-শ্রবণং মুরারেঃ।
কিংবা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগসেবারতি-রাত্মলব্ধা:॥

হরিগুণের কীর্ত্তন ও শ্রবণ, সমস্ত ক্লেশের শান্তি বিধান করে, পুনরায় তাঁহার পাদপদ্মের ধূলিসেবায় মনোগত অত্যন্ত আসক্তি কিবা বিধান করে? অর্থাৎ সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করে।

অতএব তুমিও, কঠোর তপস্যা করিয়া শ্রীরামের কৃপাবলে নিজবাসনা পূর্ণ কর।" দেবর্ষি, সূর্পণখাকে এইরূপ উপদেশ দান করিয়া বিভীষণকৃত আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক আকাশপথে অমর-ভবনে গমন করিলেন।

অনন্তর সূর্পনখা নিজ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি, বিবাহদিনে বিধবা হইয়া পতিমারক রাবণের সমীপে স্বামিশোক সূচনা করিলে, রাক্ষসেশ্বর নিজকৃত বৈধব্যদুঃখের প্রশান্তির জন্য আমাকে চতুর্দ্দশসহস্র

সৈন্যের সহিত চিরস্বাধীনতা প্রদান করিলেন। আমি স্বাতন্ত্র্য(১) হেতু রামরূপে মোহিতা হইয়া নিশাচরকুল ধ্বংস করিলাম। সম্প্রতি বিধবা-রাক্ষসরমণীগণ, দর্শনমাত্রে বাক্যশর নিঃক্ষেপপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহ হইতে আমাকে অপসারণ করে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীরামের উপাসনা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সূর্পনখা, দেবর্ষির উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে তীব্রবৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সমুদ্রের কূলে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সমস্ত-ঋতুজাত ক্লেশ সহাস্যবদনে সহ্য করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তারপর রাবণানুজার দেহ বহুদিন অনিলভোজনে কঙ্কালসার হইলে, পীতবসন, প্রীতচিত্তে সূর্পনখাসমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "সূর্পনখে! আমি তোমার কঠিন তপস্যায় প্রীতিলাভ করিয়াছি, তুমি বাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর।" এইরূপ চক্রপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণানুজা বলিলেন, "হে দয়ার্ণব! আপনি, নিজদয়ায় এ দাসীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া একদিনের জন্য আমার পতি হইবেন, আমার এই প্রার্থনা পূরণ করুন। অন্যবরে আমার প্রয়োজন নাই।" বিষ্ণু বলিলেন, "দ্বাপরের শেষে আমার কৃষ্ণাবতার-সময়ে তুমি কুব্জারূপে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে পতিরূপে পাইবে। পরপুরুষের লোভনাশক তোমার পৃষ্ঠস্থিত কুব্জ আমার পাণিস্পর্শে বিনষ্ট হইবে।" এই বলিয়া পীতাম্বর অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর বিংশতিবাহুর(২) কনিষ্ঠা ভগিনী, বাঞ্ছিত-বরলাভে আনন্দিতা হইয়া নিজ অনুজের ভবনে কালযাপনপূর্ব্বক যথাসময়ে কৃতান্তকবলে গমন করিলেন, ও কংসপালিত মথুরায় কুব্জারূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া কেশব-করস্পর্শে পৃষ্ঠস্থিত কুব্জের বিনাশপূর্ব্বক

(১) স্বাধীনতা। স্বেচ্ছাচারিতা।

(২) রাবণের।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের কৃপা সীমবদ্ধ, পরমেশ্বরের অসীম কৃপা মানবের অনুমানপথ অতিক্রম করে। জীবগণ তপস্তাবলে মাধবের নিকটে সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন। মহাপাপকারিণী নিশাচরীও সাধনাবলে কমলাপতিকে পতিরূপে লাভ করিলেন। কুব্জারমণ, শ্রীকৃষ্ণের সংসারকারণ অষ্টপাশ বিচ্ছেদপূর্ব্বক পরমেশ্বরত্ব সূচনা করিয়া প্রার্থনাপূর্ণকারিতা প্রকাশ করিতেছে। বহুসুকৃতি-লভ্যদর্শন তপস্তার অধীন শ্রীকৃষ্ণ, জন্মান্তরীয় কঠোর তপস্তার ফলদানের জন্য জ্ঞানহীন মানবের অবোধ্য সংসারবিরুদ্ধ কুব্জারমণ ও গোপীগণ-সঙ্গম করিয়া বদ্ধজীবের মোহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।”

শিষ্য। গোপীগণ কে? তাহাদিগের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ নিরাস করুন।”

গুরু। বিরিঞ্চির অনুরোধে দুর্জ্জয় রাবণের বিনাশের জন্য রামরূপে অবতীর্ণ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরি, নিজপরামর্শবলে অনলে জানকী সংস্থাপন পূর্ব্বক মারীচনাশচ্ছলে ছায়াসীতা হরণ করাইয়া রঙ্গমঞ্চে নটের ন্যায় মাল্যবান্ পর্ব্বতে জীবমোহের জন্য সীতাশোক অভিনয় করিয়া স্ত্রৈণতা(১) প্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বালখিল্য ঋষিগণ, ব্যোমমার্গে গমন করিতে করিতে “মার্গমধ্যস্থ মাল্যবান্ শৈলে অবস্থিত ভুবনপতির পাদপঙ্কজ দর্শন না করিয়া গমন করা উচিত নহে” এইরূপ বিবেচনা করিয়া আকাশপথ হইতে মাল্যবদ্-গিরিস্থিত শ্রীরামের সমীপে গমন করিলেন, এবং দূর হইতে রঘুপতিকে সীতাশোক বিধুর(২) দর্শন করিয়া করুণরসপ্রবাহে চিত্তমজ্জন হেতু শূন্যপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “পরমেশ্বর প্রকৃতিকে অত্যন্ত ভালবাসেন, অতএব আমরা প্রকৃতিরূপ ধারণ করিয়া জগৎপতিকে পতিরূপে ভজনা করিব।” এই বলিয়া তাহারা, চিরকুমারাকৃতি সনৎকুমারের নিকটে গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক

(১) স্ত্রীর অধীনতা। (২) কাতর।

নিজ নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর সনৎকুমার বালিখিল্যগণকে বলিলেন, "তোমাদিগের বহুসুকৃতিফলে নারায়ণে ভক্তি হইয়াছে।

প্রপন্নগীতায় :—

জন্মান্তর-সহস্রেণ তপোধ্যান্-সমাধিভিঃ।
জীবানাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে।

সহস্রজন্মকৃত তপধ্যান-সমাধি দ্বারা পাপক্ষয়কারী জীবগণের কৃষ্ণে ভক্তি জন্মায়।

নারায়ণে ভক্তি সকল-কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

পুরাণে :—

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছব্রতান্যন্বহং,
ভেদচ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বং হুতং ভস্মনি।
তীর্থনামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ—
দ্বন্দাম্ভোরুহসংস্তুতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ॥

যাঁহার পাদপদ্মের স্তবব্যতিরেকে নিত্য নিত্য বেদপাঠ বনরোদন, ভিন্ন ভিন্নরূপে নিষ্পাদিত তপ্তকৃচ্ছ—(১) চান্দ্রায়ণাদিব্রত ও কূপজলাশয়াদি-প্রতিষ্ঠা, এ সমস্ত ভস্মহোম, এবং তীর্থসমূহে স্নানদানাদি ক্রিয়া হস্তি-স্নানের ন্যায় নিষ্ফল হয়, সেই লীলাকারী নারায়ণ বিজয় লাভ করেন।

তোমাদিগের বাসনা ভালমন্দে মিশ্রিত হইয়াছে। লক্ষ্মী বিনা কেহই নারায়ণের চিরপ্রণয়িনী হইতে পারেন না। সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বরী সরস্বতী, বহু সাধনার ফলে মাধবের প্রণয়িনী হইয়াও কেশবের ধরণী-স্থিতিকালে

(১) সান্তপন-প্রাজাপত্যাদি ব্রত।

বিরহদুঃখ অনুভব করেন। অসম্ভব যৌনসম্বন্ধে জগৎপতিকে চির-কাল আবদ্ধ করিতে হইলে, পতনকারী শিক্ষাহীন চিরনারীজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বরের সুখস্বরূপতা চিরকাল আস্বাদন করা যায়। নারীরূপে ঈশ্বরের সাধনা করিলে, "সুখান্তে দুঃখ" এই শাস্ত্রনিয়মে বিরহ-যন্ত্রণা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। জীব, বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল ঈশ্বরপ্রেমকে সর্ব্বদা অবরুদ্ধ করিতে পারে না। পতিবিনিময়ে উপপতিরূপে পরমপুরুষের ভজনা করিলে, একজন্মে রমণীরূপ-ধারণে নিজবাসনা পূর্ণ হইবে, এবং অবগুণ্ঠন(১)মধ্যবর্ত্তিনী কামিনী হইয়া কারারুদ্ধ নরের ন্যায় চিরকাল গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে হইবে না। ক্ষণিকতা হেতু সীমাবদ্ধ দাম্পত্যপ্রেমে অপর্ব্বদিবসে যুবতীগমনাদি শাস্ত্রশাসন ও নৈশশৃঙ্গারাদি ধর্ম্মভয়, ঋতুরমণাদি বিধিত্রাস, এবং গুরুস্বজনাদি লোকভয় আছে। পরকীয় প্রেমে এ সমস্ত কিছুই নাই, অতএব তোমরা, উপপতিরূপে ভজনা করিলে, অসীম পরকীয় প্রেমে চিত্ত নিমগ্ন করিয়া অতুলনীয় ঐশ্বরিক সুখসম্ভোগ করিবে, ও চিরকাল অজ্ঞানভূমি (২) নারীজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না, এবং শ্রীপতিপতি-বাসনা সফল হইবে। তোমরা, অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিয়া শ্রীহরির তপস্যা কর। ব্রহ্মচর্য্যের অবলম্বনে রসনেন্দ্রিয়-সংযমকে যম বলে; বিশুদ্ধভাবে বেদতন্ত্রসম্ভূত মন্ত্রের যোগে হরিপূজাদিকে নিয়ম বলে জপের জন্য পদ্মাদিভাবে উপবেশনকে আসন বলে, পূরক,কুম্ভক ও রেচকের যোগে শ্বাসপ্রশ্বাসের নিরোধকে প্রাণায়াম বলে; জাগতিক পদার্থে প্রসক্ত চিত্তের হৃদয়ে কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তিতে আনয়নকে প্রত্যাহার বলে; কেবল কেশবদেহে চিত্তবন্ধনকে ধারণা বলে; কল্পিত বিষ্ণুশরীরে পাদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-জ্ঞানের প্রবাহকে ধ্যান বলে, হৃদয়কমলে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত অদ্বিতীয়ভাবে

(১) ঘোমটা। (২) অজ্ঞানাধার।

পীতাম্বরের পরিদর্শনকে সমাধি বলে।" সনৎকুমারের এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া বালখিল্য ঋষিগণ, প্রণামপূর্ব্বক তথা হইতে আগমন করিয়া কান্তারে (১) বহুদিন অষ্টাঙ্গযোগে হরিসাধন করিতে করিতে সমাধিসময়ে নিজ নিজ হৃদয়ে এইরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন।

কোকনদ(২) জিনি হরির চরণ যুগল।
কদলী নিন্দিয়া শোভে উরু সুবিমল॥
নবীন কিশোরবেশ কটিতট ক্ষীণ।
নবজলধর রূপ দোষলেশ-হীন॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাণিতে (৩) ধারণ।
কদম্ব-কেশর-পীত কৌষেয় বসন॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি বনমালা আর।
বিশাল হৃদয়ে শোভে মণিময় হার॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে পাদাব্জে নূপুর।
মুকুট মস্তকে হস্তে কঙ্কণ কেয়ূর॥
প্রসন্নবদনাম্ভোজ (৪) নয়ন নলিন(৫)।
ভুবনমোহন মূর্ত্তি কন্দর্প মলিন॥
কুটিল নীলকুন্তল ধবল দশন (৬)।
হীরকঊর্ম্মিকা(৭) কাঞ্চী (৭)কিরীট(৯) ভূষণ॥
কুন্দইন্দু (১০) জিনি হয় সুমধুর হাস।
কান্তিতে সতত করে তমোরাশি নাশ॥

---

(১) ঘোর বনে। (২) রক্তপদ্ম। (৩) হাত। (৪) (৫) পদ্ম। (৬) দাঁত। (৭) আংটী। (৮) চন্দ্রহার। (৯) মুকুটের চূড়া। (১০) কুঁদফুল, চন্দ্র।

অনন্তর বিষ্ণু, অনুগ্রহ—প্রকাশে ঋষিসমূহের সমীপে আবির্ভূত হইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, "তোমরা বরগ্রহণ কর।" বালখিল্যগণ বলিলেন, "আমরা নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া একদিনের জন্যও আপনাকে উপপতিরূপে সম্ভোগ করিব, এইবর আমাদিগকে দান করুন।" শ্রীহরি বলিলেন, "আমি, দ্বাপরের শেষে ধর্ম্ম ও ধরণীকে রক্ষা করিবার জন্য এবং পাপশীল জীবগণের বিনাশহেতু মায়াগর্ভ দেখাইয়া প্রসবচ্ছলদিবসে মায়ানির্ম্মিত দ্বিভুজ কৃষ্ণদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া নন্দগোপরূপী দ্রোণ বসুর গৃহে বাস করিব। সেই সময়ে তোমরা সর্ব্বস্থানে গমনযোগ্য গোপী-জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবাংশোৎপন্ন গোপদিগকে স্বামিরূপে পাইবে, এবং আমাকে উপপতিরূপে লাভ করিয়া রাসলীলা-সময়ে অভিলষিত সুরত(১)সুখ উপভোগ করিবে। তোমাদিগের তপস্যার ফলদানের জন্য আমাকে অতি-কুৎসিত সংসারবিরুদ্ধ পরনারীরমণ করিতে হইবে।" এইরূপ বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ বলিলেন, "হে কৃপাসিন্ধো! জগৎপতি আপনি সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে অবস্থান করিতেছেন। প্রতিদিন প্রাণিগণ, সুষুপ্তি(২)-সময়ে নির্গুণ ব্রহ্ম আপনাতে বিলীন হইয়া পরমসুখ উপভোগ করেন, এবং স্বপ্ন ও জাগ্রদ্দশায় আপনা হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বাপ্নিক ও সাংসারিক সুখ ভোগ করেন, এইজন্য জাগ্রদবস্থায় জীবসকলের সুষুপ্তিজাত সুখের অনুস্মরণ হয়। সেই সর্ব্বসুখদাতা নিখিলজীবের আশ্রয় আপনি বদ্ধ(৩) জীবদুর্ব্বোধ্য জননেন্দ্রিয়সঞ্জাত সর্ব্বশরীরবিমোহী পরকীয়-সুরতসুখে সংসারবিরোধ বলিলেন? সকলদেহের অধ্যক্ষ-(৪) আপনার পরকীয় রমণে সংসারের কুকার্যতা হইলে, সর্ব্বমানবের নিজ প্রণয়িণীর

---

(১) রমণ। (২) গভীর নিদ্রা এই অবস্থায় কোন স্বপ্নাদি দর্শন হয় না। (৩) মায়াবদ্ধ।

(৪) সকল জীবের দেহের কর্ত্তা ভগবান—তিনি পরনারীর সহিত রতি করিলে সেটা তাহার পক্ষে যদি দুষ্কর্ম্ম হয়।

প্রেমে অকার্য্যতা স্বয়ং সিদ্ধ হয়। মানব, জন্মান্তরীয় পশু, পক্ষী ও অন্যনরের রমণীকে পরস্পরের সমানকর্ম্মফলে কান্তা(১)রূপে লাভ করেন, এবং নিজের জীবিতকালে মরণান্তর জন্মান্তরপ্রাপ্ত নিজরমণীকে অজ্ঞাত-ভাবে পরপুরুষকে দান করেন। জন্মান্তরীয়-গোপীরূপী আমরাও, স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের কনকপ্রাপ্তির ন্যায় আপনার স্পর্শে অন্যের অলক্ষিতভাবে নূতন দিব্যদেহ ধারণ করিয়া জগৎপতিত্বহেতু চিরপতি আপনাকে উপপতি-রূপে পাইব, ইহাতে সংসারবিরোধ কি আছে? উন্মত্তের ন্যায় মায়া-যবনিকাচ্ছন্ন জীবের বাক্য সর্ব্বরূপে অগ্রাহ্য হয়। যে বদ্ধজীব, মায়াকল্পিত ক্ষণভঙ্গুর নিজদেহে "আমি" এই জ্ঞান প্রগাঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া স্বাপ্নিক বস্তুর ন্যায় ক্ষণিক নিজপত্নী, পুত্র, স্বজন ও সংসারস্থিত ধনাদি পদার্থে আত্মীয়তা প্রকাশ করেন, এবং পাদ, উরু, উদর, বাহু ও মস্তকাদি অঙ্গ বিশেষরূপে অন্বেষণ করিয়াও আমিবস্তু লাভকরিতে পারেন না, দেহে জীব-বাদী সেইজীব, মায়ারূপ-উন্মাদরোগে বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম করিতে এবং সর্ব্ববাক্য বলিতে কখনও কুণ্ঠিত হন না। বিশেষতঃ জীবশ্রেষ্ঠ সুরগণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম আপনার লীলা অনুমানদ্বারা অবগত হইতে পারেন না, নিকৃষ্টজীব মানব কিরূপে তাহা বিদিত হইবে? যেমন অম্বরস্থিত(২) এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলপূর্ণ বহুপাত্রে ভিন্নভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ এক পরমাত্মা আপনার ছায়া, বহুঅন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া বহুজীব হইয়াছে। যেমন এক অনলের বহুস্ফুলিঙ্গ, বহুস্থানে নিরুদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বহুসংজ্ঞা ধারণ করে, সেইরূপ এক পরমব্রহ্ম আপনার বহু অংশ, মায়া দ্বারা বহু অন্তঃকরণে আবদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নানাজীবনাম লাভ করিয়াছে। কোন জীব ও কোন স্থান, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষ আপনার স্পর্শ অতিক্রম করিতে পারে না। আপনার ব্যাপকশক্তিপূর্ণ জীব প্রাকৃত(৩) সুরতকালে সকল

(১) পত্নী। (২) আকাশস্থিত। (৩) স্বাভাবিক।

জীবের হৃদয়বাসী আপনার সহিত অজ্ঞাতভাবে রমণ করেন। আপনার বশবর্ত্তিনী ত্রিভুবনজননী মায়ার সমাশ্রয়ে সমুৎপন্ন জীবসকল পরম্পরা-সম্বন্ধে ভবদীয় অধীনতা স্বীকার করে। আপনি মায়াপতিহেতু মায়াধীন নিখিল জীবের পতি ন্যায়সিদ্ধ হইতেছেন। হে করুণার্ণব! (১) আপনি, নিজ গুণে আমাদিগের বাচালতাদোষ মার্জ্জনা করিয়া ভক্তগণের সংসার-বিরুদ্ধ অভিপ্রায় সফল করুন।" এইরূপ ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, "ভক্তাধীন আমি, ভক্তের জন্য ঘৃণাকর মীন, বরাহ ও কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ করিয়া নিজবনিতা-হরণাদি অপকীর্ত্তি কীর্ত্তন করাইয়া, অতিনীচ বানরাদি জীবগণের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক দুষ্কর সমুদ্রসেতু নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রহ্মশাপাদি সমস্ত বিপদ্ হইতে ভক্তগণকে রক্ষা করিয়াছি, এবং ভক্তপালন স্বভাবহেতু তোমাদিগের বাসনা পূর্ণ করিয়া শ্বপচ(২) নরের অসাধ্য চিরস্থায়ী পরনারীগমনরূপ অপযশ হাস্যবদনে গ্রহণ করিব। আমি ভক্তের জন্য প্রসন্নচিত্তে সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারি।" এই বলিয়া পীতবসন অদৃশ্য হইলেন।

তারপর দ্বাপরের শেষে বালখিল্য ঋষিগণ, হরিকে উপপতিরূপে ভজনা করিবার জন্য নিজ নিজ অংশে ভূতলে বহির্গমনযোগ্য গোপী-জন্ম গ্রহণ করিলেন। সুতপা প্রজাপতি ও তাহার পত্নী পৃশ্নি ইহারা উভয়ে, বিষ্ণুকে পুত্ররূপে বারত্রয় লাভ করিবার জন্য ষড়্ঋতুসম্ভূত বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া গলিতপত্র-ভক্ষণে ও অনশনে বহুদিন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, ও তপস্যাতুষ্ট মাধবের বরদানপ্রভাবে পৃশ্নিগর্ভনামক-পুত্ররূপে প্রথমবার এবং কশ্যপ-অদিতিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া বামন-সুতরূপে দ্বিতীয়বার হরিকে লাভ করিলেন। সেই কশ্যপ ও অদিতি, বরুণের কামধেনু হরণে কুপিত বিরিঞ্চির অভিশাপে বসুদেব ও দেবকীরূপে ধরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার দাম্পত্যপ্রেমে আবদ্ধ

(১) দয়ার সাগর। (২) চণ্ডাল।

হইলেন। ভারাক্রান্তা পৃথিবীর ক্রন্দনকালে "বিশ্বপীড়ক অধর্ম্মনিষ্ঠ জীবগণের বিনাশ দ্বারা অসহ্য ভার হরণ করিয়া ধরণীকে পালন করুন।" এইরূপ কমলযোনির(১) প্রার্থনা পূর্ণ করিবার-মানসে কমলাপতি, জীবমোহের জন্য দেবকীর মায়াগর্ভ নির্ম্মাণ করিলেন, ও প্রসবচ্ছলদিবসে সূতিকাগৃহে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইলেন, এবং কংসভীত পিতাকে গোকুলগমনে আদেশ করিয়া স্তুতিপরায়ণ জনক-জননীর বিমোহনপূর্ব্বক নিজমায়া-বিরচিত জলধরকান্তি দ্বিভুজ কৃষ্ণশরীর গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে দ্রোণবসু ও তদীয়া ভার্য্যা ধরা, শিশুরূপধারী শ্রীপতির প্রতিপালনের জন্য গোপবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া নন্দ ও যশোদা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর বিষ্ণুবাক্যে শিশুসুত গ্রহণকারী বসুদেব, কেশবকৃপায় অন্যের অলক্ষিতভাবে দুর্গম কংসপুরী অতিক্রম করিয়া জম্বূক(২)গতি দর্শনে জলপূর্ণ যমুনার পরপারে গমনপূর্ব্বক গোকুলে প্রবেশ করিলেন, ও সূতিকাগৃহে গমন করিয়া নিদ্রিতা যশোদার ক্রোড়দেশে শিশুকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া বিনিময়নিয়মে মায়াগর্ভোৎপন্না যশোদার কল্পিত-কন্যা বিষ্ণুসখী মহামায়াকে নিজস্থানে আনয়নপূর্ব্বক কংসসমীপে সমর্পণ করিলেন। মহামায়া, শিলাতলে নিক্ষেপকালে কংসের কর হইতে বিচ্যুতা হইয়া ব্যোমমার্গে প্রস্থান করিলেন। যদি দুঃখ ব্যতিরেকে সাংসারিক অল্পসুখ লাভ না হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গোৎপন্ন অপরিমিত সুখের প্রাপ্তি ক্লেশ বিনা কিরূপে হইবে, এইজন্য বসুদেব, ও দেবকী, বিবাহিতা অনুজার পথগমনকালে "ইহার অষ্টম পুত্র তোমাকে সংহার করিবে।" এইরূপ দৈববাণী হইতে ভীত কংসের নিকটে কারাগার-নিরোধাদি(৩) অশেষযন্ত্রণা অনুভব করিয়া তৃতীয়বার হরিকে কৃষ্ণপুত্ররূপে লাভ করিলেন। যেমন মানব, প্রথমে অতিক্লেশে দুর্গম পরিখা(৪)অতিক্রম

(১) ব্রহ্মা। (২) শৃগাল।

(৩) রুদ্ধকরণ, বন্ধন, নিগ্রহ। (৪) গড়খাই।

করিয়া সুখকর রাজভবন লাভ করে, সেইরূপ সপত্নীক বসুদেব, প্রথমে মহাক্লেশে শৃঙ্খলবন্ধনাদি যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া জন্মান্তরীয় তপস্যার ফলে পুত্ররূপী পরমেশ্বরের দর্শনোৎপন্ন অসীম সুখ লাভ করিলেন।

অনন্তর গোপীগণ নিজ নিজ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যেমন শক্তিমান্ অগ্নির পাকশক্তি, প্রকাশশক্তি এবং দাহশক্তি অগ্নি হইতে ভিন্ন হয় না, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তি, পালনশক্তি এবং সংহারশক্তি পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। যেমন মানব হিমালয় হইতে সমুদ্র-পর্য্যন্ত গমনকারিণী গঙ্গার প্রাপ্তির জন্য কাশীরূপ-একদেশ-স্থিতা জাহ্নবীকে ভজনা করে, সেইরূপ আমরা সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের প্রাপ্তির জন্য বৃন্দাবনস্থিতা কাত্যায়নীনাম্নী কৃষ্ণরূপী পরমেশ্বরের পালন-শক্তিকে উপাসনা করিব।" এইরূপ স্থির করিয়া গোপাঙ্গনাগণ, অগ্রহায়ণ-মাসে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য হবিষ্যভোজনপূর্ব্বক ব্রত ধারণ করিলেন, ও কালিন্দী(১) কূলে কৃষ্ণভক্তিদায়িনী মহামায়া কাত্যায়নীর মৃন্ময়ী(২)প্রতিমা সংস্থাপনপূর্ব্বক বিশেষরূপে উপাসনা করিয়া তাঁহার সমীপে কৃষ্ণপতিরূপবর প্রার্থনা করিলেন, এবং ব্রতশেষে পুলিনের(৩) উপরিভাগে নিজনিজ বস্ত্র স্থাপন করিয়া দিগম্বরীভাবে(৪) কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনায় জলকেলি(৫) আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী সপ্তবৎসরবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ, সেই সময়ে তথায় আগমন করিয়া গোপীদিগের সমস্ত বসন গ্রহণপূর্ব্বক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, "এই গোপীগণ, আমাকে উপপতিরূপে পাইবার জন্য পূর্ব্বজন্মে কঠোর তপস্যা করিয়াছে, ও ইহজন্মে পুনর্ব্বার কাত্যায়নী-ব্রত করিতেছে, অতএব অগ্নিযোগে কনক-মলের(৬) ন্যায় পরীক্ষাযোগে ইহাদিগের ঘৃণালজ্জাদি অষ্টপাশরূপ চিত্তমল বিধ্বংস করা উচিত। অষ্টপাশস্থিতি, তত্ত্বজ্ঞানী মানবের মোক্ষলাভের

---

(১) যমুনা। (২) মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। (৩) তীর, কিনারা। (৪) উলঙ্গ হইয়া। (৫) খেলা। (৬) সোনার ময়লা বা খাদ।

ন্যায় আমার দর্শনকারী গোপীগণের মদীয়-শরীরপ্রাপ্তি অবরুদ্ধ করিতেছে। মুখভঙ্গ যেরূপ দর্পণে,(১) সেইরূপ জীবচিত্ত, আমাতে প্রতিফলিত হয়। গোপাঙ্গনাসকল, যদি মমতাবুদ্ধিহেতু আমার জন্য ধৃত নারীদেহের প্রধানাঙ্গ লজ্জাধার পুরুষ-মোহকর দুর্গন্ধি ক্লেদপূর্ণ অতিতুচ্ছ নিজ নিজ জননেন্দ্রিয় আমাকে সমর্পণ করিতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত বস্তুর অদানহেতু নির্ব্বাণের ন্যায় প্রাকৃতিক ভাবে আমার সর্ব্ব শরীর কিরূপে গ্রহণ করিবে? ত্রিভুবনস্থিত পদার্থে যে কোন কারণে মমতা-বুদ্ধিহেতু কণামাত্র আসক্তি(২) থাকিলে জীব মুক্ত হইতে পারে না। পরমযোগী ঋষি, শুকবিহগে মমতা-বুদ্ধিহেতু শুকপক্ষিজন্ম গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতীর কৃপায় ব্যাসপুত্র শুকদেব হইবেন। এইজন্য যোগিগণ, মমতাবুদ্ধি সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট করিয়া বৈরাগ্য-পূর্ণহৃদয়ে আমাতে নিখিলবস্তু সমর্পণ করে। জীব, আমাতে সমস্ত পদার্থ সমর্পণ করিতে না পারিলে, আমাকে লাভ করিতে পারে না। অতএব আমার জন্য কামিনীকলেবর-গ্রহণকারী ভক্তগোপীগণের লজ্জাজনিত যোনি-নিহিত মমতা-জ্ঞানের নাশ আমার বলপূর্ব্বক করা উচিত। দ্বিতল প্রাসাদে আরোহণকারীর কর ধারণ করিয়া অবশিষ্ট সোপানদ্বয় অতিক্রম করাইয়া প্রাসাদে উত্তোলন প্রাসাদপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রবি-সমীপবর্ত্তীর তমোলেশের(৩) ন্যায় আমার শরীরসার শুক্রের ভোগাভিলাষী নারীসমূহের চিরস্থায়ী লজ্জারূপ বন্ধনলেশ আমার নিষ্ঠুরতা সূচনা করে। হিরণ্যকশিপু-রাবণাদি বৈরীদিগের সদ্‌গতিদায়িনী আমার করুণা যোগ-জ্ঞান-শিক্ষাশূন্য অবগুণ্ঠন(৪) মধ্যবর্ত্তী মদগত-প্রাণ অবলাগণের প্রতি সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত। যেমন অনল, সামান্য-দাহদ্বারা বীজের বৃক্ষজনন শক্তি

---

(১) আয়না।

(২) অনুরাগ, ভোগের অভিলাষ। (৩) সামান্য মাত্র অন্ধকার।

(৪) মুখাবরণ, ঘোমটা।

বিনষ্ট করে, সেইরূপ আমি যোনিদর্শন দ্বারা গোপীদিগের পুনর্জ্জন্মকর কর্ম্ম বিধ্বংস করিব। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ, বিবাহঙ্গভূত পাণিগ্রহণ-দিবসে (উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানিতে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা) "হে পত্নি! তোমার উরুদ্বয়ে ও যোনিদেশে, জঙ্ঘাযুগলে এবং সন্ধিস্থানে অশুচিজনক যে সকল পাপ আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা সেই সমস্ত পাপকে ধ্বংস করি।" এই মন্ত্র, ও চতুর্থীহোম-সময়ে (অগ্নিবায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি, যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা) "হে অগ্নি-বায়ু চন্দ্রসূর্য্যগণ! যেহেতু আপনারা ইন্দ্রাদিদেবগণের দোষ বিনষ্ট করেন, সেইজন্য ব্রাহ্মণ আমি, বিশুদ্ধিভিক্ষা কামনা করিয়া আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। প্রধানশরীর এই নারীর যে যোনি অশুদ্ধি হেতু সঙ্গমদ্বারা পতির অমঙ্গল সাধন করিবে, আপনারা সেই শরীর যোনিকে পবিত্র করুন।" এই মন্ত্র, এবং গর্ভাধানকালে (দক্ষিণহস্তেন উপস্থং স্পৃশন্ জপতি। বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু) "পবিত্র করিবার জন্য দক্ষিণ হস্তদ্বারা যোনি স্পর্শ করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিবে। বিষ্ণু যোনিকে পরিশুদ্ধ করুন।" এইরূপ মন্ত্রের দ্বারা নিজ ভার্য্যার যোনি সংস্কার করিয়া পত্নীতে শৃঙ্গার-ক্রিয়া সম্পাদন করে। অতএব ব্রাহ্মণপতি আমার নিজদৃষ্টি দ্বারা গোপী-গণের যোনি সংস্কার না করিয়া অভিগমন করা উচিত নহে। যেমন অপবিত্র শ্মশান, বৈদিক-হোমযোগে বিশুদ্ধ হইয়া দেবতার স্থান হয়, সেইরূপ অশুদ্ধ ক্লেদজনক গোপীদিগের যোনি, আমার দৃষ্টি দ্বারা পূত হইয়া সুর(১)ভোগযোগ্য হউক"। এইরূপ বিচার করিয়া সপ্তবর্ষীয়-বালকবেশী নির্গুণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, নিজ প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়াকারী বালকের ন্যায় স্বীয়-প্রতিবিম্ব(২) স্বরূপ শীতকম্পিত গোপীগণকে বলিলেন, "হে গোপাঙ্গনা-

(১) দেবতা। (২) প্রতিচ্ছায়া, অনুরূপ আকৃতি।

গণ! তোমরা, নীর হইতে আমার নিকটে আগমন করিয়া নিজ নিজ বসন গ্রহণ কর।" কেশবের বাক্য-শ্রবণের পর গোপরমণীগণ, করযুগলে নিজ নিজ যোনি আচ্ছাদন করিয়া সলিল হইতে নীপতরুতলে(১) আগমন করিলেন। বংশীধর, গোপীদিগের জননেন্দ্রিয় করসমাচ্ছাদিত দেখিয়া নিজ বাসনার প্রতিকূলতাহেতু বলিলেন, "হে নিতম্বিনীগণ! (২) তোমরা, কাত্যায়নীব্রত করিয়া শেষদিনে নগ্নাবস্থায় অপরাধজনক জলকেলি দ্বারা ব্রত ভঙ্গ করিয়াছ, অতএব ব্রতবৈগুণ্য(৩) সমাধানের জন্য নিজ নিজ শিরে অঞ্জলি(৪) করিয়া নিম্নে প্রণাম পূর্ব্বক স্বকীয় বস্ত্র গ্রহণ কর।" শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীগণ, ব্রতবৈগুণ্যহেতু নিজ মনোরথের বৈফল্যভয়ে (৫) লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে(৬) কদম্বতলে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ বসন গ্রহণ করিলেন। পীতাম্বর, নিজদৃষ্টি দ্বারা গোপাঙ্গনাদিগের অষ্টপাশচ্ছেদন পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্মকর সঞ্চিত ক্রিয়মান নিখিল কর্ম্ম ধ্বংস করিলেন, এবং শৃগালকুক্কুর-ভক্ষ্য যোনিকে বিশুদ্ধ করিয়া সুরভোগযোগ্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিলেন, "হে যুবতীগণ! আমি তোমাদিগের মনোগত অভিলাষ বিদিত হইয়াছি, তোমরা আমাকে পতিরূপে পাইবার জন্য ব্রত করিয়াছ। ভর্জ্জিত(৭)বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় জীবের আমাগত বাসনা হইতে সংসার দর্শন হয় না। তোমাদিগের বাসনা অচিরে পূর্ণ হইবে, তোমরা গৃহে গমন কর।" এইরূপে বরদান করিয়া পীতবসন, নীপতরু হইতে ভূমিতলে অবতরণ পূর্ব্বক নন্দভবনে গমন করিলেন। গোপললনাগণ, কৃষ্ণকর্ম্মে বিস্মিত হইয়া, "কুলালের(৮) নিজরচিত শরাবের(৯) দর্শনের ন্যায় বংশীধর, নিজসৃষ্ট

---

(১) কদমগাছের তলায়।

(২) নারীগণ। (৩) বিফলতাদোষ। (৪) করপুট, আঁচ্‌লা।

(৫) নিষ্ফল হইবার ভয়ে। (৬) যোড় হাত করিয়া। (৭) যাহা ভাজা হইয়াছে, ভাজা বীজ থেকে গাছ হয় না। (৮) কুম্ভকার, কুমার। (৯) শরা।

যোনি দর্শন করিয়া বরদানে কাত্যায়নীব্রত সফল করিলেন।" এই কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ নিলয়ে প্রস্থান করিলেন। কেশব, বসনহরণ-চ্ছলে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভকর বহুরমণীর জননেন্দ্রিয় সম্যকরূপে দর্শন করিয়াও অবিকৃতভাবে এক বৎসরকাল অবস্থান করিলেন। যোগিগণ, রমণীর কুচযুগল(১) একবারমাত্র অবলোকন করিয়া যোগবিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে মদনের দাসত্ব গ্রহণ করেন। বিষপানে শঙ্করের অবিকৃত-ভাবে(২) স্থিতির ন্যায় বহুযোনি-দর্শনে নিশ্চল-ভাবে অবস্থান শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বরত্ব প্রকাশ করিতেছে। অনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে, অষ্টবর্ষীয়-বালকবেশী সর্ব্বকর্ম্ম-ফলদাতা পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, শরৎকালে পূর্ণিমারজনী শশিকর(৩) রঞ্জিতা দেখিয়া নিজ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মাদি নিখিল জীবের বিজয়কারী প্রবল মদনের অপরাজয় আমার দর্পহারী নামকে কলুষিত করিতেছে। পরাজয় দুইভাগে বিভক্ত, অন্যের প্রাণদণ্ডকে মুখ্য(৪)পরাজয় ও সর্ব্বশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক কিঙ্করের ন্যায় নিজবশে চিরস্থাপনকে গৌণ(৫) পরাজয় বলে। সংহারকারী শঙ্কর, শরীর সংহার করিয়া মুখ্য কন্দর্প(৬) জয় করিয়াছেন। পালনকারী আমার রক্ষাবৃত্তি-অবলম্বনে সর্ব্বশক্তি অপহরণ করিয়া নিজবশে চিরস্থাপনরূপ গৌণ কামবিজয় অধুনা কর্ত্তব্যকর্ম্ম।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মদনমোহন মুরলীধর, মন্মথের বিজয়-মানসে সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী যোগমায়া অবলম্বন করিয়া জন্মান্তরীয় তপস্যার ফলদানের জন্য কামিনীগণের কামবৃদ্ধিকর কল(৭) বেণু শব্দ করিতে লাগিলেন। গোপীগণ, বংশীরব-শ্রবণে বংশীধরে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক পতি, পুত্র, স্বজন ও পশু(৮) পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপতিসমীপে গমন করিলেন। তারপর বিশ্বপতি, পার্থিবদেহে অপ্রাকৃত সুরতের

(১) স্তনদ্বয়। (২) অবিকৃত হইয়া থাকার মত। (৩) জ্যোৎস্না।
(৪) প্রধান। (৫) অপ্রধান। (৬) কাম। (৭) অব্যক্ত মধুর স্বরে বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। (৮) গৃহপালিত পশু।

অযোগ্যতাহেতু মায়াবলে অন্যের অজ্ঞাতভাবে গোপীগণের দিব্য শরীর সৃষ্টি করিলেন। (অলৌকিক পদার্থের ভোগ ও দর্শন করিতে হইলে, দিব্যদেহ আবশ্যক। এইজন্য কুরুক্ষেত্রে রণসময়ে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশকালে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "(দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ) আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি।" মৃত্তিকাপাত্রে কেশরি(১)দুগ্ধের ন্যায় দিব্যদেহ ব্যতিরেকে পার্থিব কলেবরে অপরিমেয় ঐশ্বরিক শৃঙ্গারসুখের অনুভব হইতে পারে না। জন্মান্তরীয় দেহধারণের ন্যায় দিব্য-শরীর-গ্রহণহেতু গোপাঙ্গনা-বিহারে শ্রীকৃষ্ণের পরনারী-গমনদোষ বিগত হইল।) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দিব্যদেহের সংসর্গোৎপন্ন দিব্যজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য গোপললনাদিগকে বলিলেন, "হে মহাভাগ্যবতীগণ! তোমরা সুখে আসিয়াছ? তোমাদিগের সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল? তোমরা, ঘোররজনীতে শ্বাপদসঙ্কুল(২) এই নির্জ্জন বন পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন কর। এই স্থানে কামিনীর স্থিতি উচিত নহে। স্বামী, অপত্য(৩) ও বন্ধুদিগের অনুগমন স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। অকপটে পতিসেবা নারীর ধর্ম্ম। স্বামী, দুষ্ট স্থবির(৪) জড়(৫)ও নির্ধন হইলেও স্ত্রীদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। স্বর্গফলবিনাশী যশোবিলোপী সর্ব্বজননিন্দিত উপপতিভোগ কুলরমণীগণের কখনও উচিত নহে, অতএব তোমরা এই বন হইতে ব্রজধামে গমন কর।" এইরূপ কেশবের প্রতিকূল(৬) বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপললনাগণ, শোক সূচনা করিয়া গদ্গদস্বরে বলিলেন, "হে বিভো! আপনার বাক্য সত্য হউক। আমরা ভবদীয় মধুর বেণুশব্দ শ্রবণ করিয়া সুখে আসিয়াছি। সর্ব্ববিষয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভবদীয় পাদপঙ্কজাশ্রিত কিঙ্করীগণের ভুবনমোহন-রূপ-দর্শনে কুশল। ভীষণ অজ্ঞাননিশায় জন্মমরণরূপ-ভল্লূক-শার্দ্দূল(৭) সংসেবিত, ভয়ঙ্কর মায়ানির্ম্মিত বিশ্বকানন বিসর্জ্জন করিয়া নিখিল জীবের

(১) সিংহ। (২) হিংস্রজন্তুপূর্ণ। (৩) সন্তান। (৪) বৃদ্ধ। (৫) নির্ব্বোধ। (৬) বিরুদ্ধ। (৭) বাঘ।

বিশ্রামভূমি প্রলয়স্থায়ী পরমাত্মা কৃষ্ণরূপ নিজনিজস্থানে কামিনীদিগের কামভাবে গমন করা উচিত। ক্লেশদায়ক একজন্মলভ্য বিনশ্বর পতিপুত্রাদিতে প্রয়োজন নাই। নিত্যানন্দরূপী আপনি নিখিলজীবের ঈশ্বর ও স্বামী, প্রিয়তম এবং বন্ধু, অতএব আপনার অনুগমন না করিয়া কাহার অনুগমন করিব? বিশ্বপতি, আপনার অকপটসেবা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুষ্টদমনকারী চিরকিশোর জ্ঞানরূপী নিত্যধন-নির্ব্বাণদাতা জগৎস্বামী আপনাকে, আমরা জীবন থাকিতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মুক্তিফলদাতা ভবভয়নাশক সুরাসুরসেবিত ত্রিজগৎপতি আপনার সহিত রতিকর্ম্ম কুলস্ত্রী আমাদিগের সর্ব্বরূপে উচিত। যোগিচিত্তহরণকারী আপনি আমাদিগের মন অপহরণ করিয়াছেন। ভবদীয়া সেবা ও নিখিলনারীমোহনকারিণী কান্তি(১) আমাদিগের কর ও নয়নযুগল বশীভূত করিয়াছে, এমন কি পশু বিহঙ্গ(২) তরুলতাগণও চিত্তবিস্মৃতি পূর্ব্বক(৩) আপনাকে দর্শন করিতেছে। আমরা, আপনার মদনমোহন রূপ অবলোকন করিয়া একপাদও যাইতে পারিতেছি না, কি করিয়া ব্রজে গমন করিব?" এইরূপ কথনানন্তর লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ, দিব্যজ্ঞান-পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া, সুরপুরীস্থিতিকালে বাসবকরুণায় মন্দাকিনী-বারিস্পর্শে দিব্যবপুধারী যুধিষ্ঠিরের ন্যায় কেশবকৃপায় দিব্যশরীরধারিণী সমস্ত গোপাঙ্গনার সহিত রাসলীলা আরম্ভ পূর্ব্বক গোপী-সংখ্যানুসারে বহু কলেবর সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক গোপাঙ্গনাকে পুনঃ পুনঃ অসীম অপ্রাকৃত সুরতসুখ প্রদান করিলেন। অপ্রাকৃত সুরতসুখ যথা:—বহু গোপীর মনোরঞ্জনকর শৃঙ্গারের শেষে অসীমসুখকর নিজবাসনার অধীন যোষিৎ(৪) জননেন্দ্রিয়ের অসাধ্য অপরিমিত চরমধাতুর(৫) স্খলন, কৃষ্ণ শরীরে অবসাদশক্তি-বিনিময়ে অসীম

---

(১) শোভা, সৌন্দর্য্য, রূপ। (২) পাখী। (৩) আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া, বিভোর হইয়া। (৪) রমণী। (৫) শুক্র, বীর্য্য।

রতিশক্তি পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। (পৌগণ্ড(১) সময়ে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যের অসাধ্য শরীরের অনবসাদক একসঙ্গে বহুরমণীর বহুবাররমণ, নির্ব্বিবাদে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ প্রতিপাদন করিতেছে। শাকান্ন-ভক্ষকের উৎকৃষ্ট মিষ্টের অপ্রদানের ন্যায় রাসবিহারে শ্রীকৃষ্ণের চরমধাতুর অস্খলন কল্পিত হইলে, পরমেশ্বরের স্বার্থপরতা, আশ্রিতবঞ্চকতা এবং ভক্তকুটিলতা দোষ অপরিহার্য্য হয়। গোপীগণ, যাহার লোভে নিজ-সাধিত কঠোর তপস্যার ফলে অপকৃষ্ট নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত সাংসারিক বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রজনীকালে নির্জ্জনকাননে উপস্থিত হইলেন, সহায়হীন কৃষ্ণগতপ্রাণ সেই রমণীগণের সর্ব্বসুখকর সেই চরমধাতুর পতন-সময়ে কল্পিত কৃপণতা, কৃপাসাগর কৃষ্ণের নির্দ্দয়ত্বদোষ সম্পূর্ণরূপে সূচনা করে, অতএব চরমধাতুর অস্খলন মত সর্ব্বরূপে হেয়(২)।

বহুশরীর-ধারণে বহুরমণীর সহিত বিহারকারী শ্রীকৃষ্ণ সকল ললনাকে বঞ্চিত করিয়া গোপনে কেবল রাসেশ্বরী রাধার সহিত বিহার করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোক :—

যাংগোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে।
সাচ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্॥

কৃষ্ণ, অন্যস্ত্রীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রধানগোপী রাধাকে নির্জ্জন বনে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই প্রধানগোপী রাধা আপনাকে সকল স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন।

(এইস্থানে স্পষ্ট নামোল্লেখ না থাকিলেও যদ্ শব্দদ্বারা রাধার অনুমান হইতেছে। যেমন শব্দশ্রবণে শব্দের কারণ অদৃশ্য আকাশ অনুমিত হয়,

---

(১) পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসরের শিশুকে গোপণ্ড বলে—পোগণ্ডের ভাব পৌগণ্ড। অতি শৈশবে।

(২) পরিত্যাজ্য।

সেইরূপ গুপ্তবিহার শ্রবণে গুপ্তবিহারকারিণী নামোল্লেখশূন্যা রাসেশ্বরী রাধা অনুমিতা হইতেছেন।) তারপর গোবিন্দ, পুনঃ পুনঃ বিহারে গোপাঙ্গনাগণের সৌভাগ্যজনিত অহঙ্কার অবলোকন করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণ, মাধববিরহে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন, ও বিরহশোক-প্রকাশকালে পুনর্ব্বার কৃষ্ণসঙ্গতি(১) লাভ করিয়া চিরবাঞ্ছিত অসীম সুরতসুখ উপভোগ করিলেন, এবং রজনীশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাসক্রীড়া বিভঙ্গ করিয়া মহাক্লেশে নিজ নিজ গৃহে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণমায়ামোহিত স্বীয় স্বীয় স্বামীদ্বারা বিশেষ সম্মান লাভকরিলেন। ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ, রাসলীলাদ্বারা ভক্তগণকে জন্মান্তরীয় তপস্যার ফল প্রদানকরিয়া নন্দনিলয়ে গমনকরিলেন।

শিষ্য। মানব পরমদয়ালু সেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কি করিয়া করিবেন?

গুরু। মানব, তন্ত্রসম্ভূত ক্লীং প্রভৃতি বীজ জপকরিয়া হৃদয়পদ্মে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি চিন্তাকরিবেন।

শিষ্য। কেহ কেহ বলেন, "দুর্জ্জনবিরচিত তন্ত্রের মত অশাস্ত্রীয়তাহেতু কোনরূপে গ্রহণকরা উচিত নহে?"

গুরু। তন্ত্র অশাস্ত্র হইলে, রঘুনন্দনাদি স্মার্ত্তগণ ও হরিবিলাসাদিরচনাকারী বৈষ্ণবগণ সাদরে নিজ নিজ গ্রন্থে তন্ত্রের বচন লিপিবদ্ধ করিতেন না। যে গ্রন্থের পার্ব্বতী প্রশ্নকারিণী, শঙ্কর মীমাংসাকর্ত্তা এবং বিষ্ণু শ্রোতা, সেইগ্রন্থ শাস্ত্র নহে, এইবাক্য শঙ্করী, শিব ও শ্রীপতির কলঙ্ক সূচনাকরে। বেদের সহিত তন্ত্রের সামঞ্জস্য(২)আছে। বেদের শ্যেনযাগাদি অভিচার(৩)কর্ম্ম ও তন্ত্রের মারণাদি ষট্‌কর্ম্ম ক্রোধপরবশ নরের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। বেদজাত (ওঁ) প্রণববিনা নিখিল দেব-

---

(১) সঙ্গম। (২) মিল। (৩) অন্যের অনিষ্ট সাধনের জন্য তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া—ইহা ছয় প্রকার যথা, মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ।

দেবীর বীজমন্ত্র তন্ত্রব্যতিরেকে অন্যশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তন্ত্রোৎপন্ন-মন্ত্রবলে দ্বিজগণ প্রত্যক্ষফলপ্রদ বহুকর্ম্ম করিয়াথাকেন। নদীতে নৌকা ও সমুদ্রে জলযানের(১)ন্যায় তন্ত্রে শক্ত্যনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাধনা বিহিত হইয়াছে। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা-বেদব্যাস—বিরচিত সকল পুরাণের শীর্ষস্থানীয় শ্রীমদ্‌ভাগবতে নিখিল শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবসংবাদে তন্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোক :—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "মানব, বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মযোগপথদ্বারা অর্চ্চনা করিতে করিতে আমা হইতে এইরূপে ইহলোকে ও পরলোকে অভিলষিত সিদ্ধি লাভকরে।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোক :—

বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়-ব্রতধারণম্।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বৈদিকদীক্ষা ও তান্ত্রিকদীক্ষা আমার ব্রতধারণ।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোক :—

বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেনচ কেশবম্।

আবির্হোত্র বলিলেন, "তন্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা বিষ্ণু ও অন্য দেবকে উপাসনা করিবে।"

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডের উত্তরখণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে ৭।৫৪।৫৫ শ্লোক :—

আগমোক্তেন মন্ত্রেণ পীঠমামন্ত্রয়েৎ সুধীঃ॥ ৭
আগমোক্তেন বিধিনা গুরুবাক্য-নিযন্ত্রিতঃ।

(১) জাহাজ প্রভৃতি।

নৈবেদ্যং শম্ভবে ভূয়ো দত্ত্বা তাম্বুলমুত্তমম্ ॥ ৫৪
ধূপং নীরাজনং রম্যং ছত্রং দর্পণমুত্তমম্ ।
সমর্পয়িত্বা বিধিবন্মন্ত্রৈ-র্বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ ॥ ৫৫

বিদ্বান্ ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা পীঠদেবতাকে আমন্ত্রণ করিবে।

সাধক, গুরুবাক্যে সংযত হইয়া তন্ত্রোক্তবিধিদ্বারা শঙ্করকে পুনর্ব্বার উত্তম নৈবেদ্য ও তাম্বুল(১)দান করিবে, এবং বিধি অনুসারে বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রদ্বারা ধূপ, উৎকৃষ্ট ছত্র ও উত্তম দর্পণ সমর্পণ করিয়া আরত্রিক(২) করিবে।

বরাহপুরাণে :—

এতজ্ জ্ঞাত্বাতু বিদ্বদ্ভিঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ ।
বেদোক্ত-বিধিনা ভদ্রে আগমোক্তেন বা সুধীঃ ॥

হে দেবি! বিদ্বান্‌গণ, এইরূপ নিয়ম জানিয়া বেদোক্ত বিধি অথবা তন্ত্রোক্তবিধি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে পূজা করিবে।

পদ্মপুরাণে :—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোপপুরাণেষ্বাগমেষুচ ।
সংহিতাদিষু শাস্ত্রেষু যঃ সারঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, "বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতাদি শাস্ত্রে যে সার, সেই আমার সাত্ত্বিক মত।"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে :—

যশ্চাগমং বা বেদংবা বিলজ্ঘ্যান্যতরং ভজেৎ ।
তস্যাহং বিকলাঙ্গাভ্যাং সমর্দ্ধর্ত্তুমশক্তিকঃ ॥

---

(১) পান। (২) আরতি।

বিষ্ণু বলিলেন, "যে ব্যক্তি, বেদ অথবা তন্ত্র বিলঙ্ঘন করিয়া অন্য শাস্ত্র ভজনা করে, আমি তাহাকে দুই বিকলাঙ্গ(১) হইতে সম্যক্ উদ্ধার করিতে পারিনা।"

শাস্ত্রকারগণ এইরূপে বহুপুরাণের বহুস্থানে তন্ত্রের মত স্বীকার করিয়াছেন। অনেক বৈদিকমন্ত্র তন্ত্রে সন্নিবেশিত আছে। অতএব প্রত্যক্ষ ফলদানহেতু তন্ত্রশাস্ত্রের মতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। তারপর কৃষ্ণ কি করিলেন?

গুরু। তারপর পীতাম্বর, কংস ধ্বংস করিয়া দ্বারকায় বসতি পূর্ব্বক ধরণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি, ধরণীর ভার অপনয়নের(২)জন্য অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া যদুকুল বিস্তার দ্বারা সুধাবিনিময়ে বিষসৃষ্টির ন্যায় পৃথিবীর ভার পরিবর্দ্ধিত করিলাম, যদি অধুনা সুরাসুরের অবধ্য এই যদুবংশ ধরায় সংস্থাপন করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করি, তাহা হইলে আশ্রিতা রমণীর দশনভঙ্গের ন্যায়(৩) পৃথিবীকে শোকনিমগ্না করা হইবে, অতএব প্রকারান্তরে যদুকুল-সংহার আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" এইরূপ চিন্তা করিয়া কেশব, ব্রহ্মশাপচ্ছলে মুষল সৃষ্টি করিলেন, ও ধূমকেতু-প্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ দর্শন করিয়া প্রতিকারের জন্য প্রভাসগত যাদবগণের পরস্পর কলহকালে মুষল-ঘর্ষণোৎপন্ন নলবনের প্রহারদ্বারা অন্যের অজেয় যদুবংশ সংহার করিলেন, এবং দেহত্যাগকারী বলরামের অনন্তমূর্ত্তিগ্রহণে নিজস্থানে গমনকালে অশ্বত্থবৃক্ষস্থিত নিজদেহ ব্যাধবাণে বিদ্ধ করাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

শিষ্য। কৃষ্ণবিনাশকারী ব্যাধ কে? তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন।

---

(১) যাহার কোন অঙ্গ বিকল হইয়াছে—কাণা, খোঁড়া, কালা ইত্যাদি। (২) দূর করিবার জন্য। (৩) দাঁত ভাঙ্গার মত।

গুরু। সত্যযুগে কোন ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু-সন্তোষ-প্রার্থনায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে প্রথমে রসনাদ্বারা দশনক্ষত(১)ফলের মধুরতা পরীক্ষা করিয়া হরিকে অর্পণপূর্ব্বক সমস্ত ফল ভক্ষণ করিতেন। এইরূপ ফল-ভোজনে অনেক দিন অতীত হইলে, কঠিনসাধনায় সন্তুষ্ট হৃষীকেশ, বিপ্র-সমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "ইচ্ছানুসারে বর গ্রহণ কর।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি, ভবদীয় করে মৃত্যুলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে চিরবসতি প্রার্থনা করি।" কেশব বলিলেন, "শত্রুভাব অবলম্বন কর।" দ্বিজ বলিলেন, "দাস্যভাব ব্যতিরেকে বৈরিভাব মদীয় হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি দাস্য-ভাবে আপনার নিকটে মৃত্যুবর বাঞ্ছা করি।" মাধব বলিলেন, "বিরোধহেতু দাস্যভাবে মরণ সর্ব্বরূপে অসম্ভব।" ভূদেব(২) বলিলেন, "দয়ার্ণব(৩)! আপনি, কৃপা করিয়া কোপকালে সুদর্শনচক্রদ্বারা অরিসমূহ নিহত করিয়া পাপনাশপূর্ব্বক তাহাদিগকে অমরাবতী(৪)বাস প্রদান করেন। অতএব ভবদীয়চিত্তে স্বভাববিরোধিনী কৃপা ও নিষ্ঠুরতা সখ্যভাবে সতত বাস করিতেছে; আপনার করসাধিত মরণ প্রাকৃতিক মৃত্যু ধ্বংস করে। ভবদীয়নাম-কথনে সদ্‌গতিলাভহেতু মরণকালে নিজনেত্রে ভবদীয়-মূর্ত্তির অবলোকনকারী জীবের মরণানন্তর মুক্তিলাভ করতলগত হইতেছে। রবিদর্শনে তমোরাশির ন্যায় মৃত্যুকালে জীবের অষ্টপাশ, আপনাকে দর্শন করিয়া স্বয়ং বিচ্যুত হয়। অতএব আপনার পাদপঙ্কজাশ্রিত এ দাসের নির্ব্বাণদায়িনী মরণবাসনা কৃপা করিয়া ফলবতী করুন।" অনন্তর হৃষীকেশ ঈষদ্-হাস্যে বলিলেন, "তোমার জন্য চিরকলঙ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। আমি ভক্তের জন্য সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারি। তুমি, পরজন্মে যোনিসম্বন্ধবিনা বাসববীর্য্যে ঋক্ষরজানাম বানরের কেশে উচ্ছিষ্ট-ফলদানপাপে বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাবলশালী কপিরাজ হইবে, এবং রামরূপী আমার নিকটে

(১) যাহা দাঁত দিয়া কামড়াইয়াছে।

(২) ব্রাহ্মণ। (৩) দয়ার সাগর। (৪) স্বর্গ।

দাস্যভাবহেতু কপটভাবে মরণলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে।” এই বলিয়া শ্রীপতি অন্তর্হিত হইলেন। তারপর ব্রাহ্মণ, কিছুদিন পরে মরণ প্রাপ্ত হইয়া দন্তক্ষত-ফলদানের পাপে বালি-বানররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মার অশ্রুবিন্দুসম্ভূত ঋক্ষরজা বানর উত্তরমেরু-শিখরস্থিত সরোবরের বারিস্পর্শে ত্রৈলোক্যমোহন কামিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। দৈববশতঃ সুরপতি, ও সূর্য্য, সেই রমণীরূপে মোহিত হইয়া রতিক্রিয়ার অপ্রাপ্তিহেতু নারীবেশধারী কপির মস্তকস্থিত বালে(১) ও গলদেশে ক্ষুভিত(২)বীর্য্য পাতিত করিয়া উভয়ে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রেতের অমোঘতা বশতঃ বাসববীর্য্যে বালজন্মহেতু বালী ও সূর্য্যশুক্রে গ্রীবোৎপত্তিহেতু সুগ্রীব এই যুগলতনয় গ্রহণ করিয়া ঋক্ষরজা, আনন্দিত হইলেন, এবং পরদিবসে বানররূপ ধারণপূর্ব্বক কমলযোনির আদেশে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতা কিষ্কিন্ধ্যা-পুরীতে রাজ্যস্থাপন করিয়া কিছুদিন পরে শমননগরী গমন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ, বালিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মান্তরীয় সংস্কারহেতু হৃদয়পদ্মে কেশরের চরণকমল চিন্তা করিতে করিতে বাহুবলে অরিসমূহ পরাস্ত করিয়া কপিরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন, এবং মায়াবী দানবের বিনাশকালে রাজ্যগ্রহণজনিত দোষের প্রশান্তির জন্য ভার্য্যাহরণকারী কনিষ্ঠভ্রাতা সুগ্রীবকে ভবন হইতে দূরীভূত করিলেন। বিষ্ণু, রামরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সীতাহরণ-সময়ে দুন্দুভিরুধিরাকীর্ণ মতঙ্গের অভিশাপহেতু বালীর অগম্য ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাসকারী সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক সুগ্রীবশত্রুর বিনাশচ্ছলে পূর্ব্বজন্মীয় তপস্যার ফলদানের জন্য কপটভাবে চিরভক্ত বালীকে নিজহস্তে নিহত করিয়া চির-কালের জন্য বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সুগ্রীবাধীন বালিসুত অঙ্গদ, জনকবধোৎপন্ন দুঃখে আন্তরিক কাতর হইয়াও রামকার্য্য করিতে

(১) কেশে, চুলে। (২) বিচলিত অর্থাৎ যাহার স্খলন হইবে—যাহা আটক থাকিবে না।

লাগিলেন, এবং সেতুবন্ধসময়ে বানরানীত পর্ব্বতসকলের বামহস্তে গ্রহণ-কারিণী নলশক্তি অবলোকন করিয়া বিস্ময়চিত্তে হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বায়ুনন্দন! (১) সামান্যবানর নল এতাদৃশী শক্তি কিরূপে লাভ করিল?" অঙ্গদবাক্য শুনিয়া অঞ্জনাপুত্র(২)বলিলেন, "জহ্নুর বরপ্রভাবে নীরোপরি নগ(৩)-স্থাপনকারী নল, আমার উপদেশে হরিনাম জপ করিয়া মাধবকৃপায় অসীম-শক্তি সমুপার্জ্জন করিয়াছে।" অঙ্গদ বলিলেন, "পবন-তনয়! তবে তুমি আমাকে উপদেশ দাও।" অনিলসুত (৪) বলিলেন, "হরিনাম বলে নিখিলজীব উদ্ধার হয়।

স্কন্দপুরাণে ঃ—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকল-নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

হে ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ শৌনক! মধুর হইতেও মধুর মঙ্গলেরও মঙ্গল সকল-বেদলতার উত্তমফল জ্ঞানস্বরূপ হরিনাম, শ্রদ্ধায় অথবা হেলায় একবার উচ্চারিত হইলে সাধারণ জীবকে পরিত্রাণ করে।

পদ্মপুরাণে ঃ—

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ,
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং,
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥

---

(১) (২) (৪) হনুমান্।
(৩) পর্ব্বত।

হরিনাম উচ্চারণ করিলে ও শ্রবণ করিলে, ভগবান্ হরি, হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সূর্য্য অন্ধকারের ন্যায় ও ঝটিকা মেঘের ন্যায় জীবের সমস্ত বিপদ্ বিনাশ করেন। হরিনাম করিলে জীব, সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে :—

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা-
ঘোরেষু ব্যাধিষুচ বর্ত্তমানাঃ।
সংকীর্ত্ত্য নারায়ণশব্দমেকং,
বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি॥

জীবগণ, পীড়িত বিষণ্ণ শিথিল ভীত ও উৎকটব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও এক নারায়ণশব্দ জপ করিয়া দুঃখ হইতে বিমুক্তিলাভপূর্ব্বক সুখী হয়।

জীব বিমলভক্তিতে হরিনাম জপ করিলে, ত্রিভুবনস্থিত সমস্ত পদার্থ লাভ করিতে পারেন।" এইরূপ অনিলসুত-বাক্য শ্রবণ করিয়া বালিতনয়, পিতৃশত্রুর বিনাশ-মানসে ঐকান্তিকচিত্তে হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন, ও নামজপবলে বিপুলশক্তি লাভ করিয়া বহুনিশাচর(১) বিনাশপূর্ব্বক রাম-কার্য্য সাধন করিলেন, এবং ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিয়া মতঙ্গমুনির উশদেশে যোগশিক্ষা করিলেন। তারপর অষ্টাঙ্গযোগনিপুণ অঙ্গদ, নিজ-হস্তে জনকবৈরিবিনাশের বাসনা করিয়া পম্পাসরোবরের তীরে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুদিন অতীত হইলে তপস্যাতুষ্ট শ্রীহরি, অঙ্গদসমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "অঙ্গদ! তুমি বর গ্রহণ কর।" বালিপুত্র, কেশবকৃপায় দিব্যজ্ঞানলাভে রামকে হরিরূপী বুঝিতে পারিয়া লজ্জিতভাবে নিরুত্তর হইলেন। সর্ব্বান্তর্যামী হৃষীকেশ বলিলেন, "আমি হাস্য করিতে করিতে ভক্তকে জীবনদান করিতে পারি।

(১) রাক্ষস।

(প্রপন্নগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-
র্যো মাং মুকুন্দ, নরসিংহ, জনার্দ্দনেতি ।
জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা,
পাষাণ-কাষ্ঠসদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্ ॥

হে মনুষ্যগণ ! আমি, নিজে ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া সত্য বলিতেছি :—যে জীব নিত্য মরণে অথবা যুদ্ধে মুকুন্দ, নরসিংহ ও জনার্দ্দন ইত্যাদিরূপে আমাকে জপ করে, সে জীব পাষাণকাষ্ঠসদৃশ হইলেও, আমি তাহাকে অভীষ্টবস্তু প্রদান করি ।)

ভক্তের প্রতি আমার অদেয় পদার্থ কিছুই নাই । প্রকাশকর তোমাকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিব ।” এইরূপ মাধববাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, “হে রামরূপি হরি ! আমি, আপনার তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া কোপবশতঃ কুবাসনা করিয়াছি । আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ।” এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কেশবের পাদতলে পতিত হইলেন । কমলাপতি, করকিসলয়ে বালিপুত্রকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “অঙ্গদ ! দ্বাপরের শেষে আমার কৃষ্ণাবতার-সময়ে তুমি, কুবাসনাহেতু অতিনীচ ব্যাধকুলে জরানামে জন্মগ্রহণ করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যাশিক্ষাপূর্ব্বক ব্রহ্মশাপসম্ভূত মুষলের শেষাংশ-নির্ম্মিত বাণদ্বারা বালিবধকারী কৃষ্ণরূপী আমাকে স্বহস্তে বিনষ্ট করিয়া অমরপুরে গমন করিবে ।” এই বলিয়া নারায়ণ, রামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিরোহিত হইলেন । অভীষ্টবরলাভকারী অঙ্গদ, হর্ষবিষাদে নিজভবনে আগমনপূর্ব্বক কিছুকাল অতীত করিয়া কালকবলে পতিত হইলেন, ও দুর্ব্বাসনাহেতু যথাসময়ে ব্যাধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জরানাম গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিলেন, এবং যদুকুল-ধ্বংসকালে ক্ষিপ্র-

শাপোৎপন্ন মুষলের ঘর্ষণাবশিষ্ট মীন(১) ভক্ষিত লৌহখণ্ডের দ্বারা বাণ নির্ম্মাণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মৃগভ্রমে অশ্বত্থবৃক্ষে সংস্থিত জন্মান্তরীয়-পিতৃশত্রু শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে সেই শর নিক্ষেপ করিয়া মাধবকৃপায় ব্যাধশরীর বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অমরভবনে গমন করিলেন। শ্রীহরিনট, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণরূপে অভিনয় করিতে করিতে নানানিধি-পরিপূর্ণ দ্বারকায় বসতিপূর্ব্বক বিবাহিত যোড়শসহস্র-একশত-অষ্টসংখ্যক(২) কামিনীর সহিত নিত্যবিহার করিয়া কালযাপন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

(১) মাছ। (২) ১৬ হাজার ১শ ৮—১৬১০৮।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। কামিনীগণ কে?

গুরু। দেবকুমারীগণ, ও বিদ্যাধরীসকল, হরিকে পতিরূপে পাইবার জন্যে বহুদিন কঠোর তপস্যা করিয়া হরিপতিবর লাভ করিলেন, ও যথাসময়ে চতুরাননের আদেশে কৃষ্ণপত্নীরূপ গ্রহণের জন্য ধরায় আগমন করিতে করিতে মন্দাকিনীর সলিলে স্থিত অষ্টাবক্রকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কুশল-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন, এবং তটগমনকালে উপহাস-কুপিত পশ্চাৎ স্তুতিসময়ে সন্তুষ্ট অষ্টাবক্রের নিকটে শিলাপরিণাম দৈত্যহরণরূপ অভিশাপ(১) প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ষোড়শসহস্র-একশত-অষ্টসংখ্যক স্বর্গরমণীগণ, জন্মান্তরীয় কঠোর তপস্যার ফলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণকে পতিরূপে উপভোগ করিলেন, এবং যদুবংশধ্বংসের শেষে ভুবনবিজয়ী অর্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিতে করিতে পথমধ্যে অষ্টাবক্রের অভিশাপোৎপন্ন প্রতিকারশূন্য দানবহরণ লাভ করিয়া পাষাণরূপ প্রাপ্তি-পূর্ব্বক ত্রিদিবপুরী গমন করিলেন। তপস্যার ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণও মথুরা-স্থিতিকালে কালযবনের ভয়ে পলায়ন অভিনয় করিয়াছিলেন।

শিষ্য। কালযবন কে? তাহার বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমার ভ্রান্তি অপনোদন করুন।

গুরু। ত্রিগর্ত্তরাজার পুরোহিত শৈশিরায়ণ গার্গ্য, দ্বাদশবার্ষিক ঊর্দ্ধ-রেতোব্রত(২) ধারণ করিয়াছিলেন। একদা যাদবপক্ষীয় নরপতির পুরোহিত

---

(১) অষ্টবক্র কুপিত হইয়া শাপ দিলেন, 'তোমাদিগকে দৈত্যগণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবে,' পরে কামিনীগণ স্তব করিলে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'হরণকালে তোমরা পাথর হইয়া যাইবে। (২) শুক্রসংযমরূপ ব্রত।

শ্যাল, শত্রুতাহেতু তাহার জননেন্দ্রিয় পরীক্ষা করিয়া নপুংসক (১) অখ্যাতি বিস্তার করিলে, যাদবগণ ক্লীবজ্ঞানে গার্গ্যকে উপহাস করিয়াছিলেন। গার্গ্য, ব্রতশেষের পরে নিজক্লীবত্বনাশের জন্য গোপকন্যারূপিণী গোপালী অপ্সরার সহিত পশুক্রিয়া(২) করিয়াছিলেন, ও যাদবগণের উপহাস শ্রবণে কুপিত হইয়া যদুকুলনাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং দৈবক্রমে অষ্টাবক্রকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগিবর! বহু-সুকৃতিবশতঃ ভবদীয় দর্শন লাভ করিয়াছি। উপাসকের কিকি কর্ত্তব্য? আপনি, কৃপা করিয়া বিস্তৃতভাবে তাহা বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয় করুন।" অষ্টাবক্র, গার্গ্যের বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "সাধকের প্রথমে আচারে নিষ্ঠা হওয়া উচিত। দেবতাভেদে আচার ভিন্ন হইয়াছে।

কুলার্ণবে ঃ—

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরং।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমং॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥

সকল আচার-হইতে বৈদিকাচার শ্রেষ্ঠ, বৈদিকাচার-হইতে বৈষ্ণবাচার শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার শ্রেষ্ঠ, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার শ্রেষ্ঠ, বামাচার হইতে সিদ্ধান্তাচার শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধান্তাচার হইতে কৌলাচার শ্রেষ্ঠ, কৌলাচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠাচার নাই।

রসনেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক গৌণব্রহ্মচর্য্যা ও ত্রিসন্ধ্যাপূর্ব্বক অভিলষিত-দেবতার উপাসনাকে বৈদিকাচার বলে। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মৈথুন,

(১) ক্লীব, হিজড়া। (২) রমণ।

মৎস্য, মাংস ও মাদকদ্রব্য বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যার অবলম্বনে নিরন্তর বিষ্ণুচিন্তাকে বৈষ্ণবাচার বলে।

বিষ্ণুপুরাণে :—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ হইতে নীচ বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু নিজমানশূন্য ও পরমানদাতা মনুষ্য, সর্ব্বদা হরিনাম জপ করিবে। বৈষ্ণব, তৃণের ন্যায় নম্র ও লঘু হইবে, ছেদকের ছায়াফলদায়ী তপনতাপ-সহিষ্ণু তরুর ন্যায় অপকারীদিগের পীড়াসহন পূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে উপকার করিবে, এবং নিজেতে তুচ্ছজ্ঞান স্থাপন করিয়া নীচব্যক্তিকেও বিশেষ সম্মান দানকরিবে। বলিদানাদি পশুহিংসা বিবর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যার অবলম্বন পূর্ব্বক সতত শিবচিন্তাকে শৈবাচার বলে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পবিত্রস্থানে নিশা-কালে সিদ্ধিপান পূর্ব্বক শক্তিসাধনাকে দক্ষিণাচার বলে। দক্ষিণাচারে তন্ত্রোক্ত সমস্ত দ্রব্যদ্বারা দেবতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। খেচরী-মুদ্রাযোগে সহস্রদল-কমলস্থিত মধুপানকে মদ্য বলে; হঠযোগ ও নাড়ীপরিষ্কারক ধৌতযোগ এবং দধি, দুগ্ধ, ঘৃতকে মাংস বলে ; শ্বাসপ্রশ্বাসনিরোধক প্রাণায়াম এবং পায়স,ঘৃততৈলপক্ক পদার্থকে মৎস্য বলে ; শর্করা,(১)চূত,(২)পনসকে(৩) মুদ্রা, বলে ; সংযুক্ত-অপরাজিতা-করবীকুসুম দানকে মৈথুন বলে। ভূমি-চম্পককে স্বয়ম্ভূকুসুম, নবনীতকে শুক্র, বীরাসনকে শবাসন, ভোজনান্ত-পূজাকে অশুচি, যোনিমুদ্রাকে যোনি, কূর্ম্মমুদ্রাকে শয্যা, শূন্যগৃহকে শ্মশান, বিল্ব-পুষ্পকে কেশ, একত্র রক্তচন্দন-বিল্বপত্র-জবাদানকে লতাসাধন, মাধবী কুসুমকে কুণ্ডোদ্ভব, বর্ব্বরাপুষ্পকে (৪)গোলোদ্ভব, চন্দ্রসূর্য্যমণিপুষ্পকে সর্ব্ব-

(১) চিনি। (২) আম। (৩) কাঁঠাল। (৪) বামুনহাটী ফুল।

কালোদ্ভব, দেবীস্তোত্রকে ভগগীতি, শিবস্তোত্রকে লিঙ্গগীতি,দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খকে মহাশঙ্খ, স্ফটিক ও শঙ্খমালাকে অস্থিমালা, এবং মিশ্রিত দধিদুগ্ধমধুকে বলিদান বলে। এই সমস্ত পদার্থের যোগে তন্ত্রজাতমন্ত্রদ্বারা দেবীসাধনা করা উচিত। রাজরাজেশ্বরী-তন্ত্রোক্ত পূর্ণাভিষেকরূপ শাক্তাভিষেক সম্পাদনকরিয়া সংশোধিত বাহ্যমাদক মদ্য, ও শাস্ত্রানুসারে নিহত ছাগাদি-মাংস, রোহিতাদি(১)মৎস্য, ভর্জ্জিতদ্রব্যরূপ মুদ্রা, এবং কুলকুণ্ডলিনীর সহিত পরমশিবের সংযোগরূপ মৈথুনের দ্বারা দেবীসাধনাকে বামাচার বলে। মধুরভাব ব্যতিরেকে জননেন্দ্রিয়জাত মৈথুন জীবের পক্ষে সর্ব্বরূপে অনুচিত। অভিষিক্ত মানবের বীরাচারে বেদোক্ত সৌত্রামণী ও বাজপেয় যাগের ন্যায় সুরাপানে, এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় পশুহননে শাস্ত্রোক্ত দোষ হয়না। কুলার্ণব তন্ত্রোক্ত পূর্ণাভিষেকরূপ মহাভিষেক সম্পাদন করিয়া কপাল(২)পাত্র ও মহাশঙ্খ(৩)মালা ধারণপূর্ব্বক শোধিত মদ্যাদিদ্বারা মহামায়ার সাধনাকে সিদ্ধান্তাচার বলে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত পূর্ণাভিষেক সম্পাদন করিয়া শব-শ্মশানাদি সাধন ও তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসকে কৌলাচার বলে। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধহেতু কুলাচার সকল আচার হইতে শ্রেষ্ঠ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে :—

জীব-প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেবচ।
ক্ষিত্যপ্‌তেজো-বায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥

জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্‌, কাল, আকাশ, পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই সমস্তকে কুল বলে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত বস্তুতে যে নির্ব্বিকল্প (৪)আচার, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষদায়ী সেই আচারকে কুলাচার বলে।

(১) রুইমাছ। (২) মাথার খুলি। (৩) মানুষের ললাটের অস্থি (হাড়ের মালা)।
(৪) বিকল্প শূন্য—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়তা-শূন্য অখণ্ড জ্ঞান।

তত্ত্বজ্ঞানবলে ব্রহ্মরূপে সমস্ত জগৎ পরিদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্মের নিদিধ্যাসনকে উত্তম কুলাচার বলে ; জিতেন্দ্রিয়ভাবে শত্রুমিত্রাদিতে সমজ্ঞান পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসকে মধ্যম কুলাচার বলে ; পঞ্চতত্ত্বদ্বারা জপহোম-পূজা পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধানকে অধম কুলাচার বলে। গজচরণে সর্ব্ব-পশুপাদের ন্যায় কুলাচারে সকল আচার অন্তর্ভূত হয়। বৈদিকাদি আচার চতুষ্টয়কে দক্ষিণমার্গ ও বামাদি আচারত্রয়কে বামমার্গ বলে। পশুভাব ও দিব্যভাব দক্ষিণমার্গে এবং বীরভাব বামমার্গে নিহিত হইয়াছে। জীব, ত্রিংশল্লক্ষক(১) স্থাবর—নবলক্ষক জলজ—দশলক্ষক কৃমিজ—একাদশ লক্ষক পক্ষি—বিংশতি লক্ষক পশু—চতুর্লক্ষক মানব—রূপচতুরশীতি(২)লক্ষযোনি ভ্রমণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণজন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্তবিধস্নান করিবে। সন্ধ্যাদি মন্ত্রজাত স্নানকে মান্ত্রস্নান, মৃত্তিকালেপনকে ভৌমস্নান, ভস্মবিলেপনকে আগ্নেয়স্নান, গোধূলি-ব্যাপ্তিকে বায়ব্যস্নান, তপনকিরণাচ্ছাদনকে দিব্যস্নান, জলাব-গাহনকে বারুণস্নান, এবং ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপ—সরস্বতীযমুনাজাহ্নবীতে মনের অবগাহনকে মানস স্নান বলে। এইরূপ স্নানের পর পঞ্চশুদ্ধি করিবে। ভূতশুদ্ধিন্যাস—প্রভৃতিদ্বারা দেহ-সংস্কারকে আত্মশুদ্ধি, গোময়-গঙ্গাজলাদির যোগে ভূমিশোধনকে স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রচৈতন্য-যোনিমুদ্রাদি কর্ম্ম দ্বারা বীজচৈতন্যকে মন্ত্রশুদ্ধি, বারিদ্বারা পূজার উপকরণ প্রক্ষালনকে দ্রব্য-শুদ্ধি, ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি ক্রিয়াযোগে দেবমূর্ত্তির সংস্কারকে দেবশুদ্ধি বলে। আমি যোগবলে তোমার উদ্দেশ্য অবগত হইয়াছি। বাসনার আশুসিদ্ধির জন্য তুমি আশুতোষের উপাসনা কর। রাবণ ও বাণ, সেই আশুতোষের (৩)পাদপঙ্কজ আশ্রয় করিয়া ত্রিভুবন পরাজিত করিয়াছেন। শঙ্করের কৃপা অশুচি ও দুর্জ্জনের প্রতি সঙ্কুচিত হয়না। শ্মশান শশিশেখরের(৪) ক্রীড়াভূমি, শবভস্ম বিলেপন, শার্দ্দূলচর্ম্ম(৫) বসন, সংসারের অনাসক্তি হৃদয়ের সখী, কঙ্কালমালা(৬)ও কালকূট(৭)গলভূষণ, ভূতপ্রেতপিশাচগণ

(১) ৩০ লক্ষ। (২) ৮৪ লক্ষ। (৩) (৪) শিব। (৫) বাঘছাল। (৬) হাড়মালা। (৭) বিষ,

সহচর, ও ভুজঙ্গ(১)মহেশ্বরের অলঙ্কার। শূলপাণি, জলধিজাত বিশ্ব-বিনাশক বিষ পান করিয়া ত্রিভুবন রক্ষাকরিয়াছেন, ত্রিপুরাসুর ও অন্ধক দৈত্য বিনাশ করিয়া সুরগণের বিপদ্‌রাশি বিধ্বস্তকরিয়াছেন, শশী, সূর্য্য, ধরা, বারি, বহ্নি, বায়ু, ব্যোম ও জীবরূপ গ্রহণকরিয়া অষ্টমূর্ত্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্পিয়া আছেন, এবং পরমযোগের সমাশ্রয়ে মধুরভাবে প্রীতি সমুৎপাদন করিয়া সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী মহামায়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়ের মৃত্যুদলনকারী সেই শিবের বিদ্বেষ, দক্ষের মস্তক, পূষার(২)দন্ত ও(৩)ভগের নেত্র নিহত করিয়াছেন। সরস্বতী নির্গুণ গঙ্গাধরের গুণ লিখনে অসমর্থা হইয়াছেন।

পুষ্পদন্তপ্রণীতস্তোত্রে :—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে,
সুরতরুবর-শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং,
তদপি তবগুণানামীশ পারং ন যাতি॥

হে পরমেশ্বর! যদি সরস্বতী, সমুদ্রপাত্রে কৃষ্ণপর্ব্বততুল্য মসী(৪) স্থাপন করিয়া কল্পতরুশাখানির্ম্মিত লেখনী(৫)দ্বারা পৃথিবীপত্রে সৃষ্টি হইতে প্রলয়কালপর্য্যন্ত আপনার গুণ লিখেন, তাহা হইলেও আপনার গুণ শেষ হইবেনা।

চতুর্ব্বদনের বদনোৎপন্ন বেদও শিবমহিমা অবগত হইতে পারেনা!

স্কন্দপুরাণে :—

ন বেদ ত্বামীশ সাক্ষাদ্ধি বেদো
ন বা বিষ্ণুর্নো বিধাতাখিলস্য।

---

(১) সাপ। (২) সূর্য্য। (৩) দেবতা বিশেষ। (৪) কালি। (৫) কলম।

নো যোগীন্দ্রো নেন্দ্রমুখ্যাশ্চ দেবা
ভক্তো বেদ ত্বামতস্ত্বাং প্রপদ্যে ॥

বিশ্বানর বলিলেন, "হে ঈশ্বর! বেদ আপনাকে সাক্ষাৎ জানেনা।" বিষ্ণু, সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, যোগীন্দ্র ও ইন্দ্রাদিশ্রেষ্ঠদেবগণ আপনাকে জানিতে পারেন না। কেবল ভক্ত জানেন,' এই জন্য আমি আপনাকে আশ্রয় করিলাম।"

জম্ভাসুর মৃত্যুঞ্জয়ের কৃপাদ্বারা ত্রিভুবন-বিজেতা মহিষাসুর পুত্র, দশানন দশশিরশ্ছেদনে অমরণ, ও লবণদৈত্য ত্রিজগৎ-জয়কর শূল লাভ করিয়াছিলেন। কন্দর্পবিজয়ী সেই শঙ্করের উপাসনাদ্বারা সমস্ত অভিলাষ শীঘ্র পূর্ণ হয়।" এই বলিয়া অষ্টাবক্র নিজস্থানে গমন করিলেন। গার্গ্য, অষ্টাবক্রের উপদেশে নির্জ্জনকাননে লৌহচূর্ণ(১) ভোজন করিয়া দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী কঠোরতপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং তপস্তুষ্ট শঙ্করের সমীপে যদুকুলের পরাজয়কারী পুত্রের প্রাপ্তিবর লাভ করিলেন। অনন্তর অপুত্রক মহারাজ যবনেশ্বর, গার্গ্যের শিবসমীপে যদুবংশজয়কারি—সুতলাভের বরপ্রাপ্তি বিদিত হইয়া সাদরে নিজপত্নীর সহিত গার্গ্যের রমণ করাইয়া যাদববিজেতা কালযবননামক পুত্র লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, সেই শিবদত্ত বর সত্য করিবার জন্য নারদের পরামর্শে জরাসন্ধ-প্রেরিত কালযবনের ভয়ে পলায়ন করিয়া পদাঘাতে নিদ্রাভঙ্গপূর্ব্বক জাগরিত মুচুকুন্দের দৃষ্টিদ্বারা কৌশলে কালযবন ভস্ম করাইলেন। ত্রেতাযুগে জাত ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মান্ধাতৃতনয় সেই মুচুকুন্দ, অসুর-বিনাশে সন্তুষ্ট সুরগণের নিকটে নিদ্রাভঙ্গকারীর দর্শনমাত্রে ভস্মজনন(২) বর প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতগুহায় বরলব্ধ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন, এবং কালযবন-বিনাশের পর কেশব-নিকটে পরজন্মে ব্রাহ্মণরূপ গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রাপ্তিবর লাভ করিয়া জীব-

(১) লোহার গুঁড়া।

(২) ছাই হওয়া।

দেহের ক্ষুদ্রতাদর্শনে কলির আরম্ভ সময় বিদিত হইয়া মাধবের আদেশে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, কালযবনের সমস্ত সৈন্য নিহত করিয়া নিজমনে চিন্তাকরিতে লাগিলেন, "ভীমবধ্যতাহেতু জরাসন্ধবিনাশ আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। মথুরায় আমার চিরবসতি হইলে, কংসশ্বশুর জরাসন্ধ, যাবজ্জীবন যুদ্ধ করিয়া অনেক জীবের জীবনক্ষয়, ও আমার স্বজনগণের অশান্তিবৃদ্ধি করিবে। মথুরাভিন্ন অন্যভূমিতে বাস করিলে, ক্রমশঃ যদুবংশবৃদ্ধি হেতু স্থানীয় নরগণের উৎকটপীড়া প্রদান করা হইবে। বৈরিভাব-বৃদ্ধি হেতু শত্রুগণের অগম্যপুরী নির্ম্মাণ করাইলে প্রাণীদিগের প্রাণনাশ ও আত্মীয়গণের অশান্তি বিরত হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষীরসমুদ্রশায়ী পীতাম্বর, বিশ্বকর্ম্মদ্বারা সমুদ্রপরিখা স্বর্গকল্পা(১) দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করাইলেন, ও জরাসন্ধের সহিত সাক্ষাৎকালে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সপ্তদশবার সংগ্রামে পরাজিত এই জরাসন্ধ, নারদ-নিকটে মদীয় ঐশ্বরিক বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া আমার ঈশ্বরত্ব পরীক্ষার জন্য অষ্টাদশবার-রণবিজয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অষ্টাদশসং[illegible] সংগ্রামে জয় করিলে, মহাপাপী অনধিকারী জরাসন্ধ আমাকে, পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিবে, অতএব আমার প্রতি মানবজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য কৌশল করা উচিত।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বংশীধর, ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক জরাসন্ধের ভয়পলায়ন অভিনয় করিয়া দ্রুতগমনে অধিকদূর অতিক্রম করিতে করিতে অত্যুচ্চ প্রবর্ষণপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন, ও উপহাসা-শ্রয়ে অনুগমনকারী জরাসন্ধ অনলযোগে সেই প্রবর্ষণগিরি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, বলরামের সহিত আকাশস্পর্শী একাদশযোজনোন্নত(২) সেই শৈলশিখর হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া পদব্রজে বহুপথ অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। চিরসাগরশায়ী সেই শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরে জরাসন্ধের অস্তিপ্রাপ্তি কন্যাদ্বয়ের স্বামী কংসকে ধ্বংস করিয়াছিলেন।

(১) তুল্যা। (২) ৪৪ ক্রোশ উচ্চ।

শিষ্য। কংস কে? তাহার বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করুন।

গুরু। সৌভপতি ক্রমিলাসুর, নিজকুলগুরু শুক্রের সমীপে গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি বিনা অন্য কেহ কি তন্ত্রমার্গে শক্তিসাধনা করেন?" শুক্র, ক্রমিলবাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষদ্‌হাস্যে বলিলেন, "জগতে অনেক তান্ত্রিক আছেন।

কুমারীতন্ত্রে :—

তস্যাস্তূপাসকাশ্চৈব ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ বরুণ কুবেরোঽগ্নিস্তথাপরঃ॥
দুর্ব্বাসাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ দত্তাত্রেয়ো বৃহস্পতিঃ।
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্ব্বে দেবা উপাসকাঃ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, কুবের, অগ্নি, দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয় ও বৃহস্পতি সেই দেবীর উপাসক। এই স্থানে বহু বলিয়া কি হইবে, সকল দেবতা দেবীকে উপাসনা করেন।

দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ; তাহা অপেক্ষা দুর্গা শ্রেষ্ঠ; ও তাহা অপেক্ষা দশমহাবিদ্যা শ্রেষ্ঠ; তাহাদিগের মধ্যে কালী, তারা ও ষোড়শী শ্রেষ্ঠ; এবং তাহাদিগের মধ্যে সকলের মূলস্বরূপা কালীই শ্রেষ্ঠদেবতা।" তারপর ক্রমিল বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি কৃপাবিতরণে দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি ও তন্ত্রের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া আমার কর্ণকুহর পবিত্র করুন।"

ভার্গব বলিলেন, "যিনি, মহাপ্রলয়ে সমস্ত,-জগৎ,-গ্রাসকারী মহাকালকে ধ্বংস করেন, এবং মহাসৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মাদি নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া সকলের আদিরূপে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাকে কালী ও আদ্যা বলে। মহাকাল, বহুকাল-নিষ্পাদিত কঠোর তপস্যার ফলে কালীর প্রেমভাজন হইয়াছেন। ছায়াগর্ভ-সম্ভূত সূর্য্যসুত শনি বিমল ভক্তিদ্বারা সতত কালীর

উপাসনা করেন। বিরিঞ্চি, মাধব ও মহেশ্বর, উপাসনা করিয়া মহাকালীর কৃপায় সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন।

দেবীভাগবতে বিষ্ণুকৃত দেবীস্তোত্রে :—

ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরুমাপতিশ্চ,
সংহারকারক ইয়ন্তু জনে প্রসিদ্ধিঃ।
কিং সত্যমেতদপি দেবি! তবেচ্ছয়া বৈ,
কর্ত্তুং ক্ষমা বয়মজে! তব শক্তিযুক্তাঃ॥

বিষ্ণু বলিলেন, "হে দেবি! ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, ও শিব সংহার করেন, এইরূপ লোকপ্রবাদ কি সত্য? তাহা নহে। হে নিত্যে! আমরা (ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর) আপনার ইচ্ছায় আপনার শক্তি-যুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি।"

দেবীভাগবতে :—

তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোঽস্মি শক্ত্যধীনোঽস্মি সর্ব্বথা।
তামেব শক্তিং সততং ধ্যায়ামিচ নিরন্তরং।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জানামি কমলোদ্ভব! ॥"

বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! সেই জন্য আমি স্বাধীন নহি, সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে শক্তির অধীন ও সেই শক্তিকে নিরন্তর ধ্যান করি। ইহার পর কিছুই জানিনা।"

সেই আদ্যাকালী, অসংখ্য অসুরগণের বিনাশের জন্য অন্য উপায় না দেখিয়া নিজমুখে বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রের সহিত বিশ্বসংহারক ব্রহ্মাস্ত্র সকল গ্রাস করিয়া বহু মাতঙ্গ(১), তুরঙ্গ(২), রথ ও সারথির চর্ব্বণপূর্ব্বক দৈত্য

(১) হাতী। (২) ঘোড়া।

সকলকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ও বিস্তারিত মুখদ্বারা কৌশলে শোণিত-শোষণপূর্ব্বক ত্রিভুবনব্যাপী অক্ষয়রক্তবিন্দু—সম্ভূত সংখ্যাশূন্য সমস্ত রক্তবীজকে ভক্ষণ করিয়া সুরগণের বিপদ্‌রাশি উন্মূলন করিয়াছিলেন, এবং সীতার স্তবকালে কীটজ্ঞানে দেবগণের প্রতি অবজ্ঞাকারী মহাবলশালী দুর্জ্জয় সহস্রস্কন্ধ রাবণকে খড়্গদ্বারা নিহত করিয়া তৃতীয়-হুহুঙ্কার-শ্রবণে মূর্চ্ছিত রামের সমাশ্বাসনপূর্ব্বক স্তুতিপরায়ণ সুরগণকে অভয় দান করিয়াছিলেন। প্রসবকালে শিশুর নিকটে জননীর ন্যায় বিশ্ব-প্রসবিনী, নিজপ্রসূত ব্রহ্মাদি নিখিল জীবের নিকটে দিগম্বরীভাবে(১) সর্ব্বদা অবস্থান করেন, ও নিদ্রিত শিশুসন্তানের সমীপে মাতার ন্যায় অজ্ঞানরূপ-নিদ্রাদ্বারা অভিভূত জীবরূপ নিজঅপত্যগণের সমীপে নিজকান্ত (২)মহাকালের সহিত সর্ব্বদা রমণ করেন। সেই মহমায়া, ত্রিভুবনবিজয়ী করালাসুরের ছিন্ন মস্তক বামকরে ধারণ করিয়া তাহার বহুতপস্যা প্রকাশ করিয়াছেন. ও বামপাণিস্থ (৩)খড়্গদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অবধ্য অসুরগণকে সংহার করিয়া অমরসকলের বিপত্তিরাশি পদদলিত করিয়াছেন। সমস্তবাসনাত্যাগী ঋষিগণ, উৎপত্তিস্থিতিলয়কারিণী সেই কালনাশিনীর চরণকমল আশ্রয়করিয়া সংসারাব্ধি (৪) সন্তরণপূর্ব্বক নির্ব্বাণপদে আরোহণ করিয়াছেন। উন্মত্তগণ, চতুর্ম্মুখ-হরিহর-জননী কালীকে অনার্য্যের দেবতা বলিয়া স্বকীয় উন্মত্ততা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণচরুসম্ভূত ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র, বিরিঞ্চিনারায়াণাদি ত্রিদশগণের (৫) তপস্যায় বিফল-মনোরথ হইয়া বৃহস্পতির পরামর্শে শিবের সাধনা করিতে লাগিলেন, ও কিছুকাল পরে শঙ্করের উপদেশে কালীর তপস্যা করিয়া তপস্তুষ্টা দয়াময়ী কালীর নিকটে অন্যের অসাধ্য দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভকরিয়াছিলেন। সুরগণের ইষ্ট দেবতা সেই মহাকালী, নিখিল-বাসনা-বিসর্জ্জনকারী নিজভক্তকে প্রারব্ধ

(১) উলঙ্গ হইয়া। (২) স্বামী। (৩) হাত। (৪) সংসাররূপ সাগর।
(৫) দেবতাসকল।

কর্ম্মের ভোগের জন্য অপযশ-শৈলে আরোহণ করাইয়া বিবিধ-বিপদ্-সমুদ্রে নিক্ষেপপূর্ব্বক বহুপরীক্ষাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সহিষ্ণুতাশক্তি সম্পাদন করিতে করিতে সবলে অষ্টপাশ ছেদন করেন, ও নিজদত্ততত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম্ম বিধ্বংস করিয়া পুনর্জ্জন্মরাহিত্যরূপ মুক্তিফল প্রদান করেন। যেমন কুম্ভকার, অগ্নিযোগে মৃত্তিকাপাত্র বিশেষরূপে দগ্ধ করিয়া জলের আধার করে, সেইরূপ মুক্তকেশী, পরীক্ষাযোগে সাধকহৃদয় বিশেষরূপে দৃঢ় করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আধার করে। বিঘ্নভীত সংসারাসক্ত অজিতেন্দ্রিয় নরগণ, বহুচেষ্টায় কালরমণীর চরণকমল আশ্রয় করিয়া বাসনার অধীনতাহেতু, অষ্টপাশ ছেদন করিয়া জ্ঞানসোপানে আরোহণপূর্ব্বক মুক্তি-প্রাসাদে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ হয়।

সতীশোক-সন্তপ্ত শঙ্কর, মহামায়াকে পত্নীরূপে পুনর্ব্বার লাভকরিবার জন্য হিমালয়ে কালীর কঠোর তপস্যা করিতে করিতে বহুদিন অতীত করিলেন। অনন্তর কালকামিনী, মধুরভাবে সাধনাকারী পশুপতির কঠোর তপস্যায় আনন্দিতা হইয়া কালরাত্রিদিনে নিশার্দ্ধ-সময়ে সুমেরুর পশ্চিম-তটে স্থিত চোলনামক হ্রদে নীলসরস্বতীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিবসমীপে আগমন করিলেন, ও পার্ব্বতীরূপে পুনর্ব্বার পত্নীপ্রাপ্তিবর দানকরিয়া জ্ঞানপূর্ণবাক্যদ্বারা শশিশেখরকে শোকশূন্য করিলেন, এবং দেবশাসনকারী অসুরসকলকে নিজহস্তে নিহত করিয়া সুরগণের তারকত্বহেতু শিবদত্ত তারানাম গ্রহণকরিলেন। সমুদ্রোৎপন্ন কালকূটের পানকারী অক্ষোভ্য(১) ভৈরব, জন্মান্তরীয় কঠোরতপস্যার ফলে তারাকে প্রণয়িনীরূপে লাভকরিয়াছেন। কনককান্তি সুরগুরু বৃহস্পতি ও বায়ু সর্ব্বদা তারার সাধনা করেন। ব্রহ্মসুত বশিষ্ঠ, পিতার উপদেশে দক্ষিণাচার অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে কঠোর তপস্যা করিয়া দ্বিসহস্র বৎসর অতীত করিলেন, ও তারার অদর্শনহেতু কোপকলুষিতচিত্তে অভিশাপদানের জন্য বদ্ধপরিকর

(১) যিনি কখন ক্ষুব্ধ (চঞ্চল) হন না।

হইলেন, এমন সময়ে অম্বরস্থিতা(১)অনিলরূপিণী(২)তারা বশিষ্ঠকে' বলিলেন, "রে বিপ্র! সাধনার অজ্ঞতাহেতু মদীয়-পথবিরোধী দক্ষিণাচারে বৃথা কালক্ষেপ করিয়া নিজদোষ না বুঝিয়া কোপচিত্তে আমার প্রতি অভি-শাপদানের জন্য উদ্যত হইয়াছিস্। তন্ত্রনিপুণ মহাচীনবাসী বুদ্ধঋষির নিকটে কুলাচার গ্রহণকরিয়া আমার সাধনা করিলে, আশু সিদ্ধি হইবে।" এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ, চীনদেশস্থিত 'বুদ্ধঋষির সমীপে গমন পূর্ব্বক স্বীয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া উপদেশ-গ্রহণে যত্নবান্ হইলেন। বুদ্ধ বলিলেন, "হে ব্রহ্মপুত্র। তুমি, দক্ষিণাচার পরিত্যাগ করিয়া কুলাচার গ্রহণপূর্ব্বক তারিণীর সাধনাকর। দক্ষিণাচারে দশমহাবিদ্যার সাধনা করিলে, সিদ্ধিলাভ দুর্ল্লভ হয়। দশমহাবিদ্যা, কুলাচার-সাধনায় অল্পকালে সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের বাঞ্ছা সফল করেন। ব্রাহ্মণ, বামাচারে অভিষিক্ত হইয়া সুরাপান করিবে।

নিরুত্তরতন্ত্রে :—

অভিষেককৃতে বিপ্রে সুরাপানং বিধীয়তে।

বামমার্গে অভিষিক্ত ব্রাহ্মণের সুরাপান বিহিত হইয়াছে।

উৎপত্তিতন্ত্রে :—

অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহা ভবেৎ।
সংস্কৃতান্তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো জলদগ্নিবৎ॥
সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণঃপ্রপিবেৎ সুরাং।
অন্যত্র কামতঃপীত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

ব্রাহ্মণ, অশোধিত সুরা পানকরিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়, এবং সংশোধিত সুরা সেবনকরিয়া জলৎঅগ্নির ন্যায় ব্রহ্মতেজোবিশিষ্ট হয়।

(১) আকাশস্থিতা। (২) বায়ুরূপিণী।

ব্রাহ্মণ, বেদোক্ত সৌত্রামণি যাগে ও তন্ত্রোক্ত কুলাচারে সুরা পানকরিবে অন্যস্থানে নিজইচ্ছায় পানকরিয়া ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হয়।

অতএব কৌলবিপ্রের শোধিত সুরাপান শাস্ত্রসিদ্ধ। শাস্ত্রকারগণ অশোধিত-সুরাপান নিষেধ করিয়াছেন। বেদেও শাস্ত্রীয় পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে।

বেদে :—

মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ।

বেদবিহিত কর্ম্মব্যতিরেকে অন্যস্থানে সকল প্রাণীর হিংসা করিতে নাই, কেবল বেদবিহিত কর্ম্মে পশুহিংসা করিবে।

নৃপগণ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞে বহুপশুর শাস্ত্রীয়-হিংসা করিয়াও স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মন্ত্রসকল বিষের প্রাণঘাতিনী শক্তির ন্যায় বৈধ-হিংসার পাপজননী শক্তি বিনষ্টকরে। উদ্ভিজ্জজীব আতপতণ্ডুল(১)ফলাদির দানে জীবহিংসাহেতু সর্ব্বত্র দেবদ্রব্যদানে হিংসাজনিত পাপের আশঙ্কা আছে। একমুদ্রায় হীরকখণ্ডলাভের ন্যায় পশুশরীর-বিনিময়ে ধর্ম্মবর্জ্জিত পশুর স্বর্গলাভ সর্ব্বরূপে হিতকর। শক্তিসাধনার প্রতি অসূয়া(২)কারী ভ্রান্ত নরগণ, বিদ্বেষহেতু সুরথরাজার লক্ষবলিদানোৎপন্ন মহাপাপ কল্পিত করিয়া লক্ষপশুদ্বারা অশাস্ত্রীয় অসম্ভব সুরথরাজার একবার ছেদন কল্পনা করেন। বলিদানদ্বারা মহাপাপ কল্পনা হইলে, শতঅশ্বমেধে শততুরঙ্গ(৩)হত্যাকারী দেবেন্দ্রের শতযজ্ঞজনিত ইন্দ্রত্বলাভের বিনিময়ে অনন্ত নরকভোগ কল্পিত হইত। বহুযজ্ঞকারী নরপতিগণ ও ঋষিসকল, যজ্ঞীয়-পুণ্যজনিত স্বর্গলাভের পরিবর্ত্তে যজ্ঞীয়-পশুনিধনোৎপন্ন মহাপাপের ফলে বহুবিধ নরক ভোগকরিতেন। শাস্ত্রীয় হিংসায় পাপকল্পনাকারী স্থূলদর্শী নরগণ, উন্মত্তবাক্যের ন্যায় "(অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত) অগ্নিসোমদেবতার উদ্দেশে

---

(১) আলোচাল। (২) হিংসা ঈর্ষা—পরগুণে দোষারোপ। (৩) ঘোড়া।

ছাগপশু হিংসাকরিবে।" এইরূপ বেদবাক্যের অলীকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টাকরেন, ও সূক্ষ্মজ্ঞানের অভাবহেতু নিজভোজনীয় উদ্ভিজ্জজীব শাকাদির ছেদনকালে উদ্ভিজ্জজীবের বিনাশোৎপন্ন পাপ অনুমানকরিতে পারেন না, মৌখিকদয়া প্রকাশকরিয়া অজ্ঞাতভাবে লঙ্কাহরিদ্রাদি উদ্ভিজ্জীবের চূর্ণসময়ে নিজের নির্দ্দয়ত্ব প্রকাশ করেন, বৎস বঞ্চনাকরিয়া ধেনুর দুগ্ধ পানকরেন, গমনসময়ে পাদসঞ্চালন দ্বারা পথমধ্যস্থিত পিপীলিকাদি জীবগণকে হত্যাকরেন, এবং ধান্য-কলাই-নারিকেলাদি উদ্ভিজ্জ জীবসকল ভক্ষণকরিয়া পাপোপার্জ্জনে কুণ্ঠিত হননা। সূক্ষ্মদর্শী(১)মনুষ্যগণ, বেদমহিমা অবগত হইয়া দেবতার প্রীতিসাধনার জন্য শাস্ত্রীয়-মন্ত্রযোগে পশুশরীর নিহত করিয়া পশুর অবিনাশী আত্মাকে অক্ষয় অমরভবনে প্রেরণকরেন। বলিদান বিনা দেবীপূজা বিশেষরূপে হিতকারিণী নহে।

নিবন্ধতন্ত্রে :—

বলিদানং বিনা যস্তু পূজয়েত্তারিণীং নরঃ।
ন জ্ঞানং নচ মোক্ষঃ স্যাত্তস্য পশুধিয়ঃপ্রিয়ে॥

শিব বলিলেন, "হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! যে মানব বলিদান-ব্যতিরেকে তারিণীকে পূজা করে, পশুবুদ্ধি সেই মানবের তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হয়না।"

পঞ্চতত্ত্বদ্বারা শক্তিসাধনা করিতে হয়।

কৈবল্যতন্ত্রে:—

পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং নাস্তি শাক্তানাং সুখমোক্ষয়োঃ।

শাক্তগণের সুখ ও মোক্ষের জন্য পঞ্চতত্ত্ব(২)হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই।"

---

(১) বিচক্ষণ, অতি বুদ্ধিমান্।

(২) পঞ্চমকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা মৈথুন এই পাঁচ (তন্ত্রমতে)। গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব, এই পাঁচ (বৈষ্ণব মতে)। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচ (সাঙ্খ্যমতে)।

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ সুরাসাধন করিলেন।

রুদ্রযামলে সপ্তদশপটলে :—

ব্রহ্মপুত্রোগুরোর্ব্বাক্যং শ্রুত্বা স্মৃত্বা সরস্বতীং।
মদিরাসাধনং কর্ত্তুং জগাম কুলমণ্ডলে॥

বশিষ্ঠ, গুরুবাক্য শুনিয়া নীলসরস্বতীকে (১)স্মরণকরিয়া মদিরা(২)সাধন করিবার জন্য কুলমণ্ডলে গমনকরিলেন।

বিরিঞ্চি-তনয়, মদ্য, মাংস, মৎস্য ও মুদ্রার দ্বারা তারাকে উপাসনা করিয়া তৃতীয়দিবসে সিদ্ধি লাভকরিলেন।

বাসবপ্রেরিত অপ্সরোগণ, ইন্দ্রদত্ত উপহার গ্রহণকরিয়া কৈলাসে শিবসমীপে গমনপূর্ব্বক কালীকে দর্শনকরিবার জন্য শঙ্করের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী কালী, আবরণকর-পদার্থ-অনবরুদ্ধ(৩) দৃষ্টিদ্বারা স্বর্ণগণিকাগণের মনোহর কান্তি অবলোকনকরিয়া লজ্জিতভাবে অন্তর্হিতা হইলেন। অপ্সরাসকল, কালকামিনীর(৪)চরণকমল দর্শনকরিতে না পারিয়া দুঃখিতচিত্তে নিজনিজস্থানে প্রস্থানকরিলেন। অনন্তর বিবাদশীল নারদ, কৈলাশ কালিকাশূন্য পরিদর্শনকরিয়া যোগবলে সুমেরুর উত্তরপার্শ্বস্থিতা কালনাশিনীর(৫)সমীপে গমনকরিয়া শিবের সহিত বিবাদ করাইবার জন্য কালীকে বলিলেন, "জগদম্ব! আমি কৈলাসে গমন করিয়া দেখিলাম, মহাদেব পুনর্ব্বার পরিণয়ের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে-ছেন।" এই বলিয়া দেবর্ষি, প্রণতি পূর্ব্বক অভিলষিত দেশে গমনকরিলেন। তারপর কালিকা, শিবের বিবাহচেষ্টা শ্রবণ করিয়া ক্রোধহেতু ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠরূপ ধারণপূর্ব্বক শঙ্করের সমীপে আগমনকরিলেন। মৃত্যুঞ্জয়, স্তবদ্বারা কালীর কোপ সান্ত্বনাকরিয়া ত্রিজগৎ-সৌন্দর্য্যহেতু ত্রিপুরসুন্দরী ॥ সতত-ষোড়শী

(১) তারা। (২) মদ। (৩) পর্ব্বতাদি পদার্থ যে দৃষ্টিকে আটকাইতে পারেনা (৪) (৫) কালী।

বর্ষীয়তাবশতঃ ষোড়শা নাম স্থাপনপূর্ব্বক সেই রাজরাজেশ্বরীকে 'আলিঙ্গন-করিলেন। পঞ্চবক্ত্র(১)কঠোর তপস্যার ফলে ষোড়শীকে পত্নীরূপে লাভ করিলেন। শশিসুত বুধ ও বরুণ সর্ব্বদা ষোড়শীকে উপাসনাকরেন। বৃত্রবিধ্বস্ত(২)দেবরাজ, কঠোর তপস্যা করিয়া ষোড়শীসমীপে বজ্রনির্ম্মাণযুক্তি পূর্ব্বক বৃত্রনিধনবর লাভকরিয়াছিলেন।

সমুদ্রমন্থন সময়ে অগ্নিযোগে প্রথমে ইক্ষুরস হইতে মলনির্গমের ন্যায় মন্দরগিরিযোগে প্রথমে সমুদ্রহইতে অসাররূপ কালকূটনামক বিষ, উৎপন্ন হইয়া ত্রিজগৎ সংহারের জন্য সমুদ্যত হইল। অনন্তর শশিশেখর(৩), ভীত পদ্মযোনি প্রভৃতি ত্রিদশগণের(৪)অনুরোধে মহাকালীকে স্মরণ করিতে করিতে বিশ্ববিনাশক প্রথমোৎপন্ন কালকূট পানকরিয়া বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিবপ্রণয়িণী মহাকালী, শঙ্করের স্মরণে নূতনমূর্ত্তি ধারণকরিয়া শিবসমীপে আবির্ভূতা হইলেন,ও করকমল দ্বারা শিব-শরীর স্পর্শ করিতে করিতে উৎকটবিষ বিধ্বংসকরিয়া শূলীকে সুস্থকরিলেন। দেবীকৃপায় মৃত্যুজয়কারী পশুপতি, প্রীতমানসে ভুবনের পালকতাহেতু ভুবনেশ্বরী নাম স্থাপন করিয়া তাঁহার স্তুতি করিলেন। ত্র্যম্বক(৫)জন্মা-ন্তরীয় তপস্যার ফলে ভুবনেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি (শুক্র) ভুবনেশ্বরীর উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকটে সঞ্জীবনীমন্ত্র লাভ করিয়া মৃতপ্রাণীর প্রাণদাতা হইয়াছি। সুরগণ পালনকারিণী সেই ভুবনে-শ্বরীর কৃপায় সর্ব্বসম্পত্তি লাভকরিয়াছেন।

একদা জগজ্জননী কালী অনিমেষশীল(৬)ত্রিনেত্রদ্বারা শিবমুখ দর্শন করিতে করিতে ধূর্জ্জটীকে বলিলেন, "শঙ্কর। আমি অন্যরূপ ধারণকরিব।" শূলপাণি বলিলেন, "হে বিশ্বপ্রসবিনি! তোমার ইচ্ছায় ত্রিভুবনের সমস্ত-

(১) পঞ্চমুখ শিব। (২) বৃত্রাসুর দ্বারা উৎপীড়িত।

(৩) শিব। (৪) ব্রহ্মাদি দেবসকলের। (৫) ত্রিলোচন মহাদেব। (৬) যে চক্ষুতে কখনও নিমেষ নাই।

কার্য্য হইতেছে। তোমার কৃপায় সৃষ্টিকারী বিরিঞ্চি, পালনকারী মাধব, ও সংহারকারী আমি সর্ব্বদা তোমার বশবর্ত্তী। স্বেচ্ছাচারিণী তোমার প্রতিকূলে(১)কেহই কখন গমন করিতে পারেনা।" এইরূপ শিববাক্য শ্রবণানন্তর কালরমণী, মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া ভুবনমোহন রূপ ধারণ পূর্ব্বক গঙ্গাধরসমীপে আগমনকরিলেন। মহেশ্বর, শ্রীবিদ্যাকে সাদরসম্ভাষণে ভৈরবীনামে ভূষিতা করিয়া নিজহৃদয়ে ধারণকরিলেন। দক্ষিণামূর্ত্তি স্বকীয় সাধনাবলে ভৈরবীকে ভার্য্যারূপে লাভকরিয়াছেন। গন্ধর্ব্বগণ, সমুদ্র ও নদনদীগণের উপাস্যদেবতা যমদুঃখনাশিনী সেই ভৈরবীর অনুগ্রহে গীতবিদ্যাবিশারদ হইয়াছেন।

একদা পার্ব্বতী, জয়া ও বিজয়ার সহিত মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া মদনশরে পীড়িতা হইলেন। জয়া, ও বিজয়া, স্নানান্তে মহামায়ার ইচ্ছায় ডাকিনী ও বর্ণিণী রূপ ধারণপূর্ব্বক ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতরা হইয়া জগদম্বাকে বলিলেন, "মাতঃ! ক্ষুধাপীড়িত আমাদিগকে ভোজন দানকরুন।" ভুবনজননী বলিলেন,"কিছুক্ষণ অপেক্ষাকর, নিজভবনে গমন করিয়া তোমাদিগকে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিব।" ডাকিনী ও বর্ণিণী পুনর্ব্বার কাতরস্বরে বলিলেন, "বিশ্বপ্রসূতি আপনি, কৃপা করিয়া ভোজনদানে উভয়ের অসহ্য ক্ষুধা নিবৃত্তি করুন, আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।" প্রবল ক্ষুধায় পরিপীড়িতা জগজ্জননী, সখীদ্বয়ের কাতর-বচন শ্রবণ করিয়া বামহস্ত-নখদ্বারা স্বকীয় শীর্ষ ছেদন করিলেন, ও বামপার্শ্বস্থা কৃষ্ণাঙ্গী ডাকিনী, দক্ষিণভাগস্থিতা রক্তবর্ণা বর্ণিণী এবং বামকরস্থিত ভোজনপ্রার্থী ছিন্ন নিজ মস্তককে বাম-দক্ষিণ-মধ্যভাগোত্থিত তমোরজঃ-সত্ত্বগুণ-সম্ভূত সুধাসদৃশ শোণিতধারাত্রয় পান করাইলেন। পশুপতি, প্রচণ্ডচণ্ডিকাকে পরিদর্শন করিয়া বিস্ময়চিত্তে স্তুতিপূর্ব্বক ছিন্নমস্তানাম স্থাপন করিয়া বিশেষ সমাদর

---

১) ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

করিলেন। ত্রিগুণা ছিন্নমস্তা কবন্ধের পত্নী, অগ্নি ও রাহুর ইষ্টদেবী। ঋষিগণ অসাধ্য-সাধনের জন্য ছিন্নমস্তার উপাসনা করেন।

সতী, নিমন্ত্রণ বিনা শিবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষযজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়া শিবনিন্দা শ্রবণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "শিববিদ্বেষী দক্ষের বীর্য্যসম্ভূত এই স্থূলদেহে আমি চিরকাল বাস করিলে, দক্ষ শিব-হিংসার প্রতিফল কখনও প্রাপ্ত হইবে না, অতএব শিবনিন্দার ফলদানের জন্য শিবমহিমার অনভিজ্ঞ দক্ষের শুক্রসম্বন্ধী এই দেহ(১) আমার সর্ব্বরূপে পরিত্যাগ করা উচিত।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সতী, যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ধূমরূপা হইলেন। অনন্তর সেই ধূম হইতে আবির্ভূতা ধূমাবতী, শঙ্কর-সমীপে গমন করিয়া শিবের সংহার-কর্ম্মোৎপন্ন গর্ব্ব ধ্বংস করিবার জন্য বলিলেন, "ক্ষুধাকাতরা আমাকে শীঘ্র ভোজন দাও, আমি বিলম্ব করিতে পারিব না।" এইরূপ বারত্রয় কথনানন্তর সেই ধূমাবতী, "ক্ষণকাল অপেক্ষা কর" এই বাক্য-প্রয়োগকারী ধূর্জ্জটীকে নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক গ্রাস করিলেন। মহেশ্বর ও নিজমায়াবলে ধূমাবতীর উদর হইতে বহির্গত হইলেন। তারপর পতিভক্ষিণী ধূমাবতী, বিধবার চিহ্ন ধারণ করিয়া কাকধ্বজরথে আরোহণ পূর্ব্বক শূর্প(২) সঞ্চালন-বায়ুদ্বারা ধূম্রাসুর নিধন করিলেন। সুদর্শন-চক্রচ্ছেদনে পীযূষপানহেতু অমৃত দেহরূপী কেতু(৩) ও সর্পসকল যৌবনহীনা বিধবা সেই ধূমাবতীকে সতত আরাধনা করেন।

(১) দক্ষবীর্য্য-সম্ভূত—দক্ষ শিব নিন্দা করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার ঔরসজাত এই দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। (২) কুলা। (৩) কেতু একজন দানব। সমুদ্রমন্থনের পর দেবগণ অমৃত পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই দানবও তাঁহাদের সহিত অমৃত পান করিতে বসে। ইহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত অমৃত প্রবেশ করিলে, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাকে চিনিতে পারিয়া ইহার পরিচয় প্রকাশ করেন। তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা ইহার মস্তক ছেদন করেন—অমৃত পান করিয়াছিল বলিয়া ইহার মৃত্যু হইল না—ইহার মস্তকভাগ রাহু ও দেহভাগ কেতু নামে বিদিত হইল।

সত্যযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ-প্রেরিত অসুরগণ, দেবগণের মূল বিষ্ণুকে সংগ্রামে পরাজয় করিবার জন্য বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া তথায় মায়ায় বিলীন মাধবকে দর্শন করিতে না পারিয়া ক্রোধহেতু চরাচর জগৎ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল ঝটিকা-প্রবাহ আরম্ভ করিলেন। তারপর পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, অসুরগণের পুরুষ-অবধ্যতারূপ ব্রহ্মবর চিন্তা করিয়া ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য অন্য উপায় না দেখিয়া পালন-কর্ম্মজনিত স্বকীয় অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক মহামায়ার তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কেশবের কঠোর সাধনায় সন্তুষ্টা মহাকালী পীত(১)হ্রদ হইতে বগলামুখীরূপে সমুৎপন্না হইয়া শ্রীপতিকে সমাশ্বস্ত করিলেন, ও বামহস্তদ্বারা অরিগণের রসনা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ করধৃত-গদাপ্রহারে বৈরিসমূহকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। ত্রিদশগণ(২) শত্রুসংহারের জন্য নৈঋত ও বিদ্যুৎবর্ণ মঙ্গলের ইষ্টদেবতা বগলামুখীর সাধনা করেন।

"আপনি অনুমতি করুন, আমি জনক-ভবনে গমন করিব" এইরূপ পার্ব্বতীবাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কর বলিলেন, "নিমন্ত্রণ বিনা তোমার পিতৃগৃহ-গমন হইতে আমি ভয় করি।" দুর্গা বলিলেন, "আমার গমনের পর আপনিও শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন।" শিব তাহাই স্বীকার করিলেন। অনন্তর মৈনাকসুত ক্রৌঞ্চ, কৈলাশে গমন করিয়া শঙ্করের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পার্ব্বতীকে বলিলেন, "মহামায়ে! আপনার জনক, জননী ও পিতৃ-পক্ষীয় বন্ধুবর্গ, ভবদীয় দর্শনে সমুৎসুক হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি, অনুগ্রহপ্রকাশে আমার সহিত গমন করিয়া তাহাদিগের দর্শন-বাসনা পূর্ণ করুন।" উমা বলিলেন, "আমি পতির অনুমতি ব্যতিরেকে গমন করিতে পারিব না।" এই বলিয়া পার্ব্বতী, কৈলাশপতির আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রৌঞ্চের সহিত পিতৃনিলয়ে(৩) গমন করিলেন। তারপর

(১) হরিদ্রাবর্ণ, হল্‌দে রং। (২) দেবতা সকল। (৩) বাপের বাড়ী।

শঙ্কর, নিজ অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য শঙ্খকারবেশে হিমালয়ে গমন করিয়া সকল রমণীর হস্তে শঙ্খ বিতরণ পূর্ব্বক প্রার্থনাপূর্ণ-প্রতিজ্ঞা করাইয়া শিবানীকরে শঙ্খ প্রদান করিলেন। শঙ্খ-ভূষিতা ভবানী বলিলেন, "সমস্ত রত্নপূর্ণ গিরিরাজ হিমালয় আমার জনক, হীরকভূষণা মেনকা জননী, পক্ষযুগলযুক্ত সমুদ্রশায়ী মৈনাক ভ্রাতা, আজ্ঞাবহ বলশালী ক্রৌঞ্চ ভ্রাতৃতনয়, সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা সরলচিত্ত মৃত্যুঞ্জয় স্বামী ও প্রথমপূজা-ভোগী গণপতি আমার পুত্র, হে শঙ্খকার! তুমি প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা সত্বর সফল করিব।" এইরূপ উমাবাক্য শ্রবণানন্তর শঙ্খকার(১) রহস্যে(২) বলিলেন, "দেবি! তুমি, সুরতপ্রদানে আমার কামানল নির্ব্বাপণ করিয়া আমাকে রক্ষা কর।" শঙ্করী, এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপচিত্তে "ত্রিভুবনে কেহই আমাকে দুষ্টবাক্য বলিতে পারিবে না।" এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, ধ্যানযোগে শিবকর্ম্ম বিদিত হইয়া ঈষদ্‌হাস্যে বলিলেন, "শঙ্খব্যবসায়িন্! তুমি অধুনা নিজস্থানে গমন কর, আমি, অন্যদিবসে গোপনে তোমার নিকটে গমন করিয়া ত্বদীয় বাসনা ফলবতী করিব।" শঙ্খকার হাসিতে হাসিতে স্থানান্তরে গমন করিলেন। তারপর ভবানী, চণ্ডালিনীবেশে সখীগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া নৃত্যগীতদ্বারা কামানল উদ্দীপন করিতে করিতে মানস সরোবরতীরে শিবসমীপে গমন করিলেন। মহেশ্বর, মদনবেশোজ্জ্বলা বিশালনয়না পীনোন্নত-পয়োধরা ভুবনমোহিনী কিরাতরমণীকে দর্শন করিয়া বলিলেন, "কৃশাঙ্গি! তুমি কে? কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? আলিঙ্গনরূপ বারিদানে আমার প্রজ্বলিত মদনানল নির্ব্বাপণ কর। আমি তোমার অভিলাষ সফল করিব।" পার্ব্বতী বলিলেন, "হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি চণ্ডালিনী, দেবীত্বলাভ-মানসে তপস্যা করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি,

(১) শাঁখারী। (২) গোপনে।

আপনি আমার বিঘ্ন করিবেন না।" শঙ্কর বলিলেন, "আমি শিব, তপস্বিগণকে তপস্যার ফল দান করি, অধুনা তপস্যা ব্যতিরেকে তোমাকে পার্ব্বতীতুল্য করিব, তুমি আমাকে রতিদানে সন্তুষ্ট কর, ক্লেশকর তপস্যায় আবশ্যক নাই।" শঙ্করী বলিলেন, "আমি দেবীত্ব প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিব, আপনি আমার বিঘ্নাচরণ করিবেন না।" মহেশ্বর বলিলেন, "তুমি এখনই দেবী হও, আমার বাক্য মিথ্যা নহে।" এই বলিয়া শশিশেখর(১), আলিঙ্গন পূর্ব্বক কিরাত-রমণীর মুখ চুম্বন করিয়া রমণ করিলেন, এবং "আপনাকে বঞ্চনা করিতে আমি অসমর্থ হইলাম" এইরূপ দেবীবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে চাণ্ডালিনীকে মাতঙ্গিনী নামে ভূষিতা করিলেন। অনন্তর মাতঙ্গী, মতঙ্গাসুর সংহার করিয়া সুরবৃন্দকে আনন্দিত করিলেন। মতঙ্গ বহু-সুকৃতিফলে মাতঙ্গিনীকে দাম্পত্যপ্রেমে আবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্নরগণ, বিপত্তি নাশের জন্য রবিসুত শমন ও সূর্য্যের ইষ্টদেবতা মাতঙ্গীকে আরাধনা করেন।

ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকালে রচনাকৌশল শিক্ষা করিবার জন্য মহামায়ার তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিরিঞ্চির তপস্যাপ্রীতা মহামায়া, ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া পদ্মযোনিকে সৃষ্টিকৌশল প্রদান করিলেন। চতুর্ম্মুখ, হরি ও হর, তাঁহার কমলাত্মিকানাম স্থাপন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। কমলাত্মিকা, দুর্জ্জয় কোলাসুর সংহার করিয়া অমরবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন, ও কঠোর-তপস্যাকারী সদাশিবকে পতিরূপে গ্রহণ করিলেন। যক্ষগণ, ও কুবের, শশাঙ্কের ইষ্টদেবতা সেই কমলাত্মিকার উপাসনা করিয়া সর্ব্বসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। শঙ্করও নানাবিধ ভৈরবমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মহাবিদ্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। স্বার্থান্ধ সাধকগণ, ভ্রান্তিজ্ঞানে সাধনা, করিয়া দশমহাবিদ্যার নিকটে

(১) শিব।

মুক্তিরূপ সুধার বিনিময়ে ষট্‌কর্ম্মরূপ(১) বিষরাশি স্বহস্তে পান করেন, ও ক্ষণিক-সুখকর ধনাদি বিষয়ের লোভে অবশ্যভোগ্য পারলৌকিক নরকে গমন অনুমান করিতে পারেন না, এবং প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ-কল্পিত অর্থে তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া নরগণকে মোহকূপে পাতিত করেন। শিব স্বয়ং বলিয়াছেন, "নিজ বুদ্ধিবলে তন্ত্রের অর্থকারী নরগণ নরকে গমন করে।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে একাদশোল্লাসে ১৬৯ শ্লোক :—

এতস্মিন্ শাম্ভবে শাস্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে।
কূটেনার্থং কল্পয়ন্তঃ পতিতা যান্ত্যধোগতিম্॥

স্পষ্টার্থপদযুক্ত এই তন্ত্রশাস্ত্রে কূটবুদ্ধিদ্বারা অর্থ-কল্পনাকারীগণ, পতিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

"ষট্‌কর্ম্মকারিগণ, তন্ত্রের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিষয়েন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া ষট্‌কর্ম্মদ্বারা মহাপাপ উপার্জ্জন করেন।" এই বাক্য মহাদেব নিজেই বলিয়াছেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে :—

অনুষ্ঠানং নিষিদ্ধস্য ত্যাগো বিহিতকর্ম্মণঃ।
নৃণাং জনয়তঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদম্॥

নিষিদ্ধ ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত আত্মোন্নতিকর্ম্মের পরিত্যাগ এই উভয়, নরগণের পাপ জন্মাইয়া দেয়, সেই পাপ মানবগণকে দুঃখ, শোক ও রোগ প্রদান করে।

---

(১) (তন্ত্রে) শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচ্চাটন ও মারণ এই ছয় রকম কর্ম্ম। অন্যমতে—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম।

শ্রবণকারী শ্রীপতি ও প্রশ্নকারিণী পার্ব্বতীর সমীপবর্ত্তী শিব, বিষসৃষ্টির ন্যায় ইন্দ্রিয়রিপুপরতন্ত্র(১) নরাধমের পক্ষে ষট্‌কর্ম্ম বিধান করিয়া শেষে তাহাদিগের দোষ স্বীকার করিয়াছেন।

উড্ডীশ তন্ত্রে মন্ত্রসংজ্ঞাশেষে :—

কচিদেবং দর্শিতন্তু বামাচার-বিরোধনং।

"কোন স্থানে মোক্ষপথের বিরোধী এইরূপ ষট্‌কর্ম্ম দেখাইয়াছি।"

জীবহিতাকাঙ্ক্ষী শঙ্কর, ত্রিভুবন-প্রতিপালক মাধবের সমীপে বেদে অভিচারের ন্যায় তন্ত্রে ষট্‌কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া মুক্তিপথের প্রতিকূল নরকভোগ ষট্‌কর্ম্মের পরিণাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া, প্রকারান্তরে জীবগণকে ষট্‌কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জীবগণ, শূলপাণির অভিপ্রায় না বুঝিয়া স্বেচ্ছানুসারে লৌকিক সুখ্যাতির জন্য ষট্‌কর্ম্ম সাধন করেন।

কামাদি-রিপুকিঙ্কর(২) ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভ্রান্ত সাধকগণ, ঈশাণদিকে ঊষারূপ-হেমন্তে জলতত্ত্বসময়ে ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন করিয়া গজদন্তমালার জপবলে দুর্ব্বলের করবন্ধনের ন্যায় দূরস্থিত জীবকে আকর্ষণ করিয়া রৌরব নরকে গমন করেন, ও উত্তরদিকে পূর্ব্বাহ্নরূপ-বসন্তে অগ্নিতত্ত্বে মেষচর্ম্মাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবালমালায় জপ সিদ্ধ করিয়া শয্যাশায়ীর রজ্জুবন্ধনের ন্যায় বশীকরণ কর্ম্ম করিয়া অন্ধতামিস্র-নরকে প্রবেশ করেন, পূর্ব্বদিকে প্রদোষরূপ-শীতে পৃথিবীতত্ত্বে গজচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া নরদন্তমালার জপবলে গমনকারীর পাদবন্ধনের ন্যায় স্তম্ভন-কার্য্য সম্পাদন করিয়া কৃমিভোজন নরকে বাস করেন, নৈঋতে মধ্যাহ্নরূপ-গ্রীষ্মে আকাশতত্ত্বে অশ্বচর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া অশ্বদন্তমালার জপযোগে উপবিষ্ট নরের শির আঘাতের ন্যায় বিদ্বেষণ নিষ্পাদন করিয়া অন্ধকূপনরকে প্রবেশ

(১) বশীভূত, অধীন। (২) দাস।

করেন, বায়ুকোণে পরাহ্নরূপ-বর্ষায় বায়ুতত্ত্বে উষ্ট্রচর্ম্মাসন গ্রহণ করিয়া গোদন্তমালার জপপ্রভাবে প্রসুপ্তের যষ্টিপ্রহারের ন্যায় উচাটন কর্ম্ম সাধিত করিয়া শূকরমুখ নরকে গমন করেন, এবং অগ্নিকোণমুখ হইয়া অর্দ্ধরাত্রিরূপ-শরৎকালে ক্ষিতি-অনলতত্ত্ব সময়ে মহিষচর্ম্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক গর্দ্দভদন্ত-মালায় জপ সিদ্ধ করিয়া বিশ্বাসনিদ্রিতের(১) তীক্ষ্ণাসিদ্বারা শিরশ্ছেদনের ন্যায় মারণ কর্ম্ম সাধিত করিয়া তপ্ত-তৈলপূর্ণ কুম্ভীপাক নরকে অবস্থান করেন। তন্ত্রব্যপদেশী(২) নরাধমগণ, লোভহেতু ষট্‌কর্ম্ম সাধন করিয়া বহুকালভোগ্য নরকের দ্বার নিজহস্তে উদ্‌ঘাটন করে। সাধনাভ্রষ্ট অঘোরা-চারী কাপালিকগণ(৩), তন্ত্রের অখ্যাতি ঘোষণা করিয়া পিশাচসাধ্য শব-ভোজনাদি কুকর্ম্ম করে। তন্ত্রমধ্যে কোন স্থানে পৈশাচিক কর্ম্ম নিরূপিত হয় নাই। জীবহিতৈষী শঙ্কর তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা, অন্য জীব নহে।

আগমদ্বৈতনির্ণয়ে :—

আগতং শিববক্তেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে॥

শিবের মুখ হইতে (আ) আগত, পার্ব্বতীমুখে (গ) গত, এবং নিজউদরে সমস্ত জগতের বাসদাতা বিষ্ণুর (ম) অভিমত, সেইজন্য তন্ত্রকে আগম বলে।

যে তন্ত্র নিজমন্ত্রপ্রভাবে নিখিলদেবতার প্রীতি সম্পাদন করে, তাহাতে শৃগালকুক্কুর-সম্পাদিত পিশাচসাধ্য বিরুদ্ধাচার কিজন্য বিহিত হইবে? বেদেরন্যায় তন্ত্রও জগৎ রক্ষাকরিয়াছে।

---

(১) বিশ্বাস করিয়া যে নিদ্রা যাইতেছে।

(২) তন্ত্রের ছল করে যাহারা।

(৩) দুরাচার উন্মার্গগামী সম্প্রদায়—এই হেতু যাহাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই তাহাদিগকে অঘোরপন্থী বলে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ঃ—

আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌ বাহূ মম পুষ্কলৌ।
দ্বাভ্যামেব ধৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং॥

পার্ব্বতী শিবকে বলিলেন, "তন্ত্র ও বেদ এই শাস্ত্রদ্বয় আমার বিপুল যুগলহস্ত, আমি এই হস্তদ্বয়দ্বারা চরাচরের সহিত সমস্ত ত্রিভুবন ধারণ করিয়াছি।

অঘোরিগণ, শাস্ত্রমত পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে কপালাদি পদার্থ ধারণ করিয়া বদ্ধজীবের মোহ বৃদ্ধি করে। অতএব মুক্তিমার্গবিরোধী অনন্ত-নরক-সোপান কাপালিকের পৈশাচিক পন্থা ত্রিভুবন-হিতকর-তন্ত্রশাস্ত্র সিদ্ধ নহে। তন্ত্রব্যপদেশী কাপালিকগণ, মিথ্যাব্রহ্মজ্ঞানচ্ছলে কদাচার করিয়া পাপকর্ম্মের গতি নিরোধ করিতে সমর্থ হয়না।" দ্রুমিল বলিলেন, "গুরুদেব! পাপকর্ম্মের গতি বিশদরূপে বর্ণনাকরুন।" শুক্রাচার্য্য বলিলেন, "জীবগণ, ভ্রমজ্ঞানে পাপকর্ম্ম করিয়া নানাবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগপূর্ব্বক পশুপক্ষী প্রভৃতি বিবিধযোনি ভ্রমণ করিয়া, মানবজন্মকালে জন্মান্তরীয় পাপসূচক বহুরোগের অধীন হয়। জন্মান্তরীয় ব্রহ্মবধে বহুশরীরব্যাপী কুষ্ঠরোগ, বিপ্র-স্বামিক-গোবধে শ্বেতকুষ্ঠ, মাতাপিতার বধে জন্মান্ধতা। ভ্রাতৃভগ্নীবধে মূকতা (১), পুত্রবধে মৃতবৎসা, বংশবিনাশে কুষ্ঠ, স্ত্রীবধে অতিসার, রাজবিনাশে যক্ষ্মা, বৈশ্যবধে রক্তস্রাব, গজবধে জড়তা, মেষবধে পাণ্ডুতা,(২) সুরাপানে রক্তপিত্ত পরান্নবিঘ্নকরণে অজীর্ণ, বিষদানে ছর্দ্দি(৩), পথহরণে পাদরোগ, কুমন্ত্রণাদ্বারা মন্দকরণে শ্বাসকাশ, বঞ্চনাকরণে মূর্চ্ছা, দাবাগ্নিদানে(৪) রক্তাতিসার, গর্ভ

---

(১) বাক্‌শক্তিহীনতা

(২) পাণ্ডুরোগ—কামলারোগ।

(৩) একপ্রকার বমন (বমি করা) রোগ।

(৪) বনাগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বনদগ্ধ করে।

পাতে যকৃৎ-প্লীহা, পরনিন্দায় ইন্দ্রলুপ্ত(১),সভাপক্ষপাতে পক্ষাঘাত, ঘৃতহরণে নেত্ররোগ, দধিহরণে মত্ততা, দুগ্ধহরণে বহুমূত্র, মধুহরণে মদ্যগন্ধ, তৈলচৌর্য্যে কণ্ডূরোগ,(২) আমান্নহরণে হীনদীপ্তি,(৩) পক্কান্নহরণে জিহ্বারোগ, ফলহরণে অঙ্গুলীব্রণ, তাম্বুলহরণে শ্বেতৌষ্ঠ,(৪) শাকহরণে নীলনেত্র, মাতৃগমনে লিঙ্গ-নাশ, গুরুজায়াগমনে মূত্রকৃচ্ছ্র, কন্যাগমনে রক্তকুষ্ঠ, তপস্বিনীগমনে অশ্মরী,(৫) পিতৃভগিনীগমনে ব্রণরোগ, মাতুলানীগমনে পৃষ্ঠকুব্জ, মাতৃভগিনী-গমনে সর্ব্বদেহে ব্রণ, মৃতভার্য্যাগমনে স্ত্রীনাশ, স্বগোত্রীয়-স্ত্রীগমনে ভগন্দর, বিধবাগমনে প্রমেহ, পশুযোনিগমনে মূত্রাঘাত, ঘোটকীগমনে গুহ্যরোগ, ভ্রাতৃজায়াগমনে গুল্মরোগ, এবং জন্মান্তরীয় পুত্রবধূগমনে কৃষ্ণকুষ্ঠ(৬)রোগ পাপকারীকে আক্রমণ করে। জন্মান্তরে কুমারীগমনে ব্যাঘ্র হইতে, ও বিষদানে সর্প হইতে, রাজবিনাশে গজ হইতে, বন্যজীবহিংসায় শূকর হইতে, রাজপুত্রনাশে নৃপ হইতে, নিজদত্তহরণে গ্রাম্যপশু হইতে, পশুবিনাশে তস্কর হইতে, এবং জন্মান্তরে মিত্রতাভেদে শত্রু হইতে পাপকারীর মরণ হয়। জন্মান্তরীয় গুরুবধপাপে শয্যায়, মাৎসর্য্যে অশুচিতে, পরনিন্দাকরণে সংস্কারত্যাগে, নিষিদ্ধদিনে অধ্যয়নে বিদ্যুতে, শাস্ত্রহরণে বমনাশ্রয়ে, ভূমি-হরণে উচ্চদেশপতনে, যজ্ঞধ্বংসে অগ্নিতে, দক্ষিণাচৌর্য্যে দাবানলে, ব্রাহ্মণ-নিন্দাকরণে পাষাণে, কুমতিপ্রদানে বিষে, হিংসাকরণে উদ্বন্ধনে(৭), এবং জন্মান্তরীয় সেতুভঙ্গপাপে জলে পাপকারীর মৃত্যু হয়। এইরূপ বহুকর্ম্মের বহুফল আছে, আমি সংক্ষেপে বলিলাম।” এইরূপ শুক্রের উপদেশ শ্রবণ

---

(১) টাকরোগ। (২) চুলকণারোগ।

(৩) অপক্কভক্ষ্য, আতপতণ্ডুল—চাল চুরি করিলে, চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়।

(৪) ওষ্ঠ—ঠোঁট সাদা হওয়া রোগ—ধবলকুষ্ঠ।

(৫) পাদ্‌রীরোগ।

(৬) কালামোরো।

(৭) গলায় দড়ি দিয়া।

করিয়া ক্রমিল বলিলেন, "গুরুদেব! ভবদীয় সকল উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু কালী সর্ব্বজীবের সৃষ্টিকারিণী কিরূপে হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" ভার্গব বলিলেন, "বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রসবহেতু কালী, পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মসৃষ্ট জগতের জননী হন। নিরাকারা পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহাকালী, মায়াবসন পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, ও প্রথমে রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মাকে প্রসব করিলেন।

নির্ব্বাণতন্ত্রে প্রথম পটলে :—

প্রথমে জায়তে পুত্রো ব্রহ্মসংজ্ঞো হি পার্ব্বতি।

শিব বলিলেন, "হে পার্ব্বতি! প্রথমে সেই কালীর ব্রহ্মানামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন।" কালী, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে প্রসব করিয়া বলিলেন, "পুত্র! তুমি বিবাহ কর।" কালীর বাক্যান্তে চতুর্ম্মুখ বলিলেন, "মাতঃ কেহই আপনার বাসনার প্রতিকূলে গমন করিতে পারিবে না, তবে আমাকে ভার্য্যা দানকরুন।" ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া কালী, কৃপাপূর্ব্বক সাবিত্রী সৃষ্টি করিয়া বিরিঞ্চিকে পত্নীরূপে প্রদান করিলেন, এবং বিষ্ণুকে প্রসব করিলেন।

নির্ব্বাণতন্ত্রে প্রথম পটলে :—

য়ে জায়তে পুত্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।

দ্বিতীয়ে সত্বগুণপ্রধান বিষ্ণুনামক কালীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন।

কালী, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুকে প্রসব করিয়া বলিলেন, "পুত্র! তুমি বিবাহ কর।" এইরূপ আঁত্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, "জননি! আপনার দর্শনমাত্রেই জীব নিষ্কাম হয়, মুক্তিপ্রার্থী জীব বাসনাশূন্যহৃদয়ে বসনভূষণশূন্যা ভবদীয়া মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। আমি কি করিব? ভবদীয়

বাক্য লঙ্ঘন করিতে আমার শক্তি নাই, তবে পত্নী প্রদান করুন।” অনন্তর কালরমণী, কমলা সৃষ্টি করিয়া কেশবকে ভার্য্যারূপে প্রদান করিলেন, এবং তমোগুণ প্রধান মহেশ্বরকে প্রসব করিলেন।

নির্ব্বাণতন্ত্রে প্রথমপটলে :—

তৃতীয়ে জায়তে পুত্রো মহাযোগী সদাশিবঃ।
তং দৃষ্টা সা মহাকালী ঋতুযুক্তা-ভবন্মুদা ॥

তৃতীয়ে মহাযোগী সদাশিব পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাকালী, সেই পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে ঋতুযুক্তা হইলেন।

মহাকালী সংহারকর্ত্তা শঙ্করকে বলিলেন, “পুত্র! জগতে আমা-ব্যতিরেকে দ্বিতীয়া স্ত্রী নাই, ও তোমাব্যতিরেকে দ্বিতীয় পুরুষ নাই, মায়ামোহিত জীব, দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় আমাবিনা দ্বিতীয়া রমণী দর্শন করিবে, আমার কৃপায় তোমার মায়া অপসারিত হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে বিবাহ কর।” অনন্তর মধুরভাবনিপুণ কালীময়-ত্রিভুবনদর্শী শঙ্কর বলিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, ভবদীয় করুণায় সর্ব্ব-ব্যাপিনী আপনা বিনা দ্বিতীয় পদার্থ দর্শন করিতেছি না। অতিজড় আমিও আপনাদ্বারা পরিচালিত হইতেছি। আমার শরীরস্থিতা আপনি, দশইন্দ্রিয়ের শক্তি সঞ্চার করিয়া সমস্তকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। আপনার সম্বন্ধশূন্য হইলে, কোন জীব কোন সময়ে কোন কর্ম্ম করিতে পারিবে না। আপনার অভিলাষ অবরোধ করিতে(১) কাহারও শক্তি নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন, তবে আমি মদীয়দেহ-প্রসবকারী আপনার এই দেহ পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিব না।

নির্ব্বাণতন্ত্রে প্রথমপটলে :—

অস্মিন্ দেহে সংস্থিতে চ ন করোমি বিবাহকং।
কুরু দেহান্তরং মাতঃ করুণা যদি বর্ত্ততে ॥

---

(১) বাধা দিতে

সদাশিব বলিলেন, "হেমাতঃ! আমি এই দেহ থাকিতে আপনাকে বিবাহ করিতে পারিব না। যদি আমার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি অন্যদেহ গ্রহণ করুন।"

জন্মান্তরের ন্যায় অন্যদেহ গ্রহণ করিলে, প্রসবহেতু বিরুদ্ধ মাতৃসম্বন্ধ-পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতনদেহে অভিনব পত্নীসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে। জ্ঞান-দৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করিলে, সকল রমণী আপনার মূর্ত্তি।" এইরূপ শিববাক্য শ্রবণ করিয়া জগজ্জননী, শঙ্করের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একশত অষ্টবার রমণীশরীর গ্রহণ করিয়া সেই সমস্ত নারীদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভুবনসুন্দরীরূপ ধারণ করিয়া শঙ্করের পাণিগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, তপস্যা করিয়া মহাকালীর কৃপায় সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-শক্তি লাভ করিয়াছেন।

কুলার্ণবতন্ত্রে :—

আদ্যামশেষজননীমরবিন্দযোনে-
র্বিষ্ণোঃ শিবস্যচ বপুঃ প্রতিপাদয়িত্রীম্।

শিব বলিলেন, "হে দেবি! আপনি, সকলের আদি, সমস্ত জগৎ-প্রসব করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শরীর সৃষ্টি করিয়াছেন।"

দেবীপুরাণে :—

ত্বং হি ধাত্রী বিধাত্রীচ জননী ব্রহ্মণঃ শুভে।
বিষ্ণুমাতা মহাতেজাস্ত্বমেব পরিপঠ্যসে॥

শিব দেবীকে বহিলেন, "হে মঙ্গলকারিণি! তুমিই ব্রহ্মার জননী জগৎপ্রসবিনী এবং বিশ্ববিধানকারিণী। তোমাকেই মহাতেজা বিষ্ণুমাতা বলে।"

সুরগণও সাধনা বিনা বদ্ধজীব-দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বজ্ঞানগম্য কালীতত্ত্ব অবগত

হইতে পারেন না, তুমি, অসুরকুলে উৎপন্ন হইয়া উপাসনা ব্যতিরেকে তামসিক-বুদ্ধি-দ্বারা বিরিঞ্চি-হরি-শিব-জননীর তত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে? অতএব কালীতত্ত্ব অবগতির (১) জন্য কঠোর তপস্যা কর।" এই বলিয়া শুক্র শক্তিচিন্তায় চিত্ত নিহিত করিলেন। দ্রুমিলাসুর, কুলগুরু শুক্রের সমীপে দশমহাবিদ্যার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুত্রের সহিত বিমানারোহণে বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে সুযামুন পর্ব্বতে গমনকরিলেন, ও তাহার শিখরে অতিসুন্দরী কামিনীর অবলোকনে বিমোহিত হইয়া স্থানান্তরে সুত-সারথি-স্থাপন পূর্ব্বক ধ্যানযোগে "রজস্বলা উগ্রসেন-পত্নী, সুযামুন নগ-(২) দর্শনের জন্য কামিনীগণের সহিত আগমন করিয়া শৈলশৃঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে।" এইরূপ বিদিত হইলেন, এবং মায়াবলে উগ্রসেনমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত কামানল প্রকাশকরিয়া সেই রমণীর সহিত রমণ করিলেন। উগ্রসেনবনিতা, রতির স্পর্শগৌরবানুভবে অমানব-সুরত বুঝিতে পারিয়া কোপচিত্তে বলিলেন, "তুমি কে, আমার সতীত্ব নাশ করিলে? শীঘ্র পরিচয় দাও, নতুবা অভিপাপ প্রদান করিব।" এইরূপ কামিনীর বাক্যশ্রবণ করিয়া দ্রুমিল, করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক নিজপরিচয় প্রদান করিলেন, এবং "তোমার জঠরে সকল-শত্রুসংহর্ত্তা মহাবলশালী কংসনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" এইরূপ বরপ্রদানে উগ্রসেনপত্নীর অতিশয় কোপ প্রশান্ত করিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়বধূ, অশান্তচিত্তে নিজভবনে আগমন করিয়া নিজকান্ত (১) উগ্রসেনকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন, এবং যথাসময়ে কংসকে প্রসব করিলেন। ঈশ্বরবিদ্বেষী সেই কংস, নানাবিধ অত্যাচারে প্রজাপুঞ্জ বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে অত্যন্ত উৎপীড়িতা করিলেন। অনন্তর ধরণীর ভার হরণের জন্য বিরিঞ্চির অনুরোধে ধরায় কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত

---

(১) জ্ঞানের জন্য, জানিবার জন্য।

(২) পর্ব্বত।

(৩) স্বামী।

শ্রীপতি, ধনুর্যজ্ঞচ্ছলে কংসপ্রেরিত অক্রূরের সহিত বৃন্দাবন হইতে মথুরায় আগমনপূর্ব্বক ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় ধনুকে ভঙ্গকরিয়া দ্বারস্থিত কুবলয়াপীড় করীন্দ্রকে নিহত করিলেন, ও বিশ্ববিজয়ী প্রসিদ্ধমল্ল চাণূরকে বিনাশ করিয়া শল ও তোশলককে যমনভবনের অতিথি করিলেন, (১) এবং কেশগ্রহণ-পূর্ব্বক খড়্গপাণি কংসকে উচ্চমঞ্চ হইতে রঙ্গের উপরে (২) পাতিত করিয়া স্বয়ং তাহার উপরে পতিত হইয়া কংসকে কালকবলে প্রেরণ করিলেন। (৩)

শিষ্য। তারপর দ্রুমিল কি করিলেন ?

গুরু। তারপর দ্রুমিল, পরযুবতীর শৃঙ্গারসলিলে প্রদীপ্ত মদনাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া বিমানারোহণে স্থতসারথির সহিত সৌভপুরে আগমন-পূর্ব্বক গুরূপদেশ স্মরণ করিতে করিতে বিমর্ষচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অহো ! মদনের কি শক্তি ? আমি, কামাতুর হইয়া কৌশলে মানবীর সহিত অবৈধ প্রণয় করিয়া স্বহস্তে নরকদ্বার উদ্ঘাটন করিলাম। গুরুদেব, আমার কুচরিত্র অবগত হইলে, আমাকে তিরস্কার করিয়া ঘৃণা করিবেন। কন্দর্প, বসন্ত ও সুরভি সুশীতল মন্দ সমীরণের (৪)সাহায্যে কমনীয় কামিনী-কান্তি অবলম্বন করিয়া পঞ্চকুসুম-শরদ্বারা আমাকে পরিপীড়িত করিয়া নিজবশে স্থাপনপূর্ব্বক এই কুকার্য্য সম্পাদিত করিয়াছে। ইক্ষুদণ্ডবিনিময়ে গুড়পূর্ণ বৃহৎপাত্র প্রদানের ন্যায় (৫) ক্ষণিক-সুরতসুখ বিনিময়ে বহুদিন-ভোগ্য অখণ্ডনীয় নরকযন্ত্রণা ভোগকরিতে হইবে, এবং শমনসদনে (৬) ভুক্তনারীতুল্যা প্রজ্বলিতা লৌহনির্ম্মিতা নারীর আলিঙ্গনে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্যকরিতে হইবে। কুকার্য্যহেতু শক্তিসাধনায় আমার শক্তি হইবেনা।" দ্রুমিলাসুরের এইরূপ মানসিক-চিন্তাকালে দেবর্ষি, দৈবক্রমে আকাশমার্গ হইতে সৌভপুরে আগমন করিয়া দ্রুমিলকে মানসিক দুঃখে ম্লানমুখ দেখিয়া

(১) (৩) "হত্যাকরিলেন"। (২) রঙ্গমঞ্চ নাট্যশালা।
(৪) বায়ু (৫) আখগাছটীর বদলে গুড়ের পেয়ে দেওয়ার মত।
(৬) যমালয়ে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌভপতে! তুমি কিজন্য বিষন্নহৃদয়ে অবস্থান করিতেছ?" দ্রুমিল, অভ্যর্থনাপূর্ব্বক নারদবাক্য শ্রবণকরিয়া বলিলেন, "আমি, কামকিঙ্কর হইয়া কপটে উগ্রসেনবনিতা সম্ভোগ করিয়া মানসিক আক্ষেপ করিতেছি। আপনি, কৃপা করিয়া আমার কুচরিত্রজনিত নরকভোগ খণ্ডন করিবার উপায় করিয়া দিন।" নারদ বলিলেন, "আমি একদা ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীপতির পাদসরোজ সন্দর্শন করিবার জন্য বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলাম। তথায় লক্ষ্মীনারায়ণের নরবতার যুক্তিসময়ে কেশববদনে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। স্নেহাধিক্যবশতঃ তোমার-নিকটে সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি।" রমাপতি রমাকে বলিলেন, "হে সমুদ্রতনয়ে (১)! আমি তারকাময় সংগ্রামে সুদর্শনচক্রদ্বারা যে সমস্ত অসুর নিহত করিয়াছি, তাহারা, কর্ম্মবশতঃ পুনর্ব্বার ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল অভ্যাসহেতু পৃথিবীকে পীড়িত করিবে। বিশ্বহিতের জন্য তোমার সহিত আমাকে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ-করিয়া ধর্ম্মপালন করিতে হইবে।" লক্ষ্মী বলিলেন, "প্রাণকান্ত! কোন্ অসুর কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে?" মাধব বলিলেন, "কালকবলিত মহাবলশালী কালনেমি দ্রুমিলাসুরবীর্য্যে কংস, ও হয়বিক্রান্ত (২) হয়গ্রীব কেশী, বলিসুত অরিষ্ট বৃষভাসুর, দিতিপুত্র রিষ্টাসুর মদগর্ব্ববশতঃ কংসবাহন কুবলয়াপীড় হস্তী, লম্বদনুজ প্রলম্ব, খরদৈত্য ধেনুক, এবং সুদর্শনহত ময় তারক দানবদ্বয়, প্রাগ্জ্যোতিষনামক নরকপুরে চাণূর-মুষ্টিকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবে। ত্রিভুবনমধ্যে এই সকল অসুরের বিনাশকর্ত্তা আমাব্যতিরেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। বলিনন্দিনী, পূতনা হইয়া আমাকে বিষযুক্ত স্তন দানকরিয়া কৃতান্তগ্রামে গমন করিবে।"

লক্ষ্মী বলিলেন, "বলিকন্যা কিজন্য আপনাকে বিষ দানকরিবে?" বিষ্ণু বলিলেন, "প্রহলাদপৌত্র বলি, সংগ্রামে সুরগণকে পরাস্ত

(১) লক্ষ্মি (২) ঘোড়ার মত বলশালী।

করিয়া স্বর্গরাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে প্রার্থিত পদার্থ প্রদান করিয়া ভূদেবগণের (১) প্রীতিপ্রবাহ সৃষ্টিকরিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি, নিজদত্ত বর প্রতিপালনের জন্য কঠোর-তপস্যা কারিণী অদিতির গর্ভ আশ্রয়পূর্ব্বক বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলির নিকটে গমন করিলাম। বলিতনয়া রত্নমালা, বামনবালকবেশী আমাকে ত্রিপাদ-ভূমি-ভিক্ষাছলে নিজ জনকের সর্ব্ববিষয় অপহরণ করিতে দেখিয়া আমার বামনমূর্ত্তির গ্রহণের অজ্ঞানে চিন্তাকরিতে লাগিল,"আমি,এরূপ শিশু পাইলে, বিষলিপ্ত স্তন দানকরিয়া শৈশবে শমনগৃহে প্রেরণ করিতাম, ইহার মরণ হইলে, আমার পিতার দুর্দ্দশা হইতনা।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রত্নমালা, আমার বামনমূর্ত্তির বিনাশের জন্য চতুর্দ্দিকে অনল প্রজ্বলিত করিয়া তাহার মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অনশনে আমার শ্রীহরিমূর্ত্তির তপস্যা করিতে করিতে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিল। তারপর আমি, চতুর্ভুজরূপে তাহার নিকটে আবির্ভূত হইয়া বলিলাম, "রত্নমালে! তুমি, কুবাসনাহেতু পূতনারাক্ষসী-রূপে ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণরূপী আমাকে শৈশবে বিষযুক্ত স্তন দানকরিবে।" এইরূপবর প্রদানকরিয়া আমি বামনবেশ ধারণ করিলাম। অনন্তর রত্নমালা,আমাকে পিতৃরাজ্য-হরণকারী বুঝিতে পারিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "হে নানামূর্ত্তিধারিন্ পরমেশ্বর! এই কিঙ্করী, অজ্ঞানহেতু ভবদীয় পাদপদ্মযুগলে বহু অপরাধ করিয়াছে, অধুনা কৃপা করিয়া আমার অতিনীচ নিশাচরীজননের (২) পরিত্রাণপন্থা সৃষ্টিকরুন।" আমি সহাস্যে বলিলাম, "জীবগণ, মরণসময়ে আমার নাম স্মরণ করিয়া সদ্গতি লাভকরে, আমার ভক্তের পরিণাম অশুভকর হয় না, তুমি, বিষপূর্ণ-স্তন-দানকালে আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিশাচরীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিবে।" এইরূপ বর প্রদান করিয়া আমি নেত্রের অগোচর হইলাম। সেই রত্নমালা

(১) ব্রাহ্মণদিগের। (২) রাক্ষসী জন্মের।

পূতনা হইলে, তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে।” বিষ্ণুর বাক্যান্তে লক্ষ্মী বলিলেন, “প্রাণনাথ! যে বলি, গুরুবাক্য অনাদরপূর্ব্বক আনন্দচিত্তে আপনাকে সর্ব্ববিষয় সমর্পণ করিয়া স্বয়ং সুতলমধ্যে (১) অবস্থান করিতেছে, আপনার ভক্ত সেই বলির পুত্র অরিষ্টাসুর কিজন্য ঘৃণাকর বৃষভজন্ম প্রাপ্ত-হইবে?” লক্ষ্মীপতি বলিলেন, “প্রিয়ে! সুরবিজয়ী বলিপুত্র অরিষ্ট, একদা গন্ধমাদনপর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে তিলোত্তমা অপ্সরাকে অবলোকন করিয়া অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইল। ত্রিভুবন-সৌন্দর্য্যের সারাংশসম্ভূতা তিলোত্তমা ও, অরিষ্টের রূপে মোহিতা হইয়া শশাঙ্ক-সমীপে নির্দ্দিষ্ট গমন পরিত্যাগপূর্ব্বক কামবাণে পীড়িতা হইল। অরিষ্ট, মদনবেগে নৈসর্গিক-(২) জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া দুর্ব্বাসার আশ্রমে কামাতুরা তিলোত্তমার সহিত রতিক্রিয়া আরম্ভ করিল। দুর্ব্বাসা, নিজনেত্রে সমীপস্থিত বলিনন্দনের রমণকার্য্য দর্শনকরিয়া কুপিতচিত্তে “বৃষাচারহেতু তুমি বৃষভজন্ম গ্রহণকর” এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, ও অরিষ্টের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া “কৃষ্ণহস্তে মরণ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার নিজরূপ প্রাপ্ত হইবে” এইরূপ শাপ-মোচনের ব্যবস্থা করিলেন। আমি, কৃষ্ণরূপে মেদিনীতে অবতীর্ণ হইয়া সকলদেববিজয়ী দুর্জ্জয় বৃষভাসুরকে উৎপাটিতশৃঙ্গ(৩) দ্বারা নিহত করিয়া ঋষিবাক্য পালনপূর্ব্বক গোজন্ম হইতে অরিষ্টকে মুক্ত করিব। ভক্তগণকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।” আমি, এইরূপ লক্ষ্মীনারায়ণের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া প্রণামপুরঃসর কুবেরমন্দিরে গমন করিলাম, ও তাহার কুসুমোদ্যানে রুদ্রানুচর

(১) সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল এই ১৪ ভুবন, তাহার মধ্যে—সুতল সপ্ত পাতালের অন্তর্গত তৃতীয় লোক? অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল ৭ পাতাল। বামনবতারে বিষ্ণু, দানগ্রহণচ্ছলে বলির মস্তকে তৃতীয় পদ স্থাপন করিয়া তাহাকে এই সুতলে প্রেরণ করেন। কথিত আছে ভগবান্ সেখানে বলির দ্বারী হইয়া ছিলেন। (২) স্বাভাবিক। (৩) শিং উপ্‌ড়াইয়া।

নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক ধনদপুত্রদ্বয়কে আমার দর্শনে বসনপরিধান-কারিণী বহুরমণীর মধ্যে সুরাপানোন্মত্ততাহেতু বসনত্যাগী দেখিয়া উলঙ্গ-ভাবোৎপন্ন অমর্য্যাদার শাস্তির জন্য "জ্ঞানবিলোপহেতু তোমরা উভয়ে তরু হও, ও এই জন্মের সমস্ত স্মৃতি লাভকর, কুকর্ম্মজনিত দণ্ড মহা-কুলোৎপন্ন জীবের পরিণামে অসৎপ্রবৃত্তি নিবৃত্তিকরে" এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলাম, এবং উভয়ের সকাতর স্তব শ্রবণ করিয়া কৃপার্দ্রচিত্তে "তোমরা উভয়ে, কৃষ্ণস্পর্শে যমলার্জ্জুন-বৃক্ষ জন্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজনিজরূপ প্রাপ্ত হইবে" এইরূপ বর দানকরিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম। অপারমহিমা কৃপাসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ, আমার বাক্য প্রতিপালনের জন্য কটিবদ্ধ উদুখল(১)যোগে যমলার্জ্জুন ভঙ্গকরিয়া নলকুবর ও মণিগ্রীবকে তরুযোনি-হইতে বিমুক্তকরিবেন, ও বায়ুরূপে আকাশে অপহরণকারী তৃণাবর্ত্তকে গলনিরোধ(২) পূর্ব্বক নিহত করিয়া সুরপুরে প্রেরণকরিবেন।" দেবর্ষিবাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুমিল বলিলেন, "তৃণবর্ত্ত কে? তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমার কর্ণকুহর পবিত্র করুন।" দেবর্ষি বলিলেন, "পাণ্ড্য-দেশাধিপতি সহস্রাক্ষনামক নরপতি, সহস্ররমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া রতিরসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সহস্রললনা,(৩)বিবিধ বাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়া প্রাসাদে, নিকুঞ্জে, কাননে, পর্ব্বতে ও জলাশয়ে নৃপতির সহিত বিহার করিয়া নিজ নিজ অভিলাষ প্রশান্তি-পূর্ব্বক মদনের মহোৎসব সম্পাদন করিতেন। একদা সহস্রাক্ষ, পত্নীগণের বিহারবাসনা পূর্ণকরিবার জন্য গন্ধমাদন শৈলে গমন করিয়া সেই গিরিবাহিনী পুষ্পভদ্রানাম্নী নদীতে উলঙ্গভাবে রমণীগণের সহিত জলকেলি আরম্ভ করিলেন, এমন-সময়ে দুর্ব্বাসা পার্ব্বতীর শ্রীপাদপঙ্কজ দর্শন করিবার জন্য সেই পুষ্পভদ্রা নদীর তীরদিয়া কৈলাশে গমন করিতে লাগিলেন। কামিনীসকল, নিকটবর্ত্তী দুর্ব্বাসাকে

---

(১) চালছাঁটা কল—উখলি। (২) গলা টিপিয়া। (৩) হাজার স্ত্রী।

দর্শন করিয়া লজ্জিতভাবে সলিল হইতে উত্থিত হইয়া নিজ নিজ বসন পরিধান করিলেন। দুর্ব্বাসা, কামোন্মত্ত বস্ত্রত্যাগী নরপতির প্রণামপূর্ব্বক আতিথ্যসংকার না দেখিয়া কুপিতচিত্তে "আমার অমর্য্যাদাহেতু তুমি দানব-কুলে জন্মগ্রহণ কর" এই বলিয়া সহস্রাক্ষকে অভিসম্পাত করিলেন, ও তাহার স্তুতিকালে "তুমি, বায়ুরূপে কৃষ্ণরূপী হরিকে গগনমার্গে অপহরণ করিয়া তাঁহার করসাধিত মৃত্যু গ্রহণপূর্ব্বক দানবযোনি-হইতে বিমুক্ত হইবে" এইরূপে শাপমোচনের ব্যবস্থা-করিয়া কৈলাশে গমন করিলেন। সেই সহস্রাক্ষ নরপতি দুর্ব্বাসার অভিশাপে তৃণাবর্ত্তনামক-দানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জীবের বুদ্ধি নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পুণ্যপাপপথে গমনকরে। কর্ম্মানুসারিণী চিত্তগতি, অসন্মার্গে(১)গমনকরিয়া ত্রিকালের কর্ম্ম সূচনা-করে। ত্বদীয় ঘটনার পূর্ব্বে আমি সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াছি, ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। তবে তুমি পাপনাশের জন্য দেবীকে উপাসনাকর, ও সাধনাবলে চিত্তমল বিধ্বংসপূর্ব্বক শক্তিকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিয়া জনকনৃপের ন্যায় পরমানন্দে রাজ্য পালন কর।" এইরূপ জন্মান্তরীয় বৃত্তান্তের বর্ণনাকারী দেবর্ষি, দ্রুমিলকৃত অভ্যর্থনা গ্রহণকরিয়া আকাশপথে প্রস্থানকরিলেন।

পঞ্চমপরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

(১) অসৎ—অধর্ম্ম পথে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। জনকের বৃত্তান্ত কি ?

গুরু। মিথিলাধিপতি জনক. কর্ম্মবিস্তার নিপুণতাহেতু স্বরপুরীফলদায়ী বহুযজ্ঞ সম্পাদিত করিয়া প্রভূত ধেনু, ধন, রত্ন, হিরণ্য(১), ভূমি, প্রাসাদ, দাস, দাসী, রথ, তুরঙ্গ(২)ও মাতঙ্গ(৩)সম্প্রদান করিয়া বিপ্রগণের সন্তোষ বিধানপূর্ব্বক শারীরিকসেবাদ্বারা ঋষিদিগের প্রীতি সমুৎপাদিত করিলেন। সন্তুষ্ট ঋষিগণ, নৃপের জ্ঞানযোগ্যতা পরিদর্শন করিয়া সদয়চিত্তে বলিলেন, "হে মহরাজ। আপনি, অনিত্যফলপ্রদ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বৃথা সময়াতিপাত করিয়া মুক্তিমার্গে অগ্রসর না হইয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণের ন্যায় নিজে বঞ্চিত হইতেছেন। আত্মবঞ্চক ও আত্মঘাতী উভয়েই প্রায় সমান। আপনি, কৃতকৃত্যতাহেতু মনোমালিন্যহীনভাবশতঃ নিবৃত্তিধর্ম্মপথে যাইবার উপযুক্ত, এবং শ্রেষ্ঠতাহেতু পুণ্যপঙ্ক সমাশ্রয় করিয়া পুরীষ(৪)রাশির ন্যায় পাপকে দূরহইতে পরিত্যাগকরিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানীর বিচারে এসব অল্পমাত্র। বহুহীরকদায়ী সময়কে সামান্যকাচোপার্জ্জনে অতিবাহিতকরা বিবেচকের উচিতনহে। পাপ ও পুণ্যের পরস্পরের ভেদ হইলেও আংশিকভাবে উভয়ের সমতা আছে। দুষ্কৃতি লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় জীবকে যেরূপ বন্ধন করে, সুকৃতি স্বর্ণশৃঙ্খলের ন্যায় জীবকে সেইরূপ বন্ধন করিতে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করেনা।

প্রাণিগণ পাপভোগের ন্যায় পুণ্যভোগের জন্য পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করেন। বৈদান্তিকগণ বন্ধনকারণহেতু পুণ্যকে পাপ বলেন। নিবৃত্তি-মার্গে গমনকারী পাপ পুণ্য উভয়কে পরিত্যাগ করিবে। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের

(১) সোণা। (২) ঘোড়া। (৩) হাতী। (৪) বিষ্ঠা।

নিষ্পাদ্যতাহেতু পাপ ও পুণ্য মুক্তিপথের বিরোধী। অন্তর্মুখ ইন্দ্রিয়ের সম্পাদ্যতাবশতঃ যোগ ও জ্ঞান মোক্ষমার্গের বন্ধু। নিবৃত্তিমার্গের বিষয় প্রবৃত্তিমার্গের বিষয়হইতে ভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিবৃত্তিমার্গের বিষয় যথা :—ঈশ্বরনিষ্ঠাকে শম, দুঃখসহনকে তিতিক্ষা, উপস্থ-জিহ্বা-সংযমকে ধৈর্য্য, জীবহিংসাত্যাগকে দান, ভোগের উপেক্ষাকে তপস্যা, বাসনাত্যাগকে ধৈর্য্য, পরমব্রহ্মের আলোচনাকে সত্য, কর্ম্মের অনাসক্তিকে শৌচ, কর্ম্মত্যাগকে সন্ন্যাস, ধর্ম্মসঞ্চয়কে ধনোপার্জ্জন, যোগনিষ্ঠাকে যজ্ঞ, জ্ঞানের উপদেশকে দক্ষিণা, মনোদমনকে বল, ভক্তির উদয়কে লাভ, ব্রহ্ম হইতে সমস্তপদার্থের অভেদজ্ঞানকে বিদ্যা, প্রবৃত্তিকর্ম্মের নিন্দাকে লজ্জা, নৈরপেক্ষ্যা(১)দিগুণোপার্জ্জনকে ভূষণ, দুঃখসুখের অননুসন্ধানকে সুখ, বিষয়ভোগের অপেক্ষাকে দুঃখ, বন্ধমোক্ষ-জ্ঞানীকে পণ্ডিত, দেহগেহাদি-পদার্থে অহংমম-বুদ্ধিকারীকে(২)মূর্খ, নিবৃত্তিমার্গকে পথ, প্রবৃত্তিমার্গকে কুপথ, সত্ত্বগুণের উদয়কে স্বর্গ, তমোগুণের উদয়কে নরক, জ্ঞানদাতা গুরুকে বন্ধু, মানবদেহকে গৃহ, সদ্‌গুণযুক্তকে ধনী, অসন্তুষ্টকে দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয়কে কৃপণ, বিষয়ে অনাসক্তকে স্বাধীন, এবং বিষয়াসক্তকে পরাধীন বলে। বহুসুকৃতকারী মানব, ঊর্ণনাভের(২)ন্যায় নিজ নিজ বাসনায় আবদ্ধ হইয়া জালবদ্ধ মীনের ন্যায় বিশেষ শান্তিলাভে বঞ্চিত হন। ক্ষণ-ভঙ্গুরজ্ঞানে প্রবৃত্তিধর্ম্মে অনিচ্ছা মুক্তিরথের বিজয়পতাকা। সমস্তবাসনার সম্যক্‌ত্যাগ নির্ব্বাণভবনের প্রথম সোপান। মুক্তিনগরে গমনবাসনা হইলে, কুক্কুর-পায়স-বমনের ন্যায় অমরপুরীর অভিলাষ বিসর্জ্জনকরিতে হয়। পুণ্যকারী, অক্ষয় পুণ্য ভোগের জন্য অনিবার্য্য জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া প্রসারিত নিজহস্তে জননমরণরূপ শার্দ্দূলকে(২)আলিঙ্গন করেন। জীব,

---

(১) নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতহীনতা। (২) যে এই দেহ আমি, এই গৃহ আমার এইরূপ ধারণা করে।

(২) মাকড়সা। (৩) বাঘ।

চতুর্থসোপান জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রথমসোপান ভক্তি, ও দ্বিতীয়সোপান কর্ম্ম এবং তৃতীয়সোপান যোগের দ্বারা অনুৎপাদ্য মুক্তিরূপ প্রাসাদে আরোহণ করিতে পারেনা। ভক্তিদ্বারা মুক্তি হইলে, ভক্তিমান্ বৈকুণ্ঠদ্বারী জয় ও বিজয়, ত্রিজন্ম গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার সংসারবন্ধনে প্রলিপ্ত হইতেন না। কর্ম্মদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে, অতিশয়দানকারী বলি, ত্রিপাদদ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণকারী বিষ্ণুর নিকটে পরজন্মে ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তিবরের বিনিময়ে মুক্তিবর লাভ করিতেন। মোক্ষ যোগদ্বারা লভ্য হইলে, যোগবলে একসঙ্গে অশীতিলক্ষযোনির অশীতিলক্ষশরীর-সৃষ্টিকারী পরমযোগী সৌভরি, জ্ঞানক-বাট উদ্ঘাটন না করিয়া সমাধি-সাহায্যে নির্ব্বাণনিলয়ে গমন করিতেন(১)। জগৎপতি, প্রহ্লাদের প্রাণনাশক সমস্ত বিপদ্ বিখণ্ডন করিয়া নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিশ্বপ্রপীড়ক হিরণকশিপুকে বিনাশ করিয়া প্রহ্লাদকে সমাশ্বস্ত করিলেন। একদা দেবর্ষি, প্রহ্লাদসমীপে আগমন করিয়া "হরি তোমাকে কিরূপ ভালবাসেন?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমযোগী প্রহ্লাদ, নিজগুরু নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, "সর্ব্ববিপত্তিদলন হৃষীকেশ, আমার সর্ব্বব্যাপিত্ববচন প্রতিপালনের জন্য স্ফটিকস্তম্ভ হইতে নূতন নরসিংহ-শরীর গ্রহণ করিয়া স্নেহের চরমসীমার পরিচয় দিয়াছেন।" দেবর্ষি বলিলেন, "অষ্টপাশাবদ্ধ তুমি, বিশ্বপতির প্রিয়পাত্র হইয়াও তত্ত্ব-জ্ঞাননেত্রবিকাশে বঞ্চিত হইয়া, কুবাসনাবশতঃ মোহান্ধকূপে নিপতিতভাবে পরমপুরুষের কৃপা প্রকাশকরিয়া পুরীষ(২) ভোজী কৃমির ন্যায় পরমানন্দে বৃথা কালযাপন করিতেছ। তমঃপূর্ণসংসার-কাননে তত্ত্বজ্ঞানালোক বিস-র্জ্জনপূর্ব্বক বাসনা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়া ভক্তিবীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না। অমুক্তিদায়িনী(৩) যোগশিক্ষা অতিদরিদ্রের

---

(১) অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করিতেন—নির্ব্বাণ—ভব যন্ত্রণা হইতে মুক্তি, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে পরিত্রাণ। (২) বিষ্ঠা, বাহ্যে, মল। (৩) যে যোগশিক্ষায় মুক্তি বা মোক্ষ পাওয়া যায়।

শতমুদ্রা-প্রাপ্তির ন্যায় বদ্ধজীবের সন্তোষ সূচনা করে। আশানাশিনী ব্রহ্মবিদ্যা, অবিদ্যারাক্ষসী পরাভব করিয়া আশ্রিত প্রাণীকে নিজপতি নির্ব্বাণের সমীপে লইয়া যায়।” এই বলিয়া নারদ সুরপুরী গমন করিলেন। অনন্তর অজ্ঞানপ্রসুপ্ত প্রহ্লাদ, নারদবচনবজ্রে জাগরিত হইয়া নিশামধ্যে অন্যের অলক্ষিতভাবে আসুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন কাননে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। অসুরগণ, শাসনকর্ত্তা রাজার অভাবে স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিশ্বপীড়া আরম্ভ করিল। বায়ু দানবগণের অত্যাচার প্রকাশ করিলে, দেবরাজ, ভুবনপালক বৈকুণ্ঠপতির নিকটে গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, “হে বিশ্বরক্ষক! সম্প্রতি ভবদ্ভক্ত প্রহ্লাদের আশ্রিত দনুজগণের উৎপাড়া প্রশান্তির জন্য কি করিতে হইবে? তাহার জন্য এদাস ভবদীয়-পাদপদ্মসমীপে উপস্থিত হইয়াছে।” কেশব বলিলেন, “বাসব! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিজ নিলয়ে গমনকর। দানব-বিষয়ে কর্ত্তব্যকার্য্য আমি করিব!” বজ্রপাণি, গোবিন্দবচন শ্রবণ করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিজপুরীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তারপর কঠোরতপস্যাকারী প্রহ্লাদ, স্বসমীপে আবির্ভূত মাধবকে পরিদর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে করযোড়ে বলিলেন, “হে দয়াময়! মহাপ-রাধী এ কিঙ্কর, তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া স্বকৃত জন্মান্তরীয় পাপরাশি সূচনা করিতেছে। হে কর্ম্মফলদায়িন্! আপনি, অনুগ্রহ করিয়া আমার পাপপুঞ্জ বিধ্বংসপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া মদীয়-অজ্ঞানান্ধতা দূরীভূত করুন।” শ্রীপতি ঈষদ্হাস্যে বলিলেন, “প্রহ্লাদ! আমি ভক্তকে অপ্রার্থিত পদার্থ প্রদান করি নাই। জীব, নিজবাসনাদ্বারা বাঞ্ছাকল্পতরু আমা হইতে সাধনাবলে সমস্ত বস্তু লাভ করে, এবং সর্ব্বাভিলাষশূন্য না হইলে, নির্ব্বাণ সহচর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়না। অভিলাষরাহু, তত্ত্বজ্ঞানশশাঙ্ককে সমাচ্ছাদিত করিয়া জন্মপ্রবাহপেচকের আনন্দ বৃদ্ধি করে। তোমার চিত্ত, এতদিন বাসনারমণীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া রাজ্যাদি

ঐশ্বর্য্যসুখে নিমগ্ন ছিল, ও অধুনা বমনত্যাগেরন্যায় অখিল আশা বিসর্জ্জন করিয়া দৃঢ়বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের যোগ্যতা সম্পাদন করিয়াছে।" এই বলিয়া কেশব নিজভক্ত প্রহ্লাদকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন। দৈত্যপতি, হরিকৃপায় বিশ্বকে অলীক(১) অবিদ্যোৎপন্ন অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মাধবকে বলিলেন, "হে পরব্রহ্মণ্ ! আমি, নির্জ্জন কানন পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যামায়া-প্রকল্পিত রাজ্যে গমন করিবনা।" হৃষীকেশ বলিলেন, "তুমি রাজ্যরক্ষা না করিলে, অসুরগণ, স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিশ্বকে বিশৃঙ্খলরূপে বিনষ্ট করিবে। স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় মায়ারচিত রাজ্য তত্ত্বজ্ঞানীকে আবদ্ধ করিতে পারেনা। ব্রহ্মানুভবকারী জীবেরপক্ষে জনসমাকীর্ণ রাজ্য ও নির্জ্জন বন উভয়ই সমান। তোমার পৌত্র বিরোচন-সুত বলির যৌবনকালপর্য্যন্ত তুমি আসুররাজ্য প্রতিপালন কর।" এই বলিয়া শ্রীপতি অদৃশ্য হইলেন। প্রহ্লাদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেশবাদেশে আসুর রাজ্য পালন করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন। মহাযোগী প্রহ্লাদও, কর্ম্ম এবং যোগপথ বিসর্জ্জন করিয়া মাধবানুগ্রহে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া ঋষিসমূহ স্বস্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। বিদেহরাজ, সৎপুরুষপ্রসঙ্গে চিত্তনৈর্ম্মল্য(২)লাভ করিয়া নিজমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সন্মার্গে ব্যয় ব্যতিরেকে কেবল সঞ্চয় করিলে, নাশশীল অর্থের অসৎপথে গতি অবশ্যম্ভাবিনী। অতিসুন্দরী রমণী বার্দ্ধক্যে প্রেতেরও প্রীতিদানে সমর্থা হয়না। সুকৃতিলভ্যস্বর্গ ভোগশেষসময়ে শত্রুর ন্যায় আশ্রিত প্রাণীকে গ্রীবাধারণ(৩) পূর্ব্বক নিজস্থান হইতে অপসারিত করে। মহর্ষিবচন নারিকেলের ন্যায় অজ্ঞান নরের দুর্ব্বোধ্য। আমি যজ্ঞাদি সুকৃতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বহুসময় ব্যতীত করিয়াছি, অধুনা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মেদিনীর মধ্যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠকে গুরুরূপে বরণ করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সীরধ্বজ, ঈশ্বরতোষকনামক যজ্ঞের অনু-

(১) মিথ্যা।

(২) নির্ম্মলতা মলহীনতা। (৩) ঘাড় ধরিয়া।

ষ্ঠান করিয়া সচিবদ্বারা ধরণীস্থিত ভূদেবগণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করাইয়া নিজ ভবনে আনাইলেন, এবং যজ্ঞক্ষেত্রে রজতাবৃত-সমস্তচরণা কনকবেষ্টিত-উদরপৃষ্ঠা পদ্মরাগপরিপূর্ণপুচ্ছা মরকতযুক্ত-গলদেশা নীলকান্তশোভিতমস্তকা হীরকাচ্ছন্নশৃঙ্গযুগলা পয়স্বতা দশসহস্রধেনু আনয়ন করিয়া প্রত্যেকের প্রত্যেক শৃঙ্গে দশসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা বন্ধন করিয়া বিপ্রসমূহকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন. "হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিত্তম, তিনি, সর্ব্বসমক্ষে এই সুসজ্জিত দশসহস্রধেনু গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় দিন।" অনন্তর ধরণীস্থিত দ্বিজগণের বর্ত্তমানতাহেতু ব্রহ্মবিদ্যার তারতম্যতা(১)বশতঃ ধেনুগ্রহণে কাহারও সাহস না দেখিয়া, যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য, নিজশিষ্যসমূহকে সমস্তধেনু গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তারপর কর্ম্মবিদ্যানিপুণ যজ্ঞহোতা অশ্বল, ধেনুগ্রহণে কুপিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বহুবিচার করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যার অজ্ঞতাহেতু স্বয়ং পরাস্ত হইলেন। অশ্বলের পরাজয়ে আংশিক-ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাহঙ্কারী শাকল্য, বিচার করিতে করিতে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি অসাধুভাবে অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ করিলেন। কুবচনকুপিত যাজ্ঞবল্ক্য, শাকল্যের সমস্ত প্রশ্ন সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার নৈপুণ্যহেতু মস্তকস্ফোটন(২) শপথপূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মতত্ত্বের অসারগ্রাহী শাকল্য, যাজ্ঞবল্কীয় প্রশ্ন মীমাংসা করিতে না পারিয়া তত্ত্বজ্ঞানীর বচনের সত্যতাহেতু স্ফুটিতশীর্ষ হইয়া কৃতান্তপুরী প্রবেশ করিলেন। শাকল্যের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হইলে, ভীত সভাস্থিত ভূদেবসকল, যাজ্ঞ-বল্ক্যের পূর্ণজ্ঞানপ্রভাবে চমৎকৃত হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক জনকপ্রদত্ত ধন, রত্ন ও ধেনু গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেশে গমন করিলেন। জনক নৃপতি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে কৌশলে গুরুরূপে লাভ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "জনক! এই ত্রিভুবন দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় বিরাজিত হইতেছে।

---

(১) ভেদবশতঃ। (২) মাথাফাটা।

যোগবাশিষ্ঠে :—

যথা স্বপ্নো মহারম্ভো ভ্রান্তিরেব ন বস্তুতঃ।
দীর্ঘস্বপ্নং তথৈবেদং বিদ্ধি চিত্তোপপাদিতম্ ॥

যেমন মহারম্ভ স্বপ্ন ভ্রমমাত্র, বস্তুতঃ সত্যপদার্থ নহে, সেইরূপ মনদ্বারা উপপাদিত এই ত্রিভুবন দীর্ঘ স্বপ্ন বলিয়া জান, বস্তুতঃ সত্যপদার্থ নহে। জাগ্রদ্দশায় কর্ম্মশীল বিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীর ভস্মকৃমিপুরীষ-পরিণামবশতঃ জীব হইতে পারেনা। স্থূলদেহের ক্রিয়ালোপে স্বপ্নাবস্থায় কর্ম্মকারী পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়যুক্ত অপঞ্চীকৃত-পঞ্চভূতোৎপন্ন সূক্ষ্মশরীর প্রলয়কালে বিনাশহেতু প্রাণী হইতে পারেনা। সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়াবিলোপে সুষুপ্তি(১) সময়ে মায়াযবনিকাচ্ছাদনে পরমেশ্বরে লয়কারক অবিদ্যোৎপন্ন জীবাধার কারণশরীর প্রলয়ে(২) লয়-হেতু আত্মা হইতে পারেনা। কর্ম্মফল ভোগের জন্য ত্রিভুবনে গমনপূর্ব্বক অসংখ্যস্থূলশরীর-গ্রহণকারী শরীরত্রয়াতিরিক্ত মায়াবদ্ধ অষ্টপাশনিয়ন্ত্রিত অনন্তকালস্থায়ী অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন পরমব্রহ্মের অংশকে জীব বলে। মহাকাশের ঘটাবচ্ছেদে ঘটাকাশ সংজ্ঞার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার অংশের অন্তঃকরণাবচ্ছেদে জীবনাম হইয়াছে। এই জীব, বহুজন্মে কঠোর তপস্যা করিয়া পরমব্রহ্মের কৃপায় ব্রহ্মত্বাদি পদ লাভ করিতে পারে, ও সুকৃতিফলে ত্রিভুবনের সর্ব্বৈশ্বর্য্য ভোগ করে, এবং পাপকর্ম্মবশতঃ অশীতিলক্ষ বৃক্ষাদি নীচযোনি প্রাপ্ত হয়। মানব, যোগবলে বিভূতি প্রকাশ করিয়া লৌকিক প্রতিষ্ঠা লাভকরে, ও নির্ব্বিকল্পসমাধি-সময়ে প্রলয়কালের ন্যায় কর্ম্মবীজ অবিদ্যার সত্বে পরমপুরুষে লীন হইয়া মুক্তিমার্গে গমন করিতে পারে না, এবং ব্যুত্থানকালে(৩) সমাধিলয়ের প্রণাশহেতু সংসারকারণ মায়ার সম্পূর্ণস্থিতিবশতঃ জন্মান্তর-সৃষ্টিকারী

---

(১) গাঢ় নিদ্রা। (২) কল্পান্তে। (৩) সমাধিভঙ্গের কাল।

সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম্মের কোন অংশে ক্ষতি করিতে না পারিয়া স্থূল শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্মান্তর প্রবাহ গ্রহণ করে। তত্ত্বজ্ঞান-ব্যতিরেকে সংসারের পরপারগমনে অন্য কোন উপায় নাই।

যোগবাশিষ্ঠে স্থিতিপ্রকরণে ৪৬ সর্গে ২২ শ্লোক :—

সংসারাম্বুনিধাবস্মিন্ বাসনাম্বু-পরিপ্লুতে।
যে প্রজ্ঞানাবমারূঢ়াস্তে তীর্ণা বুড়িতাঃ পরে॥

বাসনা-জলপরিপূর্ণ এই সংসার-সমুদ্রে যাহারা তত্ত্বজ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়াছে, তাহারাই উত্তীর্ণ হয়, অন্য যোগিগণ জলমগ্ন হয়।

তত্ত্বজ্ঞান বহ্নি, যোগ-অবিনাশ্য মায়াকে বিধ্বংস করিয়া জন্মান্তরপ্রদ কর্ম্মসকলকে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া অন্য জন্মকে ভস্মীভূত করে। অগ্নিযোগে ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম্মবীজ,ব্রহ্মজ্ঞানানলে দগ্ধ হইলে, জন্মান্তররূপ-অঙ্কুরজননে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধি, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও প্রলয়কালের ন্যায় সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম্মসকলের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে না পারিয়া কর্ম্মজনিত অন্যজন্ম-প্রবাহকে বিনাশ করিতে বিশেষরূপে অশক্ত হয়, এইজন্য যোগিগণ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানী, সমস্ত কর্ম্মকে বঞ্চিত করিয়া জ্ঞানাগ্নিবলে সংসারমূল মায়ার বিনাশপূর্ব্বক মায়া-জনিত শরীরত্রয় পরিত্যাগ করিয়া পরমব্রহ্মে বিলীন হয়।” যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপ উপদেশক্রমে জনক নৃপতির পূর্ণতত্ত্বজ্ঞান বিকাশ করিয়া নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। বিদেহরাজ, গুরুকৃপাবলে মায়াযবনিকা অপসারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মানুভব করিয়া বহুদিন স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় নিজরাজ্য পালন করিতে করিতে শুকদেবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।

শিষ্য। শুকদেবের বৃত্তান্ত কি?

গুরু। মহর্ষিকুলসম্ভূত কোন বালক, উপনয়নানন্তর(১) বৈরাগ্যপূর্ণ-

(১) পৈতা হইবার পর।

হৃদয়ে গুরুসমীপে গমন করিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে, গুরুদেব বলিলেন, "জীব, অশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণপূর্ব্বক চতুর্ল্লক্ষ-সংখ্যক মানবজন্ম গ্রহণকরিয়া বহুপুণ্যফলে ব্রাহ্মণজন্ম লাভকরিলে, দেবীসাধনা তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হয়।

কুলার্ণবে দেবীস্তোত্রে :—

আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং,
তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাং।
নাভ্যর্চ্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি! যে ত্বাং,
নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিরুহ্য পুনঃ পতন্তি॥

হে ত্রিভুবন-জননি! যে সকল জীব, বহুজন্মের পর দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া, সেই জন্মে নিজ ইন্দ্রিয়সকলের নিপুণতা লাভ-করিয়া আপনাকে অর্চ্চনা না করে, তাহারা, পর্ব্বতের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার নিম্নদেশে পতিত হয়।

হে বিপ্রবালক! তুমি, নিখিল বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া নির্জ্জন বনে যোগাবলম্বনে বিশ্বরচনাকারিণী মহামায়ার উপাসনাকর।" এইরূপ গুরূপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণতনয়, বাল্যকাল হইতে ফলভোজনে ও অনশনে কঠোর তপস্যা করিয়া পরমযোগিপদ প্রাপ্ত হইলেন। একদা সেই যোগী স্বাশ্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন—এক বিষধর সর্প, আশ্রমস্থিত তরুর কোটরে প্রবেশ করিয়া শুকপক্ষী ভক্ষণপূর্ব্বক শুকপত্নীকে আক্রমণ করিতেছে, সুতস্নেহকাতরা শুকপত্নী, নিজপক্ষাচ্ছাদিত শিশুপুত্রকে পক্ষ-চালনকৌশলে বহির্দ্দেশে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফণিমুখে(১) নিজপ্রাণ সমর্পণ-করিলেন। অনন্তর সেই ভুজঙ্গ, কোটরস্থিত বিহঙ্গমিথুন(২) ভোজন করিয়া তরুতলপতিত তদীয় শিশুকে ভক্ষণ করিবার জন্য বৃক্ষ হইতে

(১) সাপেরমুখে। (২) পাখিযোড়া।

কুণ্ডলীক্রমে(১)অবতরণ করিতে লাগিল। এইরূপ ঘটনা অবলোকন-করিয়া ঋষি, সদয়চিত্তে সেই শুকতনয় গ্রহণ করিয়া পর্ণকুটীরে(২)আগমন পূর্ব্বক যত্নের সহিত তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। শুকবিহগ, যোগীকে জনকজননীরূপে অবগত হইয়া চঞ্চুদ্বারা কণ্ডূয়ন(৩)নিবৃত্তি করিয়া তাহার চরণতলে বিচরণ করিত। যোগীও, শুকবিহঙ্গকে সুতজ্ঞানে প্রতিপালন-করিয়া মুমূর্ষকালে(৪)চিন্তাকরিতেলাগিলেন, "অহো সর্পমুখভ্রষ্ট শুক! তুমি আমার মরণান্তে কাহার কবলে পতিত হইবে?" এইরূপ শুক-বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে যোগী, স্থূলদেহ ত্যাগকরিয়া শুকবাসনাবশতঃ শুকপক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং পূর্ব্বজন্মীয় তপস্যার প্রভাবে জন্মান্তরীয় স্মৃতি লাভকরিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "অহো! করুণাও যোগীদিগকে বন্ধনকরে. আমি, সদয়চিত্তে সহায়শূন্য শুকশিশু প্রতি-পালন করিয়া অধিকস্নেহবশতঃ পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইলাল। সম্প্রতি অন্য উপায়ের অভাবহেতু শঙ্করসেবিত কৈশাশের উপবনে গমনকরিলে, যদি কখন সুকৃতিফলে পার্ব্বতীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন হয়, তাহাহইলে আমার শুকজন্ম সফল হইবে।" এইরূপ চিন্তাকরিয়া যোগী শুক, বহুক্লেশে বহু পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনকরিয়া কৈলাশের উপবনে উপস্থিত হইলেন। তারপর ভক্তদুঃখকাতরা পার্ব্বতী নিজমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমারভক্ত, জন্মান্তরীয় দুষ্কৃতির ফলে শুকপক্ষী হইয়া জাতিস্মরত্বহেতু(৫)আমার দর্শন প্রার্থনা করিতেছে। আমি, অনুগ্রহপ্রকাশে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিযুক্ত যোগী শুককে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানকরিয়া তাহার জন্মান্তরীয় তপস্যা ফলবতী করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ভবানী শিবকে বলিলেন, "শঙ্কর! চলুন,

(১) কোঁড়ল পাকাইয়া।

(২) পাতার কুঁড়ে ঘরে। (৩) চুলকণা। (৪) মরণের পূর্ব্বে। (৫) জাতি-স্মরের গুণ, যে পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারে, তাকে জাতিস্মর বলে।

আমরা উভয়ে উপবনে ভ্রমণ করিব।" শূলপাণি, গৌরীর বাক্য স্বীকার-করিয়া তাহার সহিত ভ্রমণকরিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কাত্যায়নী, যোগিশুকসংস্থিত বৃক্ষের নিম্নদেশে উপবেশন করিয়া "তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশে আমার আনন্দ বৃদ্ধি করুন" এই বলিয়া ধূর্জ্জটীকে অনুরোধ করিলেন। শঙ্কর, বিশদরূপে ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণনাকরিয়া নিজমনে বিচার করিতে লাগিলেন, "কাত্যায়নী, করুণা করিয়া কৌশলে জাতিস্মর শুককে তত্ত্বজ্ঞান দান-করিলেন, আমিও দয়ার্দ্র হৃদয়ে অধুনা উহার পক্ষিশরীর বিনাশপূর্ব্বক মানবজন্ম গ্রহণ করাইয়া পার্ব্বতীর প্রীতি সমুৎপাদন করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া শূলপাণি কল্পিতকোপচিত্তে নন্দীকে বলিলেন, "নন্দিন্! তুমি ত্রিশূলদ্বারা আমাদিগের রহস্য(১)বিষয় শ্রবণকারী শুকপক্ষীর দণ্ড বিধানকর।" নন্দীশ্বর পশুপতির আদেশে তৎক্ষণাৎ শুকশরীর সংহার-করিলেন। শূলহত সেই শুক, জন্মান্তরীয় তপস্যার ফলে ব্যাসবীর্য্য-হইতে তদীয়পত্নী অরণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগি-লেন, "আমি বসুমতীতলে প্রসূত হইলে, বিক্ষেপ(২) শক্তিদ্বারা সৃষ্টি-কারিণী মায়ার আবরণশক্তি, আমার তত্ত্বজ্ঞানকে আবৃত করিয়া মোহজাল বিস্তার করিবে, অতএব আমি যোগবলে জননীর মলপূর্ণ জঠরে চিরকাল বাস করিব। যদি আমার জনক কোন সময়ে সাধনাবলে মহামায়ার আবরণ-শক্তি বিনষ্ট করিতে পারেন, তাহাহইলে আমি গর্ভ হইতে বহির্দ্দেশে গমন করিব।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জাতিস্মর শুক, যোগবলে প্রসূতির গর্ভে অষ্টাদশ বৎসর অতীত করিলেন। বেদব্যাস, সহধর্ম্মিনীর অষ্টাদশবর্ষ-ব্যাপী গর্ভক্লেশ অবলোকন করিয়া যোগবলে পুত্রের অভিলাষ বিদিত হইয়া

(১) গুপ্ত। (২) মায়ার শক্তিবিশেষ; যে শক্তিদ্বারা বিশ্ব প্রকাশ হয়; লৌকিক দৃষ্টান্তে রজ্জুসর্পস্থলে আবরণ শক্তিদ্বারা রজ্জুর স্বরূপ তিরোধান ও বিক্ষেপশক্তিদ্বারা তাহাতে সর্পের আবির্ভাব হয়।

মহামায়ার প্রীতির জন্য কঠোর তপস্যা করিলেন, ও তপস্যাতুষ্টা জগজ্জননীর নিকটে মায়ার আবরণশক্তির ক্ষণিক-অপসারণরূপ বর লাভ করিলেন, এবং মায়ানাশকালে যোগবলে প্রসূত বসনবিহীন বৈরাগ্যপূর্ণ যুবক সুতের অনুধাবন করিতে করিতে জলেকেলিকারী বিবস্ত্র অপ্সরোগণকে বসন পরিধান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অঙ্গনাগণ! তোমরা, মদীয় তরুণ সুতের সমীপে নগ্নভাবে থাকিয়া বৃদ্ধযোগী আমাকে দেখিয়া কিজন্য বস্ত্র পরিধান করিতেছ?" অপ্সরাসকল বলিলেন, "আপনি পরমযোগী হইলেও, আপনার যোষিৎ(১)পুরুষে ভেদজ্ঞান আছে, কিন্তু আপনার পুত্রের নরনারী-ভেদবুদ্ধি নাই।" অনন্তর পরাশরসুত নিজসুতকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিয়া নিজোপদেশে অশ্রদ্ধাহেতু বলিলেন, "পুত্র! তুমি, মিথিলাধিপতি জনকের সমীপে গমন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণকর।" শুকদেব বলিলেন, "আমি, ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে ক্ষত্রিয়কে গুরুরূপে গ্রহণ করিব।" দ্বৈপায়ন বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ-গ্রহণে জাতিবিচার করিতে নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, পশুনাশদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী গুরূপদেশ বিনা ব্রহ্মবিদ্যানিপুণ বনবাসী তরুণ ধর্ম্মব্যাধের শিষত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিয়া বিমুক্ত হইয়াছেন, অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ক্ষত্রিয়কে গুরুপদে বরণ করিতে ব্রাহ্মণের কোন দোষ হয় না।" এইরূপ পিতৃবচন শ্রবণ করিয়া শুক, বেদব্যাসের পুত্রবিরহোৎপন্ন শোক বিধ্বংস করিবার জন্য যোগবলে ছায়াশুক সৃষ্টি করিয়া বিদেহনগরী গমনপূর্ব্বক মিথিলাদ্বারে উপস্থিত হইয়া জনক নৃপের নিকটে স্বকীয় সংবাদ প্রেরণ করিলেন। বিদেহরাজ, নিজদ্বারে শুকোপস্থিতি শ্রবণ করিয়া যোগবলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া "বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতে নাই" এইরূপ মানসিক চিন্তাপূর্ব্বক সপ্তদিবস পর্য্যন্ত কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন নাই, ও অষ্টমদিবসে ব্যাসসুতকে দ্বারদেশ হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া অতিসুন্দরী বহুরমণীর

(১) স্ত্রী, রমণী।

শুশ্রূষাদ্বারা সুখোৎপাদন-পূর্ব্বক রাজযোগ্য উপভোগে সপ্তদিবস অতিবাহিত করিবার জন্য ব্যবস্থা করাইলেন, এবং নানা উপায়ে চতুর্দ্দশদিবস পর্য্যন্ত পরীক্ষাপূর্ব্বক শুকের সম্পূর্ণ জ্ঞানযোগ্যতা দর্শনকরিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে পঞ্চদশ দিবসে রাজসভায় আনয়ন করাইয়া সাদরে শুকদেবকে প্রণাম করিলেন। ব্যাসপুত্র, সিংহাসনে, উপবেশনপূর্ব্বক মহারাজবেশী জনককে অবলোকন করিয়া নিজমনে চিন্তাকরিলেন, "পিতা আমাকে সন্ন্যাসীর চিরধন তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিবার জন্য সংসারাবদ্ধ রাজার নিকটে প্রেরণকরিলেন।" সীরধ্বজ, শুকের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া তাহার ভ্রান্তি অপনোদন করিবার জন্য যোগবলে অনল সৃষ্টিকরিয়া মিথিলাপুরীর দাহ আরম্ভ করাইলেন। নগর-বাসী প্রজাবৃন্দ, ও অন্তঃপুরস্থিত নারীগণ, এবং সভাসমুপস্থিত সচিবাদি-সভ্যসকল, ক্রমশঃ যোগোৎপন্ন বহ্নিদ্বারা অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া নৃপের নিকটে আগমনপূর্ব্বক কাতরস্বরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আপনার অধীন অন্যসহায়শূন্য আমাদিগকে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষাকরুন।" রাজা, কাতর-ক্রন্দন শ্রবণকরিয়াও মূকের(১)ন্যায় নিরুত্তর হইলেন। ব্যাসতনয়, নিজনেত্রে হৃদয়বিদারক প্রজাভস্ম পরিদর্শন করিয়া "এই নির্দ্দয় কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন কপট-রাজা নিশাচরের ন্যায় কৌশলে প্রজপুঞ্জ ধ্বংসকরিতেছে।" এইরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, ও সভাদাহকালে বহ্নিভস্মের আশঙ্কায় বাহুমূল-কোটরে (২)পুঞ্জীকৃত নিজকৌপীন সংস্থাপনকরিয়া যোগবলে হুতাশন(৩) মধ্যদিয়া গমনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। অনন্তর জনক, শুকের কৌপীনরক্ষার কৌশল অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হে সন্ন্যাসিন্! আপনি, মুক্ত হইয়াও অতিতুচ্ছ বসনখণ্ডরূপ কৌপীনের মায়া বিসর্জ্জন করিতে পারেন না। আমি, সংসারী হইয়াও মিথ্যামায়া-কল্পিত এই বিশাল রাজ্যের স্নেহ, হুতবহ(৪)মধ্যে আহুত করিয়া বদ্ধজীবের পরিচয় দিয়াছি।" এইরূপ বিদেহরাজবচনে ব্যাসতনয়, প্রতিবুদ্ধ হইয়া বলিলেন,

---

(১) বোবা। (২) বগলে। (৩) (৪) অগ্নি, আহুতদ্রব্য ভক্ষণকরে বলিয়া এইনাম।

"আমি সত্যই কৌপীনস্নেহের অপরিত্যাগে বন্ধনের পরিচয় দিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ সংসারের আসক্তিবিহীন জ্ঞানপূর্ণ আপনাকে গুরুরূপে লাভ-করিয়াছি।" তারপর জনক, অপরাধ বিনা ভস্মীকৃত জীবগণ, ও পদার্থ-সমূহকে যোগবলে পুনরুজ্জীবিত করিয়া শুকের আনন্দ বৃদ্ধিকরিলেন। সংসার-ত্যাগী শুকদেব, জনকের উপদেশে স্বতোবিকসিত জ্ঞানকলিকাকে পুষ্পরূপে পরিণত করিয়া মিথিলা হইতে বহির্দ্দেশে গমনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিশ্বের অলীকতা দর্শনকরিয়া, নারদের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। নারদ কি জ্ঞানী? অথবা কলহপ্রিয়? আপনি, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় নিরাস করুন।

গুরু। গোপরাজ দ্রুমিলের পত্নী কলাবতী, পতিদোষে বন্ধ্যা হইয়া কশ্যপের সমীপে গমন করিয়া সুরতক্রিয়া প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপ, শূদ্রা-ণীর শৃঙ্গারপ্রার্থনা শ্রবণকরিয়া কুপিত হইলেন, এবং অকস্মাৎ গগন-গামিনী মেনকাকে অবলোকন করিয়া ক্ষুভিতবীর্য্য ধরাতলে বিসর্জ্জন করিলেন। কলাবতী, ভূতলপতিত সেই কাশ্যপ শুক্র নিজকরে গ্রহণপূর্ব্বক সাদরে পান করিয়া রেতের অমোঘতাহেতু গর্ভধারণ করিলেন। দ্রুমিল গোপ, সংসারের অনিত্যজ্ঞানে নিজরাজ্য ভূদেবকরে সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক একমাস অবস্থান করিয়া যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। পতিশোকসন্তপ্তা সহায়শূন্যা কলাবতী, ব্রাহ্মণগণের প্রবোধবাক্যে জীবন-বিসর্জ্জন না করিয়া কিঙ্করীরূপে ঋষির আশ্রমে বসতিপূর্ব্বক যথাসময়ে পুত্র প্রসব করিলেন, ও ঋষিদিগের শুশ্রূষা করিয়া সুতপালন করিতে করিতে পঞ্চবর্ষ অতীত করিলেন, এবং একদা ধ্বান্তপূর্ণ নিশায় গোদোহনের জন্য পথে গমন করিতে করিতে পদাহত ভুজঙ্গের(১) দংশনে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পঞ্চবর্ষীয় সেই দাসীপুত্র, প্রসূতির শোকে বিধুর (২) হইয়া উত্তরদিকে গমনপূর্ব্বক ক্রমে নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্বত্থমূলে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

(১) সাপ। (২) মাতার মৃত্যুজনিত শোকে কাতর।

কিছুকাল পরে কিঙ্করীসুত, যোগশিক্ষা-প্রভাবে নিজহৃদয়ে একবার শ্রীহরি-মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দ্বিতীয়বার অদর্শনে বিহ্বল হইয়া, "পরজন্মে স্বাভাবিকী সিদ্ধি হইবে" এইরূপ আকাশবাণীদ্বারা আশ্বস্ত হইলেন, এবং যথাসময়ে পাঞ্চভৌতিকী তনূ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর পুনঃ সৃষ্টিসময়ে সেই দাসী-তনয়, জন্মান্তরীয়-যোগপ্রভাবে ব্রহ্মার চিত্ত হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নারদনাম গ্রহণ করিলেন, ও নিবৃত্তিধর্ম্মের নৈপুণ্যহেতু ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পরিণয় বর্জ্জন করিয়া বিশদরূপে চতুঃষষ্টিপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যোগনিপুণতা লাভ করিলেন। তারপর নারদ, শান্তিবিশেষে বঞ্চিত হইয়া সনৎকুমারের সমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "গুরো! আমি, ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতিরেকে ত্রিভুবন-স্থিত সমস্ত বিদ্যা শিক্ষাকরিয়া অশান্তিবৃদ্ধিহেতু আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানকরিয়া অশান্তিহ্রদ হইতে উদ্ধৃত করুন।" নারদের বচনে চিরকুমারাকৃতি সনৎকুমার সদয়চিত্তে বিশদরূপে ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ করিলেন। অনন্তর তত্ত্বজ্ঞাননিপুণ দেবর্ষি, স্বরব্রহ্ম-বিভূষিত ঈশ্বরদত্ত বীণায় হরিগুণ গান করিতে করিতে অবিজ্ঞনির্ম্মিত বিশ্বে পরিভ্রমণ করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। নারদের বাহ্য কলহসুখ দর্শনকরিলে ও অন্তঃকরণে নির্ম্মলতা সর্ব্বদা বাসকরে। ত্রিকালজ্ঞানপূর্ণ দেবর্ষি, শত্রুমিত্রভাব বিনাশপূর্ব্বক শিশুর ধূলিক্রীড়াতুল্য জীবগণের ক্ষণিক সংসারাসক্তি পরিদর্শন করিয়া (১) নিত্যধন হরির ভাবনার অভাবদর্শনে দুঃখিতচিত্তে বিবাদচ্ছলে ত্রিভুবনের অনিত্যতা দর্শন করাইতেন, এবং অদৃষ্টের ন্যায় সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। অদৃষ্ট অজ্ঞাতভাবে ফলকালে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে, দেবর্ষি, ফলকালের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎবিষয়সমূহ ঢক্কাবাদ্যের ন্যায় প্রকাশিত করিয়া ভবিতব্যতার অনুসারে অভিনয় করেন। যেমন ঐন্দ্রজালিক(২), নিজমায়াবিরচিত পুরুষগণের পরস্পরের সংগ্রাম দর্শনকরিয়া

(১) ছেলেরা যে ধূলা খেলা করে, তাহা ক্ষণস্থায়ী—সেইরূপ মানবের যে সংসারের সুখে অনুরাগ—সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী বা সেই অনুরাগ ক্ষণস্থায়ী ইহা দেখিয়া। (২) যাদুকর

অলীকতানিশ্চয়ে নিজআনন্দ বৃদ্ধিকরে, সেইরূপ দেবর্ষি, অবিদ্যাসম্ভূত মিথ্যা ত্রিভুবনে সংস্থিত প্রাণিগণের কলহ দর্শন করিয়া অসত্যতা-নির্দ্ধারণে হর্ষহ্রদে নিমজ্জিত হন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, নটের ন্যায় বিশ্বমঞ্চে কাল-ত্রয়ের (১) অভিনয় করিয়া সর্ব্বপ্রাণীকে সন্তুষ্ট করেন। দেবর্ষির অভিপ্রায় অতীব গূঢ় :—নিখিল জীব, মিথ্যাজগতের ক্ষণিক অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিলে, জননমরণ-স্থিতিরূপ ঋক্ষ-শার্দ্দূল-সর্পের (২) ভীষণ মুখব্যাদান হইতে চিরবিমুক্ত হইবে, এবং বিরুদ্ধকার্য্যের সম্পাদনহেতু সাধনার প্রতিকূলে গমন করিলে, মানববশ্য পশুর ন্যায় কখনও দৈবের অধীনতা ত্যাগ করিতে পারিবে না। ফলভোগের পূর্ব্বে অখণ্ডনীয় ভবিতব্যতা (৩) প্রকাশ হইলে, দৈবাধীন অজ্ঞ জীবের কথঞ্চিৎ উপকার হইবে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বকালজ্ঞ ঋষি, শরীরধারী দৈবের ন্যায় অবশ্যম্ভাবিনী অখিলঘটনা ঘোষণা করিয়া কলহ-সুখচ্ছলে অজ্ঞা-নোদ্ভূত ত্রিভুবনের ক্ষণিকত্ব পরিদর্শন করাইয়া, সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গেব ন্যায় সমস্ত জীবের মন আকর্ষণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যাসম্ভূত সদানন্দ-স্রোতে চিত্ত নিমগ্ন করিয়া পদ্মযোনির(৪) অভিশাপে অযাচিতভাবে সর্ব্বস্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। নারদ, একদা বীণাধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া মানস সরোবরের তীরস্থিত ঋষিগণের নিকটে গমন করিলেন। ঋষিসমূহ, নারদকে অভ্যর্থনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "দেবর্ষে! সাংসারিক ধর্ম্ম বর্ণনা করুন।" ঋষিদিগের বাক্যান্তে নারদ বলিলেন, "সংসারধর্ম্মের প্রথম আলম্বন ভার্য্যা-গ্রহণ, গৃহকে গৃহ বলেনা, গৃহের প্রধানকারণহেতু পত্নীকে গৃহ বলে। পুত্র পৌত্রাদির ধর্ম্মফলে স্বর্গভোগের জন্য পরিণয় আবশ্যক। এই পরিণয় অষ্টভাগে বিভক্ত, বিদ্যাদি-সদাচার সম্পন্ন বরকে সম্মানপূর্ব্বক বসন-ভূষণে

(১) ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের। (২) ভালুক, বাঘ ও সাপের।
(৩) অবশ্যম্ভাবিতা—অদৃষ্ট ; যাহা পরে অবশ্য ঘটিবে তাহাই ভবিতব্য।
(৪) ব্রহ্মা।

সুশোভিত করিয়া পূজা করিতে করিতে কন্যাদানকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে; জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে কর্ম্মকারী পুরোহিতকে সালঙ্কতসুতাদানকে দৈব বিবাহ বলে; যাগাদি ধর্ম্মের জন্য এক অথবা যুগল গোমিথুনের বিনিময়ে কন্যাদানকে আর্ষ বিবাহ বলে, "তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ কর" এই বলিয়া উভয়কে অর্চ্চনা করিয়া পুরুষকে তনয়াদানকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে; পিতা প্রভৃতিকে ও কন্যাকে যথাশক্তি শুল্ক(১) প্রদান করিয়া বরের অভিলাষমতে কন্যাগ্রহণকে আসুর বিবাহ, বলে; মদনানলের নির্ব্বাপণের জন্য উভয়ের অনুরাগ-বৃদ্ধিহেতু যুবকযুবতীর পরস্পরগ্রহণকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে; জনক-সহোদর-বান্ধববেষ্টিত ভবন হইতে রোদনকারিণী নারীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া পাণিগ্রহণকে রাক্ষস বিবাহ বলে; নিদ্রাভিভূতা অথবা সুরাপানমত্তা কিংবা অনবধানযুক্তা রমণীকে নির্জ্জনপ্রদেশে লইয়া ভার্য্যারূপে গ্রহণকে অধম পৈশাচ বিবাহ বলে। সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে সাবনদিন, ও তিথির আদি হইতে অন্তপর্য্যন্তকালকে চান্দ্রদিন এবং নক্ষত্রের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সময়কে নাক্ষত্র দিন বলে। ত্রিংশৎসাবনদিনে এক সাবনমাস হয়, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময়কে এক চান্দ্রমাস, সপ্তবিংশতিনক্ষত্রনির্দ্দিষ্ট কালকে এক নাক্ষত্রমাস, এবং সূর্য্যের একরাশি হইতে অন্যরাশির গমনসময়কে এক সৌরমাস বলে। এক সৌরবৎসরে দেবগণের একদিন হয়। বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ, চান্দ্রায়ণব্রত ও রথযাত্রাদি কার্য্যে চান্দ্র মাস, ও বিবাহ উপনয়নাদি ক্রিয়ায় সৌরমাস, এবং যজ্ঞ, অন্নপ্রাশন ও অশৌচদিনগণনাদি কর্ম্মে সাবন মাস আবশ্যক হয়। দিনপতি নিজগমনের অনুসারে মাসের হ্রাসবৃদ্ধি করেন। পূর্ব্বদিগধিপতি মস্তক ও মুখের অধীশ্বর স্থির সিংহলগ্নের স্বামী সপ্তমস্থানে পূর্ণদৃষ্টিকারী স্থবির রক্তবর্ণ সূর্য্য, একমাস পর্য্যন্ত, ও বায়ুকোণপতি বক্ষঃ এবং কণ্ঠের স্বামী

---

(১) বিবাহের পণ।

চরকর্কটের অধিপতি পূর্ণভাবে সপ্তমস্থানদর্শনকারী শিশু শ্বেত শশাঙ্ক, পাদযুক্ত দিবসদ্বয় পর্য্যন্ত, দক্ষিণস্বামী পৃষ্ঠ ও উদরের অধীশ্বর চর মেষ এবং স্থির বৃশ্চিকের অধিপতি চতুর্থ, সপ্তম ও অষ্টমস্থানে পূর্ণদর্শী বালক বিদ্যুৎবর্ণ মঙ্গল, পক্ষত্রয় পর্য্যন্ত, উত্তরপতি করচরণের অধীশ্বর দ্বিস্বভাব মিথুন ও কন্যার অধিপতি সপ্তমস্থানে পূর্ণদৃষ্টিকারী কুমার শ্যামবর্ণ বুধ, অষ্টাদশদিবস পর্য্যন্ত, ঈশানকোণকান্ত কটি ও জঘনের (১) অধীশ্বর দ্বিস্বভাব ধনুঃ ও মীনের স্বামী পঞ্চম, সপ্তম ও নবমস্থানে পূর্ণদর্শী মধ্যম-বয়স্ক কনকবর্ণ বৃহস্পতি, একবৎসর পর্য্যন্ত, অগ্নিকোণপতি গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ের অধীশ্বর স্থির বৃষ ও চর তুলার নায়ক সপ্তমস্থানে পূর্ণদৃষ্টিকারী যুবক শ্বেতবর্ণ শুক্র, অষ্টাবিংশতিদিবস পর্য্যন্ত, পশ্চিমস্বামী জানু ও উরুর অধীশ্বর চর মকর ও স্থির কুম্ভের স্বামী তৃতীয়, সপ্তম ও দশমস্থানে পূর্ণদর্শী অতিবৃদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ শনি, সার্দ্ধবৎসরদ্বয় পর্য্যন্ত(২), নৈঋতকোণপতি শিরা ও উদরের অধীশ্বর পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশস্থানে পূর্ণদর্শনকারী বৃদ্ধ, রাহু, এবং নীচলোকপতি ধূম্রবর্ণ কেতু সার্দ্ধৈক-বৎসর পর্য্যন্ত (৩)এক রাশিতে অবস্থান করিয়া অন্যরাশিতে গমন করেন। পরমেশ্বরের ন্যায় পরিণয়াদি কর্ম্মভেদে অগ্নির নাম বহু। লৌকিক কর্ম্মে পাবক, ও গর্ভাধানে মারুত, পুংসবনে চন্দ্র, শুঙ্গাকর্ম্মে(৪)শোভন, সীমন্তে মঙ্গল, জাতকর্ম্মে প্রাগল্‌ভ, নামকরণে পার্থিব, অন্নপ্রাশনে শুচি, চূড়াকরণে সত্য, ব্রতপ্রতিষ্ঠায় সমুদ্ভব, গোদাননামক সংস্কারে সূর্য্য, কেশান্তে অগ্নি, ত্যাগকর্ম্মে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্থীহোমে শিখী, ধৃতিহোমে ধৃতি, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহাব্যাহৃতিহোমে বিধু, বৃষোৎসর্গাদি পাকযজ্ঞে সাহস, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, পূর্ণাহুতিতে মৃড়, শান্তিকর্ম্মে বরদ, দুর্গোৎসবাঙ্গ-

(১) কোমর, কোমরের সম্মুখে নিম্নদেশ।

(২) আড়াই বছর পর্য্যন্ত। (৩) দেড় বছর পর্য্যন্ত।

(৪) পুংসবনের অন্তর্গত বটের শুঙাগ্রহণ।

হোমাদি পৌষ্টিকে বলদ, মারণাদি আভিচারে ক্রোধ, বশীকরণে শমন, বরদানে দূষক, কোষ্ঠকর্ম্মে জঠর, এবং অমৃতভক্ষণে অগ্নির নাম ক্রব্যাদ হয়। এইরূপ দেবীস্বরূপা কুমারীর নাম একবর্ষ হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ১ একবর্ষীয়া কুমারী সন্ধ্যা, ২ বর্ষীয়া সরস্বতী, ৩ ত্রিধামূর্ত্তি, ৪ কালিকা, ৫ সুভগা, ৬ উমা, ৭ মালিনী, ৮ কুব্জিকা, ৯ কালসন্দর্ভা, ১০ অপরাজিতা, ১১ রুদ্রাণী, ১২ ভৈরবী, ১৩ মহালক্ষ্মী, ১৪ পীঠনায়িকা, ১৫ ক্ষেত্রজ্ঞা, এবং ষোড়শবর্ষীয়া অঋতুমতী কুমারী অম্বিকানামে বিভূষিতা হয়। সংসারাসক্ত জীবগণ, অদত্ত পদার্থের গ্রহণ, প্রাণীদিগের পীড়া ও বিনাশ এবং পরদারগমন এই চতুর্ব্বিধ শারীরিক পাপ সঞ্চয় করিয়া নরকে গমন করে; ও দেশ, জাতি, কুল, বিদ্যা, রূপ, যৌবন, ধন, শিল্প, আচার, পরিচ্ছদ, কর্ম্ম ও শরীর অবলম্বন করিয়া ক্রোধ, সন্তাপ এবং ভয়ের উৎপাদক বচনরূপ পারুষ্য(১), গুরু, নৃপতি, স্বজাতি ও মিত্রের নিকটে অর্থনাশের জন্য অন্যের দোষ-কীর্ত্তনরূপ পৈশুন্য,শৃঙ্গারাদি গুহ্য বিষয় ও অশুদ্ধ পদার্থের প্রকাশরূপ নিষ্ঠুরকথন, স্ববুদ্ধিকল্পিত মিথ্যারূপ অনৃত, শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ পরিবর্জ্জন করিয়া নীচ গুহ্যসম্বন্ধে বাক্য-প্রয়োগরূপ অসম্বন্ধপ্রলাপ,এবং অনিষ্টকর-উপদেশ-প্রদানরূপ ব্যর্থভাষণ, এই ষড়বিধ বাচিক পাপ উপার্জ্জন করিয়া, পশুপক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়; এবং পরপদার্থগ্রহণের জন্য উপায়-উদ্ভাবন, অন্যের অপকারকৌশল,অসত্য পদার্থের পুনঃপুনঃ চিন্তা,এবং পররমণীর রমণেচ্ছা,এই চতুর্ব্বিধ মানসিক পাপ সঞ্চিত করিয়া পাপকর্ম্মের ফলে বৃক্ষকীটাদিরূপে চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণ করে। ব্যাধি-শোক-দুঃখাদি-সম্ভূত আধ্যাত্মিক, ও ব্যাঘ্র-সর্প-চৌরাদি সমুৎপন্ন আধি-ভৌতিক, এবং অগ্নি-বায়ু-বিদ্যুৎ-জলাদিজাত আধিদৈবিকরূপ ত্রিবিধ দুঃখের অধীন প্রাণিগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি,তপোযুক্ত পূজকের অর্চ্চনার আধিক্যবশতঃ ও প্রতিমূর্ত্তির সৌন্দর্য্যহেতু দেবতার

(১) কঠোরতা, কর্কশতা।

উপস্থিতিকারক প্রতিমার জপ-নিরামিষ-নৈবেদ্য-সহিত সাত্ত্বিকী পূজা করেন; কেহ কেহ সংশোধিত সুরা-মাংসাদি নানাবিধ উপহারযুক্ত রাজসী পূজা করেন; কেহ বা বিধিমন্ত্রবর্জ্জিত তামসী পূজা করেন। নরগণ, প্রতিমা-নিকটে বিবিধ-কামনা-সিদ্ধির জন্য চণ্ডী পাঠ করেন। উপসর্গনাশের জন্য বারত্রয়, ও গ্রহশান্তির জন্য পঞ্চবার, মহাভয়-বিনাশের জন্য সপ্তবার, সর্ব্বশান্তির জন্য নববার, নৃপবশীকরণের জন্য একাদশবার, শত্রুসংহারের জন্য দ্বাদশবার, স্ত্রীবশীকরণের জন্য চতুর্দ্দশ-বার, বন্ধুলাভের জন্য পঞ্চদশবার, ধনাদিপ্রাপ্তির জন্য ষোড়শবার, রাজভয়ের ক্ষয়হেতু সপ্ত-দশবার, উচ্চাটনের জন্য অষ্টাদশবার, মহাব্রণ-আরোগ্যের জন্য বিংশতি-বার, বন্ধনমোচনের জন্য পঞ্চবিংশতিবার, ত্রিবিধ-উৎপাত-ধ্বংসের জন্য শতবার, কামনা-সিদ্ধির জন্য একশত অষ্টবার, এবং লক্ষ্মীলাভের জন্য সহস্রবার চণ্ডী পাঠ করেন, ও কুশতিল-জলাদির সংযোগে সংকল্প করিয়া নিজনালাবদ্ধ রেশমজনক কীটের ন্যায় নিজবাসনায় আবদ্ধ হইয়া জ্ঞাননেত্র বিকাশ করিতে পারেন নাই। জীবগণ, মাতাপিতৃদ্বেষে জন্মান্তরে যূথিকা, সুতদ্বেষে বরুণ, ধান্য ভূমির হরণে কোদ্রব ধান্য, তীর্থদ্বেষে চম্পক, ব্রাহ্মণ-দ্বেষে বক, ভার্য্যাদ্বেষে কুরুবক, বঞ্চনাপূর্ব্বক মিষ্টভোজনে তিন্তিড়ী(১), ভূমিহরণে অর্জ্জুন, পরস্ত্রীহরণে বহুবার(২), গুরুদ্বেষে সোমতরু, জননী-কলহে চোরবৃক্ষ, পতিকলহে ব্রহ্মতরু, ভার্য্যাবঞ্চনে করমর্দ্দক(৩), বিভক্ত-ধনের হরণে কদম্ব, শস্যহরণে এরণ্ড(৪), সঞ্চিত পরধনের অদানে স্নুহী(৫), অপহরণে রক্তকাঞ্চন, তৈলহরণে তিলতরু, পরপুরুষগমনে কোদ্রব, পর্ব্বদিন ও দিবসে শৃঙ্গারে শিবামদ ও বটবৃক্ষ, শিশুহিংসায় নমেরু(৬), নিন্দাকরণে বন্ধূক(৭), অতিথিবঞ্চনে শরতরু, পশুর অণ্ডনাশে পূগ(৮), দেবদ্বেষে জাতিতরু, ব্রতদ্বেষে করঞ্জ(৯), আশ্রমনাশে কামবৃক্ষ, ঘৃতহরণে

(১) তেঁতুল। (২) চালতা। (৩) পানি আমলা। (৪) ভেরাণ্ডা গাছ। (৫) সিজ গাছ, মনসা গাছ। (৬) রুদ্রাক্ষ। (৭) বাঁধুলি ফুলগাছ। (৮) সুপারি গাছ। (৯) করম্‌জা।

শতাবরী(১), জলে মলত্যাগে অশোক, দেবালয়ভঙ্গে ধাতকী(২), পরদোষ কীর্ত্তনে কর্ণিকার, ভার্য্যাত্যাগে ভূমিচম্পক(৩), বহুযোনি-গমনে কদলী(৪) শিবদ্বেষে বদরী(৫), এবং মন্ত্রদ্বেষে জবাতরুরূপে জন্মান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপকর্ম্মের শেষে খাদ্যসংশ্লেষে পুরুষহৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক শুক্র-সংযোগে ঋতুমতী নারীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া শুক্রের আধিক্যহেতু পুরুষ, ও শোণিতের আধিক্যহেতু স্ত্রী, এবং উভয়ের সমতা বশতঃ ক্লীবরূপে(৬) জন্মগ্রহণ করে, ও কর্ম্মের বৈচিত্র্যহেতু ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে, এই জন্য জগতে নরগণের দেহসমতা দৃষ্টিগোচর হয় না। অক্ষয় সূক্ষ্ম-শরীরে স্থিত প্রাণিসকল, শৃঙ্গারকালে রেতোযোগে রমণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া এক রাত্রিতে কলল(৭), পঞ্চমদিনে বুদ্‌বুদ্‌, দশমদিবসে শোণিত, চতুর্দ্দশদিনে মাংসাকার, বিংশতিদিবসে ঘনমাংস, একমাসে মাংসপিণ্ড, দ্বিতীয়মাসে মস্তক, তৃতীয়মাসে অস্থি, বক্ষ, পাদ, হস্ত, চতুর্থমাসে মেদ(৮), মজ্জা(৯), কেশ, পঞ্চমমাসে নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, ষষ্ঠমাসে নাড়ী, স্নায়ু, ত্বক্ ও নখ গ্রহণ করিয়া সপ্তমমাসে সর্ব্বশরীর ধারণ করে, এবং অষ্টমমাসে নাড়ীযোগে জননীভুক্ত পদার্থের সারাংশ গ্রহণদ্বারা ক্ষুধাতৃষ্ণার শান্তি করিয়া দশমমাসে ইক্ষুমর্দ্দন-যন্ত্রের ন্যায়(১০)যোনি হইতে নিষ্পীড়িতভাবে প্রসূত হয়। সেই প্রসূতদেহে পঞ্চভূতের গুণ ভিন্নভিন্নরূপে সন্নিহিত হইয়াছে। অস্থি, মাংস, ত্বক্, স্নায়ু(১১), নাড়ী এই পঞ্চ পৃথিবীর গুণ, মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা, শোণিত এই পঞ্চ জলের গুণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভ্রান্তি, আলস্য এই পঞ্চ তেজের গুণ, ধারণ, চালন, ক্ষেপন, সঙ্কোচ, প্রসারণ এই পঞ্চ

---

(১) শতমূলী। (২) ধাই ফুলগাছ। (৩) ভুঁই চাঁপা (৪) কলাগাছ। (৫) কুলগাছ। (৬) নপুংসক, হিজ্‌ড়া।

(৭) ভ্রূণ। (৮) চর্ব্বি। (৯) হাড় ও মাংসের মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ বিশেষ। (১০) আকমাড়া কল অর্থাৎ গণ্ডী গাছের মত। (১১) দেহের মধ্যে সূতার মত সরু শিরা; ইহা থাকিতে পেশী সকল সঙ্কুচিত হয়, ইহা শরীরের সঞ্চালন-সাধন ও অনুভূতি-সাধন।

বায়ুর গুণ,এবং কাম,ক্রোধ,লোভ,মোহ, লজ্জা এই পঞ্চ আকাশের গুণ সর্ব্বদা শরীরে বাস করে। শরীরস্থিত পঞ্চবায়ু কার্য্যভেদে দশনাম ধারণ করে। ইন্দ্রনীলবর্ণ(১) প্রাণবায়ু, নাসিকা, মুখ, হৃদয়, নাভি ও পাদাঙ্গুষ্ঠে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা শরীর রক্ষা করে। সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ অপান, উদর, লিঙ্গ, গুহ্য, উরু, জানু ও জঙ্ঘাতে অবস্থিতি পূর্ব্বক ভুক্তপীত পদার্থ পরিপাক করাইয়া মল, মূত্র ও শুক্রে বিসর্জ্জন করে। দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ সমান, সর্ব্বশরীরে থাকিয়া সমস্ত রক্ত, পিত্ত, কফ, বায়ু ও ভক্ষিত পীত আঘ্রাত পদার্থের সমতা করে। ধূম্রবর্ণ উদান, কণ্ঠ, হস্ত, পাদ ও সর্ব্ব-সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া উত্থান ও উপবেশন করায়। সর্ব্বব্যাধিকারক আহার-সংগ্রাহক কাঞ্চনবর্ণ ব্যান, চক্ষু, কর্ণ, গ্রীবা(২), কটি ও গুল্‌ফে(৩) অবস্থিতি করিয়া অধরস্পন্দন ও মুখ-গাত্র-নেত্র বিস্ফারণ করায়। প্রাণ-সমুৎপন্ন ললাটস্থিত নীলবর্ণ নাগবায়ু উদ্গার(৪)কর্ম্ম করে। উদানোদ্ভূত হৃদয়মধ্যবাসী ধূম্রবর্ণ কূর্ম্ম উন্মীলন কর্ম্ম করে। অপানজাত স্কন্ধস্থিত জবাকুসুমবর্ণ কৃকর ক্ষুধাকার্য্য করে। সমানসম্ভূত অস্থিমধ্যস্থায়ী শুদ্ধ-স্ফটিকবর্ণ (৫) দেবদত্ত বিজৃম্ভণ(৬) করে। ব্যানোৎপন্ন ত্বক্‌মধ্যস্থিত কাঞ্চন-বর্ণ ধনঞ্জয়বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস সৃষ্টিকরে, ও শৃঙ্গারযোগে গর্ভ ধারণ করায়। ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, বার্দ্ধক্য, মরণ এই ষড়ূর্ম্মি(৭)যুক্ত দেহপঞ্জরের মধ্যবর্ত্তী অনল, পঞ্চ নাম ধারণ করিয়া পঞ্চগুণের কারণ হয়। অন্নাহার্য্যাগ্নি ক্ষুধা, ও আহবনীয়াগ্নি তৃষ্ণা, দীপকাগ্নি নিদ্রা, বিভ্রমাগ্নি, ভ্রান্তি, এবং জৃম্ভকাগ্নি আলস্য সৃষ্টি করে। দেহস্থিত দ্বিসপ্ততিসহস্র(৮) নাড়ীর মধ্যে চতুর্দ্দশ-সংখ্যক প্রধান নাড়ী আছে। বামনাসিকাগামিনী চন্দ্ররূপিণী ঈড়া,

(১) নীলকান্তমণি, পান্নার রং বিশিষ্ট।

(২) গলা। (৩) গোঁড়ালী। (৪) ঢেঁকুর। (৫) অতিশয় সাদা। (৬) হাইতোলা। (৭) পূর্ব্বোক্ত ক্ষুধা প্রভৃতি দেহের ছয় প্রকার ধর্ম্মকে উর্ম্মি বলে।

(৮) ৭২ হাজার।

ও দক্ষিণ-নাসিকাগামিনী সূর্য্যরূপিণী পিঙ্গলা সুষুম্নার বামে ও দক্ষিণে, এবং উভয়ের মধ্যস্থিতা ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী অনলরূপিণী সুষুম্না দেহমধ্যে বাস করে। বামপাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে বামনেত্রে গমনকারিণী ময়ূরগ্রীবাবর্ণা গান্ধারী, ও দক্ষিণ-পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষিণনেত্রে গমনকারিণী পদ্মবর্ণা হস্তিজিহ্বা, ঈড়ার পৃষ্ঠে ও পূর্ব্বে অবস্থান করে; বামচরণাঙ্গুষ্ঠ হইতে বামকর্ণে গমনকারিণী শঙ্খবর্ণা যশস্বিনী, ও দক্ষিণচরণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষিণ কর্ণে গমন-কারিণী নীলমেঘবর্ণা পূষা, পিঙ্গলার পৃষ্ঠে ও পূর্ব্বে সতত সন্নিহিতা আছে। লিঙ্গমূল হইতে মস্তক-পর্য্যন্ত গমনশীলা কুহু, ও সরস্বতী, সুষুম্নার দক্ষিণ ও বামভাগে বাস করে; মুখগামিনী অলম্বুষা, নিম্নদেশে.মস্তকগামিনী স্বর্ণবর্ণা শঙ্খিনী,গান্ধারীসরস্বতীর মধ্যে, অবস্থান করে; সর্ব্বগামিনী বারুণী, যশস্বিনী-কুহুর মধ্যে, বিশ্বোদরী, কুহু-হস্তিজিহ্বার মধ্যে, এবং পয়স্বিনী নাড়ী, পূষা-সরস্বতীর মধ্যে বসতি করিয়া শোণিতক্রিয়া সম্পাদন করে। এই দেহ দশবিধ অবস্থা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বৎসর পর্য্যন্ত শৈশব, ও পঞ্চমবৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, ষষ্ঠ হইতে দশম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, একাদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর, ষোড়শ হইতে পঞ্চত্রিংশৎ পর্য্যন্ত যৌবন, ষড়্‌ত্রিংশৎ হইতে পঞ্চাশৎ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়, একপঞ্চাশৎ হইতে ষষ্ঠিতম পর্য্যন্ত অতিপ্রৌঢ়, একষষ্ঠি হইতে অশীতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধ, এবং একাশীতি বৎসর হইতে শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত অতিবৃদ্ধ, অনন্তর মৃত্যুরূপ দশমাবস্থার প্রাপ্তি হয়। জীব মরণান্তর কর্ম্মবশতঃ পুনর্ব্বার নানাস্থানে ভ্রমণ করে।

ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা।
দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতা তথা।
কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ জায়তে জন্মকর্ম্মভিঃ॥

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহঃ প্রপদ্যতে॥
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি॥

মরণের পর সেই জীব, নিজকর্ম্মের অনুসারে স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে, ও কর্ম্মবশতঃ দেবযোনি, অথবা নরযোনি, পশুযোনি, পক্ষিযোনি, কৃমিযোনি, কিংবা স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয়। জীব কর্ম্মদ্বারা জন্মগ্রহণ করে, ও কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। দেহ বিনষ্ট হইলে,সেই দেহজাত কর্ম্ম পুনর্ব্বার নূতন দেহ প্রাপ্ত হয়। যেমন বৎস সহস্রধেনুর মধ্যে নিজ জননীর পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ পুণ্য ও পাপ কর্ম্মকারী জীবের অনুগমন করে। সংসার-নিপুণ জীবগণ, কুলালচক্রের ন্যায় (১) কর্ম্মানুসারে চিরকাল ত্রিভুবনে ভ্রমণ করে।" এইরূপ দেবর্ষিবচন শ্রবণকরিয়া মহর্ষিগণ বলিলেন, "গুরো! এই সংসারের কারণ কি? তাহা আমাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়াদিন।" দেবর্ষি বলিলেন, "এই সংসারের কারণ অবিদ্যা, যেমন বটবীজ হইতে বটবৃক্ষ, পুষ্প হইতে ফল, সূর্য্যকান্তমণি হইতে অগ্নি, দুগ্ধ হইতে ঘৃত, অনল হইতে স্ফুলিঙ্গ, (২) সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, ও মণি হইতে কান্তি(৩) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সদসদ্রূপা মায়া হইতে ত্রিভুবন সমুৎপন্ন হইয়াছে। অয়-স্কান্তমণির নিকটস্থ লৌহের ন্যায় ব্রহ্মসমীপে স্থিতা অচেতনমায়া, বিক্ষেপ-শক্তিদ্বারা ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়া আবরণ-শক্তিদ্বারা জীবগণকে মোহিত করে।" ঋষিসমূহ বলিলেন, "কি উপায়ে মায়ার অতিক্রম হয়?" নারদ বলিলেন, "জীব শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মচিন্তাবলে মায়ার পরপারে গমন করে।" ঋষিগণ বলিলেম, "আপনি, অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া

(১) কুমরের চাকার মত। (২) আগুণের কণা বা ফিন্‌কী। (৩) সৌন্দর্য্য, দীপ্তি।

আমাদিগের কর্ণকুহর পবিত্র করুন।” দেবর্ষি বলিলেন, ‘উগ্রসেনসুত কংস দুষ্ট অসুরগণের দ্বারা বিশ্বপীড়া আরম্ভ করিলে, পালনকর্ত্তা শ্রীহরি, হিরণ্যকশিপুর শাপগ্রস্ত ষড়্‌গর্ভগণের জন্মগ্রহণের পর কংসানুজার গর্ভচ্ছলে কৃষ্ণরূপে ধরণীতে আবির্ভূত হইয়া, দ্বিমাসবয়সে স্তনপানে পূতনানাশ, ত্রিমাসবয়সে পদাঘাতে শকটভঙ্গ, ও চতুর্মাসবয়সে গলগ্রহণে গগনগামী তৃণাবর্ত্ত বধ করিয়াছিলেন, এবং কটিবদ্ধ-উদূখলযোগে যমলার্জ্জুন(১) ভঙ্গ করিয়া কুবের-সুতযুগলকে তরুযোনি হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। পীতাম্বর, কৌমারে যমুনাপুলিনে গোচারণ-অভিনয়কালে গোবৎসরূপী বৎসকাসুরের লাঙ্গুলের সহিত পশ্চাৎস্থিত পদদ্বয় গ্রহণ করিয়া ভ্রামণপূর্ব্বক (২) কপিত্থবৃক্ষে নিপাতন করাইয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন, ও গ্রাসকালে অনলতুল্য-গলদাহকারী কৃষ্ণকে উদ্গীরণ করিয়া তুণ্ডাঘাতে (৩) কেশব-নাশোদ্যমকর্ত্তা কংসবন্ধু বকরূপধারী বকাসুরের চঞ্চুদ্বয় করযুগলে গ্রহণ করিয়া, বীরণের ন্যায় (৪) মধ্যদেশে দ্বিখণ্ডপূর্ব্বক প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাবলশালী অঘাসুর, জ্যেষ্ঠসহোদর বক, ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী পূতনার শোকে কাতর হইয়া কংসের আদেশে কৃষ্ণকে ভক্ষণ করিবার জন্য ক্রোশ-চতুষ্টয়ব্যাপী ভীষণ সর্পশরীর ধারণ পূর্ব্বক পথমধ্যে অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে সকল ধেনুর সহিত গোপবালকগণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সর্পদেহে প্রবেশ করিল। ভুজঙ্গরূপী অঘাসুর বকশত্রুর অপ্রবেশহেতু শিশুসকলকে উদরস্থ করিল না। তারপর বাসুদেব, উপায়-শূন্য শিশুধেনুগণকে রক্ষাকরিবার জন্য অহি(৫)গলে প্রবেশকরিয়া কলেবর

(১) বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষবিশেষ; মহর্ষি নারদের শাপে কুবেরের দুই পুত্র বৃক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলাচ্ছলে এই দুই বৃক্ষকে ভগ্ন করিয়া ইহাদিগকে শাপমুক্ত করেন। (২) ভ্রমণ করাইয়া, ঘুরাইয়া। (৩) ঠোঁটের আঘাতে। (৪) বেণা-গাছের মত মাঝখানে চিঁরিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। (৫) সাপ।

বৃদ্ধি আরম্ভ করিলেন, ও বারিদাচ্ছন্ন অমরগণের ভয়কালে নিজাঙ্গবৃদ্ধিবেগে বিস্ফুটিত ফণি(১)মস্তকদ্বারা সকল শিশু ও ধেনু বহির্গত করাইয়া নিজে নাগ(২)বদন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সুরগণের আনন্দ বৃদ্ধি করিলেন। অঘাসুরের বিনাশের পর শ্রীকৃষ্ণ, ও গোপবালকগণ, রমণীয় যমুনাপুলিনে গমন পূর্ব্বক নিজ নিজ শিক্যা(৩)হইতে ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণকরিয়া সমভিব্যাহারে(৪) ভোজন করিতে লাগিলেন। গো এবং বৎস সকল সুন্দর তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে চক্ষুর অদৃশ্য স্থানে গমন করিল। এই সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, কৃষ্ণমহিমার অবগতির জন্য গোবিন্দবর্জ্জিত গোসকলকে এবং ধেনু-অন্বেষণ-তৎপর মাধবসঙ্গহীন গোপবালকগণকে মায়াবলে অপহরণ করিয়া ব্যোমমার্গে অন্তর্হিত হইলেন। সমস্ত ধেনু ও ঘোষকুমারের(৫)প্রাপ্তিচেষ্টা নিষ্ফল হইলে, সর্ব্বান্তর্যামী কমলাপতি(৬), কমলযোনির(৭) কৌশলকর্ম্ম বিদিত হইয়া স্বকীয় মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিলে, ধেনুঅধীশ্বর বালকমাতৃগণের বিষাদ বৃদ্ধি হইবে, ও মায়াবলে পূর্ব্ববস্তুর অনুরূপ নূতন পদার্থ সৃষ্টিকরিলে, সৃষ্টপদার্থের পরবর্ত্তিনী সংহাররূপ-দুর্দ্দশা অবশম্ভাবিনী, এবং অপহৃত গো-গোপকুমারগণকে মায়াদ্বারা আনয়ন করিলে, সৃষ্টিকর্ত্তার বালকত্ব বিনাশ হইবেনা, অতএব সম্প্রতি কৌশলে সকল কার্য্য করা উচিত।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বব্যাপক মায়াপতি শ্রীহরি, স্বয়ং হৃত পদার্থের আকৃতি, বয়স্, বর্ণ, বসন, ও ভূষণের অব্যতিক্রমে(৮)সকল ধেনু ও গোপবালকগণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধদান ও বিহারাদি সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং যথাসময়ে বৎসসকলকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে স্থাপন করিয়া ধেনুগণের গোষ্ঠবন্ধনপূর্ব্বক গোপবালকরূপে নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণস্বরূপ নিজপুত্রকে মাতৃভাবে লালন করিতে করিতে, স্নেহবৃদ্ধি-

---

(১) (২) সাপ। (৩) শিকে। (৪) সঙ্গে। (৫) গোয়ালার ছেলেদের। (৬) বিষ্ণু, কৃষ্ণ। (৭) ব্রহ্মা। (৮) বিপরীত না করিয়া।

বশতঃ নিজনিজমনে বিচার করিতে লাগিলেন, "দৈবী কিংবা আসুরী মায়ার প্রভাবে আমাদিগের গর্ভজাত পুত্রে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সুতসম্বন্ধ-বিরুদ্ধ জননেন্দ্রিয়ের ক্লেদজনক সর্ব্বদেহবিমোহন প্রেমোচ্ছ্বাস হইতেছে, বোধ হয়, নারীকুলবিমোহন প্রাণপতি বংশীধর আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিজমায়া বিস্তার করিয়াছেন।" এইরূপে একবৎসর অতীত হইলে বলরাম, একদা গোবর্দ্ধনশিখরে ভ্রমণকারী ধেনুসকলের ও ব্রজচারী বৎসগণের দূরস্থিত স্থানদ্বয়ে স্থিতি অবলোকন করিয়া বিস্ময়হেতু উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সর্ব্বস্থানে কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন, এবং সন্দেহপূর্ণচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়া মাধবের উপদেশে বিশেষ বৃত্তান্ত বিদিত হইলেন। একবৎসর অতিক্রমণের পর পদ্মযোনি, মেদিনীতে আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত ধেনু ও গোপকুমারের সহিত ক্রীড়াকারী কৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন, ও মোহপ্রাপ্ত হইয়া চিন্তাকরিতে লাগিলেন, "ধেনু ও গোপশিশুগণ, মায়াতল্পে(১)একবৎসর কাল শয়ন করিয়া এখন পর্য্যন্ত উত্থিত হয় নাই। এই সকল গো ও গোপবালক কোন্স্থান হইতে উৎপন্ন হইল? কৃষ্ণনিকটে বর্ত্তমান এই সমস্ত জীব সত্য? অথবা মদীয়মায়াশয্যায় শায়িত সকলপ্রাণী সত্য? উভয়ের অবিকলতাহেতু আমি নিশ্চয় করিতে পারিতেছিনা।" এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা, সকল ধেনু ও গোপবালককে চতুর্ভুজ-বিষ্ণুরূপে দর্শন করিলেন, এবং মাধব মায়াযবনিকা(২)অপসারণ করিলে, সমস্ত কৃষ্ণকৌশল অবগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধদিক্পতি হংসবাহন পদ্মহস্ত প্রজাধিপতি রক্তবর্ণ ব্রহ্মাকে স্তুতিপরায়ণ দর্শন করিয়া অন্যান্যদিকের অধীশ্বরগণ তথায় আগমন করিলেন। পূর্ব্বপতি ঐরাবতবাহন বজ্রপাণি সুরাধিপতি পীতবর্ণ ইন্দ্র, ও অগ্নিকোণপতি অজ(৩)বাহন শক্তিহস্ত তেজোঽধিপতি অরুণবর্ণ, অনল, দক্ষিণপতি, মহিষবাহন দণ্ডধর প্রেতাধি-

---

(১) মায়ারূপ বিছানায়। (২) পর্দা। (৩) ছাগল।

পতি কৃষ্ণবর্ণ শমন, নৈঋতকোণপতি অশ্ববাহন খড়্গকর রক্ষোঽধিপতি ধূম্রবর্ণ নৈঋত, পশ্চিমপতি মকরবাহন পাশপাণি জলাধিপতি শুক্লবর্ণ বরুণ, বায়ুকোণপতি হরিণবাহন অঙ্কুশ(১)হস্ত প্রাণাধিপতি ধূম্রবর্ণ বায়ু, উত্তর-পতি নরবাহন গদাধারী যক্ষাধিপতি শুক্লবর্ণ কুবের, ঈশানদিক্‌পতি বৃষবাহন শূলপাণি ভূতাধিপতি রজতবর্ণ ঈশান, এবং অধোদিক্‌পতি রথবাহন চক্রহস্ত নাগাধীশ্বর শ্বেতবর্ণ অনন্ত,কৃষ্ণসমীপে আগমন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর গ্রহগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। সপ্তাশ্বরথবাহন রক্তবসন সূর্য্য, ও রথবাহী শ্বেতবস্ত্র শশাঙ্ক, মেষবাহন লোহিতাম্বর মঙ্গল,সিংহবাহন পীতবসন বুধ, রথবাহন পীতাম্বর বৃহস্পতি, রথস্থিত শ্বেতবস্ত্র শুক্র, গৃধ্র(২)বাহন কৃষ্ণাম্বর শনি, সিংহবাহন কৃষ্ণবস্ত্র রাহু,এবং গৃধ্রবাহন ধূম্রবসন কেতু সমবেত-ভাবে শ্রীপতির স্তুতি করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, সকলের স্তবে প্রীতি-লাভকরিয়া সকলের সমাশ্বাস পূর্ব্বক স্বস্বস্থানে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। চতুরানন, মায়াশায়িত জীবগণকে পূর্ব্বস্থানে স্থাপিত করিয়া লজ্জিতভাবে নিজভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। গোপশিশুগণ, মায়ামোহিতচিত্তে একবৎসরকে ক্ষণার্দ্ধ মনে করিয়া কৃষ্ণসমীপে ধাবমান হইল। শ্রীকৃষ্ণ, ঘোষবালকদিগের সহিত একত্র ভোজনপূর্ব্বক অঘাসুরের সর্পশরীর দর্শন করাইয়া সন্ধ্যাসময়ে নিজভবনে গমন করিলেন, এবং পৌগণ্ডে পদার্পণ করিয়া কালিয় সর্প দমন পূর্ব্বক সূর্য্যসুতা যমুনার জল বিষহীন করিলেন।

শিষ্য। কালিয় কে?

গুরু। কাঞ্চিদেশাধিপতি অজনামক নৃপতি, রাজ্য-শাসনকালে কুবাক্য-প্রদানে ভূদেবগণের মনোদুঃখ বৃদ্ধি করিলেন, এবং বিপ্রদুঃখোৎপন্ন ব্যাধির ভোগকালে অনুতাপ করিতে করিতে নিবিড় কাননে গমন করিয়া তরুস্থিত কুলিঙ্গ(৩) পক্ষীর উপদেশে ভক্তিপূর্ব্বক নিজশীর্ষে গলিতকুষ্ঠপূর্ণ

(১) ডাঙশ। (২) শকুনি। (৩) ফিঙ্গাপাখী।

ব্রাহ্মণের পাদধৌত সলিল ধারণ করিলেন। অনন্তর অজরাজা, যথাসময়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণের প্রতি কর্কশ বাক্যের ফলে নাগালয় রমণক দ্বীপে কদ্রুপুত্র কালিয়নামক সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। নাগসকল, ভীত হইয়া নিজনিজকুশলের জন্য মাসে মাসে পর্ব্বদিবসে বৃক্ষমূলে গরুড়ের উপহার প্রদান করিত। কদ্রুতনয়, প্রবল-বিষবেগে গর্ব্বিত হইয়া গরুড়কে বলি প্রদান করিলেন না, ও বিহগপতির(১) ভৎর্সনাপূর্ব্বক নাগদত্ত সমস্ত গরুড়পূজা স্বয়ং ভক্ষণ করিয়া সর্পগণকে অভয় দান করিলেন। তারপর খগপতি(২), একবৎসর অপেক্ষা করিয়া নাগালয়ে গমন পূর্ব্বক সকল ভুজঙ্গের সমীপে সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া সংগ্রামের জন্য কালিয়সমীপে গমন করিলেন। বিষদর্পী কদ্রুসুত, বহুফণা উত্তোলন করিয়া দন্তদ্বারা হরিবাহনের(৩) সর্ব্ব শরীর দংশন করিলেন, ও সর্ব্ববিষনাশকারী গরুড়ের কনককান্তি বামপক্ষ দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিহ্বল হইলেন, এবং খগপতির ভয়ে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে করিতে বাসুকির উপদেশে গরুড়ের অগম্য যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিয়া পত্নীগণের সহিত নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। যমুনাহ্রদ কিজন্য গরুড়ের অগম্য হইল ?

গুরু। সৌভরি, যোগবলে একসঙ্গে অশীতিলক্ষ-শরীর সৃষ্টি করিয়া নিখিল যোনির সুখদুঃখ অনুভব করিলেন, এবং যোগের ফল দর্শন করিয়া নিজ মনে বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি সমস্ত যোগের চরম সীমায় আরোহণ করিয়াও নিরবচ্ছিন্ন-সুখলাভে বঞ্চিত হইলাম। যোগিগণ, মহাপ্রলয়ের ন্যায় নির্ব্বিকল্প-সমাধিসময়ে(৪) পরমেশ্বরে চিত্ত বিলয়পূর্ব্বক অসীম সুখ অনুভব করিয়া, সমাধি-ভঙ্গকালে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হন। ঘৃতপ্রার্থীর দুগ্ধসঞ্চয়-সময়ে গোমূত্র-প্রদানের ন্যায় নির্ব্বাণপ্রার্থীর জ্ঞানা-

---

(১) (২) (৩) গরুড়। (৪) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়তা (জ্ঞান) প্রভৃতি ভেদ না থাকিয়া অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে একাগ্ররূপে অবস্থান।

ভ্যাসকালে নাস্তিকভাববহ্নি জ্ঞানমূল বিদগ্ধ করে। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ব্যক্তিরেকে যোগী পুরুষেরও জ্ঞানকুসুম বিকসিত হয় না। গুরুদেবতায় ভক্তিরূপ বায়ু জ্ঞানানলের প্রজ্বালনে বহু সাহায্য বিধান করে। চিরসঞ্চিত সংসারচিন্তার নিরাসের জন্য নিরন্তর ব্রহ্মভাবনা আবশ্যক। বিভূতি(১), লোকপ্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া অজ্ঞানজাল বিস্তার করে। অলৌকিকশক্তিদায়ী যোগমার্গের অবলম্বনে কৈবল্যপুরী(২) গমন করা যায় না। জ্ঞানখড়্গ ব্যতিরেকে যোগসূচী অঘটন-ঘটনাপটীয়সী মায়াযবনিকার ছেদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়। জন্মমৃত্যুফলপ্রদ কর্ম্মকাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করিতে জ্ঞানদহন বিনা যোগজ্যোৎস্নার শক্তি নাই। যোগরূপ অমানিশা অজ্ঞাননরপেচকের আনন্দ বৃদ্ধি করে। অতএব আমি যোগপ্রতিকূল নির্ব্বাণ(৩)সোপান তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য নির্জ্জন দেশে নিদিধ্যাসন(৪) করিব।" এইরূপ বিচার করিয়া যোগিশ্রেষ্ঠ সৌভরি যমুনাহ্রদতটে তপস্যা করিতে লাগিলেন। একদা ক্ষুধাকাতর গরুড়, যমুনার হ্রদে আগমনপূর্ব্বক সৌভরির নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়াও হ্রদ হইতে মীনপতিকে ভক্ষণ করিলেন। সৌভরি, মীনগণের পতি-শোকোচ্ছ্বাস অবলোকন করিয়া সদয়চিত্তে বলিলেন, "খগপতি, এইস্থানে আগমন করিয়া মৎস্য ভোজন করিলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" গরুড়, পরম্পরাক্রমে সৌভরির অভিশাপ শ্রবণ করিয়া যমুনাহ্রদ বিসর্জ্জন করিলেন।

শিষ্য। তারপর কি হইল ?

গুরু। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, পৌগণ্ডে যমুনাপুলিনে গমন করিয়া নিজমনে

(১) যোগৈশ্বর্য্য। (২) দেহ ও ইন্দ্রিয়ত্যাগ করণপূর্ব্বক আত্মার কৈবল্য— জীবের নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া পরমানন্দস্বরূপ পরাৎপর পরমাত্মাতে লীন হইয়া যাওয়ার নাম কৈবল্য। (৩) তত্ত্বজ্ঞানের উদয় দ্বারা সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ। (৪) অতিশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক ধারাবাহিক চিন্তা—অবিশ্রামে ও অনন্যচিত্তে প্রগাঢ় ধ্যান।

চিন্তা করিলেন, "এই যমুনার জল পান করিয়া গো ও গোপবালকসকল, বিষবেগে সদ্য যমপুরী গমন করিয়া আমার কৃপায় পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়াছে; বিষমিশ্রিত বায়ু তীরস্থিত স্থাবরজঙ্গমকে(১) বিনাশ করিতেছে; বিহঙ্গমগণ, হ্রদের উপরিভাগে উড্ডীয়মান হইয়া দুর্জ্জয় বিষানল দ্বারা বিদগ্ধ হয়; দুর্জ্জনদমন ও সজ্জনপালন আমার সর্ব্বরূপে কর্ত্তব্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া খলদমন শ্রীকৃষ্ণ, যমুনার বারি সংশোধনের জন্য অত্যুচ্চ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক হ্রদনীরে নিমগ্ন হইলেন। কালিয়সর্প, পতনবেগজাত ক্রোধে বহুফণা বিস্তার করিয়া বিষদংশন দ্বারা মাধবের মর্ম্মস্থানে(২) দংশন করিলেন। নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ, সঙ্কর্ষণ(৩) বিনা কৃষ্ণের গোচারণগমনে বহুবিধ উৎপাত অবলোকন করিয়া কেশবের অমঙ্গল অনুমানপূর্ব্বক হ্রদসমীপে আগমন করিয়া কৃষ্ণের অদর্শনে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ব্রজস্থিত হলধর(৪) যোগবলে মাধবের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া হাসিতে হাসিতে প্রত্যুত্তরদানে বিরত হইলেন, এবং হ্রদনিকটে আগমনপূর্ব্বক ব্রজবাসিগণের হ্রদঝম্পোদ্যম দর্শন করিয়া কৃষ্ণের কুশলবাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। শ্রীপতিকে সর্পপতিশীর্ষে নর্ত্তনশীল দর্শন করিয়া দেব-গন্ধর্ব্ব-বধূগণ, বীণাপণবাদি-বাদিত্র(৫) বাদ্য করিতে করিতে কুসুমবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। নাগপত্নীগণ, শিরোনর্ত্তনহেতু নিজস্বামীর মস্তকভঙ্গ ও শোণিতবমন অবলোকন করিয়া অর্দ্ধনারীরূপ গ্রহণপূর্ব্বক শিশুসুত সকলকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মাধবের স্তব করিলেন। কালিয়, শিরোনর্ত্তনে মূর্চ্ছিত ও অতিক্লেশে সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উগ্র বিষের বিধ্বংস-হেতু পর্ব্বততুল্য-দেহভারবশতঃ কৃষ্ণকে পরমেশ্বরের অবতার বুঝিয়া বিনীত-

---

(১) স্থিতিশীল, অচল—বৃক্ষ পর্ব্বতাদি—স্থায়ী পদার্থ স্থাবর (movable) ও গমনশীল পদার্থ জঙ্গম।

(২) হৃদয়াদি জীবস্থান। (৩) (৪) বলরাম। (৫) বীণ, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।

ভাবে বলিলেন, "হে বিধাতঃ! আপনি আমাদিগকে গুণহীন ক্রোধশীল তামস(১) সর্পজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন; আমরা স্বাভাবিক প্রবল ক্রোধ ত্যাগ করিতে পারি নাই, ও তামসিকবুদ্ধি দ্বারা কিরূপে ভবদীয়া মায়া অতিক্রম করিব? সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর আপনি সকলের কারণ, এ দাসের প্রতি অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ যাহা ভাল হয়, তাহাই করুন। ত্রিভুবন মধ্যে কেহই আপনার বাসনার প্রতিকূলে গমন করিতে পারেন নাই।" অনন্তর কেশব, পতিপ্রাণপ্রার্থী নাগিনীগণের কাতরস্তব শ্রবণ করিয়া সদয়চিত্তে বলিলেন, "কালিয়! তুমি, পরিজনের সহিত এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র সমুদ্রে গমন কর। জীবগণ এই নদী উপভোগ করিবে। তুমি, সুপর্ণ (২) ভয়ে রমণকদ্বীপ বিসর্জ্জন করিয়া এইস্থানে বসতি করিয়াছ, বিনতানন্দন, মদীয় পদলাঞ্ছিত ত্বদীয় মস্তক পরিদর্শন করিয়া তোমার হিংসা পরিত্যাগ করিবে।" এইরূপ কেশববাক্য শ্রবণ করিয়া কালিয়, কান্তাগণের সহিত তৎক্ষণাৎ কালিন্দী(৩) বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অম্বুধিনীরে বসতি করিলেন। সেই সময় হইতে যমভগিনী যমুনা বিষবিসর্জ্জনহেতু অমৃতবারি প্রদান করিয়া সকল প্রাণীর প্রীতি সাধন করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। তারপর নারদ কি বলিলেন? ও কি করিলেন?

গুরু। তাঁরপর নারদ বলিলেন? "বংশীধর, একদা গহন কাননে গমন করিয়া বনবহ্নি(৪) ভীত গোপবালকগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন, এবং নিজোপদেশে কুমারসকলের নেত্রনিমীলন-সময়ে নিজবদনে নিখিল দাবানল পানকরিয়া শিশুগণের আনন্দ বৃদ্ধি করিলেন। অনন্তর সপ্তবর্ষ-

---

(১) তমোগুণ সম্পন্ন।

(২) গরুড়—কোন সময়ে ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা গরুড়ের প্রতি আঘাত করেন—বজ্রের সম্মান্‌ রক্ষার্থ গরুড় একটী পালক পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন—"দেখ আমার কিছুই হয় নাই"। দেবগণ এই পক্ষটী সুন্দর দেখিয়া ইহার নাম রাখিলেন সুপর্ণ।

(৩) যমুনা। (৪) দাবানল—কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা বনে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়।

বয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ, গোপপতিকে মেঘপতি বাসবের পূজোদ্যত দর্শন করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! সর্ব্বকুশলপ্রদায়িনী পরমেশ্বরপূজা পরিত্যাগ করিয়া নিজকর্ম্মানুবর্ত্তী পুরন্দরের পূজাদ্বারা আপনার কি লাভ হইবে? শক্র, সূর্য্য, শশী, অগ্নি, বায়ু ও যমাদি দেবগণ পরমেশ্বরের ভয়ে সর্ব্বদা নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে। কিঙ্করের ন্যায় ঈশ্বরকর্ম্মে নিযুক্ত মেঘগণ, যথাসময়ে বারিবর্ষণ দ্বারা অন্নোৎপাদন করিয়া প্রজা বৃদ্ধিকরে। স্বর্গফলদায়ক দ্বিজদান, ও তৃপ্তিকারকদুগ্ধদায়িনী গোসেবা, এবং ঘাসজনক পর্ব্বতপূজা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যদি আমার মতে আপনার অভিরুচি হয়, তাহাহইলে আপনি, ইন্দ্রযজ্ঞসঞ্চিত সমস্ত পদার্থের দ্বারা গিরিযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া গোপগণের সহিত শৈলের প্রদক্ষিণ করুন।" এইরূপ শ্রীপতিবাক্য শ্রবণ করিয়া গোপেশ্বর, গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ধেনুগণের পূজাপূর্ব্বক ধনরত্ন প্রদানদ্বারা ভূদেবসকলের তৃপ্তিসাধন করিয়া পর্ব্বতের প্রদক্ষিণ করিলেন। কেশব, বাসবের দর্প বিনাশ করিবার জন্য শৈলরূপ ধারণ করিয়া আভীর-(১)দত্ত প্রভৃতপূজা গ্রহণ করিলেন।

(ঐশ্বর্য্যমত্তের অপূরণীয় অভিলাষ, কোনরূপে প্রত্যাঘাত প্রাপ্ত হইলে, অধর্ম্মকারক ক্রোধ সৃষ্টি করে। বিষয়মদ্য, জ্ঞানচক্ষু সমাচ্ছাদিত করিয়া হৃদয়মধ্যে মোহজাল বিস্তার করে, এবং অহঙ্কার বৃদ্ধিপূর্ব্বক মহতে তৃণের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি কল্পনা করিয়া পাপপথে গমন করায়।) এইজন্য সুরপতি, নিজযজ্ঞ বিহিত বুঝিয়া কোপকলুষিতচিত্তে সংহারকারী সংবর্ত্তকনামক মেঘগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা শিলাবৃষ্টিদ্বারা শীঘ্র পশুগণের সহিত গোপসকলকে বিনষ্ট কর।" বজ্রপাণির বাক্যান্তে বারিদসকল, ব্যোমমার্গে গমন করিতে করিতে নিজ নিজ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "দাসগণ প্রভুর চিত্তরঞ্জনের জন্য মহাপাপসম্পাদনে কুণ্ঠিত হয়না। আমরা দেবেন্দ্রের আদেশে অদ্য গোহত্যা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। কিঙ্কর-

(১) গোপ

সকল অধীশ্বরের অসঙ্গত আদেশ ন্যায়ানুকূলে গণনা করে। মহাপাতকোৎপন্না পরাধীনতা, স্বার্থসিদ্ধিরূপ-ধূলিদ্বারা জ্ঞাননেত্র কলুষিত করিয়া কুপথ-প্রসারপূর্ব্বক নরকদ্বার উদ্ঘাটন করে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া জলধরগণ, বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎশিলাপূর্ণ প্রবল বারিধারা প্রবর্ষণ করিয়া গোপসেবিত বৃন্দাবন বিপ্লাবিত করিতে লাগিলেন। বর্ষাপীড়িত গোপগোপাঙ্গনাগণ, শীতকম্পিত হইয়া কাতরভাবে গোবিন্দের শরণাগত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, সপ্তবর্ষবয়সে জীবগণকে শিলাবর্ষণে অচেতন ও অর্দ্ধমৃত অবলোকন করিয়া অবলীলাক্রমে এক বামহস্তে পদ্মের ন্যায় গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া, ছত্রের ন্যায় শৈলনিম্নে পশুমানব-সংস্থাপনপূর্ব্বক একভাবে সপ্তদিন অতিবাহিত করিলেন। দেবরাজ, নিরন্তর মেঘমুক্ত বারি বর্ষণে বিফলমনোরথ হইয়া জলধরগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। মাধব, পূর্ব্বস্থানে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত সংস্থাপন করিয়া অমরকৃত পুষ্পবৃষ্টি দর্শন করিলেন। ইন্দ্র, অপরাধহেতু লজ্জিতভাবে কৃষ্ণনিকটে আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিলেন। বংশীধর সুরপতিকে বলিলেন, "দেবেন্দ্র! আমি, যজ্ঞভঙ্গ করিয়া তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছি। তুমি, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। আমি অনুগ্রহযোগ্য জীবের সম্পত্তি নাশদ্বারা বিষয়মদ্যমত্ততা অপহরণ করি! অবিদ্যানিদ্রায় পরাভূত প্রাণীর বিপত্তিপ্রহার আমার স্মরণের সাহায্য করে। ভক্তগণ, পরিণামে শুভকর আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আপাতঃ দুঃখকর বিপদ্ হইতে ভীত হয়। আমি, অনলের ন্যায় বিঘ্নপ্রদানে চিত্তমল অপসারিত করিয়া ভক্তের মন দৃঢ় করি। হৃদয়মৃত্তিকা বিঘ্নবহ্নিযোগে দৃঢ়া না হইলে, বিমল ভক্তির সমুৎপাদনে অসমর্থা হয়।" এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া সুরপতি, প্রণতিপুরঃসর শ্রীপতির শ্রীপাদপঙ্কজরেণু মন্দারশোভিতশিরে ধারণ করিয়া সুরপুরী প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ধরণীমঞ্চে নটের ন্যায় বহুবিধ অভিনয়

করিয়া সম্প্রতি সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিতেছেন। তোমরা, ভক্তিপূর্ব্বক নিজনিজ-চিত্তমন্দিরে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বীজমন্ত্র জপ- করিলে, মনোমল বিধ্বংসকরিয়া ক্রমশঃ জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।" নারদ, ঋষিগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গগনমার্গে আরোহণ করিলেন, ও "এক কৃষ্ণ কিরূপে ষোড়শসহস্র-একশত-অষ্টসংখ্যক৷ পত্নীর প্রীতি প্রতিপাদন করেন।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া বাসুদেবকে বলিলেন, "দয়াময়! আপনি দয়া করিয়া আমার বহুমাতা হইতে একা জননী আমাকে প্রদান করুন। মাতৃহীন আমি আপনার পত্নীকে মাতৃশব্দে আহ্বান করিয়া মনের আক্ষেপ নিবৃত্তিকরিব।" সর্ব্বান্তর্যামী মাধব, দেবর্ষির অভিপ্রায় বিদিত হইয়া ঈষদ্হাস্যে বলিলেন, "নারদ! আমি বহুপত্নীরূপ যন্ত্রণায় সর্ব্বদা অস্থির হইতেছি। তুমি কতক-গুলিকে জননীরূপে গ্রহণ করিলে, আমার শান্তিকর প্রভূত উপকার হইবে। আমি অদ্য রজনীতে যে যে পত্নীর গৃহে অবস্থান করিবনা, তুমি আমার সেই সেই পত্নীকে লইয়া যাইবে।" অনন্তর দেবর্ষি, অন্তঃপুরে গমন করিয়া প্রত্যেক কৃষ্ণভার্য্যাকে বলিলেন, "অদ্য নিশায় তুমি কৃষ্ণকে নিজগৃহে অবরুদ্ধ করিবে। কোনরূপে কেশবসঙ্গ ত্যাগকরিলে, পরিণামে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে। তোমার হিতের জন্য আমি গোপনীয় কথা প্রকাশ করিলাম।" অনন্তর কেশবভার্য্যাগণ নারদের উপদেশে রজনীর প্রথম-যামে কৃষ্ণকে নিজনিজগৃহে অবরোধ করিলেন। দেবর্ষি, সমস্ত নিশায় ভ্রমণ করিতে করিতে প্রত্যেক কৃষ্ণ-বনিতার গৃহে কেশবকে ভিন্নভিন্নকার্য্যকারী দর্শন করিলেন, এবং প্রভাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মোহবিনাশহেতু কৃতা-ঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, "পরমেশ্বর! আপনার মায়ার অতিক্রম অতীব দুষ্কর, নিত্যানিত্যরূপা ভবদীয়া মায়া তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিনষ্টা হইলেও কুজ্ঝ-টিকার(১)ন্যায় সময়ে সময়ে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বিশ্বরচনাকারিণী মায়ানদী

(১) কুয়াসা।

তরঙ্গদ্বারা জ্ঞানীরও জ্ঞান আবরণ করিতে চেষ্টাকরে। যেমন আঁকাশ-স্থিত বিম্বরূপী এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, জলপূর্ণ বহুপাত্রে প্রতিফলিত হইয়া বহুপ্রতিবিম্বনাম গ্রহণ করে, সেইরূপ বিম্বরূপী এক জগদীশ্বর আপনার প্রতিবিম্ব, বহু অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া বহুজীবনাম ধারণ করিয়াছে। আপনি, কুলালের ন্যায় মায়াচক্র ভ্রমণ করাইয়া সমস্ত জীব সৃষ্টি করেন। মরীচিকাতে জল, ও শুক্তিতে (১) রজত, এবং রর্জ্জুতে সর্পের ন্যায় পরমব্রহ্ম আপনাতে জগদ্ ভ্রম হইতেছে। জীবগণ, সংসারসাগরে মায়াতরঙ্গদ্বারা পরাভূত হইয়া আপনার সাধনা বিস্মরণপূর্ব্বক মৃত্যুব্যাঘ্রযুক্ত জন্মকাননে প্রবেশ করে। বুদ্ধিমান্ জীব, বিঁমলভক্তিদ্বারা ভবদীয় চরণতরণি সমাশ্রয় করিয়া অশান্তিতরঙ্গপূর্ণ ভীষণ সংসার্ণব অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণনগরে গমন করে। লৌকিক বন্ধু, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানবের ক্ষণিক উপকার দেখাইয়া মনস্তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক তাহার ধনাদিপদার্থ গ্রহণ করে, জগদ্বন্ধু আপনি, নিঃস্বার্থভাবে বিপন্ন জীবকে উদ্ধার করিয়া বিপুলভোগ প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে মুক্তিরূপ চিরসুখ প্রদান করেন। লৌকিক পিতা, অবাধ্য পুত্রকে বিসর্জ্জন করিয়া দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগহেতু বিপৎকালে সেই পুত্রকে উপেক্ষা করেন, বিশ্বপিতা আপনি, আপনার প্রতিকূলাচারী জীবকে পরিত্যাগ না করিয়া মহাপাপহেতু বিপত্তি-সময়ে সেই সুতরূপী জীবকে নিজকরে নিহত করিয়া মহাপাতক-বিধ্বংসপূর্ব্বক সুখপূর্ণ ত্রিদশপুরী প্রদান করেন। আপনার কোপও কংসাদি মহাপাপিগণকে মুক্তিফল বিতরণ করিয়াছে। সাধারণ জীব আপনার কৃপা কিরূপে বুঝিবে; যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভ্রংশ না হইলে, অর্জ্জুন, তপস্যাবলে ত্রিজগৎসংহারক পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়া নিবাতকবচ-বিনাশহেতু অমরাবতী গমনপূর্ব্বক দেবগণসমীপে অখিল শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠতা লাভ করিত না। স্থূলবুদ্ধি জীব, নারিকেলের ন্যায় আপনার করুণারাশি অনুমান করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়।

---

(১) ঝিনুকে।

ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়(১) মায়াদ্বারা বিশ্বরচনাকারী আপনার পরীক্ষা শিশুত্ব ব্যতিরেকে সদ্বুদ্ধির কার্য্য নহে। মায়াধিপতি আপনার বহুশরীর গ্রহণ বস্ত্রপরিধানের ন্যায় বিনাক্লেশে সিদ্ধ হয়। আপনার কৃপালাভকারী যোগিগণ বিভূতিযোগ-সাহায্যে বহুদেহ রচনা করেন। ভবদীয় কৃপায় আমার সমস্ত মোহ অপগত হইল।" এই বলিয়া দেবর্ষি প্রণতিপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিনিশায় মায়াবলে বহুশরীর সৃষ্টি করিয়া প্রেমভাবে সকল বনিতার মনোরঞ্জন করিতেন, ও নিজজ্যেষ্ঠ বলরামের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বহুকার্য্য সমাধা করিতেন। কৃষ্ণপুত্র, প্রদ্যুম্নও, জ্যেষ্ঠতাত হলধরের আদেশ গ্রহণ করিয়া অধিক কার্য্য নিষ্পাদন করিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

(১) যাদুকরতুল্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। প্রদ্যুম্ন ও বলরাম কে? তাহাদিগের নিখিল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমার কর্ণকুহর পবিত্র করুন।

গুরু। তারকাসুর, সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সমস্ত অধিকার গ্রহণ করিলেন। বাসব, সুরসভামধ্যে কমলযোনির মুখে শিব-সুতদ্বারা তারকানিধন শ্রবণ করিয়া সতীশোক-বিধুর তপস্যারত মহাদেবের কামোদ্দীপনের জন্য বসন্তের সহিত মদনকে আদেশ করিলেন। মদন-শম্ভুতনয়-প্রার্থী সুরপতির আদেশে হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বসন্তের বিকাশসময়ে সমীপস্থিতা সেবাকারিণী পার্ব্বতীকে দর্শনকরিয়া কুসুমধনুতে একবারে পঞ্চশর যোজনা করিয়া শূলপাণির উপরে নিক্ষেপ করিলেন। শশি-শেখর, বাণপ্রহারে চঞ্চলচিত্ত হইয়া ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা অনঙ্গকে নিরীক্ষণ করিলে, তাঁহার তৃতীয়-নেত্রোৎপন্ন অনল, শরপ্রভাবে বিকৃতচিত্ত বিরিঞ্চির অভিশাপ সফল করিবার জন্য পুঞ্জীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ মদনকে ভস্মীভূত করিল। অন্তরীক্ষস্থিত অমরগণ অনঙ্গদাহকালে শঙ্করভয়ে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। স্বামিশোকসন্তপ্তা কামপত্নী রতি, পতি-প্রাণপ্রার্থিনী হইয়া ঐকান্তিক-ভক্তিযোগে শঙ্করের সেবা করিতে লাগিলেন। রতির পরিচর্য্যাসন্তুষ্ট মহেশ্বর মদনবনিতাকে বলিলেন, "কামকান্তে! তোমার পতি পৃথিবীস্থিত কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। শম্বরাসুর, স্বীয়-মায়াবলে দ্বারকাস্থিতা রুক্মিণীর ক্রোড়দেশ হইতে সদ্যঃপ্রসূত তোমার স্বামীকে লইয়া সমুদ্রসলিলে নিক্ষিপ্ত করিবে। তুমি, মায়াবতীনাম ধারণপূর্ব্বক ভার্য্যারূপে শম্বরকে বিমোহিত করিয়া ঋক্ষবন্ত নগরে বাস করিতে করিতে মীনোদরস্থিত স্বকীয়কান্তকে গ্রহণ করিয়া কৌশলে প্রতিপালন করিবে, এবং যৌবনে মায়াবিদ্যা প্রদান করিয়া নিজ-

পতিদ্বারা শম্বরকে নিধন করাইবে।” শূলপাণির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কামকান্তা, মায়াবতীনাম গ্রহণপূর্ব্বক পত্নীরূপে শম্বরদৈত্যের নিকটে গমন করিলেন, ও মায়াবলে শম্বরবিমোহনপূর্ব্বক সুরতসময়ে স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়া নিজমায়াসৃষ্ট শৃঙ্গারসুখ দান করিতেন। শম্বরাসুর, মায়াবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া দ্বারিকায় গমনপূর্ব্বক মায়াবলে অলক্ষিত হইয়া সপ্তমীরাত্রিতে রুক্মিণীর সূতিকাগৃহ হইতে ভূমিষ্ঠকালে নারদকথিত নিজশত্রু প্রদ্যুম্নকে অপহরণ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন করিতে করিতে জলধিজলে নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী মাধব, দিব্যনেত্রে সমস্ত ঘটনা অবলোকন করিয়া শম্বর-নিধনের জন্য উপেক্ষাপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ অভিনয় করিতে করিতে সুতশোক-বিহ্বলা রুক্মিণীকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। ধীবরগণ,দৈববশতঃ জাল-যোগে মদনভক্ষক বৃহৎমীন ধারণকরিয়া উপহাররূপে শম্বরনিকটে প্রদান করিল। মায়াবতী, অন্যের অজ্ঞাতভাবে কৌশলে সাগরবাসী মৎস্যের উদর হইতে শিশু নিজপতিকে গ্রহণ করিয়া পুত্রচ্ছলে স্তন্যদান ব্যতিরেকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শম্বরাসুর স্বকীয়সুতজ্ঞানে অর্ণবক্ষিপ্ত প্রদ্যুম্নকে লালন করিলেন। অনন্তর যৌবনস্থিত প্রদ্যুম্ন, একদা মায়াবতীর মদনোদ্দীপক চেষ্টা অবলোকন করিয়া বলিলেন, “মাতঃ! আপনি, সম্বন্ধ বিচার না করিয়া গর্ভজাত পুত্রের প্রতি কি জন্য এইরূপ প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন। “মায়াবতী বলিলেন, “প্রাণকান্ত! আপনি, আমার চির-পতি মদন, হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া বাসুদেববীর্য্যে রুক্মিণীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি, শঙ্করের আদেশে সমুদ্রনিক্ষেপ-হেতু মীনগর্ভস্থিত আপনাকে রক্ষা করিয়াছি, ও মদীয়-মায়ামোহিত শম্বরের সহিত কখনও সতীত্বনাশক সুরতকর্ম্ম করি নাই।” এই বলিয়া মায়াবতী মদনকে সমস্ত মায়াবিদ্যা প্রদান করিলেন। প্রদ্যুম্ন, জন্মান্তরীয় বৃত্তান্তসমূহ শ্রবণ করিয়া সমস্ত-মায়াবিদ্যালাভে সন্তুষ্ট হইয়া নিজকান্তাকে আলিঙ্গন করিলেন, ও অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক নিজপরিচয় প্রদান করিয়া চিরশত্রু

শম্বরাসুরের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অনন্তর নারদ, আকাশপথে আগমন করিয়া মন্মথকে বলিলেন, "সর্ব্বসাক্ষী তোমার জনক গোবিন্দ, সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াও শম্বর-সংহারের জন্য তোমার সুতিকাগৃহ-হরণ উপেক্ষা করিয়াছেন। তুমি, ইন্দ্রদত্ত কবচ ধারণ করিয়া পুরন্দর-প্রেরিত বৈষ্ণবাস্ত্রে শম্বরদৈত্যে নিধন কর। দেবীদত্ত অমোঘ মুদ্গরের জন্য বীজমন্ত্রে দুর্গার উপাসনা করিবে।" এই বলিয়া দেবর্ষি ব্যোমমার্গে আরোহণ করিলেন। কোপকলুষিত শম্বরাসুর, ত্রিভুবন-কম্পপ্রদ পার্ব্বতীপ্রদত্ত অব্যর্থ মুদ্গর মন্ত্রযোগে প্রজ্বলিত করিয়া মদনোপরি নিক্ষিপ্ত করিলেন। মদন, অতিভয়ঙ্কর মুদ্গর অবলোকন করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নারদ-প্রদত্ত বীজমন্ত্র জপ করিয়া করযোড়ে শঙ্করীর স্তব করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী, কামস্তবে আবির্ভূতা হইয়া তাহার জীবনরক্ষার জন্য নিজদত্ত শম্বরমুদ্গরের প্রদ্যুম্ন-গাত্রস্পর্শে পদ্মমালার স্বরূপত্ব-প্রাপ্তিবর প্রদান করিয়া বিলীনা হইলেন (১)। মদন, ঋক্ষবন্তনগরে ভবানীবরে মুদ্গরের পঙ্কজ-মাল্য-পরিণাম দর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণবাস্ত্রে শম্বর সংহার করিয়া মায়াবতীর সহিত ব্যোমমার্গে দ্বারকাপুরী আগমন করিয়া রুক্মিণীর সুতশোকাগ্নি নির্ব্বাপণ করিলেন।

নাগরাজ ধরণীধর অনন্ত, ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রামরূপী বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিতেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র, রাক্ষসবিনাশ-মানসে রামলক্ষ্মণের সহিত তাড়কাশ্রিত কাননে প্রবেশ করিলেন, এবং উভয়ের পরিশ্রমকাতরতা দেখিয়া রামলক্ষ্মণকে ক্ষুধাপিপাসাশ্রমনিদ্রানাশিনী বিদ্যা প্রদান করিয়া রামদ্বারা তাড়কা নিশাচরী বিনাশ করাইলেন। কামিনীর বদনদর্শনবিমুখ লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্রপ্রদত্তমন্ত্রবলে আহারনিদ্রা

---

(১) মদনের স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবী, তাহার নিকটে আসিলেন এবং 'শম্বরের মুদ্গর (মুগুর) তোমার গাত্র স্পর্শ করিলে, তাহা পদ্মমালার মত তোমার অনুভূতি হইবে এই বর দিয়া অদৃশ্যা হইলেন।

বিসর্জ্জন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশবৎসর অতীত করিয়া মেঘনাদ বিনাশ করিলেন, ও নিশাচরবংশধ্বংসের পর বিমানারোহণে অযোধ্যায় আগমন করিয়া রামনরপতির ছত্রধারণ করিলেন। তারপর অগস্ত্য, রামসভায় আগমন করিয়া রাক্ষসবৃত্তান্তবর্ণনাসময়ে নারীর মুখদর্শন-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভোজন-পাননিদ্রাত্যাগরূপে চতুর্দ্দশবৎসর অতীতকারী মানবদ্বারা রাবণপুত্র ইন্দ্র-জিতের মরণবর প্রকাশিত করিয়া লক্ষ্মণের কঠোর তপস্যার পরিচয় দিয়াছিলেন। সীতাপতি, গণনাদ্বারা সঞ্চিতফল পরীক্ষাপূর্ব্বক একান্তভক্ত-লক্ষ্মণের সুরাসুরের অসাধ্য কঠিন ব্রহ্মচর্য্য অবগত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে সুমিত্রা-পুত্রকে বলিলেন, "হে প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণ! আমার জন্য জীবনস্নেহ-পরিত্যাগ-কারী তোমার প্রীতির জন্য বরদান করিতেছি—"তুমি, পরজন্মে আমার জ্যেষ্ঠরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মদীয়-অবতারমধ্যে গণনীয় হইবে। আমিও, জন্মান্তরে তোমার আদেশ মস্তকে গ্রহণ করিয়া অনেক কার্য্য সমাধা করিব।" এইরূপ রামবর-প্রভাবে লক্ষ্মণ, জন্মান্তরে কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ-বলরামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অবতারমধ্যে গণিত হইয়াছেন।

শিষ্য। তারপর কি হইল? তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া আমার অজ্ঞানরাশি বিধ্বস্ত করুন।

গুরু। তারপর লক্ষ্মণ, রামবাক্য শ্রবণ করিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক নিজমস্তকে রঘুপতির পাদপঙ্কজরেণু ধারণ করিলেন। কিছুদিন পরে দাশরথি, নারদবর্ণিত সহস্রস্কন্ধ রাবণের বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া বিভীষণ ও সুগ্রীবাদি নিখিল বানরের সহিত বিমানারোহণে পুষ্করদ্বীপে গমন করিয়া সংগ্রাম করিবার জন্য তোরণ(১)স্থিত দুন্দুভির(২) বাদ্য করিতে পবনপুত্রকে আদেশ করিলেন। ইন্দ্রাদিসুরসমূহে কীটজ্ঞানকারী সহস্রশীর্ষ রাবণ, ত্রিভুবন পতঙ্গপূর্ণ মনে করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণহৃদয়ে কাহারও সহিত কথনও

(১) ফটক (gate)। (২) ঢাক, নাগরা।

যুদ্ধ না করিয়া পুষ্করদ্বীপে অবস্থান করিতে করিতে রণকারক আকস্মিক দুন্দুভিবাদ্য শ্রবণ পূর্ব্বক দূতমুখে নরবানরের আগমন-সংবাদ অবগত হইয়া সেনাপতিকে বলিলেন, "সেনাপতে! তুমি, বিপুলবিত্ত-প্রদানদ্বারা বালকত্বহেতু রণাকাঙ্ক্ষী মদীয়নগরগত কৃমিতুল্য মানব-কপিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজনিজদেশে প্রেরণ কর। নরবানরাকৃতি পিপীলিকাপুঞ্জ বৃথা বিনাশ করিয়া আমাদিগের অপকীর্ত্তি ভিন্ন যশোলাভ হইবে না।" সেনাপতি, পুষ্করদ্বীপপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া রামসমীপে আগমন-পূর্ব্বক ধনদান-বার্ত্তা আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মণের কর্কশবাক্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দশশতমুখ রাবণ, রামের সংগ্রামাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিবার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বে রণবেশে বহির্দ্দেশে আগমনপূর্ব্বক বানরক্ষিপ্ত শৈলবৃষ্টি তৃণজ্ঞানে সহ্য করিয়া প্রথম হুহুঙ্কারে ভরতাদি নিখিল সৈন্য বিমূর্চ্ছিত করিয়া দ্বিতীয় হুহুঙ্কারে শরশরাসনধারী লক্ষ্মণকে অচেতন করিলেন, এবং প্রতিকার-শূন্যভাবে রাঘবের সমস্ত শস্ত্র নিজশরীরে সহ্য করিয়া লম্ফপ্রদানে রামনিক্ষিপ্ত দশাননসংহারক ব্রহ্মাস্ত্র করযুগলে গ্রহণ করিয়া জানুযোগে বিভঙ্গপূর্ব্বক তৃতীয় হুহুঙ্কারে নিশাচরকুলকৃতান্ত রঘুপতিকে বিমূর্চ্ছিত করিলেন। রামপার্শ্ববর্ত্তিনী জানকী, সমস্ত সহায়ের সহিত রাঘবের মূর্চ্ছা অবলোকন করিয়া সকাতরে কালীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারিণী কালী, সীতার স্তুতিকালে আবির্ভূতা হইয়া মুখব্যাদানপূর্ব্বক শত্রুনিক্ষিপ্ত নিখিল অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস করিয়া বামকরস্থিত খড়্গদ্বারা সকল সৈন্যের সহিত সহস্রস্কন্ধ রাবণকে নিহত করিলেন। অনন্তর মাতৃগণ, তথায় আবির্ভূত হইয়া কালীর চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। ঈশাণ-কোণে হংসবাহনা অক্ষমালাবিভূষণা কমণ্ডলুধারিণী সৃষ্টিকারিণী চতুর্ম্মুখী ব্রহ্মাণী, ও দক্ষিণভাগে খগেন্দ্রস্থিতা বনমালিনী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী পালনকারিণী বৈষ্ণবী, পূর্ব্বদিকে বৃষারূঢ়া কঙ্কালমালিনী ত্রিশূলডমরুহস্তা সংহারকারিণী ত্রিনয়না

মাহেশ্বরী, অগ্নিকোণে শিখিবাহনা রক্তমাল্য-বিভূষিতা শক্তিহস্তা পীতবস্ত্রা কৌমারী, নৈঋতে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরা বিবিধাভরণা পীতবসনা বারাহী, পশ্চিমে লোলজিহ্বা নানালঙ্কারভূষিতা হিরণ্যকশিপুনাশিনী নারসিংহী, বায়ুকোণে গজবাহনা বজ্রধারিণী সহস্রাক্ষী ইন্দ্রাণী, এবং উত্তরে সিংহ-বাহিনী শুম্ভনিশুম্ভ-মহিষাসুরনাশিনী দশভুজা ত্রিনেত্রা দুর্গা, দশশতবদনের বিনাশে অতিশয়-সন্তুষ্টা হইয়া বিশ্বপ্রসবিনী কালীর স্তব করিলেন, এবং মূর্চ্ছার অপগমের পর সসৈন্য রামের স্তোত্রসময়ে সকলে সমবেতভাবে কালীর কলেবরে বিলীন হইলেন। ব্রহ্মাদি সুরসমূহ, বিমানারোহণে তথায় আগমন করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক করযোড়ে কালীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। সুমিত্রাপুত্র, নিজনেত্রে মাতৃগণের কালীদেহে বিলয় দর্শন করিয়া কালীর অসীম শক্তি নিশ্চয় করিলেন, ও অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকটে কালীমন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিমলভক্তিদ্বারা দক্ষিণাচারে কালীর উপাসনা করিতে লাগিলেন, এবং কালপুরুষের পরামর্শ-কালে রামের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য চিরবর্জ্জিত হইয়া হৃদয়কমলমধ্যে কালীর চরণপঙ্কজ ধ্যান করিতে করিতে যোগবলে সরযূতীরে পাঞ্চভৌতিকী তনু পরিত্যাগ করিলেন।

বরুণের কামধেনু হরণের জন্য কুপিত ব্রহ্মার অভিশাপে কশ্যপ বসুদেব, ও সুরজননী অদিতি দেবকী হইয়াছিলেন। স্বামিসঙ্গিনী সর্পপ্রসূতি কদ্রু, পতির অদর্শনে কুপিতা ঋতুমতী অদিতির অভিশাপে রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শাপোৎপন্ন বিরহদুঃখ অনুভব করিতে করিতে বসুদেবমিত্র নন্দগোপের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর সেই লক্ষ্মণ, দ্বাপরের শেষে বসুদেববীর্য্যে দেবকীর সপ্তম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ভক্তপালন-কারিণী মহামায়া, অকালমরণ আশঙ্কা করিয়া দেবকীর জঠরস্থিত নিজ-ভক্তকে নন্দালয়স্থিতা রোহিণীর গর্ভে পরিচালিত করিয়া জরাসিন্ধের অস্তিপ্রাপ্তি কন্যাদ্বয়ের স্বামী কংসের কর হইতে রক্ষা করিলেন। সেই

লক্ষ্মণ, বলরামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মের সংস্কারহেতু নৈসর্গিকজ্ঞানে পুনর্ব্বার কুলাচারে কালীর উপাসনা করিয়া, অপূর্ব্বশক্তি লাভপূর্ব্বক সদানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। চিত্রানাম্নী অপ্সরা, মুনিশাপে রোহিণীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রসবের পর মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন ও "যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের লীলাদর্শনে বঞ্চিতা হইলাম, আমার জীবনে ধিক্" এইরূপ অনুতাপ করিলেন, এবং প্রবলবাসনাবশতঃ বসুদেবের চতুর্দ্দশপত্নীর মধ্যে রোহিণীর গর্ভে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া সুভদ্রানাম্নী বলরামের অনুজা হইলেন। বলরাম, ধেনুকপ্রলম্ব প্রভৃতি দুর্জ্জয় অসুরসকল সংহার করিয়াছিলেন, এবং সুরাপানে মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৬৫ অধ্যায়ে ২০।২১ শ্লোক :—

তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ॥
উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ।
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বল-লোচনঃ॥

বলরাম, বায়ুচালিত সুরাধারার সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তথায় গমন করিলেন, ও স্ত্রীগণের সহিত মদ্য পান করিলেন। স্ত্রীসকল বলরামের গুণগান করিতে লাগিলেন, বলরাম, মদমত্ত ও ঘূর্ণিত-আরক্তনেত্র হইয়া বনমধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণসুত প্রদ্যুম্ন, বলরামের সুরাপানমত্ততা দর্শন করিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, "দৈবাংশসম্ভূত আমার জ্যেষ্ঠতাত, শাস্ত্রবিরোধী সুরাপান করিয়া নিত্য পাপসঞ্চয় করিতেছেন। আশ্চর্য্যদায়িনী মদ্যশক্তি, শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিনাশ করিয়া শ্রেষ্ঠজীবকে বশীভূত করে। মানবগণ, চিত্তবিক্ষেপকারিণী সুরার ক্ষণিক-আনন্দ-লোভে ভুজ প্রসারিত

করিয়া সাদরে মহাপাপকে আলিঙ্গন করেন। সূর্য্যকিরণ পেচকের ন্যায় জ্ঞানালোক মদ্যপানান্ধ নরগণের কিছুই উপকার করিতে পারে না।(১) মদ্যপায়ীর আচার গিরিনদীবেগের ন্যায় সতত নিম্নদিকে গমন করে, এবং বুদ্ধি শকুনিদৃষ্টি গোশ্মশানের ন্যায় নরকসোপান কুপথে বিশেষরূপে প্রধাবিত হয়(২)। সুরাপানমত্ততা, তামসিক-আনন্দ-প্রদানে অসাধ্য সাধন করাইয়া চিরকালের জন্য নরগণের নরকদ্বার উদ্ঘাটন করে। অথবা বদ্ধজীব-দুর্ব্বোধ্য মহাপুরুষের অভিপ্রায় আমি সাধারণ জ্ঞানে কি করিয়া বুঝিব? যথা:—মঙ্গলময় বিষ্ণু, বিপ্রবেশে বাসবকে ভূতলে প্রেরণ করিয়া তদুপদিষ্ট-পরামর্শবলে সগরযজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন, ও যজ্ঞীয়াশ্বহরণচ্ছলে কপিলক্রোধে দুর্দ্দমনীয় সগরবংশ ধ্বংস করাইয়া ভগীরথ দ্বারা স্বর্গ হইতে নিজপাদঘর্ম্মোৎপন্না গঙ্গাকে বসুন্ধরায় আনয়ন করাইয়া সাগরকুল উদ্ধার করাইলেন, এবং পাপনাশক-তদীয়-জলস্পর্শে সাধারণ পাপিগণকে নিত্য নিত্য উদ্ধার করাইয়া স্বকীয় কৃপাপূর্ণতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। মহতের উদ্দেশ্য স্থূলবুদ্ধিদ্বারা অনুমান করা যায় না, যথা:—পালনকর্ত্তা শ্রীহরি, একাদশীর পারণ-প্রতিপালনকারী অম্বরীষের ভস্মকারক-অভিশাপ-সময়ে সুদর্শনচক্র প্রেরণ করিয়া অন্যায়-অত্যাচারী দুর্ব্বাসাকে দমন করিলেন, এবং বৈকুণ্ঠগত সুদর্শনভীত দুর্ব্বাসাকে অম্বরীষ-সমীপে প্রেরণপূর্ব্বক তদীয় ভক্ষ্যপদার্থদ্বারা দুর্ব্বাসার প্রীতি সাধন করাইয়া অম্বরীষের বংশনাশক ব্রাহ্মণ-কোপোৎপন্ন বহ্নি কৌশলে নির্ব্বাপিত

---

(১) সূর্য্যকিরণ (রৌদ্র) যেমন পেঁচার উপকারে আসে না—(পেঁচা আলোক সহ্য করিতে পারে না বলিয়া অন্ধকারে থাকে) সেইরূপ জ্ঞানরূপ আলোক মাতালের কোন উপকারে আসে না।

(২) শকুনি—(যত উপরে উঠুক) তাহার মন গোভাগাড়ে পড়িয়া থাকে—সেইরূপ মাতালের বুদ্ধি কুপথে (যাহা মানুষকে নরকে লইয়া যায়—) চালিত হয়।

করিলেন। যাহা হউক, নীলাম্বরের(১) অভিপ্রায় কৌশলে বুঝিতে হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রদ্যুম্ন, গোপনে সঙ্কর্ষণের(২) নিকটে গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "জ্যেষ্ঠতাত! আপনি কৃপা করিয়া অভয় প্রদান করিলে, আমি আপনাকে সন্দিগ্ধ বিষয় জিজ্ঞাসা করি।" অনন্তর বলভদ্র(৩) বলিলেন, "আমি যোগবলে তোমার অভিপ্রায় বিদিত হইয়াছি, তুমি আমার সুরাপানের সংশয় নিরাসের জন্য মদীয় ভবনে আগমন করিয়াছ। বৎস মদন! পরোপকারী তুমি, জন্মান্তরীয় নিজ-শরীর শঙ্করনেত্রানলে অকাতরে অর্পণ করিয়া তারকাসুরের ভীষণ অত্যাচার হইতে নিখিল জীবের অব্যাহতি করিয়াছ। আমি অত্যন্ত-স্নেহহেতু তোমার চিরভ্রম নিরাস করিতেছি; তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণকর; অবহেলা করিলে দুর্ভেদ্য শাস্ত্ররহস্যে সহসা প্রবেশ করিতে পারিবেনা। বেদে সৌত্রামণিযজ্ঞে (সুরাগ্রহান্ গৃহ্লাতি, সোমগ্রহাংশ্চ) হোমকারিগণ সুরাপাত্র ও সোমপাত্র গ্রহণ করিবে। বাজপেয়যাগে (সুরাগ্রহাংশ্চ গৃহ্লাতি, বাজ-সৃত্ত্যঃ সুরাগ্রহান্ হবন্তি) হোতৃগণ মদ্যপাত্র গ্রহণ করিবে, এবং অধ্বর্য্যু(৪) প্রভৃতি বাজপেয়-কর্ম্মকারিগণকে সুরাপাত্র পরিবেশন করিবে, উক্ত বৈদিক যজ্ঞদ্বয়ে (হংসঃ শুচি সদ্ বসু) ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সুরা শোধন করিবে, এইরূপ নিয়মে বেদোক্ত-যজ্ঞে মদ্যপান বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ, মদ্যের ন্যায় মত্ততাকারী সোমরস পানকরিয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। অভিসম্পাতযুক্তা গায়ত্রীর ন্যায় অভিশাপগ্রস্তা সুরা, শোধনমন্ত্রবলে পবিত্রা হইয়া সাধনার সাহায্য করে।" এইরূপ নীল-বসনের(৫) বাক্য শ্রবণ করিয়া মদন বলিলেন, "তাহাহইলে (মদ্যমদেয়ং অপেয়ং অগ্রাহ্যং) মদ্য দান করিতে নাই, পান করিতে নাই, ও গ্রহণ করিতে

(১) (২) (৩) (৫) বলরাম।

(৪) যজুর্ব্বেদজ্ঞঋত্বিক্।

নাই, (ন সুরা পাতব্যা) সুরা পান করিতে নাই, এইরূপ বেদবচনের উপায় কি?" বলরাম বলিলেন, "তুমি শব্দের অর্থ না বুঝিয়া ভ্রমহ্রদে পতিত হইয়াছ। (দেবতাভ্যোঽদেয়ং দেবতাসম্প্রদানকভিন্নং মদ্যং অপেয়ং অগ্রাহ্যঞ্চ) যে মদ্য শোধন করিয়া দেবতাকে নিবেদন করা হয় নাই, সেই মদ্য পান করিতে নাই, ও গ্রহণ করিতে নাই। (অশোধিতা অনিবেদিতা সুরা ন পাতব্যা) অশোধিত অনিবেদিত সুরা পান করিতে নাই। এইজন্য স্মার্ত্তগণ অশোধিত-অনিবেদিত-মদ্যপানকে মহাপাতকমধ্যে গণনা করিয়াছেন। সর্ব্বদেবতার সাধনাসোপান তন্ত্রশাস্ত্রেও সংশোধিতদেবতা-নিবেদিত—সুরাপান বিহিত হইয়াছে।

মাতৃকাভেদতন্ত্রে তৃতীয়পটলে:—

সর্ব্বযজ্ঞাধিপো বিপ্রঃ সংশয়ো নাস্তি পার্ব্বতি।
সৌত্রামণ্যাং মহাযজ্ঞে চত্বারো ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং মদ্যপানে প্রিয়ম্বদে।
ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি যদি পানাদিকঞ্চরেৎ।
তৎক্ষণাৎ শিবরূপোঽসৌ সত্যং সত্যং হি শৈলজে॥
তোয়ে তোয়ং যথালীনং তেজসং তৈজসে যথা।
ঘটে ভগ্নে যথাকাশং বায়ৌ বায়ুর্যথাপ্রিয়ে।
তথৈব মদ্যপানেন ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণপ্রিয়ে।
লীয়তে নাত্র সন্দেহঃ পরমাত্মনি শৈলজে॥

শিব বলিলেন, "হে পার্ব্বতি! ব্রাহ্মণ সর্ব্বযজ্ঞের অধীশ্বর, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সৌত্রামণিনামক মহাযজ্ঞে অধিকারী হয়। হে প্রিয়ম্বদে! মদ্যপানে ব্রাহ্মণের মহামোক্ষ হয়। হে পরমেশানি! অভিষিক্ত ব্রাহ্মণ যদি শোধিত দেবপ্রদত্ত সুরা পানকরে, তৎক্ষণাৎ সেই

ব্রাহ্মণ শিবের স্বরূপ হয়, হে শৈলজে! আমার বাক্য মিথ্যা নহে সত্যই। যেমন জল জলে, তেজ তেজে, ঘটাকাশ মহাকাশে, ও বায়ু বায়ুতে লীন হয়, হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণস্নেহকারিণি! সেইরূপ ব্রাহ্মণ পরমাত্মাতে বিলীন হয়, হে শৈলজে! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

শঙ্কর, বিষ্ণুসমীপে পার্ব্বতীর প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে সুরা-শোধনের ব্যবস্থা স্থাপনপূর্ব্বক শোধিত সুরাপান প্রশংসা করিয়াছেন।

মাতৃকাভেদতন্ত্রে তৃতীয়পটলে :—

হবিরারোপমাত্রেণ বহ্নির্দ্দীপ্তো যথাভবেৎ।
শাপমোচনমাত্রেণ সুরা মুক্তি-প্রদায়িনী॥
অতএব হি দেবেশি ব্রাহ্মণঃ পানমাচরেৎ।
স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ।
বহু কিং কথ্যতে দেবি সএব নির্গুণাত্মকঃ॥
মুক্তিমার্গমিদং দেবি গোপ্তব্যং পশুসঙ্কটে।
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যান্নিন্দনীয়ো ন চান্যথা॥

শিব বলিলেন, "যেমন ঘৃতপ্রদানে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ অভিশাপ-মোচনে সুরা মুক্তিদায়িনী হয়, অতএব হে দেবেশি! ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে। শাস্ত্রবিহিত-পানকারী ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ, অগ্নিহোত্রী ও দীক্ষিত, বেশী কি বলিব, সেই নির্গুণাত্মক। হে দেবি! এই মুক্তিমার্গ পশুসঙ্কটে(১) গোপন করিবে। সাধারণের নিকটে ইহা প্রকাশ করিলে, সিদ্ধিহানি ও লোকনিন্দা হয়, অন্য কিছু লাভ হয় না।"

শাস্ত্রীয় সুরাপানে ব্রাহ্মণের অধিকারহেতু বিপ্রসংস্কারযুক্ত ক্ষত্রিয়ের সুরাসেবন শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে। অতএব আমি (বলরাম) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

(১) সাধনাজ্ঞানহীন মানবের নিকটে।

কুলাচারে সুরা পান করিয়া মহাশক্তির সাধনা করি। কুলাচার সকল আচার হইতে শ্রেষ্ঠ।

নিত্যাতন্ত্রে তৃতীয়পটলে :—

মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগম-মহোদধিং।
সারমেতন্মহাদেবি কৌলাচারং প্রকল্পিতং॥

শিব বলিলেন, "হে মহাদেবি! আমি, তোমার অনুরোধে জ্ঞানদণ্ড-দ্বারা বেদতন্ত্ররূপ-মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া এই সার কৌলাচার রচনা করিলাম।

গুপ্তসাধনতন্ত্রে প্রথমপটলে :—

বেদাগমপুরাণানি যানি শাস্ত্রাণি পার্ব্বতি।
তন্মধ্যে সারভূতং হি কুলাচারং সুদুর্ল্লভং॥

হে পার্ব্বতি! যে সমস্ত বেদতন্ত্রপুরাণ শাস্ত্র আছে, সেই সকলের মধ্যে সারভূত কুলাচার নিশ্চয় অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

কুলার্ণবে পঞ্চমখণ্ডে দ্বিতীয়োল্লাসে :—

মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগমমহার্ণবং।
সারজ্ঞেন ময়া দেবি কুলধর্ম্মঃ সমুদ্ধৃতঃ॥

হে দেবি! সারজ্ঞ আমি, জ্ঞানদণ্ডদ্বারা বেদতন্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া কুলধর্ম্ম উদ্ধার করিয়াছি।" কেবল আমি যে কুলধর্ম্মে সাধনা করি, তাহা নহে, ব্রহ্মাদি দেবগণও কুলাচারে সাধনা করেন।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে পঞ্চমপটলে :—

কুলীনঃ শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ কুলীনস্তু হরিঃ স্বয়ং।
কুলীনো বাসবো দেবঃ কুলীনস্তু পিতামহঃ।
কুলীনা মুনয়ঃ সর্ব্বে কুলীনাঃ পিতরঃ স্মৃতাঃ॥

মহাদেব কুলাচারে সাধনা করেন, বিষ্ণু স্বয়ং কুলাচারনিপুণ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, মুনিগণ ও পিতৃসকল কৌলমার্গে উপাসনা করেন।

আমি, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের অনুকরণ করিয়া কুলাচার গ্রহণ করিয়াছি। শ্রেষ্ঠানুকরণ মানবের কর্ত্তব্য।" এইরূপ হলধরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কামদেব বলিলেন, "কুলাচারে সুরাসেবন না করিলে কি ক্ষতি হয়?"

লাঙ্গলধারী বলিলেন, "শাস্ত্রীয় সুরাপান ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পদার্থ অষ্টপাশ শীঘ্র ছেদন করিতে সমর্থ হয় নাই। সংশোধিত-কারণ(১)পান, অনিদ্রাজনিত ব্যাধির উপশম করিয়া নৈশক্রিয়া(২)কারীর দেহরক্ষা করে, ও আলস্যাদি দেহজড়তা বিনাশ করিয়া সাধনার নূতনশক্তি সঞ্চার করে। সাহসপ্রদানে ও শবাদিসাধনে,(১) বিভীষিকাদর্শনে এবং তত্ত্বজ্ঞান(২)-বিকাশে দেবতানিবেদিত-মদ্যপান সমুদ্রে তরণির ন্যায় বিশেষ বন্ধুর কার্য্য করে। সুরার অভিশাপোৎপন্ন তামস গুণ, শোধনমন্ত্রপ্রভাবে সত্ত্বগুণে পরিণত হইয়া মোহবিনিময়ে সরলতা সমুৎপাদন করে। আমি, অষ্টপাশ-চ্ছেদনের জন্য শোধিত সুরা সেবন করিয়া মহাকালীর উপাসনা করি।" প্রদ্যুম্ন বলিলেন, "আপনি, শ্রেষ্ঠদেবতা বিসর্জ্জন করিয়া কিজন্য উন্মত্ততা-বশতঃ সর্ব্বদা দিগম্বরী কালীর উপাসনা করেন?" মদনবাক্যে হলধর, ঈষদ্‌হাস্য করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি বালক, সামান্যবুদ্ধিদ্বারা কিরূপে শক্তিতত্ত্ব অবগত হইবে। এই ত্রিভুবনমধ্যে শক্তিই সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবসকল, অজ্ঞাতভাবে শক্তির উপাসনা করিয়া শাক্ত হইতেছে, যথা:—মানব, ধনশক্তির সমাশ্রয়ে ধনী, ও দণ্ডশক্তির অবলম্বনে রাজা,

(১) মদ্য। (২) মহানিশায় (অর্থাৎ রাত্রির প্রথম ও শেষপ্রহর বাদে মাঝের দুই প্রহরে) যিনি সাধনা করেন।

(১) মড়ার উপরে বসিয়া জপকরা। (২) ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্ এইরূপ জ্ঞান; আত্মবোধ; ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান।

বিদ্যাশক্তির সেবায় পণ্ডিত, যোগশক্তির সাহায্যে যোগী, এবং জ্ঞানশক্তির আশ্রয়ে জ্ঞানী হয়। মানবগণ শক্তিসেবা না করিলে, নরপশুমধ্যে গণিত হয়, যথা:—মনুষ্য,পাদশক্তি-হীন হইলে খঞ্জ, ও হস্তশক্তি-শূন্য হইলে অকর্ম্মণ্য, জিহ্বাশক্তি-রহিত হইলে মূক, (১) চক্ষুশক্তি-বিহীন হইলে অন্ধ, কর্ণশক্তি-বর্জ্জিত হইলে বধির, মস্তিষ্ক-শক্তিশূন্য হইলে উন্মত্ত, অর্থশক্তি-রহিত হইলে দরিদ্র, বিদ্যা-শক্তি-বঞ্চিত হইলে মূর্খ, এবং চেতনাশক্তিহীন হইলে অপবিত্র শব হয়। শক্তিসাধনা-শূন্য হইলে নরগণ স্বাভাবিক কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হয়, যথা:—মানব, উদরশক্তিশূন্য হইলে ভক্ষিত দ্রব্য জীর্ণ(২)করিতে পারেনা, বুদ্ধিশক্তি-বিহীন হইলে সাংসারিক ব্যবহার অবগত হইতে পারেনা, ও দেহশক্তি-বর্জ্জিত হইলে শয়নস্থান হইতে উত্থান করিতে পারেনা। জীবগণ, ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে ভিন্নভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গণেশাদি নামে প্রকারা-ন্তরে উপাসনা করে। ঋষিগণ, পরমব্রহ্মের বিঘ্ননাশ-শক্তিকে গণেশ, ও জগৎপ্রকাশশক্তিকে সূর্য্য, বিশ্বপালনশক্তিকে বিষ্ণু, ভুবনসংহার-শক্তিকে শিব, রণবিজয়শক্তিকে দুর্গা, এবং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়শক্তিকে কালীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,এইজন্য ত্রিভুবনের সর্জ্জন-পালন-বিনাশকারিণী পরমব্রহ্ম-রূপিণী সেই কালীই সকলদেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। ব্রহ্মাদিসুরসমূহ, সেই কালীর উপাসনা করিয়া নিজ নিজ শক্তি লাভ করিয়াছেন।

দেবীভাগবতে বিষ্ণুকৃত দেবীস্তোত্রে:—

প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ,
স্বৈস্তেজসাচ সকলং প্রকটীকরোষি।
অৎস্যেব, দেবি! তরসা কিল কল্পকালে,
কো বেদ দেবি! চরিতং তব বৈভবস্য॥

---

(১) বোবা। (২) হজম।

যাচে হম্ব ! তেঽঙ্ঘ্রি কমলং প্রণিপত্য কামং,
চিত্তে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ।
নামাপি বক্ত্র কুহরে সততং তবৈব,
সন্দর্শনং তবপদাম্বুজয়োঃ সদৈব ॥

বিষ্ণু বলিলেন :—"হে দেবি ! আপনি, নিজপ্রভাবে সর্ব্বদা সমস্ত বিশ্ব পালন করিতেছেন, ও তেজদ্বারা সকল জগৎ প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং প্রলয়কালে নিশ্চয় অকস্মাৎ সমস্ত ভুবন গ্রাস করেন, হে দেবি ! আপনার মহিমার বিষয় কে জানিবে ?

হে মাতঃ ! আমি, (বিষ্ণু) আপনার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনার এই রূপ আমার চিত্তে সর্ব্বদা বাস করুক, আপনার এই নাম সর্ব্বদা আমার মুখমধ্যে উচ্চারিত হউক, এবং সর্ব্বদা আপনার পাদপদ্ম দর্শন হউক।"

দেবীভাগবতে শিবকৃত দেবীস্তোত্রে :—

সকললোক-সিসৃক্ষুরহং হরিঃ,
কমলভূশ্চ ভবেম যদাম্বিকে ! ।
তব পদাম্বুজপাংশু-পরিগ্রহং,
সমধিগম্য তদা ননু চক্রিম ॥

শিব বলিলেন :—"হে অম্বিকে ! সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আমি (শিব) ও বিষ্ণু, আমরা, যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই সময়ে আপনার পাদপদ্মের ধূলির অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় সমস্ত কার্য্য করিয়াছি।"

দেবীভাগবতে ব্রহ্মকৃত দেবীস্তোত্রে :—

ত্বয়া সংযুতোঽহং বিকর্ত্তুং সমর্থো-
হরিস্ত্রাতুমম্ব! ত্বয়া সংযুতশ্চ।
হরঃ সম্প্রহর্ত্তুং ত্বয়ৈবেহ যুক্তঃ,
ক্ষমা নাদ্য সর্ব্বে ত্বয়া বিপ্রযুক্তাঃ॥

ব্রহ্মা বলিলেন :—"হে মাতঃ! আমি, (ব্রহ্মা) আপনার শক্তিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি, বিষ্ণু আপনার শক্তিযুক্ত হইয়া পালন করিতে পারেন, ও শিব, আপনার শক্তিযুক্ত হইয়াই সংহার করিতে পারেন। অদ্য আমরা, (ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর) সকলে আপনার শক্তিহীন হইলে কিছুই করিতে পারিব না।"

অতএব আমি, ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধ্য দেবতা পরিত্যাগ করিয়া কাহার উপাসনা করিব? বিশেষতঃ দয়াময়ী সেই জগজ্জননী, দেবকীর গর্ভ হইতে রোহিণীর উদরে আমাকে সঞ্চালিত করিয়া কংস হইতে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আমি, ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা প্রাণপ্রদায়িনী কালীর উপাসনা না করিলে, আমাকে কৃতঘ্নতাপাপে নরক ভোগ করিতে হইবে।" নীলাম্বরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, "আমিও দেবীকৃপায় শম্বরাসুরের বিশ্ববিনাশক মুদ্গর হইতে জীবনরক্ষা পাইয়াছি। অধুনা শক্তিসাধনা আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মরূপে পরিণত হইতেছে। হে জনকজ্যেষ্ঠ! (১) আপনি, কৃপা করিয়া আমার নিকটে বিশদরূপে কালীতত্ত্ব প্রকাশ করুন।"

মদনবাক্যান্তে বলরাম বলিলেন, "সগুণ ব্রহ্ম কালী, সর্ব্ববর্ণের সংমিশ্রণে কৃষ্ণতাহেতু ও সকলবর্ণের কৃষ্ণপরিণামবশতঃ কৃষ্ণবর্ণা হইলেন, এবং চতুর্ব্বর্গ-

(১) জ্যেষ্ঠতাত, জ্যেঠা মহাশয়।

রূপ চতুর্হস্তের মধ্যে বামভাগের নিম্নস্থিত হস্তে আশ্রিত পাপীর ভয়দর্শনের জন্য মুণ্ড ধারণ করেন, ও বামপার্শ্বস্থ ঊর্দ্ধহস্তে ভুবনপীড়কের বিনাশের জন্য খড়্গ গ্রহণ করেন,দক্ষিণভাগস্থিত অধোহস্তে প্রবৃত্তিধর্ম্মকারীর বাসনা-সিদ্ধির জন্য বর প্রদান করেন, এবং দক্ষিণপার্শ্বস্থ ঊর্দ্ধহস্তে নিবৃত্তিমার্গনিপুণ বাসনাশূন্য জীবের মুক্তির জন্য অভয় বিতরণ করেন। বিশ্ব-বিনাশক মহাকালের ধ্বংসকারিণীর ভীষণ মুখমণ্ডল ভক্তগণের ভীষণ মৃত্যুভয় নিবারণ করিতেছে। প্রসবকালে মাতার ন্যায় বিশ্বপ্রসবিনী, নিজ প্রসূত-নিখিলসন্তান নিকটে বসন ত্যাগকরিয়া ভক্তগণের সমস্ত-বাসনাত্যাগের উপদেশ প্রদান করিতেছেন, ও মুক্তকেশচ্ছলে আশাবিহীন নিজভক্তকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত করিতেছেন, এবং গলদেশে মুণ্ডমালাধারণে নিজসৃষ্ট-বহুব্রহ্মাণ্ডধারণ প্রকাশ করিয়া নিজশক্তি-বিনা চির-অধীন নিখিল জীবের শবমুণ্ডরূপত্ব সূচনা করিতেছেন। চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিরূপ-নেত্রত্রয়ধারিণী মহামায়া,কর্ণযুগলে শবশিশুদ্বয় ধারণ করিয়া লৌহ-স্বর্ণশৃঙ্খলতুল্য পাপপুণ্যের আশ্রয়ে নিজের অপ্রাপ্তি প্রকাশ করিতেছেন, ও রসনাবহিষ্করণে(১) মোক্ষপ্রার্থীকে বলপূর্ব্বক অষ্টপাশের বহির্দ্দেশে গমন করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন, এবং দশন(২)শ্রেণী প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা একান্তভক্তের জননমরণশ্রেণী(৩) বিখণ্ডন পূর্ব্বক নির্ব্বাণরূপ নিজপ্রকাশ সূচনা করিতেছেন। প্রসবযোগ্য-নারীদেহধারিণী মূলা(৪) প্রকৃতি আদ্যা, পরমপুরুষ মহাকালের সহিত নিরবচ্ছিন্ন অপার্থিব বিপরীত রমণ করিয়া গর্ভধারণ ব্যতিরেকে অভিলাষমাত্রে ত্রিভুবন প্রসব-করিয়াছেন, ও মাতার ন্যায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিধর্ম্মরূপ স্তনযুগল ধারণকরিয়া স্বর্গনির্ব্বাণরূপ দুগ্ধধারাদ্বয়ের প্রদানে নিজপ্রসূত নিখিলজীবের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন,

---

(১) জিভ বাহির করিয়া।

(২) দাঁত। (৩) প্রবাহ, ধারা।

(৪) আদি।

এবং ওষ্ঠশেষে শোণিতের ধারাযুগল ধারণ করিয়া সাধনাশৈলের আলোক-তমঃপূর্ণ জ্ঞানাজ্ঞান-সোপানদ্বয় প্রকাশ করিতেছেন। সর্ব্বব্যাপিনীর শ্মশানে বাস পবিত্রাপবিত্র সর্ব্বসন্তানে সমানস্নেহ সূচনা করিতেছে। চতুর্ব্বর্গ (১) ফলদাত্রী প্রলয়কারিণী, কটিদেশে বহুশবকর ধারণ করিয়া অজ্ঞান-নির্ম্মিত বহুপথ দর্শন করাইতেছেন, ও একহাস্য ধারণ করিয়া একতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিজলাভ স্বীকার করিতেছেন, এবং মহামেঘবর্ণগ্রহণে মহাভক্তি দ্বারা নিজসাধন প্রকাশ করিতেছেন। নির্গুণ এক পরমব্রহ্ম, (একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়) "আমি এক আছি, বহু হইব, ও বহুরূপ ধারণ করিব" এইরূপ চিন্তা করিয়া মায়ার অবলম্বনপূর্ব্বক সগুণকালীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন. এবং নিজসৃষ্ট সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সারাংশ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্বনিপুণ শঙ্কর, নিজরচিত জ্ঞানপূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রে পরমব্রহ্মকে সৃষ্টিহেতু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের জননী, ও পঞ্চভূত-রচনাবশতঃ পঞ্চভূতোৎপন্ন ত্রিভুবনের প্রসবিনী, নিখিলজগতের কারণাবস্থা-হেতু আদ্যা এবং ত্রিভুবনের কলনঅর্থান্তর-প্রলয়স্থানবশতঃ কালী বলিয়াছেন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চতুর্থোল্লাসে ৩৪ শ্লোক :—

সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রীচ পালিকা॥

শিব বলিলেন :—"হে দেবি! তুমি সাকার হইয়াও নিরাকার পরম-ব্রহ্ম, সকলের আদি তুমি, মায়াদ্বারা বহুরূপ ধারণ কর,আদিরহিত তুমি, সৃষ্টি, পালন ও সংহার কর।"

সেই সগুণ ব্রহ্ম কালী, ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরের অভিন্ন-অবস্থারূপ মহাকালের

(১) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ।

সহিত প্রলয়সৃষ্টিরূপ বিপরীতরমণ করেন, ও সর্ব্বব্যাপকতাহেতু শ্মশানতুল্য অপবিত্র শুক্রশোণিতসম্ভূত জীবদেহের হৃদয়রূপ আলয়ে সর্ব্বান্তর্যামিনীরূপে বাস করেন, চতুর্ব্বেদরূপ করচতুষ্টয়ে ধর্ম্মরূপবর, ও অর্থরূপ মুণ্ড, কামরূপ খড়্গ, এবং মোক্ষরূপ অভয় ধারণ করেন। ত্রিগুণাতীতা জগজ্জননী, মায়াবসন পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিপুরুষরূপ শবদ্বয় নিজকর্ণে ধারণ করেন, ও জ্ঞানখড়্গদ্বারা মায়াযবনিকা ছেদন করিয়া ভক্তকেশকে মুক্ত করেন, প্রাকৃতদিব্যপারমার্থিক-জ্ঞানরূপ-নয়নত্রয়দ্বারা ত্রিভুবন পরিদর্শন করিয়া ত্রিগুণযুক্ত ভক্তগণকে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-স্তনদানে পরিতুষ্ট করেন, এবং বিকসিতদন্তকিরণদ্বারা অজ্ঞানরাশি বিধ্বংস করিয়া কামনাশূন্য জীবকে মুক্তি ফল প্রদান করেন। পালনকারিণী কালরমণী, রসনা দর্শন করাইয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণের পুনঃ পুনঃ সংসারদর্শন সূচনা করিতেছেন, ও বহুশব-হস্ত ধারণ করিয়া শবের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানশূন্যের বহুজন্মগ্রহণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া ভক্তি-কর্ম্মযোগনিপুণ জীবগণের অনিবার্য্য জন্মমৃত্যুমালাগ্রহণ দেখাইতেছেন, এবং মেঘবর্ণ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মবীজ-দাহক জ্ঞানাগ্নিতে ভক্তের অভিলাষমেঘের অজ্ঞান-জলবর্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। চতুর্ম্মুখহরিহরপ্রসবিনী সেই দক্ষিণা কালী, ত্রিভুবনরূপ শবশিবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য্য করিতেছেন। মোহজনক-মায়াত্যাগরূপ মদ্য, বাসনাবিসর্জ্জনরূপ মাংস, ইন্দ্রিয়বিজয়-রূপ মৎস্য, অষ্টপাশমোচনরূপ মুদ্রা, এবং প্রকৃতিপুরুষজ্ঞানরূপ মৈথুনের দ্বারা সেই মহাকালীর সাধনা করিলে, জীব অচিরে মুক্তিপ্রাসাদে আরোহণ করিতে পারেন। জ্ঞানোপার্জ্জনের অভাবে কেবল বাহ্যমদ্যাদিদ্বারা শক্তি-সাধনা করিলে, কোন জীব কোন কালেই বিমুক্ত হইতে পারে না। বিষ্ণুর সমীপস্থিত শঙ্কর, পার্ব্বতীর অনুরোধে মুক্তির সাক্ষাৎকারণ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য শীঘ্রজ্ঞানপ্রকাশক তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। বদ্ধজীব, সদ্গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ অসদ্বুদ্ধিদ্বারা শিবের উদ্দেশ্য

না বুঝিয়া দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক মোহহ্রদে পতিত হইলে, তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাধ হইতে পারে না। আমার (বলরামের) ন্যায় অষ্টপাশবিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, সংসারসমুদ্রের শোকদুঃখাদি বহুতরঙ্গ হইতে বিঘ্নের আশঙ্কা করিয়া সুরাপানপ্রাচীরের মধ্যদেশে অবস্থানপূর্ব্বক সেই সর্ব্বব্যাপিনীর নিরবচ্ছিন্ন-চিন্তনরূপ নিদিধ্যাসন করেন। শার্দ্দূলবশীকরণকারীর(১) নিশাসময়ে নরভক্ষক প্রবল ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক দুর্গমকাননের অতিক্রম দর্শন করিয়া, বুদ্ধিহীন নর, আরোহণ করিবার জন্য ব্যাঘ্রনিকটে গমন করিলে, মন্ত্রদাস সেই ব্যাঘ্র, মন্ত্রহীন সেই আগন্তুকের জীবন বিনাশ করিতে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করে না। অভিলাষ-শূন্য জীব মুক্তিসোপান তত্ত্বজ্ঞানের জন্য শক্তিশ্রেষ্ঠা দশমহাবিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠা কালীর উপাসনা করেন। নরগণ, ধন-বিদ্যা-বুদ্ধি-দণ্ডপ্রভৃতি শক্তি সমাশ্রয় করিয়া ধনী-বিদ্বান্— বুদ্ধিমান্—নরপতিরূপে ধরণীমধ্যে পূজিত হন। বুদ্ধিমান্ নর, যষ্টির প্রহারশক্তি ও বস্ত্রের আবরণশক্তি এবং খড়্গাদির ছেদনাদিশক্তি প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া বিশ্বস্থিত নিখিলপদার্থে শক্তির স্থিতি অনুমান করেন। শক্তিশূন্যসময়ে জড়ত্বহেতু শক্তি ব্যতিরেকে শরীর কোন কালে কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না। শক্তির অংশসম্ভূত নরলোভকর সংসারকারণ অঙ্গনা(২)গণ, সন্তান প্রসব করিয়া স্বীয় সৃষ্টিশক্তি, ও শৃঙ্গারদানে পুরুষ রক্ষা করিয়া নিজের পালনশক্তি, এবং যক্ষ্মাদিরোগসাহায্যে অধিক উপভোগীর প্রাণ নাশ করিয়া স্বকীয় সংহারশক্তি প্রকাশ করিয়া নিজজননী মহাশক্তির সর্জ্জন-পালন-বিনাশকার্য্য সূচনা করিতেছে। মানব, সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী ব্রহ্মশক্তির কৃপা বিনা মায়াকল্পিত ভুবনের অলীকতা নিশ্চয়

(১) যে বাঘকে বশ করিয়াছে।

(২) রমণী।

করিয়া সংসারসাগরের পরপারে গমন করিতে পারে না। যেমন স্বাপ্নিক পদার্থ জাগ্রদ্দশায় মিথ্যা হয়, সেইরূপ জাগতিক পদার্থের অলীকতা স্বপ্নকালে অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। যেমন নিদ্রা মায়ার আংশিক-শক্তিদ্বারা স্বাপ্নিক পদার্থ রচনাকরে, সেইরূপ মহাশক্তি কালী স্বকীয় মায়া-দ্বারা ত্রিভুবন গঠন করিয়াছেন।" বলরামের এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া কন্দর্প বলিলেন, জ্যেষ্ঠতাত! আপনি কৃপা করিয়া স্বপ্নতত্ত্ব প্রকাশকরুন।"

অনন্তর হলধর বলিলেন, "রজনীর প্রথমপ্রহরে স্বপ্ন দর্শন করিলে, একবৎসরে, ও দ্বিতীয়প্রহরে অষ্টমাসে, তৃতীয়প্রহরে তিনমাসে, চতুর্থ-প্রহরে অর্দ্ধমাসে, অরুণোদয়ে দশদিনে, এবং প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গপূর্ব্বে স্বপ্ন দর্শন করিলে, শীঘ্র স্বপ্নের ফল লাভ হয়। চিন্তা, ব্যাধি, মল ও মূত্রের স্পর্শসময়ে এবং বসনত্যাগকালে ও কেশস্খলন সময়ে(১) দৃষ্ট স্বপ্ন মিথ্যারূপে পরিণত হয়। স্বপ্নে শুভ্রবস্ত্র, শ্বেতমাল্য, গজদন্তমালা, অশ্বযুক্ত রথ, শ্বেতপর্ব্বত এবং শ্বেতচ্ছত্রের দর্শনে শুভ হয়। স্বপ্নযোগে গো, হস্তী, অশ্ব, প্রাসাদ(২), পর্ব্বত, ও বৃক্ষের উপরে আরোহণ দর্শন করিলে, ও কৃমি, বিষ্ঠা, রুধিরের সংযোগ দর্শন করিলে, এবং ভোজন ও রোদন দর্শন করিলে, ধনলাভ হয়। বীণাগ্রহণে শস্যপূর্ণ-ভূমিলাভ, অগম্যাগমনে স্ত্রীলাভ, মূত্রযুক্ত-শুক্রপানে ও নরকনগরগমনে এবং রক্ত-সমুদ্র-মদ্যপানে শুভবার্ত্তা-শ্রবণ ও বিপুল অর্থ লাভ হয়। রাজা, স্বর্ণ, দীপ, অন্ন, ফল, পুষ্প, ছত্র, রথ, ধ্বজ, পূর্ণকুম্ভ, অগ্নি, তাম্বুল(৩), বেশ্যা, দুগ্ধ ও ঘৃত দর্শন করিলে, পুণ্য ও ধন লাভ হয়। পীতবস্ত্রা পীতমাল্যধারিণী রমণীর আলিঙ্গনে শুভ ও রক্তবস্ত্রা রক্তমাল্যধারিণী কামিনীর আলিঙ্গনে অশুভ হয়। ভস্ম, অস্থি, ও কার্পাস ভিন্ন শ্বেতবর্ণ পদার্থের দর্শনে শুভ, এবং গো-হস্তী-দেবতা-ব্রাহ্মণ-

---

(১) চুল খসিবার সময়ে। (২) রাজবাড়ী—বৃহৎ অট্টালিকা। (৩) পান।

ভিন্ন কৃষ্ণবর্ণ দ্রব্যের দর্শনে অশুভ হয়। রত্নাভরণা সুন্দরী রমণী, ও হাস্যবদনা ব্রাহ্মণীর গৃহপ্রবেশে বন্ধুলাভ হয়; ব্রাহ্মণ এবং দেবতার ভবনপ্রবেশে বিপুল-সম্পত্তি-প্রাপ্তি হয়; মাতঙ্গশুণ্ডের (১) মস্তকস্পর্শে রাজ্যলাভ, ব্রাহ্মণের আলিঙ্গনে তীর্থস্নান, রমণীর পাঠ, ও পুস্তকপ্রাপ্তির দর্শনে বিদ্যালাভ হয়; মন্ত্র ও প্রতিমার প্রদানে মন্ত্রসিদ্ধি, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সহিত পরিভ্রমণে এবং মৃতমানবদর্শনে দীর্ঘজীবনলাভ হয়; রোগিদর্শনে দুঃখ, সুখিদর্শনে সুখ, এবং সুন্দরীর পতিপ্রার্থনাকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজ্যলাভ হয়। উচ্চহাস্য, বিবাহ, নৃত্য; গীত, চূর্ণ,(২) লবণ, জবা, করবীর এবং অশোক পুষ্পের দর্শনে বিপৎ হয়। কপর্দ্দক(৩)ও তালফলের দর্শনে শোক,ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর ক্রোধ-দর্শনে লক্ষ্মীত্যাগ হয়; মৃতবৎস, নৃপমস্তক ও নরাস্থিমাল্যের দর্শনে বিপত্তি, ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, তক্র(৪) ও গুড়ের অনুলেপনে পীড়া হয়; শ্মশান, শুষ্ককাষ্ঠ, তৃণ ও লৌহের দর্শনে দুঃখপ্রাপ্তি, দেহে অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগে, পাদুকা (৫) কলাই এবং রক্তমাল্যের দর্শনে শরীরে ব্রণ হয়; কণ্টক, শকুনি, কাক ভল্লুক, বানর, পূয়(৬) ও গাত্রমলের দর্শনে ব্যাধি, দন্তভঙ্গে ও কেশপতনে ধনহানি, এবং সবৎস ধেনুর গৃহ হইতে বহির্দ্দেশগমনে লক্ষ্মীনাশ হয়। কোপযুক্ত ধাবমান মহিষ, ভল্লুক, উষ্ট্র, শূকর, ও গর্দ্দভের দর্শনে ব্যাধি হয়; ক্রোধযুক্ত গণক,ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও গুরুর অভিশাপদানে বিপত্তি, মৎস্যাদি ধারণে ভ্রাতার মৃত্যু, ও নিজমস্তক হইতে বলপূর্ব্বক ছত্রগ্রহণে পিতার অথবা গুরুর মরণ হয়। বমন(৭), বিষ, মূত্র, পুরীষ(৮), পিত্তল, রৌপ্য, এবং কাঞ্চনের ভোজনে দশমাসমধ্যে মৃত্যু হয়। মানব, স্বপ্নসময়ে তৈলের মর্দ্দন ও পান, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, এবং মহিষের আরোহণে দক্ষিণদিকে গমন, গীতপরায়ণা হাস্যযুক্তা কৃষ্ণবসনা উলঙ্গী কৃষ্ণবর্ণা বিধবা দর্শন করিয়া শীঘ্র শমননগরী

---

(১) হাতীর শুঁড়ের অগ্রভাগ (ডগা) স্পর্শ করিলে। (২) চুণ। (৩) কড়ি। (৪) ঘোল।

(৫) জুতা, খড়ম। (৬) পূঁজ। (৭) বমি। (৮) বিষ্ঠা, মল।

গমন করেন, এবং গর্দ্দভ অথবা উষ্ট্রযুক্ত রথে আরোহণ, ও পতিত নখকেশ, নির্ব্বাপিত অঙ্গার, ভস্মপূর্ণ চিতা, কুৎসিত ম্লেচ্ছ, পাশহস্ত ভীষণ যমদূত, কৃষ্ণপুষ্প, কৃষ্ণমাল্য, অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈন্য, বিকৃতদেহা ম্লেচ্ছরমণী, ও তাহার আলিঙ্গন, মৃতমানবের প্রাণত্যাগ, কবন্ধনৃত্য, উচ্চস্থান হইতে নিম্নদেশে পতন, ভস্মাঙ্গারযুক্ত চিতায়, গর্ত্তে, ক্ষারযুক্ত কুণ্ডে এবং চূর্ণমধ্যে দেহপতন দর্শন করিয়া অচিরে কৃতান্তপুরী প্রবেশ করেন। কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণবস্ত্রা বৃদ্ধা, বিধবা, চন্দনার্চ্চিতা জবাকরবীরমাল্যধারিণী কামিনীর আলিঙ্গনে এবং অনিষ্টমানসে কাক, কুক্কুর, ও ভল্লূকের গাত্রপতনে স্বপ্নদর্শনকারী অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মনুষ্য, নিদ্রিত সময়ে লৌহভূষণধারণ, ও তৈলযন্ত্র-ভ্রামণ, বসনহীনের নর্ত্তন, নাপিতকর্তৃকমুণ্ডন, শ্মশ্রু(১)নখকর্ত্তন, ভূতপ্রেতের অগ্নিবমন, বজ্রপতন, শৃগাল-কুক্কুরের রোদন, অধোমস্তক ঊর্দ্ধচরণ নরগণের মুক্তকেশে উলঙ্গবেশে ধরণীতে গমন ও ভ্রমণ, গ্রাম্যদেবতার রোদন ও বিকৃতশব্দ, অন্ধকারে, মলপূর্ণপঙ্কে এবং জলকর্দ্দমশূন্য হ্রদে প্রবেশ, এবং নিজগলবদ্ধ রজ্জু ধারণ করিয়া দক্ষিণদিকে আকর্ষণকারিণী কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গী কৃষ্ণবর্ণা রক্তবসনা প্রমদাকে(২) অবলোকন করিয়া অচিরে যমভবনের অতিথি হন। জীবগণ, জাগ্রদবস্থায় জলাদি-স্বচ্ছপদার্থে প্রতিফলিত শরীর-প্রতিবিম্বে নিজমস্তকের অদর্শন, ও ভ্রমবশতঃ দ্বিতীয়চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ-পদার্থের অবলোকন, কর্ণপুটনিরোধে শ্রূয়মান প্রাণশব্দের অশ্রবণ, বৃক্ষাদিতে স্বর্ণভ্রান্তির অনুভব, এবং ধূলিপঙ্ক-প্রভৃতিতে চরণচিহ্নের অদর্শন করিয়া অবিলম্বে মৃত্যুনিশাচরীকে আলিঙ্গন করেন।” এইরূপ লাঙ্গলপাণির(৩) বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্মথ বলিলেন, “স্বপ্নের ন্যায় অলীক ত্রিভুবনের রচনাকারিণী মহাশক্তির উপাসনার প্রথমে জীবের কি কি কর্ত্তব্য?” নীলাম্বর(৪) বলিলেন, “শক্তিসাধনার প্রথমে শিবলিঙ্গ-পূজা বিহিত হইয়াছে।” কন্দর্প জিজ্ঞাসা করিলেন, “অন্য শরীর পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য শিবের

(১) দাড়ি। (২) স্ত্রী। (৩) (৪) বলরাম।

লিঙ্গ পূজা করিতে হয়?" প্রদ্যুম্ন-বচনে বলরাম, ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মদন! ভ্রান্ত মানবগণ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের আশ্রয়গ্রহণে (শিবস্য লিঙ্গং) "শিবের লিঙ্গ" এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া জননেন্দ্রিয়কে শিবলিঙ্গ বলেন, ও নিজবুদ্ধি- কল্পিত-অসঙ্গত-উপন্যাসদ্বারা শঙ্কর-লিঙ্গের পুষ্টিসাধন করিয়া গৌরীপীঠের যোনি অর্থ কল্পনাপূর্ব্বক নরসমূহের মোহ বৃদ্ধি করেন। কামকিঙ্কর(১) মনুষ্য, উর্ব্বশীজনক-নারায়ণ-ঋষি-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠযোগী কন্দর্পবিজয়ী নীলকণ্ঠের(২) উর্ব্বশীদর্শনে অলীক অসম্ভব লিঙ্গ-বর্দ্ধন কল্পনা করিয়া স্বকীয় মদনমত্ততার অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন। শিবলিঙ্গের অর্থ যথা:—(শিব এব লিঙ্গং) শিবই লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়াছেন। ক্ষিতি, বারি, অনল, অনিল, আকাশ, রবি, শশী, ও যজনশীল জীবরূপ অষ্টমূর্ত্তির পরিগ্রহে সর্ব্বব্যাপক শঙ্করের লিঙ্গরূপ, স্বকীয় নিরাকারত্ব সূচনা করিতেছে। গৌরীপীঠ-সংযোগ, নিরাকার মহেশ্বরের সর্ব্বশক্তি প্রকাশ করিয়া পরমব্রহ্মত্ব বিকাশ করিতেছে। ত্রিগুণাতীত মহেশ্বর হস্তপাদাদি-আকৃতিশূন্য নিজের লিঙ্গমূর্ত্তিদ্বারা স্বকীয় পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

বেদান্তে:—

অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা,
পশত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্যাস্তি বেত্তা,
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

পরমেশ্বর, পাদহীন হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন, ও হস্তরহিত হইয়াও সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন, চক্ষুশূন্য হইয়াও সকল পদার্থ দর্শন করেন, এবং কর্ণবিহীন হইয়াও সকল বিষয় শ্রবণ করেন। তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) কামুক। (২) শিব।

জানেন। তাঁহাকে কেহই জানেন না, দেবগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ 'মহাপুরুষ বলেন।

ত্রিভুবনরূপী শিব ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় করচরণহীন নিজলিঙ্গমূর্ত্তিদ্বারা সমস্ত-বেদান্তজাত ব্রহ্মত্বসূচক অর্থের অনুকরণ করিতেছেন। ব্যষ্টি(১)রূপে বহু-আকারধারী পার্ব্বতীপতির সমষ্টিরূপে এক লিঙ্গদেহ স্বকীয় অষ্টমূর্ত্তির বিকাশ করিতেছে। স্থূলদেহধারী নিখিল জীবের অবিনাশী ত্রিলোকগামী সূক্ষ্মনামান্তর স্বপ্নদর্শী এক লিঙ্গশরীর আছে। প্রত্যেক জীবের পরলোক-গামী স্বপ্নভোগকারী লিঙ্গ শরীরের স্থিতিহেতু সর্ব্বজীবপতি শঙ্করের লিঙ্গদেহ বুদ্ধিমান্ নরের ভ্রান্তি সৃষ্টি করেনা। লিঙ্গমূর্ত্তিযুক্ত গৌরীপীঠ, শক্তিব্যতি-রেকে শিবের শবত্ব সূচনা করিয়া কালকূটপানে প্রাণরক্ষাদ্বারা পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণের ফল বিকাশ করিতেছে, এবং উত্তরদিক্‌স্থিত দীর্ঘাকৃতিদ্বারা উত্তরদিকে অবস্থিত দীর্ঘকাল-সাধনালভ্য দীর্ঘকালস্থায়ী কৈলাশে সর্ব্বদা গৌরীর সহিত শঙ্করের অবস্থান স্বীকার করিতেছে। গৌরীপীঠ বিনা (পার্ব্বতীর কৃপা ব্যতিরেকে) শিব (মঙ্গলপ্রদ) লিঙ্গের (ব্রহ্মাণ্ডচিহ্ন শঙ্করমূর্ত্তির) অবস্থান হয় না। শক্তিসাধক শঙ্কর মুহূর্ত্তকাল নিজেষ্টদেবতা মহাশক্তির বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। সৃষ্টিস্থিতিসংহারশক্তির সমাশ্রয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর শক্তিশূন্য হইলে, জড়ের ন্যায় অতি-তুচ্ছ হইয়া যাইবেন, এইজন্য ত্রিলোকমূর্ত্তি ত্রিলোচন, লিঙ্গদেহ-ধারণ-সময়ে গৌরীপট্টব্যপদেশে(২) নিজশক্তিদায়িনী মহামায়ার চরণকমল স্বকীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। শিবলিঙ্গের মোহদাতা প্রলয়কারী তমোগুণজাত পাতালতুল্য নিম্নদেশ, ও কর্ম্মদায়ী সৃষ্টিকারী রজোগুণোৎপন্ন মর্ত্তলোক-সদৃশ গৌরীপট্ট নামক মধ্যদেশ, এবং জ্ঞানপ্রদ পালনকারী সত্ত্বগুণসম্ভূত স্বর্গসদৃশ মস্তকপ্রদেশ, শিবের সর্ব্বব্যাপিত্ব সূচনা করিয়া শঙ্করের ত্রিজগৎ-

(১) ভিন্ন, পৃথক। (২) ছলে।

মূর্ত্তি বিকাশ করিতেছে। শঙ্কর, মধুরভাবে কঠোর তপস্যা করিয়া স্বকীয়-ইষ্টদেবতা কালীর করুণায় সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভপূর্ব্বক কালকূটপানে মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। মানব, ভক্তিপূর্ণ পূজাদ্বারা জ্ঞানদাতা শিবের কৃপা লাভ করিতে না পারিলে, কেবল-তত্ত্বজ্ঞান-বিনির্ম্মিত শক্তিসাধনা-সোপানে আরোহণ করিতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ হইবে। নিজমঙ্গলপ্রার্থী শক্তিসেবী মনুষ্য সখ্যভাবে শক্তিসাধনাকারী বিষ্ণুর প্রতি বিমলা ভক্তি করিবে, কেশবের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে জ্ঞানগঠিত শক্তিমার্গের কবাট উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। শাক্তগণ, নিজবনিতা বর্জ্জন করিয়া সমস্ত পররমণীতে মূলাপ্রকৃতি বিশ্বজননী পার্ব্বতীর মূর্ত্তি চিন্তা করিবেন। পরকামিনীতে পত্নীজ্ঞান, ইন্দ্রিয়গণকে বিমোহিত করিয়া কামভাব সঞ্চার পূর্ব্বক নিজমন কলুষিত করিয়া নরকদ্বার উদ্ঘাটন করে, ও গর্ভধারিণীজ্ঞান, মন হইতে দুষ্টভাব অপসারিত করিয়া প্রবলেন্দ্রিয়-বিজয়পূর্ব্বক পুণ্যবুদ্ধি সমুৎপাদন করিয়া স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে, এবং পার্ব্বতীজ্ঞান, হৃদয়কে ভক্তিরসসিক্ত করিয়া ইন্দ্রিয়-জয়সাধনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ করিয়া মোক্ষদ্বার অনাবৃত করে। বন্ধনকারণ নারীতে শৃঙ্গারভাব বর্জ্জন করিবার জন্য ঋষিগণ, শক্তিসাধনায় কুমারীপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বন্ধন ও মুক্তির কারণ নিজমন, হিংসাদ্বেষ-কুটিলতা-প্রভৃতি কলুষভাব পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, জীবের বহুসাধনাদ্বারাও দেবীর চরণকমল লাভ হয় না, ও বহুতীর্থ-ভ্রমণদ্বারা সদ্‌গতিপ্রাপ্তি হয় না। জ্ঞানরূপ মানসতীর্থে অবগাহনকারীর পরমগতি-প্রাপ্তি হয়।

স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে :—

ধ্যানপূতে জ্ঞানজলে রাগদ্বেষ-মলাপহে।
যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাংগতিং॥

যে মানব ধ্যানবিশোধিত রাগদ্বেষাদি-মনোমলের নাশকারী জ্ঞানরূপ-জলপূর্ণ মানসতীর্থে স্নান করে, সে মানব পরমগতি লাভ করে।

জ্ঞানপ্রার্থী সাধকগণ, সংসারের মূলকারণ শক্তিসমুৎপন্না নারীর নরকপ্রদ প্রেমভাব পরিত্যাগ করিয়া চিত্তমলের অপসারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা দেবীভাবে কামিনীকে চিন্তা করিবেন।

কুলার্ণবতন্ত্রে :—

স্ত্রিয়ং গৌরীধিয়া দেবি ভাবয়েন্নাবমানয়েৎ।

শিব বলিলেন, "হে দেবি! পরস্ত্রীকে গৌরী বলিয়া চিন্তা করিবে, কামভাবদর্শনরূপ অবমাননা করিবে না।"

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে :—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

হে দেবি! ত্রিজগতে সমস্ত বিদ্যা, ও বালিকাদি অংশের সহিত সমস্ত স্ত্রী তোমার অংশ।

পুরুষের সত্ত্বগুণপূর্ণ হৃদয়ে কামিনীর প্রতি উদিত কামভাব, সূর্য্যদর্শনে অন্ধকারের ন্যায় দেবীভাব দর্শন করিয়া স্বয়ং বিলীন হয়। শঙ্কর চিত্ত-শুদ্ধির জন্য সমস্ত সাধনাকর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। মানব, চিত্তমলবিধ্বংসে কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য বিদিত হইয়া সাধনাদ্বারা মনের অসৎপ্রবৃত্তি বিনাশ পূর্ব্বক চিত্তমল অপসারণ করিতে না পারিলে, কোটিকল্পকাল সাধনা করিলেও, জগজ্জননীর পাদপদ্মপরাগলাভে বঞ্চিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করেন।" পতঞ্জলিরূপে যোগমার্গসৃষ্টিকারী বলরামরূপী অনন্ত-দেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্ন, বলরামের সুরাপানদোষ পরিত্যাগ করিলেন, এবং তেজোরূপ প্রথমতত্ত্ব, ও পবনরূপ দ্বিতীয়তত্ত্ব, জলরূপ তৃতীয়তত্ত্ব, ধরণীরূপ চতুর্থতত্ত্ব, এবং আকাশরূপ পঞ্চমতত্ত্বের দ্বারা কৈবল্য-দায়িনী কালীর উপাসনা করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। শাস্ত্রকারগণ কিজন্য এক বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্নভিন্ন-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ?

গুরু। শাস্ত্রকারগণ, অরুন্ধতীদর্শনন্যায়ের মত ক্রমশঃ স্থূলবিষয় হইতে সূক্ষ্মতম বিষয় অববোধের জন্য এক বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অরুন্ধতীদর্শনন্যায় যথা :—"অরুন্ধতী-দর্শনপ্রার্থী শিষ্য, গুরুসমীপে গমন করিয়া "কাহাকে অরুন্ধতী বলে" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু বলিলেন, "নীলবর্ণ আকাশের মধ্যস্থিত বিশেষ-জ্যোতিঃপদার্থকে অরুন্ধতী বলে।" অনন্তর গুরু, শিষ্যের আগ্রহ দর্শন করিয়া পুনরায় বলিলেন, "গগনমধ্যস্থ বিশেষজ্যোতিঃপদার্থকে চন্দ্র বলে, ও তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিঃপদার্থ-সমূহকে অরুন্ধতী বলে।" কিছুদিন পরে গুরু, শিষ্যের চিত্তস্থৈর্য্য পরীক্ষা করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিঃপদার্থগণকে নক্ষত্র বলে, এই নক্ষত্রগণের মধ্যে এক-স্থানস্থিত সপ্তজ্যোতিঃ-পদার্থকে অরুন্ধতী বলে।" শিষ্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া কালাতিপাত করিলে, গুরু শিষ্যকে পুনর্ব্বার বলিলেন, "এই সপ্ত-জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যস্থিত এক জ্যোতিঃপদার্থের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রতম জ্যোতিঃপদার্থকে অরুন্ধতী বলে, ও একত্রস্থিত সপ্তজ্যোতিঃপদার্থকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে। আমি, তোমার সূক্ষ্মতম-পদার্থজ্ঞানের জন্য শশাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নক্ষত্রজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক সপ্তর্ষিমণ্ডলজ্ঞান বিতরণ করিয়া অরুন্ধতী দর্শন করাইলাম।" সেইরূপ শাস্ত্রকারগণ, প্রথমে স্থূলোপদেশ প্রদান করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মোপদেশ বিতরণ পূর্ব্বক সূক্ষ্মতমোপদেশ-প্রদানের জন্য এক বিষয় বহুগ্রন্থে বহুরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন! সূক্ষ্মতম-বিষয়-অবগতির জন্য দর্শনশাস্ত্র আবশ্যক। মানব, দর্শনশাস্ত্র-সাহায্যে সমস্ত শাস্ত্ররহস্য ভেদ করিয়া সর্ব্বসংশয় নিরাস(১)

(১) দূরীভূত করিয়া।

পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত সূক্ষ্মতম পদার্থ অনুসন্ধান করিবেন, এই জন্য পরমেশ্বর দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিষ্য। অনন্তর বলরাম কি করিলেন?

গুরু। অনন্তর বলরাম, জলকেলি করিবার জন্য যমুনাকে আহ্বান করিলেন, ও কালিন্দীর অনাগমনে কুপিত হইয়া হলাগ্রদ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিলেন। যমুনা, সঙ্কর্ষণের অসীম পরাক্রম অবলোকন করিয়া সভয়চিত্তে বলরামের স্তুতিপূর্ব্বক বশবর্ত্তিনীভাবে অবনতমস্তকে হলধরের আদেশ গ্রহণ করিলেন। একদা জাম্ববতীসুত শাম্ব, কৌরবপালিত হস্তিনায় গমন করিয়া স্বয়ংবরস্থিতা দুর্য্যোধনকন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিলেন। "আমাদিগের অনুগ্রহদত্ত ভূমির উপভোগকারী যাদবগণ, আমাদিগের সহিত সংগ্রাম করিলে, অস্ত্রশস্ত্র বিফল করিয়া দর্পভঙ্গপূর্ব্বক নিজ-নিজ-প্রাণরক্ষার জন্য হস্তিনা হইতে পলায়ন করিবে" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া কৌরবগণ, প্রকুপিতচিত্তে দুর্ব্বিনীত কৃষ্ণসুত শাম্বকে সমরে পরাস্ত করিয়া অন্তঃপুর-মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ অদৃষ্টের ন্যায় অখিলকর্ম্মের প্রকাশক নারদ, দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া শাম্বের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। বলরাম, কুরুকুলের সহিত কলহ করিবার অনিচ্ছামানসে ক্রোধান্বিত যাদবগণের হস্তিনাগমন নিষেধ করিয়া স্বয়ং হস্তিনানগরের বাহ্যোপবনে(১) গমনপূর্ব্বক কৌরবসমীপে উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ, উদ্ধবমুখে বলরামের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে হলধরের প্রত্যুদ্গমন(২) পূর্ব্বক যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাকে নিজপুরে আনয়ন করিলেন। সঙ্কর্ষণ, বন্ধুদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "হে কৌরবগণ! উগ্রসেন নৃপতি

(১) বহির্ভাগস্থিত উদ্যানে—বাহিরের বাগানে।

(২) মান্য ব্যক্তি আসিলে আগে গিয়া তাঁহাকে আনয়ন।

আপনাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন; আপনারা বহুজন অধর্ম্মাবলম্বনে ধার্ম্মিক এক কৃষ্ণতনয়কে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, আপনাদিগের সহিত বন্ধুত্বহেতু তাহা আমি ক্ষমা করিলাম।" সঙ্কর্ষণের এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুগণ, প্রকুপিতচিত্তে বলিলেন, "অহো! অনতিক্রমণীয় কালপরিণাম আশ্চর্য্য কর? চিরচর্ম্মপাদুকা (১) অদ্য মুকুটসেবিত শিরে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। যাদবগণ, আমাদিগের সহিত যৌনসম্বন্ধে (২) আবদ্ধ হইয়া একত্র ভোজনশয়নহেতু আমাদিগের সদৃশ হইয়াছে, ও কিঙ্করতুল্য হইয়া অদ্য শৃগাল সিংহের ন্যায় আমাদিগকে আদেশ করিতেছে।" এইরূপ কৌরবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলরাম বলিলেন, "অসাধু-সকল, সদুপদেশ শ্রবণ করেনা ও পশুদিগের লগুড়ের(৩) ন্যায় দণ্ড হইতে ভীত হয়। আমি আগমনকৌশলে যাদবসকলের কোপশান্তি করিয়াছি। ঐশ্বর্য্যমত্ত কৌরবগণ অনুচিতবাক্‌প্রয়োগে আমার অপমান করিল, আমি অদ্য বসুন্ধরাকে কৌরবশূন্যা করিব।" এই বলিয়া কোপানলপ্রজ্বলিত সঙ্কর্ষণ, হস্তিনাকে উৎপাটিত করিয়া গঙ্গায় প্রক্ষেপ করিবার জন্য লাঙ্গল ধারণ করিয়া কৌরবপুরী কর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌরবগণ, বলরামের হলযোগে জলযানের ন্যায় ঘূর্ণ্যমানা হস্তিনা-পুরীর জাহ্নবীজলে পতনসম্ভব অনুমান করিয়া ভীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে হলধরের শরণাপন্ন হইলেন, এবং লক্ষ্মণার সহিত শাম্বকে প্রদান করিয়া বলরামের অপরিমিত-পরাক্রম-দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। নীলাম্বর, ভক্তিপূর্ণ স্তুতি শ্রবণ করিয়া কৌরব-দিগকে অভয়দানপূর্ব্বক বধূর সহিত অনুজপুত্রকে গ্রহণ করিলেন, ও প্রচুর-উপঢৌকন-দাতা দুর্য্যোধনের সহিত নিজপুরী দ্বারকায় আগমন করিলেন।

(১) চামড়ার জুতা। (২) বৈবাহিক সম্বন্ধে। (৩) লাঠী।

শিষ্য। পরমব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ জন্মান্তরে বলরামরূপে কি জন্য সুরাপান করিলেন ?

গুরু। যেমন মানব, প্রথমে রসনেন্দ্রিয়সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্য সম্পাদন করিয়া নরগণের ভক্তিভাজন হন, ও বাণপ্রস্থসময়ে যোগাভ্যাস করিয়া যশোবিতান দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত সমাচ্ছাদিত করেন, এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানকালে দৈবাধীনতাহেতু নিজকর্ম্মলব্ধ নিয়মশূন্য ভোজনাদি ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া, মায়াকল্পিত ভুবনের ঘটের কুলালাদির ন্যায় নিমিত্তকারণ এবং মৃত্তিকার ন্যায় উপাদানকারণ সর্ব্বব্যাপক পরমব্রহ্মের সুখানুভব করিতে করিতে দিনযাপন করেন, সেইরূপ শ্রীপতির শয়নস্থান শেষসর্প, ত্রেতাযুগে প্রথম-জন্মে লক্ষ্মণরূপে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সম্পাদন করিয়া ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা পরমপুরুষ রামচন্দ্রের প্রীতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, ও শ্রীহরির আদেশে পরমযোগি-পতঞ্জলিরূপে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারসাগরের জলযানরূপ যোগশাস্ত্র রচনাপূর্ব্বক অজ্ঞানান্ধ নরগণের মোহ বিনাশ করিয়া পরমেশ্বরের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছেন, এবং সীতাপতির বরপ্রভাবে দ্বাপরশেষে কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ-বলরামরূপে তৃতীয়জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানসময়ে সংসারসমুদ্রের আসক্তি-বাসনা-শোকাদিরূপ উত্তাল তরঙ্গের অব্যাহতির জন্য শাস্ত্রীয়-সংস্কারযুক্ত সুরা পান করিয়া সর্ব্বব্যাপি পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কারোৎপন্ন নিরবচ্ছিন্নসুখে চিত্ত নিমগ্ন করিয়া কালাতিপাত করিতেন। যেমন মানব, প্রথমে দক্ষিণাচারে ব্রহ্মচর্য্যের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া সদ্‌গুরুর সাহায্যে দুর্ভেদ্য তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কুলাচার গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিহিত সুরাপান করেন, সেইরূপ কঠোরব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ, সুহৃস্রস্কন্ধরাবণের বিনাশ-সময়ে কালীর অসীম শক্তি অবলোকন করিয়া দক্ষিণাচারে কালীর উপাসনা করিলেন, এবং বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া জন্মান্তরীয়-সংস্কার-বশতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলাচারে সুরাদ্বারা সগুণব্রহ্ম কালীর উপাসনা করিয়া,

কালীসাধনার ফলে নির্গুণ পরমব্রহ্মের নিরবকাশ(১) আনন্দ অনুভব করিতেন। বলরামের অভিপ্রায়ঃ—"ব্রাহ্মণগণ, পরমব্রহ্মকে শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া প্রাতঃকালে ব্রহ্মাণী, ও মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী এবং সায়াহ্নে মাহেশ্বরীরূপে উপাসনা করেন। শয়নস্থানরূপে শ্রীহরির চিরকিঙ্কর আমি, মানবশ্রেষ্ঠ ভূদেবগণের অনুকরণে ত্রিগুণধারিণী মহাশক্তি সগুণব্রহ্ম কালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলাচারে সাধনা করিয়া উপাসনার ফলে ত্রিগুণাতীত পরমব্রহ্মের স্বতঃসম্ভূত সুখ সম্ভোগ করিয়া কালযাপন করিব। গৃহহীন প্রান্তরে (২) প্রভূত রত্ন স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মলপূর্ণ-নালিকা(৩) বেষ্টনের ন্যায় শাস্ত্রীয়-সুরাপান দ্বারা অমূল্য তত্ত্বজ্ঞানের আবরণ প্রদান করিলে, নরগণ, আমার উদ্দেশ্য অবগত না হইয়া ভ্রান্তচিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের জন্য আমার বিঘ্নাচরণ করিবেনা। কুলাচারের ন্যায় দক্ষিণাচার আশু-অষ্টপাশচ্ছেদনে ও শীঘ্রতত্ত্বজ্ঞানবিকাশে সমর্থ হয় না, অতএব অষ্টপাশ-নির্ম্মূলকারী ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশক কুলাচারে সুরাপান দোষাবহ নহে।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলরাম, শাস্ত্রীয় সুরাপান করিতেন, ও কৈশোরে কৃষ্ণের সহিত কৃতান্তপুরী গমন করিয়া গুরুপুত্র আনয়ন করিয়াছিলেন।

শিষ্য। কৃষ্ণ কিজন্য যমালয়ে গমন করিয়াছিলেন?

গুরু। সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা ভক্তাধীন শ্রীহরি, ত্রেতাযুগীয়-রামাবতারকালে নিজভক্ত লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী অবলামুখঅদর্শন নিদ্রাশূন্য অনশনরূপ কঠিন ব্রহ্মচর্য্যের ফলে দ্বাপরে লক্ষ্মণকে নিজজ্যেষ্ঠ বলরাম করিয়া কৃষ্ণরূপে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিতেন, ও গোপাঙ্গনা-কুব্জা-প্রভৃতি রমণী-গণের নিজ-নিজ-তপস্যার ফলদানের জন্য বদ্ধমানব-অবোধ্য সংসারবিরুদ্ধ শৃঙ্গারাদি কর্ম্ম করিয়া ভক্তাধীনতা প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তগণের নিখিলবিদ্যাপ্রদানকারী মায়ামানব সর্ব্বজ্ঞ সেই কেশব, কৈশোরে কংস

(১) নিরবচ্ছিন্ন। (২) মাঠে। (৩) নালা

বিনাশ করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করিলেন, ও ক্ষত্রিয়োচিত-উপনয়নকালে যদুকুলাচার্য্য গর্গের নিকটে গায়ত্রী গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যোপাসনার অভিনয় করিতেন, এবং অবন্তীপুরনিবাসী সান্দীপনি গুরুর সমীপে বসতিপূর্ব্বক অল্পকালমধ্যে গুরুর উচ্চারণমাত্রে সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া দক্ষিণাদানের জন্য গুরুর নিকটে প্রার্থনা করিলেন। সান্দীপনি গুরু, কৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমা অনুমানপূর্ব্বক পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রভাসে মহাসমুদ্রে মৃত পুত্রের গৃহানয়ন-দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া প্রভাসে গমনপূর্ব্বক সমুদ্রকে বলিলেন, "রত্নাকর! ত্বদীয়-তরঙ্গগ্রস্ত আমার গুরুপুত্রকে প্রদান কর।" কেশববাক্যান্তে সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "দয়াময়! আমি আপনার গুরুপুত্রকে অপহরণ করি নাই। মদীয়-জলমধ্যনিবাসী দুর্জ্জয় শঙ্খরূপধারী পঞ্চজননামক অসুর আপনার শিক্ষকসুতকে অপহরণ করিয়াছে।" তারপর মাধব, অর্ণবজলে প্রবেশ করিয়া পঞ্চজন অসুরকে নিহত করিলেন, ও তাহার উদরে গুরুসুতের অদর্শনে তদঙ্গোৎপন্ন শঙ্খ গ্রহণ করিয়া গগন-গামী রথে আরোহণপূর্ব্বক পূয়শোণিতপূর্ণ-বৈতরণী-পরিবেষ্টিত শমনভবনে গমন করিলেন। অনন্তর সংজ্ঞাগর্ভজ সূর্য্যসুত কৃতান্ত, বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া মাধবাদেশে গুরুপুত্রকে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, মৃত গুরুসুত যমালয় হইতে আনয়ন করিয়া সান্দীপনি গুরুকে প্রদান করিয়া তদীয় আশীর্ব্বাদ গ্রহণপুরঃসর নিজনিলয়ে আগমন করিলেন। সান্দীপনি, কৃষ্ণার্পিত মৃতপুত্রকে জীবিতভাবে অবলোকন করিতে করিতে আনন্দস্রোতে ভাসমান হইয়া উচ্চকণ্ঠে নিজেষ্টদেবতা সগুণব্রহ্ম কালীর স্তব করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। সগুণ ব্রহ্ম, কি মানবের ন্যায় চাটুবাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হন?

গুরু। সগুণ ব্রহ্ম মনুষ্যের ন্যায় চাটুবাক্যপ্রিয় নহেন। বিশেষতঃ

ব্রহ্মের উপরে চাটুবাক্য প্রয়োগ হইতে পারে না। অতিরিক্ত গুণ-ব্যাখ্যানকে চাটুবাক্য বলে। একস্থানসন্নিবিষ্ট অসংখ্য মানব সগুণ ব্রহ্মের অসীমগুণ বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ হয়। যেমন বর্ণিত ত্রিসংখ্যকপ্রাসাদপতি-লক্ষমুদ্রাস্বামী—শতবিঘাভূমীশ্বরাদি শব্দ, পৃথিবী-পতির অতুলৈশ্বর্য্যের পরিমাণতুল্য না হইয়া ক্ষিতিপতির তিরস্কার বিধান করে, সেইরূপ স্তোত্রনিবদ্ধ দয়াময়ী—অসুরনাশিনী—চতুর্ব্বর্গদায়িনীপ্রভৃতি শব্দ, সগুণ ব্রহ্ম কালীর অসীম গুণের পরিমাণতুল্য না হইয়া কালনাশিনীর তিরস্কার বিধান করে। যেমন অতিঅপবিত্র পথজল, গঙ্গায় পতিত হইয়া স্বকীয় অপবিত্রতা বিনাশপূর্ব্বক গঙ্গোদকসমতা প্রাপ্ত হইয়া অন্য অপবিত্র পদার্থকে পবিত্র করে, সেইরূপ অশুচি লৌকিক শব্দ, কালীর গুণবর্ণনায় প্রযুক্ত হইয়া স্বীয় অপবিত্রতা বিধ্বংসপূর্ব্বক বেদবাক্যতুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রোতৃগণকে পবিত্র করে।

কুলার্ণবে দেবীস্তোত্রে :—

স্বৃষ্টিস্থিতিক্ষয়করীং জগতাং ত্রয়াণাং,
স্তুত্বা গিরং বিমলয়াম্যহমম্বিকে ত্বাম্‌ ॥

হে অম্বিকে! আমি, ত্রিজগতের স্বৃষ্টিপালনসংহারকারিণী আপনাকে স্তব করিয়া আমার বাক্য বিশুদ্ধ করিতেছি।

অতএব ঋষিগণ, নিজ নিজ বাক্য পবিত্র করিবার জন্য শত্রুমিত্রসমদর্শী স্তবনিন্দাসমজ্ঞানী সগুণ ব্রহ্মের স্তোত্রপাঠ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। বহুগুণের একাংশস্পর্শী বাক্য চাটুবাক্য হইতে পারেনা, কল্পিতগুণপ্রকাশক বাক্যকে চাটুবাক্য বলে। অশেষগুণসমুদ্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্রও চাটুবাক্য নহে।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ, মৃদ্‌ভক্ষণচ্ছলে মুখমধ্যে ত্রিভুবন দর্শন করাইয়া যশোদার

মোহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ও অন্নভিক্ষাছলে ঋষিপত্নীগণের নিকটে অন্ন গ্রহণ করিয়া অন্যের অজ্ঞাতভাবে ঋষিযজ্ঞ পূর্ণ করিয়াছিলেন। গোপ-ললনাগণ, শ্রীকৃষ্ণের করকমলে নবনীতপিণ্ড (১) সাদরে সমর্পণ করিয়া বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতি প্রকাশপূর্ব্বক নিজনিজোপরি ধন্যবাদ প্রদান করিতেন। গোবৎসরূপী বৎসকাসুর কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য ধেনু-গণের মধ্যে প্রবেশ করিলে, সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ, তাহার পশ্চাৎস্থিত পদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক কপিত্থবৃক্ষে(২) নিপাতিত করিয়া যমপুরী প্রেরণ করিলেন। রজস্বলা দ্রৌপদী, বস্ত্রহরণকালে অন্যের অলক্ষিতভাবে কৃষ্ণদত্ত বহুবসন প্রাপ্ত হইয়া নিজলজ্জা নিষেধপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। কেশব, সকলের নেত্রনিমীলনসময়ে নিজমুখে ভীষণ দাবানল পান করিয়া গোপগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ও প্রশ্নতির আদেশে হিরণ্যকশিপুর জাতমাত্রমরণরূপ-অভিশাপে কংসনিহত দেবকীর ষট্‌পুত্ররূপী ষড়্‌গর্ভগণকে বলিভবন সুতল হইতে আনয়ন করিয়া নিজজননী দেবকীকে দর্শন করাইয়াছিলেন, স্যমন্তক মণির সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াও লোক-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য স্যমন্তকস্থিতি প্রকাশ করিলেন না, অত্যন্তদয়ালুতাহেতু মণিগোপনকারী অক্রূরাদির অপরাধ ক্ষমা করিলেন, এবং অভিমান-শূন্যতা-বশতঃ অঞ্চলস্থিত তণ্ডুলকণা(৩) ভক্ষণ করিয়া বাল্যবন্ধু মলিনবসন সুদামনামক অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণকে অতুলৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণরূপী হরি, একশত-পঞ্চবিংশতি-বৎসর অবনীতে অবস্থিতি করিয়া কমলযোনির অনুরোধে ভূদেবশাপব্যাজে (৪) নিজকুলধ্বংসপূর্ব্বক নিজ ভক্ত উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করিয়া ভুবনশিক্ষার জন্য তাহার ধরণীস্থিতি

(১) ননীর তাল।

(২) কয়েত বেলের গাছ। (৩) চালের কণা অর্থাৎ খুদ।

(৪) ব্রহ্মশাপের ছলে।

আদেশ করিলেন, এবং শবর (১) শরস্পর্শচ্ছলে শুক্রশোণিতসম্বন্ধশূন্য নিজসৃষ্ট মায়িক মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজমায়ায় সংস্থাপিত বিনাশোৎপত্তিরহিত কোটিচন্দ্রকান্তি ত্রিভুবনমোহন চতুর্ভুজধারী স্বকীয় তৈজস (২) বিষ্ণুশরীর গ্রহণ করিয়া আনন্দচিত্তে চিরনিবাস বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "উদ্ধব! জীবগণ চণ্ডালপবিত্রকারিণী এক ভক্তিদ্বারা আমাকে লাভ করিতে পারে। রোমহর্ষ, চিত্তের দ্রবতা, এবং আনন্দাশ্রুকণা ব্যতিরেকে ভক্তিসঞ্চার অনুমিত হয় না। যেমন অগ্নি, কাষ্ঠ সমাশ্রয়পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইয়া স্বর্ণমল (৩) ধ্বংস করে, সেইরূপ মদীয়া ভক্তি, গদ্‌গদ্‌বাক্য ও রোদন, অঘৃণা, অলজ্জা, অভয়, হাস্য, এবং নৃত্য সমাশ্রয় করিয়া বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া ভক্তবৃন্দের চিত্তমল (৪) বিদূরিত করে। বেদাধ্যয়ন ও দান, যজ্ঞ, সাংখ্য, যোগ, এবং তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠা জ্বরপীড়িত নরের অন্নের ন্যায় মহাপাপীর অরুচিকরী অন্তর্ম্মলনাশিনী মোক্ষদায়িনী মদগতা ভক্তি, ব্রহ্মত্বাদি পারলৌকিক, ও সার্ব্বভৌমাদি ঐহিক অভিলাষ বিনাশ করে, বৈরাগ্য সৃষ্টি করিয়া সংসারাসক্তি সংহার করে, এবং প্রজ্বলিতবহ্নি কাষ্ঠের ন্যায় নিরহঙ্কার ভক্তের পাপরাশি বিধ্বংস করে। মদীয় পাদপঙ্কজ বিনা অন্যপ্রার্থনাশিনী সর্ব্বকর্ম্মবিলোপিনী মন্নিষ্ঠা ভক্তি, আমার গুণ-শ্রবণে শ্রদ্ধা, ও দাসত্বে সর্ব্বশরীর, কর্ম্মবর্ণনায় বাক্য, উৎসবে নৃত্য গীত, এবং আমার সাধনায় প্রিয়তম পদার্থ প্রদান করিয়া ভক্তের হিংসাদ্বেষাদিমলপূর্ণ মনের রজস্তমোগুণ অপসারিত করিয়া কেবল-

(১) ব্যাধ। (২) তেজোময়।
(৩) সোনার ময়লা খাদ। (৪) মনের ময়লা বিকার।

সত্বগুণপূর্ণতা সম্পাদন করে। সূর্য্য, শশাঙ্ক, (১) শতক্রতু, (২) সমীরণ, (৩) এবং শমনাদি (৪) সুর সকল আমা হইতে ভীত হইয়া নিজ-নিজ-কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। যেমন তরুর মূলসেচন তাহার শাখা প্রশাখা পত্রাদি সকলের তৃপ্তি সাধন করে, সেইরূপ ত্রিভুবনমূল আমার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি নিখিল জীবকে সন্তুষ্ট করে। ব্রহ্মচর্য্য, বেদপাঠ, শাস্ত্রবিহিত সুকৃতি, তীর্থভ্রমণ, সন্ন্যাস, এবং যোগাভ্যাসের সম্বন্ধবিহীন নীচ-কুলোৎপন্ন গোপাঙ্গনাগণ, কেবল ভক্তি সমাশ্রয় করিয়া পরমযোগিদুর্ল্লভ বহুপুণ্যাসাধ্য পরমপদ লাভ করিয়াছে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি আমার দুর্ব্বুদ্ধিনাশের জন্য ভক্তিবিষয়ে উদাহরণ প্রদান করুন।

গুরু। সুদর্শন নৃপতি, সরিৎপুলিনে (৫) ভ্রমণ করিতে করিতে দৈব-যোগে এক শালগ্রাম-শিলাখণ্ড অবলোকন করিয়া সচিব(৬)দ্বারা গৃহে আনয়নপূর্ব্বক পুণ্যদিবসে নূতন মন্দিরে জ্ঞানী ভূদেবদ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রাহ্মণ-অতিথিগণ, দেবালয়ে রাজার বিভবানুরূপ ভোজন ও দান লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিজ নিজ নিলয়ে গমন করিলেন। অনন্তর নিশিথে স্বপ্নসময়ে কোন সন্ন্যাসী, নিদ্রিত নৃপের নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন, "রাজন্! তুমি, ঋষিপূজিত অপূর্ব্বশিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া মঙ্গল কার্য্য করনাই। অধুনা যদি তোমার হৃদয়ে স্বকীয়-কুশল-বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি অচিরে পূর্ব্বস্থানে শিলা স্থাপন কর। তোমার হিতকর মদীয় বচনে অরুচি হইলে, ষণ্মাসমধ্যে তোমার বনিতাসুত প্রভৃতি সমস্ত রাজ্য কালকবলে পতিত হইবে, গরল-সুধার মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা পান কর।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন।

---

(১) চন্দ্র (২) ইন্দ্র (৩) বায়ু (৪) যম প্রভৃতি।
(৫) নদীর তীরে। (৬) মন্ত্রী।

রাজ্ঞা, স্বপ্নযোগে শালগ্রামের অপূর্ব্ব মহিমা অবগত হইয়া প্রভাতে কাহারও সমীপে স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন না, এবং একান্ত-ভক্তিবশতঃ রাজ্যধ্বংসে বদ্ধপরিকর হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে শিলাসেবার বিশেষ-ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর পঞ্চমাসমধ্যে প্রজাপুঞ্জ বসন্ত-পীড়ায়, ও সুত-সচিবাদি স্বজনবর্গ বিসূচিকা(১)রোগে কৃতান্তভবনে গমন করিলেন। পত্নী-সহায় ক্ষিতিপতি(২), বিপদর্ণবে(৩) নিমগ্ন হইয়াও শিলার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি করিলেন, এবং পুনরপি স্বপ্নযোগে "শিলার অত্যাগে তৃতীয় দিবসে ভার্য্যা-বিয়োগ, ও বিংশতি-দিবসের দশঘটিকা-কালে(৪) বজ্রপতনে নিশ্চয় তোমার মরণ হইবে" এইরূপ সন্ন্যাসিবাক্য শ্রবণ করিলেন। পুত্রশোক-বিধুরা রাজপত্নী স্বপ্নকথিত দিবসে সন্ধ্যাসময়ে সর্পদংশনে শমননগরীর অতিথি হইলেন(৫)। তারপর মাধবে সমানভক্তিকারী সহায়শূন্য নরপতি, স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট কালে পবিত্রভাবে প্রাঙ্গণে(৬) উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি নারায়ণের শ্রীপাদপঙ্কজ-প্রাপ্তির অভিলাষ করিয়া নিজহস্তে সমস্ত রাজ্য সমুদ্রসলিলে নিক্ষিপ্ত করিয়াছি। সম্প্রতি বজ্রযোগে মৃত্যু হইলে, আমি এই শোকসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইব, আমার প্রাণ থাকিতে শিলা ত্যাগ করিতে পারিব না। জীবিতকাল পর্য্যন্ত নিজহৃদয়ে ভবার্ণব-তরণি কমলাকান্তের শ্রীচরণ-কমল স্মরণ করি" এইরূপ বিচার করিয়া ক্ষিতিপতি, মরণমানসে কেশবের পাদপঙ্কজ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। অনন্তর যথাসময়ে ব্যোম(৭)মার্গ হইতে বজ্রাগ্নি নরপতিসমীপে পতিত হইল। পুঞ্জীভূত শীতল সেই বজ্রানল হইতে চতুর্ভুজধারী নবমেঘকান্তি নারায়ণ,

(১) কলেরা—ওলাউঠা রোগ।
(২) পৃথিবীপতি—রাজা।
(৩) বিপদ্‌সাগরে।
(৪) বেলা ১০টার সময়ে।
(৫) মারা পড়িলেন।
(৬) উঠানে।
(৭) আকাশ।

আবির্ভূত হইয়া রাজাকে বলিলেন, "সুদর্শন! আমি, স্বকীয়-মায়াবলে সমস্ত কৌশল সৃষ্টি করিয়া তোমার দৃঢ় ভক্তি পরীক্ষা করিয়াছি। তুমি, ঐকান্তিক-ভক্তি-বলে মদীয় সকল পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়াছ, অতএব কিছুদিন নিজরাজ্য প্রতিপালন করিয়া স্থূলদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিবে" এই বলিয়া নারায়ণ নিরাকার(১) হইলেন। তারপর সুদর্শন নৃপ, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পূর্ব্ববৎ সমস্ত নিজরাজ্য অবলোকনপূর্ব্বক আনন্দপ্রবাহে ভাসমান হইয়া পত্নী-পুত্রাদির সহিত কিছুদিন রাজ্য পালন করিলেন, এবং মরণানন্তর তৈজস শরীর গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুভবনে গমন করিলেন। বর্ত্তমানদর্শী বদ্ধ জীব, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা মহাপরীক্ষক পরমেশ্বরের উপরে মিথ্যাকল্পিত দোষ সংস্থাপন করেন।

শিষ্য। তারপর শ্রীকৃষ্ণ কি বলিলেন?

গুরু। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "উদ্ধব! আমি মায়াদ্বারা অনাদি মোক্ষকরী বিদ্যা, ও অনাদি বন্ধনকরী অবিদ্যা নির্ম্মাণ করিয়াছি। অভক্তসকল, অভক্তিবলে, ও ভক্তগণ, ভক্তিবলে নিরপেক্ষ আমার নিকট হইতে অবিদ্যা ও বিদ্যা গ্রহণ করিয়া গুণানুসারে বদ্ধ ও মুক্ত হয়। আত্মা, আমার অধীন সত্বাদি-গুণোপাধিভেদ অবলম্বন করিয়া বদ্ধমুক্তভাবে অবস্থান করে, বস্তুতঃ আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ নাই। যেমন আকাশস্থিত বিম্বরূপী এক চন্দ্রের জলপূর্ণ বহুশরাবে(২) জলাদি-উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, ও জলকৃত কম্পাদি, বিম্বকে স্পর্শ না করিয়া কেবল প্রতিবিম্বকে স্পর্শ করে, এবং প্রতিবিম্বাধার-জলযুক্ত শরাবের ভঙ্গে জলগত প্রতিবিম্ব বিনষ্ট হয়, আকাশস্থিত বিম্বরূপী চন্দ্রের নাশ হয় না, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী এক আমার মায়াযুক্ত বহু অন্তঃকরণে অন্তঃকরণ—উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন

(১) অদৃশ্য। (২) শরা।

বহু অংশ, বহুজীবরূপে প্রতিফলিত হয়, ও অবিদ্যাকৃত সুখদুঃখাদি বন্ধনভাব, আমাকে স্পর্শ না করিয়া কেবল আমার অংশরূপী জীবকে স্পর্শ করে, এবং অবিদ্যাযুক্ত অন্তঃকরণের বিনাশে অন্তঃকরণ-প্রতিফলিত অংশরূপী জীব বিনষ্ট হয়, অংশিস্বরূপ নিরাকার পরমব্রহ্ম আমার নাশ হয় না। অবিদ্যায় প্রতিফলিত বহুঅন্তঃকরণ-ভেদে বহু আমার অংশরূপ জীব, মৎপ্রদত্ত-বিদ্যাবলে বন্ধনকারণ অবিদ্যা বিনাশ করিয়া পরমব্রহ্ম আমাতে বিলীন হয়। যেমন এক ঘটাকাশের রজোধূমাদি-সংযোগ অন্য ঘটাকাশ ও মহাকাশকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ এক জীবগত সুখদুঃখাদিসংযোগ অন্য জীব ও সর্ব্বজীবপতি আমাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। আমার অংশসম্ভূত জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, ও অখিল জীবের অংশী আমি কর্ম্মফল ভোগ করি না।

বেদান্তে :—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া,
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি,
অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি॥

(সুপর্ণা) বৃক্ষ হইতে পক্ষীর ন্যায় দেহ হইতে পৃথক্‌ভূত (সযুজা) সমানধর্ম্মহেতু সদৃশ (সখায়া) অবিয়োগ ও একবুদ্ধি হেতু পরস্পর বন্ধু (দ্বা) জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটী পদার্থ (সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে) (বিদ্যা দ্বারা যাহাকে ছেদন করা যায়, তাহাকে দেহরূপ বৃক্ষ বলে) নিয়ম্যনিয়ন্তৃরূপে এক সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করে, (তয়োঃ) উভয়ের মধ্যে জীব, উত্তম সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমেশ্বর, কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া নিত্যানন্দ-তৃপ্তভাবে প্রকাশিত হন।

বন্ধনকারণ অবিদ্যা, তামসিক বৃত্তি দ্বারা বুদ্ধি কলুষিত করিয়া

সংসারাসক্তি বৃদ্ধিপূর্ব্বক নৈসর্গিক(১) জ্ঞান সমাচ্ছাদিত করিয়া জীবগণকে বদ্ধ করে। মোক্ষকারণ বিদ্যা, সাত্বিক বৃত্তি দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়া বৈরাগ্য-বৃদ্ধিপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান সমুদ্ভাসিত করিয়া প্রাণিগণকে মুক্ত করে। মানব, সাধনা দ্বারা আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া মৎস্বরূপ-জ্ঞান-প্রাপ্তিপূর্ব্বক মুক্ত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেনা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকঃ—

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বান্,
অপিপ্পলাদো নতু পিপ্পলাদঃ।
যো ঽবিদ্যয়াযুক্ সতু নিত্যবদ্ধো,
বিদ্যাময়ো যঃ সতু নিত্যমুক্তঃ॥

তত্ত্বজ্ঞানবলে কর্ম্মফল-অভোক্তা সেই মুক্ত-জীব, নিজকে ও ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কর্ম্মফলভোগী বদ্ধজীব কাহাকেও জানেনা। যে অবিদ্যা-যুক্ত, সেই নিত্যবদ্ধ, কিন্তু যে ব্রহ্মবিদ্যাপূর্ণ সেই নিত্যমুক্ত।

সাক্ষিত্বহেতু অবস্থাত্রয়রহিত জীব, অবিদ্যাবলে সত্বগুণসম্ভূত জাগরণ, ও রজোগুণোৎপন্ন স্বপ্ন, এবং তমোগুণজাত সুষুপ্তি(২)দশা অনুভব করে, ও মৎপ্রদত্তবিদ্যাবলে আমার স্বরূপ তুরীয়াবস্থায় অবস্থান করিয়া অহঙ্কারকৃত সংসার-বন্ধন পরিত্যাগ করে। যেমন অবিদ্যার অংশোৎপন্না নিদ্রা জীবের উপরে স্বাপ্নিক পদার্থ কল্পনাকরে, সেইরূপ মদধীনা মায়া পরমব্রহ্ম আমার উপরে এই ত্রিভুবন কল্পিত করিয়াছে। অহমজ্ঞানাদি মনোবিকারের অধীন জীব, জাগ্রদ্‌ভিন্ন অবস্থান্তরে বিনাশশীল এই ত্রিজগৎ পরিণামে রূপান্তর-গ্রহণহেতু আকাশনীলিমার ন্যায় চিরভ্রান্তিরূপে দর্শন করিতেছে, ও

(১) স্বাভাবিক।

(২) অচেতনে নিদ্রা; পুরীতৎনামক নাড়ীতে মনঃসংযোগ জন্য গভীর নিদ্রা—সেই অবস্থায় স্বপ্নাদিদর্শন হয়না।

সুখাভিলাষে বহু পুণ্যকর্ম্ম করিয়া নিজনালাবদ্ধ পেশস্কারের(১) ন্যায় নিজ-বাসনায় আবদ্ধ হইয়া অবিদ্যার পরপারে গমন করিতে পারেনা। বহুসুকৃত-কারী মানব, সৌভাগ্যবশতঃ সদ্গুরুর সাহায্যে আমার উপাসনা করিয়া মদীয় করুণায় মদধীনা বিদ্যা লাভ করিয়া অহমৃজ্ঞান বিধ্বংসপূর্ব্বক সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়। বদ্ধ জীব সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা জীবন্মুক্ত প্রাণী-দিগের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেনা। জীবন্মুক্ত জীবগণ, যশোঽভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নটের ন্যায় বিবিধ বেশ ধারণ করেন

নিত্যাতন্ত্রে তৃতীয়পটলে :—

নানাবেশধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে।

তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষগণ, নানাবেশ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন।

কোন কোন মুক্তপুরুষ, বালকের ন্যায় মানাপমানশূন্য হইয়া ভূতলে ভ্রমণ করেন, যথা :—ব্যাসতনয় শুক, অনুধাবনকারী পিতার সুতবিরহানল নির্ব্বাপণ করিবার জন্য যোগবলে ছায়াশুক সৃষ্টিকরিয়া সংসার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বদা দিগম্বরভাবে(২) ভ্রমণ করিতে করিতে উন্মত্তভ্রমপূর্ণ-বালক-ক্ষিপ্ত ধূলিরাশি নিজগাত্রে সহাস্যবদনে সহ্যকরিয়া ব্রহ্মানন্দে জীবন যাপন করিবেন। জীবন্মুক্ত কোন কোন নর, তত্ত্বজ্ঞাননিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় ফলানুসন্ধান-রহিত হইয়া সাংসারিক কর্ম্ম করেন, যথা :—বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন, মৎপ্রদত্ত-তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ত্রিভুবনের অলীকতা(৩) নিশ্চয় করিয়া সংগ্রামাদি লৌকিককর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত কোন কোন মনুষ্য, বেদবাদরত হইয়াও পাষণ্ডের ন্যায় শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান-করিয়া সাধারণের মোহ সৃষ্টি করেন, যথা :—জড়ভরত, জন্মান্তরীয়-সংস্কার-হেতু নৈসর্গিক জ্ঞান লাভকরিয়া দ্বিজোচিত সমস্ত আচার বিসর্জ্জনপূর্ব্বক

(১) গুটিপোকা। (২) উলঙ্গ হইয়া। (৩) মিথ্যাভাব।

পরপ্রদত্ত কঙ্কাদি(১) অভক্ষ্য পদার্থ আনন্দে ভোজন করিয়া অন্যপ্রোক্ত(২)-কর্ম্মানুষ্ঠানে দিনযাপন করিতেন। নির্ব্বাণাধিকারী কোন কোন মানব, পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় লোকের মনোরঞ্জন না করিয়া অলৌকিক কার্য্য সমাধা করেন, যথা :—জনক নৃপতি, যজ্ঞস্থলে যাজ্ঞবল্ক্যনিকটে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া শুকপরীক্ষাসময়ে যোগানলদ্বারা স্বকীয় রাজ্য দগ্ধ করিয়া, নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক যোগবলে ভস্মীভূত নিজরাজ্য পুনরুত্থাপিত করিয়া শুকভ্রান্তি অপনয় করিলেন। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত কোন কোন যোগী, বেদার্থনিষ্ঠ হইয়াও গোচর্য্যাকারীর ন্যায় নিয়মশূন্য আচার গ্রহণ করিয়া নর-গণের ভ্রম বৃদ্ধি করেন, যথা :– শিবিরাজা, ব্রহ্মবিদ্যাবলে মিথ্যারূপে পরিদৃষ্ট নিজরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অজ্ঞাতভাবে শৌচহীন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন-করিয়া শরীরে পুরীষ(৩)সংযোগকালেও অন্যাপিত খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে করিতে দর্শকগণের পিশাচভ্রান্তি সমুৎপাদন করিতেন। তত্ত্বজ্ঞানী কোন কোন মহাপুরুষ, তার্কিক হইয়াও মূর্খের ন্যায় শুষ্কবাদে বাক্যহীন হন, যথা :—প্রহ্লাদ, কাননে তপস্যাকালে বিষ্ণুরূপী আমার করুণায় পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমার আদেশে নিজপৌত্র বলির যৌবনকাল পর্য্যন্ত আসুর রাজ্য পালন করিয়া আমার বামনাবতার-সময়ে কুলগুরু শুক্রের সহিত বলির ঈশ্বরসম্বন্ধে আনুমানিক বিচার শ্রবণপূর্ব্বক নিষ্ফলকলহহেতু নিরুত্তরভাবে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মদীয় পাদপঙ্কজ চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঐকান্তিক-ভক্তিহেতু আমার কৃপায় জীবন্মুক্ত শুকাদি-পুরুষগণ, মদীয়বিদ্যাবলে সংসারাটবী(৪) অতিক্রম করিয়া মৎপ্রদত্ত পরমপদ লাভ করিয়াছেন। অবিদ্যার অনুগত জীব, বহুতিরস্কারেও কুকুরীর অনুগমনকারী কুকুরের ন্যায় দুঃখকালে বহুদুঃখদায়িনী বাসনা আশ্রয় করে, ও পাদতাড়নেও গর্দ্দভী-

(১) খোল। (২) অন্যের কথিত।
(৩) বিষ্ঠা। (৪) সংসাররূপ অরণ্য।

গমনকারী গর্দ্দভের ন্যায় শোকাদিসময়ে শোকপ্রদা বিষয়লালসা অবলম্বন করে, এবং বিনাশকালেও অজার(১) পশ্চাৎগমনকারী অজের ন্যায় মরণপূর্ব্বক্ষণে জন্মমৃত্যুদায়িনী সংসারচিন্তার অনুগমন করে। বদ্ধজীব, নিজনিজ কর্ম্মদোষে বিষমিশ্রিত পায়সের ন্যায় অজ্ঞাতভাবে সততদুঃখকর সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে, ও দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে সংসারসমুদ্র অতিক্রম করিতে না পারিয়া আত্মঘাতীরূপে পরিণত হয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে :—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং,
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং,
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

সর্ব্বফলের মূল বহুউদ্যমেও অলভ্য জন্মান্তরীয়-পুণ্যবশতঃ সুলভ পটুতর গুরুরূপ-কর্ণধারপরিচালিত আমারূপ (ঈশ্বররূপ) অনুকূলবায়ুকর্ত্তৃক-প্রেরিত মনুষ্যদেহরূপ নৌকা পাইয়া যে মানব, সংসারসমুদ্র পার হয়না, সে মানব আত্মঘাতী হয়।"

শিষ্য। বিদ্যা ও অবিদ্যা কাহাকে বলে?

গুরু। সাক্ষাৎ-মোক্ষদায়ী তত্ত্বজ্ঞানকে বিদ্যা, এবং অসম্ভবকারিণী মায়ার মলিনাবস্থাকে অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি উদাহরণের সহিত মায়ার স্বরূপ বর্ণনা-করুন?

গুরু। যেমন অতিসুন্দরী রমণী, যৌবনশক্তিদ্বারা পতিকে মোহিত করে, ও গর্ভশক্তিদ্বারা সন্তান প্রসব করে, সেইরূপ অঘটনঘটনাপটীয়সী

---

(১) ছাগী।

নিরূপণ-অযোগ্যা বিস্পষ্টভাসমানা মায়া, আবরণশক্তিদ্বারা জীবগণকে মোহিত করে, ও বিক্ষেপশক্তিদ্বারা ত্রিভুবন রচনা করিয়াছে। বালুকাময়-প্রদেশে পতিত সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তিকে মরীচিকা বলে। যেমন জলদর্শন-সময়ে মরীচিকা সদ্রূপা, ও মরুভূমি-দর্শনকালে অসদ্রূপা হয়, সেইরূপ অবিদ্যাবস্থায় বিশ্বদর্শনসময়ে মায়া নিত্যরূপা, ও তত্ত্বজ্ঞানদশায় ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারকালে অনিত্যরূপা হয়। ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা তুচ্ছা ও যুক্তিদ্বারা অনির্ব্বচনীয়া এবং লৌকিকজ্ঞানদ্বারা সত্যরূপা মায়া, চিত্রপটের ন্যায় প্রসারণ-সময়ে সত্য-রূপে নির্দ্দিষ্টা হয়, এবং সঙ্কোচসময়ে মিথ্যারূপে পরিণতা হয়। অচিন্ত্য-রচনারূপা মায়া, ধবলোপস্থা বেশ্যার ন্যায় অজ্ঞানীর নিকটে আগমন করে, ও জ্ঞানীর সমীপে আগমন করেনা। যেমন সর্পভ্রান্তি, রজ্জুজ্ঞানহীন নরের ভয়কম্পাদি সৃষ্টি করিয়া দূরগমন সম্পাদন করে, ও রজ্জুজ্ঞানপূর্ণ মানবের ভয়কম্পাদি বিনষ্ট করিয়া রজ্জুসমীপস্থিতি নিষ্পাদন করে, সেইরূপ অজ্ঞান-প্রবলা জ্ঞাননাশ্যা দীর্ঘস্বপ্নতুল্যা মায়া, ব্রহ্মজ্ঞানহীন নরের শোকমোহাদি সৃষ্টি করিয়া ত্রিভুবনমধ্যে তাহাকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করায়, ও ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ মানবের শোকমোহাদি বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মসমীপস্থিতি সম্পাদন করে। যেমন ঊর্দ্ধগমন বিনা আকাশের তলনীলিমা চিত্ত হইতে দূরীভূত হয় না, সেইরূপ পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানব্যতিরেকে গন্ধর্ব্বনগরীতুল্যা ব্রহ্মের অনাদি মায়া জীব হইতে অপসারিত হয়না। যেমন অস্ত্রদ্বারা অস্ত্র, মলদ্বারা মল, বিষদ্বারা বিষ, এবং শত্রুদ্বারা শত্রু বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণপূর্ণ- মায়াজাত ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ইন্দ্রজালতুল্যা সংসারবন্ধনী ত্রিগুণময়ী মায়া বিনষ্টা হয়। যেমন শুক্তিতে(১) প্রতিভাস(২)রূপে অজ্ঞানজনিত রজতভ্রম,(৩) সুখাভিলাষ সৃষ্টি করিয়া গ্রহণ করাইবার জন্য মানবপ্রযত্ন নিষ্পাদন করে,সেইরূপ পরমব্রহ্মে বিবর্ত্ত(৪)-রূপে মায়াসম্ভূত ত্রিভুবনভ্রম, সুখবাসনা সৃষ্টিকরিয়া স্বর্গাদি পদার্থ উপভোগ

(১) ঝিনুকে (২) প্রকাশ (৩) রৌপ্য বলিয়া ভ্রান্তি

(৪) পরিবর্ত্তন

করাইবার জন্য পুরুষপ্রযত্ন সম্পাদন করে। যেমন স্বপ্নদর্শনসময়ে সত্যরূপে ভাসমান নিদ্রোৎপন্ন অঙ্গনাদি পদার্থ স্বপ্নদশাবিগমে মিথ্যারূপে পরিণত হয়, সেইরূপ জীবিতকালে সত্যরূপে প্রতীয়মান মায়াজাত সংসার স্থূলশরীরধ্বংসে অলীকরূপে পরিণত হয়।

কোশলদেশে গাধিনামক বহুগুণশালী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি, যৌবনে বৈরাগ্যহেতু বন্ধুবৃন্দ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন কাননে গমনপূর্ব্বক ফলভোজনে বহুদিন তপস্যা করিলেন, এবং শীঘ্রসিদ্ধিলাভ-করিবার-মানসে সরোবরসলিলে আকণ্ঠনিমগ্ন হইয়া অষ্টমাস অতীত করিলেন। তারপর কঠোর-তপস্যাতুষ্ট শ্রীহরি, ভূদেবসমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "বিপ্র! তুমি, নীরহইতে উত্থিত হও, ও অভিলষিত বর গ্রহণকর।" এইরূপ গোবিন্দবচন শ্রবণ করিয়া গাধি, প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে কেশবকে বলিলেন, "হে কৃপাসিন্ধো! আমি ভবদীয় মায়া পরিদর্শন করিবার জন্য বাসনা করিতেছি।" অনন্তর "তুমি সময়ান্তরে আমার মায়া অবলোকন করিবে" এই বলিয়া অচ্যুত আকাশরূপী(১) হইলেন। গাধি, বারিহইতে উত্থিত হইয়া মাধবদর্শনোৎপন্ন আনন্দে পর্ণকুটীরে(২) কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন, এবং একদা দিবাকরের উদয়কালে অবগাহন করিবার জন্য নীরনিমগ্ন হইয়া সর্ব্বজ্ঞানবিলুপ্তভাবে জলমধ্যে দর্শন করিতে লাগিলেন:—"তাহার স্বগৃহস্থিত সেই গাধিশরীর, মরণ প্রাপ্ত হইয়া শবীভূত হইয়াছে। শব(৩)পাদগ্রহণ-কারিণী তাহার পত্নী, ও ধূলিধূসরা জননী, এবং শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গ, শবকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদনশব্দে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। কিছুক্ষণপরে আত্মীয়সকল, ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার সেই মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া কাষ্ঠসজ্জিত চিতায় আরোপিত করিয়া অনলপ্রদানে সমস্ত মৃতশরীর ভস্মসাৎ করিলেন।

---

(১) শূন্যে মিলাইয়া গেলেন—অদৃশ্য হইলেন।

(২) পাতার কুঁড়েঘরে।

(৩) মৃতদেহ।

অনন্তর স্থূলদেহনাশে সূক্ষ্মশরীরস্থিত সেই গাধি, শুক্রশোণিতসংযোগে বুদ্‌বুদাদিক্রমে পুনর্ব্বার স্থূলশরীর গ্রহণপূর্ব্বক শ্বপচ(১) পত্নীর পুরীষপূর্ণ গর্ভে দশমাস বসতি করিয়া যথাসময়ে চণ্ডালপুত্ররূপে প্রসূত হইলেন। তারপর কটঞ্জনামক সেই শবরসুত, ক্রমশঃ সারমেয়(২)পরিবেষ্টিতভাবে লালিত হইয়া যৌবনদশা প্রাপ্ত হইলেন, ও নিজকান্তা চণ্ডালিনীর সহিত যথেচ্ছাক্রমে কাননকুঞ্জে গিরিগুহাপ্রভৃতি স্থানে বিহারপূর্ব্বক যৌবনসুখ অনুভব করিয়া বহুপুত্রের জনক হইলেন, এবং কিছুদিন পরে দুর্দৈববশতঃ মহামারীরোগে পুত্রকলত্র বিনষ্ট হইলে, শোকবিধুরচিত্তে নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়া বহুদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে কীরনগরী গমন করিলেন। অনন্তর কীরদেশনৃপতি কৃতান্তকবলে পতিত হইলে, নৃপহীন প্রজাপুঞ্জের অভিমতে সুসজ্জিত রাজ-বাহন হস্তী, নিজশুণ্ডে মাল্য ধারণ করিয়া নূতন রাজার আহরণের জন্য মনোরম বিবিধ বাদ্য সহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। সেই কটঞ্জ চণ্ডাল, মনোহর বাদ্য শ্রবণ করিয়া কুঞ্জরদর্শনের জন্য তাহার সমীপে গমন করিলেন। তারপর মাতঙ্গ, দর্শনমাত্রে নিজকরস্থিত মাল্য গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক শুণ্ডদ্বারা কটিদেশ ধারণ করিয়া কটঞ্জকে নিজপৃষ্ঠে আরোহণ করাইল। প্রজাসকল জয়শব্দে আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন; অমাত্যাদি প্রকৃতিপুঞ্জ, গজ-পৃষ্ঠস্থিত চণ্ডালকে ক্ষত্রিয়ভ্রমে রাজভবনে আনয়ন করিয়া কীররাজ্যে অভিষেক করিলেন; রাজকন্যাগণ, উচ্চকুলোদ্ভব মনে করিয়া সাদরে শবরকে স্বামিরূপে গ্রহণ করিলেন। চণ্ডালরূপী সেই গাধি, রাজোচিত বিপুল সুখ সম্ভোগ করিয়া অষ্টবর্ষ অতিক্রম করিলেন, ও একদা রাজোচিত বস্ত্রাভরণ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ বেশে বহির্দ্দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে নৃত্যগীতকারী চণ্ডালগণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরস্থিত

(১) চাঁড়াল।

(২) কুকুর।

ললনাগণ, ও সচিবাদি প্রকৃতিবর্গ, গবাক্ষ(১) দিয়া নৃত্যগীতকারী শ্বপচদলের মধ্য হইতে দর্শনমাত্রে গ্রীবাধারণপূর্ব্বক আক্ষেপকারী বৃদ্ধ শবরের সহিত রাজার চিরপরিচিতভাব অবলোকন করিয়া চণ্ডালজ্ঞানে রাজাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিলেন। কটঞ্জ, বহু চেষ্টা করিয়াও রাজ্যস্থিত কোন মানবের সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হইলেন না। অন্তঃপুরস্থিত অঙ্গনাগণ, সচিবাদি প্রকৃতি(২) সকল, ও রাজ্যস্থিত প্রজাসমূহ, চণ্ডালের চিরসংসর্গ-জনিত মহাপাপের ধ্বংসহেতু ক্রন্দন করিতে করিতে প্রজ্বলিত চিতানলে নিজ নিজ দেহ সমর্পণ করিলেন। কটঞ্জ, রাজ্যস্থিত নরনারীগণের রোদন পূর্ব্বক হুতাশনপতন নিজনেত্রে অবলোকন করিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে নিজরচিত প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া স্বীয় শরীর ভস্মসাৎ করিলেন।" এইরূপ অখিল ঘটনার অনুভবকারী গাধি, জলমধ্যে মুহূর্ত্ত-দ্বয় অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্বজ্ঞান প্রাপ্তি-পূর্ব্বক স্নানকার্য্য শেষ করিয়া সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিতে করিতে স্বকীয়াশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তারপর কিছুদিন অতীত হইলে, চণ্ডালরাজ্যস্থিতি-জনিত মহাপাতক ধ্বংস করিবার জন্য তীর্থযাত্রাকারী মুণ্ডিতমস্তক(৩) কোন সন্ন্যাসী গাধির আশ্রমে আগমন করিলেন। গাধি, যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক সন্ন্যাসীকে তীর্থযাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ন্যাসি-কথিত নিজবৃত্তান্ত-সমূহ শ্রবণ করিলেন, ও ঔৎসুক্যবশতঃ সেই সন্ন্যাসীর সহিত কীরদেশে গমন করিয়া প্রজাপুঞ্জভস্মকারক চিতারাশি দর্শন করিলেন, এবং পরিচিতপথে গমন করিয়া চণ্ডালদেশপ্রাপ্তিপূর্ব্বক চিরপরিচিত শ্বপচসমূহ অবলোকন করিয়া বিস্ময়পূর্ণচিত্তে স্বীয় আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মায়ার প্রভাবে আশ্চর্য্যান্বিত গাধির আরাধনায় প্রীতিপ্রাপ্ত শ্রীপতি, আশ্রমে আবির্ভূত হইয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "দ্বিজবর! তুমি আমার মায়া

---

(১) জানালা।

(২) কর্ম্মচারী। (৩) নেড়ামাথা।

দর্শন করিলে ? অচিন্ত্যনীয়া আশ্চর্য্যকারিণী মদীয়া মায়া, দ্বিমুহূর্ত্তমধ্যে স্থানান্তরে চত্বারিংশদ্বর্ষ(১)কল্পনা করিয়া অসম্ভব ঘটনাবলী সৃষ্টি করিয়াছে। আমার কৃপাব্যতিরেকে কেহই অঘটনকারিণী মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়না। মায়াদর্শনকারী তোমার তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হউক।” এই বলিয়া ত্রিজগৎপতি অন্তর্হিত হইলেন। গাধিও, কেশবকৃপায় তৎক্ষণাৎ পূর্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মশেষে স্থূলসূক্ষ্মকারণ-শরীর পরিত্যাগ করিয়া পুনরাবৃত্তি-বিনাশপূর্ব্বক পরম পুরুষে বিলীন হইলেন।

শিষ্য। তারপর কি হইল ?

গুরু। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধবকে বহু উপদেশ প্রদান করিয়া জগৎ শিক্ষার জন্য ধরণী ভ্রমণপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে বসতি করিয়া নিদিধ্যাসনের(২) আদেশ করিলেন। উদ্ধব, ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তদীয় পাদপঙ্কজরেণু স্বীয়শিরে ধারণ করিয়া মাধবসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন, এবং কেশবদত্তজ্ঞানপ্রভাবে কৃষ্ণবিরহোৎপন্ন অশেষ দুঃখ অপনোদন করিতে(৩)করিতে পথমধ্যে রণোদ্যোগী দুর্য্যোধনের কুবাক্য-জনিত ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য তীর্থযাত্রাকারী বিদুরের নিকটে যদুকুল-ধ্বংস বর্ণনা করিয়া মেদিনীতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

(১) ৪০ বৎসর।

(২) সাতিশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক ধারাবাহিক চিন্তা।

(৩) দূর করিতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। তারপর উদ্ধব কি করিলেন ?

গুরু। তারপর উদ্ধব, মাধবের উপদেশ স্মরণ করিয়া লোকশিক্ষার জন্য ক্ষিতিতলে বিচরণ করিতে করিতে মগধপতি জরাসন্ধতনয় সহদেবের সমীপে গমন করিলেন। সহদেব নৃপতি, উদ্ধবদর্শনে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া অবনতমস্তকে চরণধূলি গ্রহণপূর্ব্বক সৎকার করিয়া উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা-করিলেন, "হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে মুক্তি-লাভের উপদেশ প্রদান করুন।" সহদেবের বাক্যশ্রবণানন্তর উদ্ধব বলিলেন, "হে জরাসন্ধসুত ! মানব কেবল-কেশবভক্তিদ্বারা মুক্তি লাভ-করেন। জাগতিক পদার্থে সুখকরজ্ঞানে যে সমস্ত ভালবাসা আছে, সেই সকলের প্রবাহক্রমে পরমেশ্বরে সমর্পণকে ভক্তি বলে। বণিকের ন্যায় বহুফলাভিপ্রায়ে অন্তঃকরণকৃতা হরিভক্তিকে বিনিময়া ভক্তি, জলস্রোতে বালুকাবন্ধনের ন্যায় বিপৎস্রোতে প্রনষ্টা ভক্তিকে চঞ্চলা ভক্তি ও উন্নতিকালে সমুৎপন্না ভক্তিকে নশ্বরা ভক্তি বলে, প্রতীকার-মানসে বিপৎকালোৎপন্না ভক্তিকে সমলা ভক্তি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহিঃকল্পিতা ভক্তিকে কুটিলা ভক্তি ও অন্যের অনিষ্টমানসে অন্তঃকরণোৎপন্না ভক্তিকে বঞ্চকী ভক্তি বলে ; রাজ্যাঙ্গনাদি(১) লৌকিক বিষয় প্রাপ্তির জন্য চিত্তজাতা ভক্তিকে কলুষিতা ভক্তি, স্বর্গাদি-অলৌকিক-পদার্থ ও বিভূতি(২)-সিদ্ধির জন্য হৃদয়স্থিতা ভক্তিকে অস্বচ্ছা ভক্তি, এবং সরিৎ(৩) মধ্যস্থিত শৈলের(৪) ন্যায় বিপত্তিরাশিতরঙ্গ দ্বারা অবিচলিতা বাসনাবিহীনা পতিপত্নী-পুত্রবিত্ত(৫) বিষয়াদির ন্যায় রুচিকরী (৬) চিত্তদ্রবকারিণী (৭) অত্যন্ত-প্রণয়োৎপন্না

---

(১) রাজ্য-স্ত্রী প্রভৃতি। (২) যোগৈশ্বর্য্য অণিমাদি অলৌকিক শক্তি।
(৩) নদী। (৪) পাহাড়। (৫) ধন। (৬) প্রীতিকরী।
(৭) যাহা হৃদয়কে গলাইয়া দেয়।

কৃষ্ণভক্তিকে ঐকান্তিকী ভক্তি বলে। মানব, সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে মুক্তির কারণ ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করিতে ও ঐকান্তিক ভক্তি বিনা শ্রীহরির পাদপঙ্কজরজ (১) স্পর্শ করিতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ হয়। প্রহ্লাদ, ঐকান্তিকভক্তি-বলে অবনত মস্তকে পিতৃপ্রদত্ত জীবনবিনাশক অসংখ্য বিপৎ সহ্য করিয়াছেন। অস্বাভাবিক ঐকান্তিক ভক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য জীবের পক্ষে বহু সাধনা বিহিত হইয়াছে।" উদ্ধবের এইরূপ উপদেশ সময়ে শিশুপালমতাবলম্বী কৃষ্ণ-বিদ্বেষিগণ, তথায় আগমন করিয়া সহদেবের গোবিন্দভক্তি-বিনাশের জন্য চেদিপতি-পরিকল্পিত-ভ্রমপূর্ণ হৃদয়ে কেশবের দোষ কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর উদ্ধব, সুমতি-সাহায্যে তাহাদিগের সমস্ত কল্পিত মত বিখণ্ডিত করিয়া কৃষ্ণবিদ্বেষিগণকে হরিভক্তি প্রদান করিলেন।

শিষ্য। কৃষ্ণবিদ্বেষিগণ কৃষ্ণের কিরূপ অলীক দোষ কীর্ত্তন করিলেন?

গুরু। শিশুপালের উপদেশ-শ্রবণে ভ্রমহ্রদে পতিত কৃষ্ণদ্বেষিগণ, সহদেবের কৃষ্ণভক্তি-বিনাশপ্রার্থী হইয়া বলিলেন, "যশোদার মলপূর্ণ-গর্ভজাত মানব কৃষ্ণ কখনই পরমেশ্বর হইতে পারে না। চণ্ডালের ন্যায় গোপান্নভক্ষণ, ও দরিদ্রের মত গোচারণ, কুক্কুরের তুল্য গোপোচ্ছিষ্ট-ভোজন, এবং বিহঙ্গের ন্যায় ব্যাধবাণে প্রাণত্যাগ, সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের ঈশরত্ব নিরাস করিতেছে(২)। ইন্দ্রজাল(৩)বিদ্যাবলে অলীকগোবর্দ্ধনধারণে নন্দ-সুতের ঈশ্বরত্ব কল্পিত হইলে, বহুসত্যপর্ব্বতধারী পবনপুত্রের পরমেশ্বরত্ব-প্রসঙ্গ অখণ্ডিতভাবে সম্পন্ন হয়। যোনিকীটেরন্যায় বসনহরণচ্ছলে গোপী-গণের যোনিদর্শন, ও রাসচ্ছলে বহুগোপাঙ্গনাশৃঙ্গার, কৃষ্ণের পরনারী-

---

(১) পদরূপপদ্মের ধুলি। (২) দূরীভূত করিতেছে।

(৩) ভোজবাজী—বলে যদি কৃষ্ণ মিথ্যা গোবর্দ্ধন- পর্ব্বত ধারণ করিয়া ঈশ্বররূপে লোকের নিকটে প্রকাশিত হন—তাহা হইলে হনুমান্ সত্য সত্য অনেক পর্ব্বত ধারণ করিয়াছে—অতএব হনুমান্‌কে ও ঈশ্বর বলিতে হইবে।

রমণস্বভাব সূচনা করিয়া নরপিশাচত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। বুদ্ধিবিহীন নর, জলবেগে ভগ্নমূল নদীতটস্থিত যমলার্জ্জুনের পবনবেগে পতন কৃষ্ণকৃত বলিয়া মিথ্যা ঘোষণা করে। মাতুলানী রাধা ও বেশ্যাকুলোৎপন্না কুব্জার-সহিত সম্বন্ধশূন্য প্রেমভাব, মন্ত্রবলে কামিনীবশীকরণকারী কৃষ্ণের পশু-কর্ম্ম প্রকাশিত করিতেছে। অবিবেচকগণ, লোমকূপযোগে হৃদয়ে প্রবেশ-কারী স্তনলিপ্তবিষের জীবননাশিনী শক্তি অনুমান করিতে না পারিয়া যশোদানন্দনের মিথ্যা পূতনাবিনাশ ঘোষণা করে, ও অলক্ষিতভূতভগ্ন শকটের কৃষ্ণকৃত ভঞ্জন প্রকাশ করিয়া নরগণের ভ্রান্তি সমুৎপাদন করে, এবং কঠোর মার্ত্তণ্ডকিরণে(১) প্রবলবেগে গগনমার্গে গমনকারী তৃণাবর্ত্তের শ্বাসরোধক-গ্রীষ্ম(২)জনিত প্রাণবিয়োগ অনুমানদ্বারা অবগত হইতে না পারিয়া কৃষ্ণকর্ত্তৃক বধ কল্পনাকরে। অধিকলোভী বকরূপী বকাসুরের অপরিমিতভোজন-হেতু উদরস্ফোটন(৩), ও সর্পরূপী অঘাসুরের শীঘ্র-ভক্ষণ-হেতু মস্তকস্ফোটন, নিজনিজদোষের অনুমাপক হইয়া কৃষ্ণকৃত হত্যাভ্রমে সুবুদ্ধি নরকে পাতিত করিতে পারে না। বিষবিদ্যানিপুণ(৪) গোপজাতীয় কৃষ্ণ, গারুড়মন্ত্র(৫) বলে কালীয়মস্তকে নর্ত্তন করিয়া উত্তম আহিতুণ্ডিকের(৬) পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক নিজের অধমজাতি-সংসর্গ প্রকাশ করিয়াছেন। অক্ষত্রিয়হেতু রণকাতর নন্দসূনু(৭), বীরশ্রেষ্ঠ জরাসন্ধের ভয়ে শরশরাসন পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সংগ্রামক্ষেত্র বিসর্জ্জন করিয়া দ্রুতগমনে গিরিশৃঙ্গে লুক্কায়িত হইলে, কাপুরুষসাধ্য সেই পর্ব্বতপলায়ন, ও পুণ্যলভ্য-মথুরাপুরী-পরিবর্জ্জন, এবং অতি-কুৎসিত-অশান্তিকর-লবণসমুদ্র-মধ্যে চিরবসতি, ভোজবিদ্যাবিশারদ(৮)কৃষ্ণের শ্রীহরিভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিতেছে। অদূরদর্শী নরগণ,

---

(১) সূর্য্যকিরণে, প্রখর রৌদ্রে। (২) সর্দ্দিগর্ম্মি। (৩) খুব বেশী পরিমাণে খাইয়া তাহার পেট ফাটিয়া যায়। (৪) সাপুড়ে। (৫) বিষমন্ত্র। (৬) সাপুড়ে। (৭) নন্দপুত্র। (৮) ভেল্‌কীওয়ালা।

রোষভরে ধাবমান কুবলয়াপীড় হস্তীর প্রস্তর-প্রাচীরাঘাতে দন্তভঙ্গ, ও অধিকসুরাপানে চাণুর মল্লের বিকৃতাবস্থা, এবং ধনুর্যজ্ঞহেতু অনভ্যস্ত অধিকক্ষণ-উপবাসে ক্ষীণশক্তি কংসাসুরের আকস্মিক-উচ্চমঞ্চ-পতন-জনিত মরণ নিজনিজনেত্রে অবলোকন না করিয়া সকলের অলীক কৃষ্ণকৃত বধ উদ্ঘোষিত করেন। মহাত্মা শিশুপাল, কৃষ্ণের গোপনে নবনীত(১) অপহরণ, ও ক্লীব আয়ানের ভয়ে নির্জ্জন বনে পরিভ্রমণ, এবং ক্ষুদ্রবীর কালযবনের ভয়ে গিরিগর্ত্তে গুপ্তস্থিতি বিদিত হইয়া চণ্ডালস্পৃষ্ট অন্নস্থালীর (২) ন্যায় সহায়শূন্য-সময়ে নীচপ্রকৃতি কৃষ্ণের করস্পৃষ্টা রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ ঘৃণাপূর্ণ হৃদয়ে পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয়-মহাবংশসম্ভবের পরিচয় দিয়াছেন, এবং মূর্চ্ছিতকালে নিরস্ত্রভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের বীরত্বহীনতা সূচনা করিয়াছেন। বুদ্ধিব্যয়কুণ্ঠ(৩) ভ্রমান্ধ মানবসকল, পাণ্ডবকিঙ্কর কৃষ্ণের চাটুকারকর্ম্ম-বিনিময়ে পাণ্ডব-প্রদত্ত ধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, মৎস্যজীবী তিবরের(৪) ন্যায় সমুদ্র-জলস্থিতি, ও লম্পটের ন্যায় সর্ব্বদা কামিনীমধ্যে বাস অবিদিত হইয়া গোপসুতের ঈশ্বরত্ব কল্পনা করে, এবং শিশুর মিথ্যাকল্পিত যোজকভয়ের(৫) ন্যায় অলীক দণ্ডভয়ে কৃষ্ণের মিথ্যা স্তুতি করে। কৌরবরণে ক্ষত্রিয়ের অনুচিত সারথ্য কর্ম্ম গোহত্যাকারী কৃষ্ণের সংগ্রামভীরুতা প্রকাশ করিতেছে। বৃন্দাবনে গোপজাতি, পাণ্ডবসমীপে ক্ষত্রিয়জাতি, এবং গৃহস্থিত জরাসন্ধের নিকটে দ্বিজজাতি, জরাসন্ধ-ভয়ে সমুদ্রে বাসকারী কৃষ্ণের ভিক্ষাজীবী ব্যাধের ন্যায় জাতিহীনতা সূচনা করিয়া কপটপূর্ণতা প্রকাশ করিতেছে। কদম্ববৃক্ষে আরোহণ, বংশবিনির্ম্মিত-বেণুবাদন, কুস্থানে শিক্য(৬)স্থিত-দ্রব্যভোজন এবং দেবেন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ কৃষ্ণের চাণ্ডাল কর্ম্ম সূচনা করিতেছে। পুত্রলোভী

(১) ননী। (২) ভাতের হাঁড়ী, যাহা চণ্ডালে ছুঁইয়াছে। (৩) বুদ্ধি খরচ করিতে নারাজ। (৪) তিওরজাতি। (৫) জুজুর ভয়। (৬) সিকে।

বসুদেব, কন্যাপ্রসবকারিণী নিজবনিতা দেবকীর সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া জাতীয় ঘৃণা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক গোপ্রকৃতি নন্দকে মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত করিয়া গোপজাতীয় কৃষ্ণকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ও জলপূর্ণ-যমুনাবেষ্টিত বীররক্ষিত দুর্গম কংসপুরী হইতে গোকুলের দূরত্ব-অনভিজ্ঞ মানবের নিকটে নিজপত্নীর অসম্ভব কৃষ্ণপ্রসব প্রকাশ করিয়াছেন। সেবাদ্বারা বশীভূত পাণ্ডবগণ, চিরকিঙ্কর কৃষ্ণের চাটুকারিতা-বলে(১) জাতিগত ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন করিতেন। পুণ্যশালী মহাবীর দুর্য্যোধন, কৃষ্ণের সমস্ত চরিত্র আলোচনা করিয়া মাজ্জারের(২) ন্যায় দুগ্ধলোভী ঘৃতচৌর্য্যহেতু রজ্জুবদ্ধ কৃষ্ণের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। গুণবিহগকল্পতরু সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ঋষিগণ, যজ্ঞকালে অধমজাতিজনিত অবজ্ঞা করিয়া অন্নভিক্ষাকারী কৃষ্ণকে তাড়নাপূর্ব্বক যজ্ঞস্থান হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন।" এইরূপ কল্পিত কৃষ্ণদোষ ঘোষণা করিয়া শিশুপাল-শিষ্যগণ, বুদ্ধিবিহীন মানবের কৃষ্ণভক্তি বিলুপ্ত করিতেন।

শিষ্য। উদ্ধব মোহকর এই কুটিলমত কিরূপে বিখণ্ডিত করিলেন?

গুরু। কৃষ্ণপ্রাণ উদ্ধব কেশবকরুণা স্মরণ করিয়া চেদীশ্বর শিষ্য-সকলকে বলিলেন, "হে সুমতিভূষিত তার্কিকগণ! তোমরা একাগ্রচিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমার উপদেশরূপ নিম্মলীফল(৩) তোমাদিগের কলুষিত বুদ্ধিজলে নিক্ষিপ্ত হইলে, তোমাদিগের বুদ্ধি বিশুদ্ধা হইবে। শিশু কৃষ্ণকে পালন করিবার জন্য ব্রহ্মার আদেশে নন্দঘোষরূপধারী বহুসুকৃত-কারী দ্রোণবসুর পত্নী যশোদারূপিণী ধরার পুরীষ(৪) পূর্ণ গর্ভে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কখনই জন্মগ্রহণ করেন নাই! মায়াগোপ দ্রোণবসুর অন্নগ্রহণ ও দুগ্ধঘৃতদ্বারা ত্রিভুবন-তৃপ্তিদায়িনী বিশ্বমাতা ধেনুর সেবা, গোপবালকরূপী

(১) খোসামোদ বলে। (২) বিড়ালের।
(৩) জল পরিষ্কারক ফলবিশেষ। (৪) বিষ্ঠা, মল

নিজভক্তগণের আদরদত্ত-অনুচ্ছিষ্টদ্রব্য-ভোজন, এবং ব্যাধরূপী নিজভক্ত অঙ্গদের শরস্পর্শচ্ছলে বৈকুণ্ঠে গমন, ব্রহ্মানুরোধ-রক্ষাহেতু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ শ্রীহরির প্রার্থনাপূর্ণকারিতা প্রকাশ করিতেছে। শিলাবৃষ্টিভীত ভক্তগণের পরিত্রাণের জন্য গোবর্দ্ধনগিরিধারণ, বহুশৈলবহনকারী পবনতনয়ের আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণরূপী শ্রীপতির বিপদ্‌বন্ধুতা সূচনা করিতেছে। ভক্তপরীক্ষা-নিপুণ নারায়ণ, কুলালের(১) নিজমৃত্তিকা-রচিত-শরাব(২) দর্শনের ন্যায় নিজমায়াবিরচিত যোনির অবলোকনদ্বারা মমত্ববুদ্ধি বিনাশপূর্ব্বক গোপী-গণের সর্ব্বসমর্পণরূপ ঐকান্তিক ভক্তি সম্পাদন করিয়া দয়াপূর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন। ভক্তবাসনাপূর্ণকারী নিত্যানন্দ-পরিপূর্ণ বাসনাশূন্য সর্ব্বজীবহৃদয়বাসী বিষ্ণু, নিজভক্ত গোপীদিগের জন্মান্তরীয় তপস্যার ফল-দানের জন্য নিজপ্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়াকারী শশাঙ্কের ন্যায় নিজাংশ-সম্ভূত গোপীগণের সহিত ইন্দ্রাদিদেবগণের অসাধ্য বহুরমণ করিয়া স্বকীয় পরমেশ্বরত্ব সূচিত করিয়াছেন। একযামিনীমধ্যে দশকামিনীশৃঙ্গার সদ্য ক্ষয়রোগ উৎপাদন করে। রাসরজনীতে বাসবাদিসুরাসাধ্য বহুগোপরমণী-রমণ, নির্ব্বিবাদে অসীমবলশালী অষ্টবর্ষবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রকাশ করিতেছে। নারায়ণাদি পরমঋষিগণ মাধবকৃপায় ত্রিলোকসুন্দরী-স্বর্গকামিনীগণকে অবজ্ঞাপূর্ণ হৃদয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সরস্বতীর কৃপাশূন্য নরগণ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ মায়াদ্বারা ত্রিলোকরচনাকারী মদনমোহন পীতবসনের কামকিঙ্করতা কল্পনা করে। দৈত্যকুলধ্বংসকারী কেশব, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করিয়া নারদশাপোৎপন্ন তরুযোনি হইতে কুবের-পুত্রদ্বয়কে মুক্ত করিয়াছিলেন। স্বকীয় মায়াদ্বারা ত্রিভুবনমোহনকারী মাধব, শ্রীদামের অভিশাপে রাধারূপধারিণী লক্ষ্মী ও কঠোরতপস্যাফলে কুব্জারূপিণী শূর্পনখার সহিত শৃঙ্গার করিয়া স্বীয়-কর্ম্মফলদায়িত্ব বিকাশ করিয়াছেন। চরণোৎক্ষেপে শকটভঙ্গকারী বৈকুণ্ঠপতি, বিনাশদ্বারা পূতনারূপিণী বলিকন্যা

(১) কুম্ভকার—কুমার। (২) শরা।

রত্নমালাকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের তৃণাবর্ত্ত-হৃদয়ে সুখস্থিতি, কঠিনপ্রাণ বায়ুতুল্যবলশালী তৃণাবর্ত্তের বিনাশ সূচনা করিয়া কৃষ্ণের অপরিমেয় শক্তি প্রকাশ করিয়াছে। সর্ব্বশত্রুসংহারকারী গোবিন্দ, করযুগলে চঞ্চু ধারণ করিয়া সকল-ধেনু-ভোজনকারী বকরূপী বকাসুরের মধ্যদেশ দ্বিখণ্ড করিয়া, ও নিজকলেবর-বর্দ্ধনে গোগোপবালক-ভক্ষণকারী ব্যালরূপী(১) অঘাসুরের মস্তক বিস্ফোটন করিয়া ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক আশ্রিত জীবসকলকে রক্ষা করিয়াছেন। বিষসংহারবিদ্যাসৃষ্টিকারী গরুড়বাহন হরি, তীব্রবিষপূর্ণ কালীয়কে দমন করিয়া যমুনাজলের পানযোগ্যতা সম্পাদনপূর্ব্বক সর্ব্বজীবের উপকার করিয়াছেন। ত্রিভুবনপালনকারী কেশব, সংগ্রামে সপ্তদশবার পরাজয় প্রাপ্ত জরাসন্ধের ভীমবধ্যতা বিবেচনা করিয়া নিজেরপ্রতি তাহার ঈশ্বরবুদ্ধি বিলুপ্ত করিবার জন্য ধনুর্ব্বাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক রণস্থান পরিত্যাগ করিয়া একাদশ-যোজনোন্নত(২) শৈলশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন, ও কংসপুরীর অবরোধক অতিদুর্ব্বল বহু জীবের অকালমৃত্যু রক্ষার জন্য মথুরা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং অসংখ্য যাদবগণের বাসযোগ্য বিপুলস্থান প্রাপ্তির জন্য পরপীড়া পরিবর্জ্জন করিয়া অন্যের অধিকারহীন সমুদ্রে বসতি করিয়াছিলেন। অনন্তশক্তি বনমালী, দন্তভঙ্গে কংসবাহন কুঞ্জর ও মল্লযুদ্ধে প্রসিদ্ধমল্ল চাণূর এবং মঞ্চ হইতে পাতিত অতিদুষ্ট কংসকে নিজহস্তে নিহত করিয়া পৃথিবীর পাপিধারণোৎপন্ন ভার লঘু করিয়াছিলেন। নবনীতভোজনচ্ছলে মুখমধ্যে যশোদার ত্রিভুবন-দর্শনকারয়িতা(৩) হৃষীকেশ, নিকুঞ্জবিহারদ্বারা স্বকীয় হ্লাদিনীশক্তি রাধার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, ও শিববাক্য প্রতিপালনের জন্য দূরে গমন করিয়া মুচুকুন্দদ্বারা কালযবন বিনাশ করিয়াছেন, বিপুল সংগ্রামে সহায়শূন্য হইয়া প্রদৃপ্ত সিংহ মেষগণেরন্যায় শিশুপালপক্ষীয় নৃপতিগণকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বরাজসমক্ষে

(১) সর্প—এখানে অজগর সর্পরূপী ধারণকরী।
(২) ৪৪ ক্রোশ উচ্চ।
(৩) যিনি দর্শন করান।

রুক্মিণীহরণ করিয়াছেন এবং রাজসূয়যজ্ঞে অর্ঘ্যদানোৎপন্ন ত্রিজগৎশ্রেষ্ঠতা লাভপূর্ব্বক ধরণীস্থিত-সমস্ত-রাজসমীপে কৃষ্ণবিদ্বেষী দুর্জ্জয় শিশুপালকে বিনাশ করিয়া সুশৃঙ্খলায় পাণ্ডবযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। ত্রিভুবনের অধীশ্বর ভক্তাধীন লক্ষ্মীকান্ত, নিজভক্ত পাণ্ডবগণের বিপত্তিরাশি দলন করিয়াছেন, ও ত্রিলোকৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ দ্বারকায় বাস করিয়া সাধারণ প্রজাগণকে যদুকুলের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছেন, কঠোরতপস্যাকারী কামিনীগণের সর্ব্বদা দর্শনবাঞ্ছা-সিদ্ধি করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রমণীগণের মধ্যস্থিতি সম্পাদন করিয়া তাহাদিগের জন্মান্তরীয় তপস্যা ফলবতী করিয়াছেন, এবং অপরাধ-সময়ে বাসবাদিসুরবৃন্দের দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের ঐশ্বর্য্যমদ ধ্বংস করিয়াছেন। জগদুৎপীড়ক বৃষভরূপী অরিষ্টাসুরের বিনাশকারী সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ, সূতকর্ম্মব্যপদেশে(১) রণ-ক্ষেত্রে জন্মান্তরীয়-তপস্যা-ফলে বিশ্বরূপ-দর্শনকারী নিজভক্ত অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া স্বকীয় সকলকর্ম্মকর্তৃত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কর্ম্মানুরূপ-অভিনেতা সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সকলজীবহৃদয়বাসী শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত জাতি, বুদ্ধিমান্ নরের ভ্রান্তি সৃষ্টি করে না। নিজমায়া দ্বারা বিশ্বরচনাকারী মাধব, অকৃতপুণ্যের ভ্রমোৎপাদনের জন্য নটের ন্যায় অভিনয় অবলম্বন-পূর্ব্বক কদম্বতরুতে আরোহণ ও বংশীবাদন এবং শিক্যস্থিত-পদার্থ-ভোজন করিয়া স্বকীয় ঈশ্বরত্ব গোপন করিয়াছেন, এবং যজ্ঞ-নিষেধ দ্বারা গর্ব্বিত বজ্রপাণির(২) দর্প চূর্ণ করিয়া স্বীয় সর্ব্বশাসনকর্তৃত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্মযোনির অভিশাপে বসুদেবরূপী কশ্যপ, নিজপত্নী দেবকী-রূপিণী মায়াগর্ভধারিণী অদিতির সূতিকাগৃহে চতুর্ভুজধারী বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন, ও তাঁহার আদেশে সেই হরিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কেশবকৃপায় দুর্গম কংসপুরী ও জলপূর্ণ

---

(১) সারথির কার্য্যরূপছলে। (২) ইন্দ্রের।

যমুনা অতিক্রম করিয়া, ত্রিক্রোশদূরবর্ত্তী নন্দালয়ে গমন-পূর্ব্বক যশোদা-প্রসূতা কন্যারূপিণী মহামায়াকে আনয়ন করিয়া নিজবনিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বহুসুকৃতকারী দেবাংশসম্ভূত পাণ্ডবগণ, জন্মান্তরীয়-তপস্যাবলে কৃষ্ণরূপী পরমেশ্বরের সহিত একত্র ভোজন করিয়া শয়ন করিতেন। ঈশ্বরবিদ্বেষী মহাপাপী দুর্য্যোধনরূপী কলি, বহুপুণ্যের অভাব হেতু বৈকুণ্ঠপতি শ্রীকৃষ্ণে বহুদামযোগে ভ্রান্তিযুক্ত-যশোদা-কর্ত্তৃক অবন্ধন কি করিয়া বুঝিবে? তত্ত্বজ্ঞানবিহীন যজ্ঞকারী ঋষিগণ, নিজকুলগুরু গর্গ্যাচার্য্যের নিকটে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমা অবগত হইয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক কেশবান্নদায়িনী নিজ-নিজ-পত্নীর প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং কংসের ভয়ে মাধবসমীপে গমন না করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অপরাধ-ক্ষমাপ্রার্থনা-পূর্ব্বক আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন।

বৎস—ব্যোম—কেশী—নরক—শাল্বপ্রভৃতি ত্রিভুবনবিজয়ী দুর্জ্জয় অসুরগণের বিনাশ, ও মথুরাগমনকালে কালিন্দীসলিলে অক্রূরের বিষ্ণুলোক-দর্শন, কৃতান্তপুরী হইতে গুরুপুত্রের আনয়ন, চতুশ্চত্বারিংশৎ-ক্রোশ(১)-ঊর্দ্ধগামী প্রবর্ষণশৈলশৃঙ্গ হইতে নিম্নদেশে পতন, নারায়ণীসেনাসৃষ্টিদ্বারা জরাসন্ধের পরাজয়, এবং বহুশরীরসৃষ্টিযোগে একসময়ে বহুরমণীরমণ, শ্রীকৃষ্ণের অসীমশক্তি প্রকাশ করিয়া পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। মানবরূপে অভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণ, নিজবলে স্বর্গহইতে সুরপতির ঐশ্বর্য্যমদ বিনাশপূর্ব্বক ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পারিজাতাদি পদার্থ হরণ করিয়া, ও ঊষাহরণ-কালে শিবভক্তবাণের সুরাসুরের অসাধ্য বহুবাহুচ্ছেদন করিয়া স্বকীয় ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মশিব-বাসবাদি সুরসমূহ, গোচারণরত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপঙ্কজরেণু গ্রহণের জন্য বৃন্দাবনে আগমন করিতেন। নিজ-মুখে দাবানলপানকারী বংশীধর, কংসবিনষ্ট ভ্রাতৃগণকে সুতল হইতে আনয়ন-পূর্ব্বক নিজজননীকে দর্শন করাইয়া নরগণের কৃষ্ণবিষয়ক মানবভ্রম চির-

(১) ৪৪ ক্রোশ।

কালের জন্য দূরীভূত করিয়াছেন। কৃষ্ণপুরী দ্বারকা, অমরাবতীর ন্যায় অভিলাষমাত্রে অতুলৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া অজ(১) তুল্য মানবের কৃষ্ণবিষয়ে ঈশ্বরবুদ্ধি সৃষ্টিকরে। সমানদর্শী শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণীসেনার সহিত অর্জ্জুনের রণকৌশলসৃষ্টিদ্বারা নিজভাগিনেয় অভিমন্যু বধ করাইয়া, এবং চিরশত্রু শিশুপালকে সদ্‌গতি প্রদান করিয়া নিজের ঐশ্বরিক অপক্ষপাতিত্ব সূচনা-করিয়াছেন। ভক্তপালনকারী মাধব, কাম্যকবনে রাত্রিকালে দিবাকর-বর-প্রভাবে ভোজনপর্য্যন্ত-অন্নদানসমর্থা ভীতা দ্রৌপদীর সাদরসমর্পিত শাক ভক্ষণপূর্ব্বক নিজতৃপ্তিদ্বারা দশসহস্রশিষ্যের সহিত দুর্ব্বাসাকে পরিতৃপ্ত করিয়া সর্ব্বজীবশরীরে স্বকীয় বাস প্রকাশিত করিয়াছেন। দণ্ডিশাসনকৌশলে উর্ব্বশীর দিবাশ্বিনীরূপশাপ-মোচনকারী ত্রিভুবনপালক শ্রীকৃষ্ণ, অসীমশক্তি-প্রদানে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সংগ্রামে পরাজিত করাইয়া একান্তভক্ত অর্জ্জুনের সুরশ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করিয়াছেন, এবং দেবদানবের অবধ্য শিবভক্ত হংসকে বিনাশ করিয়া রাজসূয়যজ্ঞ-নিষ্পাদনদ্বারা চিরানুগত যুধিষ্ঠিরের অতুলনীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। কৌরবরণে ভীষ্মের অব্যর্থব্রহ্মাস্ত্র-নিঃক্ষেপকালে সুদর্শনচক্রধারণে গদাহস্ত ভীমের রক্ষা, ও অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র-দগ্ধ উত্তরাগর্ভের পুনর্জ্জীবনদান, শ্রীকৃষ্ণের মানবভ্রান্তি অপনোদন করিয়া ঈশ্বরত্ব সম্পাদন করিতেছে। পাদসংবাহনকারী(২) অর্জ্জুনের সারথিকর্ম্ম-স্বীকার, ও মস্তকপার্শ্বস্থিত সিংহাসনে উপবেশনকারী দুর্য্যোধনকে দশকোটি-নারায়ণীসেনাদান, কপটনিদ্রাকারী কেশবের সর্ব্বকর্ম্মফলদাতৃত্ব ঘোষণা করিতেছে। রাজসভায় বস্ত্রহরণসময়ে দ্রৌপদীর বসনদান, ও ভীষ্মের পাণ্ডববিনাশপ্রতিজ্ঞাকালে পাণ্ডবসংহারকারী মহাকালনামক পঞ্চবাণের কৌশলে গ্রহণ, এবং মণিপুরে নিজপুত্র-বভ্রুবাহন-কর্ত্তৃক-নিহত অর্জ্জুনের অমৃতমণিস্পর্শে পুনর্জ্জীবনলাভ, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরক্ষকতা প্রকাশ করিতেছে।

(১) ছাগ (২) পদসেবাকারী

শ্রীকৃষ্ণ, হস্তিনার অন্তঃপুরে বৃদ্ধবিপ্রবেশে আবির্ভাবানন্তর জননীর সতীত্ব-নাশভয়প্রদর্শনে উলঙ্গ দুর্য্যোধনকে স্বীয় উত্তরীয় পরিধান করাইয়া, প্রসূতি-সমীপে প্রেরণপূর্ব্বক শিববরপ্রভাবে অভেদ্যতাসম্পাদক গান্ধারীদৃষ্টির গোচরীভূত দুর্য্যোধনের উরুদেশ বস্ত্রাবরণকৌশলে ভঙ্গযোগ্য করাইয়া স্বকীয় দুষ্টদমন স্বভাব সূচনা করিয়াছেন, ও জতুগৃহদাহের পর নির্জ্জলদেশে ভ্রমণ-কারী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ সমাতৃক পাণ্ডবগণের মরণদশা অনুমানপূর্ব্বক বালকবেশে তথায় আবির্ভূত হইয়া বারিদানে পাণ্ডবগণের মৃত্যুদায়িনী পিপাসা অপনোদন করিয়া সজ্জনপালন স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সুদামনামক সহাধ্যায়ী অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণের রুক্মিণীদ্বারা সেবা বিধান করিয়া মুষ্টিপরিমিত তণ্ডুলকণা ভক্ষণপূর্ব্বক তাহাকে অতুলৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া দয়াশীলতা বিকাশ করিয়াছেন। বাহ্যদৃষ্টিপূর্ণ নরসকল শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত-তত্ত্বের অজ্ঞতায় কুবুদ্ধিকল্পিত নানাদোষ আলোচনা করেন।

জ্ঞানিগণ, জন্মান্তরীয়-তপস্যাফলে শ্রীকৃষ্ণকে নির্গুণব্রহ্মরূপে অবগত হইয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বভাব অনুভব করিতে করিতে কালযাপন করেন। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, বৈরাগ্যরূপ বসুদেব, ও তদীয়পত্নী তিতিক্ষারূপা(১)দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। বেদরূপ-গরুড়বাহন সাঙ্খ্যযোগরূপ-মকর-কুণ্ডলধারী সেই পরমেশ্বর, ধর্ম্মরূপ-গোকুলে দমরূপ-নন্দ, ও তাহার ভার্য্যা ক্ষমারূপা যশোদার সমীপে বাস করিয়া অবিদ্যারূপা পূতনা নিধনপূর্ব্বক মাৎসর্য্যরূপ তৃণাবর্ত্তের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর ত্রিগুণময়ী-মায়ারূপ-বনমালা, ও বৈরাগ্যরূপ-শ্রীবৎস, এবং জ্ঞানরূপ-কৌস্তুভমণির ধারণকারী সেই পরমপুরুষ, ভক্তরূপগোচারণ-সময়ে বিকল্প(২)রূপ বৎসাসুর, ও সংকল্পরূপ অঘাসুর বিনাশ করিয়া শান্তিযমুনায় দুরভিলাষবিষপূর্ণ পাপরূপ কালীয়কে দমন করিয়াছিলেন। কর্ম্মরূপ-নূপুর, ও ঐশ্বর্য্যরূপ-মুকুট এবং

---

(১) ক্ষমারূপা, সহিষ্ণুতারূপিণী। (২) সংশয়, ভ্রান্তি।

ছন্দোরূপ-পীতবস্ত্রের ধারণকারী জগদীশ্বর, ঘৃণা, লজ্জা, ভীতি, প্রিয়বিচ্যুতি, জুগুপ্সা(১), কুলনীতি, এবং মায়ারূপ গোপাঙ্গনাগণের আবরণরূপ বসন অপহরণ করিয়া সংসারকদম্বে আরোহণপূর্ব্বক কৌশলে ঘৃণাপ্রভৃতি গোপী-দিগের পুনর্জ্জন্মনিরোধরূপ যোনিদর্শন করিয়াছিলেন। তারপর সেই বিশ্বপতি, হৃদয়বৃন্দাবনে শ্রদ্ধারূপললিতা-সরলতারূপ-বিশাখা সখী-পরি-বেষ্টিতা মনোরূপ নপুংসক আয়ানের পত্নী ভক্তিরূপা রাধার সহিত অনুরাগরূপ-বেণু(২)-বাদনপূর্ব্বক 'হৃদয়কমলরূপ নিকুঞ্জে পুনঃ পুনঃ রমণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়শরযুক্ত কালরূপ-শার্ঙ্গধনু,(৩) ও তেজোরূপ সুদর্শনের গ্রহণকারী ত্রিভুবনপতি, ঐশ্বর্য্যরূপ-চন্দ্রকিরণে বিভূষিতা দিব্য-শক্তিরূপ-রাসরাত্রিতে ঘৃণাপ্রভৃতি বহুগোপাঙ্গনার সহিত চিরনিবৃত্তিরূপ-রতিকার্য্য' করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই মায়াপতি, মোহমথুরায় গমনপূর্ব্বক অহঙ্কাররূপ-কুবলয়াপীড়, ও লোভরূপ চাণূর, এবং ক্রোধরূপ কংসকে বিনাশ করিয়াছিলেন, ও নিজহস্তে কুটিলভাবরূপ-কুব্জ ধ্বংসকরিয়া সুমতিরূপা কুব্জার আশাপূরণরূপ মদনকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং অধর্ম্মরূপ-জরাসন্ধকে সপ্তদশবার পরাস্ত করিয়া তন্ত্রমন্ত্ররূপ-মুচুকুন্দদ্বারা কুপথরূপ কাল-যবনকে নিধন করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বান্তর্যামী, কর্ম্মরূপ-ধরণীতল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিভূতিলবণযুক্ত সমাধিজলপরিপূর্ণ যোগসমুদ্রের মধ্যস্থিত ব্রহ্মবিদ্যারূপ-দ্বারকায় বাস করিয়াছিলেন, এবং কামরূপ-শিশুপাল নিধন করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সুপথরূপ-রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। সর্ব্বহৃদয়বাসী সেই শ্রীকৃষ্ণ, সংসারকুরুক্ষেত্রে চিত্তরথের ইন্দ্রিয়াশ্বকে ধৈর্য্য-রশ্মিদ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া জীবরূপ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়া কলিরূপ-ব্যাধের কুঅভিলাষরূপ-শরে ধরাতলরূপ-দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।”

শিষ্য। তারপর কি হইল?

(১) নিন্দা।

(২) বাঁশী। (৩) শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু।

গুরু। তারপর শিশুপালশিষ্যগণ, উদ্ধবের আধ্যাত্মিক উপদেশ শ্রবণ করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! অদ্য ভবদীয় উপদেশ, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া পবিত্রতা সম্পাদনপূর্ব্বক আমাদিগের চিরসঞ্চিত ভ্রান্তি বিনাশ করিল। আমরা, ভ্রমজ্ঞানে কৃষ্ণনিন্দা করিয়া কত মহাপাপ উপার্জ্জন করিয়াছি। আপনি, কৃপা করিয়া সঞ্চিতপাপের ধ্বংসের জন্য আমাদিগকে কৃষ্ণের সাধনাবিষয়ে উপদেশ দিন।" এইবলিয়া কৃষ্ণবিদ্বেষিগণ, উদ্ধবের শিষত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। অনন্তর সহদেব কি বলিলেন?

গুরু। অনন্তর সহদেব বলিলেন, "জ্ঞানিপ্রবর! আপনার সমস্তবাক্য অবগত হইয়াছি, কিন্তু নারায়ণীসেনার সৃষ্টিবিষয় বুঝিতে পারিতেছিনা, অতএব আপনি করুণা-বিতরণে ঐ সেনার সৃষ্টিবিষয় বিশদভাবে প্রকাশ করুন।" সহদেবের বাক্যান্তে উদ্ধব বলিলেন, "কৃষ্ণপিতৃগণ, একদা নিশার্দ্ধসময়ে(১) কেশবসমীপে আগমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন, "হে বাসুদেব! আমাদিগের বহুতপস্যাহেতু আপনি আমাদিগের বংশে মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি. অনুগ্রহপূর্ব্বক একাকী মগধরাজ্যে গমন করিয়া সেই রাজ্যের নিবিড়কাননবাসী অষ্টখুরযুক্ত অপূর্ব্ব শ্বেতবরাহকে নিহত করিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে তাহার মাংসে শ্রাদ্ধসম্পাদনদ্বারা আমাদিগের পাপকর্ম্মোৎপন্ন মন্দাগ্নিব্যাধি বিনষ্ট করুন।" এই বলিয়া কৃষ্ণপিতৃগণ স্বকীয়স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ একাকী অশ্বারোহণে মগধরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মগধপতি তোমার [illegible] জরাসন্ধ, গুপ্তচরমুখে কেশবের সহায়শূন্যভাবে রাজ্যপ্রবেশ শ্রবণ করিয়া সমস্তসৈন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্দ্দিকে অবরোধ করিলেন(২)। তারপর

(১) মধ্যরাত্রিতে—রাতদুপুরে। (২) ঘেরিয়া ফেলিলেন

মাধব, সুদর্শনচক্রদ্বারা দুর্জ্জয়-মানবসৈন্যসকলের বিনাশ অনুচিত মনে করিয়া নিজকলেবর হইতে রণসাধক-নিখিলদ্রব্যযুক্তা প্রভূতবলশালিনী দশকোটি-নারায়ণীসেনা সৃষ্টি করিলেন। জরাসন্ধ, সকলসৈন্যের সহিত অসীমশক্তি নারায়ণীসেনাদ্বারা পরাস্ত হইয়া নিজভবনে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, নির্জ্জনবনে সুদর্শনচক্রনিহত শ্বেতবরাহের মাংসে মাংসাষ্টকশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পিতৃগণকে মন্দাগ্নিব্যাধি হইতে বিমুক্ত করিলেন। অনন্তর সংগ্রামশক্তিদ্বারা পরিতুষ্ট মাধব নারায়ণীসেনাগণকে বলিলেন, "বীরগণ! তোমরা আমার নিকটে অভিলষিত বর গ্রহণকর।" সৈন্যসকল বলিলেন, "আমরা আপনার তুল্য বীরের হস্তে মৃত্যুবর প্রার্থনা করি।" কংসারি বলিলেন, "কুরুযুদ্ধে অভিমন্যুবধদিবসে আমার সদৃশ বীর অর্জ্জুনের হস্তে তোমাদিগের মরণ হইবে।" এইজন্য মাধব অভিমন্যুবিনাশদিনে নিজ-প্রদত্ত দুর্য্যোধনপক্ষীয় নারায়ণীসেনাগণের সহিত ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম করাইয়াছিলেন। সেই পরমেশ্বর মায়াজাত সত্ত্বাদিগুণত্রয়দ্বারা জীবগণকে সংসারে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সহদেব বলিলেন, "জ্ঞানিবর! আপনি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকটে ত্রিগুণাদি সমস্ত জ্ঞাতব্যবিষয় প্রকাশ করিয়া মদীয় অজ্ঞান অপসারিত(১) করুন।" উদ্ধব বলিলেন, "সত্ত্বাদিগুণত্রয় জীবচিত্তে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি সৃষ্টি-করে। মনোনিগ্রহরূপ শম, বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ দম, সহিষ্ণুতারূপ তিতিক্ষা, দেবোদ্দেশে শারীরিক ক্রিয়ারূপ তপস্যা, অলীকবর্জ্জনরূপ সত্য, পরদুঃখ-নিরোধচেষ্টারূপ দয়া, পূর্ব্বাপর-অনুসন্ধানরূপ স্মৃতি, যথালাভসন্তোষ-রূপ তুষ্টি, ব্যয়শীলতারূপ ত্যাগ, বিষয়বৈরাগ্যরূপ অস্পৃহা, দেবতাদিতে আস্তিক্য(২) বুদ্ধিরূপ শ্রদ্ধা, অনুচিত কর্ম্মের জ্ঞানরূপ লজ্জা, কৌটিল্য(৩)-হীনতারূপ সরলতা, ও অহঙ্কারপরিহাররূপ বিনয় এই সমস্ত মনোবৃত্তি

(১) দূর করুন।
(২) ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস। (৩) কুটিলতা, ক্রূরস্বভাব।

সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। বিষয়াভিলাষরূপ বাসনা, প্রযত্নরূপ চেষ্টা, লাভেও অসন্তোষরূপ তৃষ্ণা, প্রভাবাবিষ্কার(১)রূপ গর্ব্ব, এবং স্তুতিপ্রিয়তারূপ যশ এই সকল চিত্তবৃত্তি রজোগুণ হইতে সম্ভূত হয়। অসহিষ্ণুতারূপ-ক্রোধ, অহঙ্কাররূপ দর্প, ব্যয়পরাঙ্মুখতা(২)রূপ লোভ, অশাস্ত্রীয়প্রমাণরূপ অনৃত, (৩) পরদ্রোহরূপ হিংসা, ধর্ম্মধ্বজিত্ব(৪)রূপ দম্ভ, বিবাদরূপ কলহ, শোকমোহের অনুশোচনরূপ ভ্রম, বিষাদপীডারূপ দুঃখ, ইন্দ্রিয়মোহকরী নিদ্রা, জননেন্দ্রিয়-তৃপ্তিরূপ কাম, কম্পাদিজনক ভয়, ও অনুদ্যমরূপ জাড্য(৫) এই সমস্ত মনোবৃত্তি তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। শমাদিযুক্ত মানবকে সাত্ত্বিক, বাসনাদিযুক্ত মনুষ্যকে রাজসিক ও ক্রোধাদিযুক্ত নরকে তামসিক মানব বলে। নিবৃত্তিলক্ষণ কর্ম্মকে সাত্ত্বিক, প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্ম্মকে রাজসিক এবং সংসারিক কর্ম্মকে তামসিক কর্ম্ম বলে। বাসনাশূন্যা সাধনাকে সাত্ত্বিক, বাসনাপূর্ণা সাধনাকে রাজসিক ও হিংসাযুক্তা সাধনাকে তামসিক সাধনা বলে। তত্ত্বজ্ঞানী সাধককে সাত্ত্বিক, যোগী সাধককে রাজসিক এবং ভক্তিমান্ কর্ম্মী সাধককে তামসিক সাধক বলে। চিত্তোৎপন্ন প্রবল সত্ত্বগুণ, রজস্তমোগুণকে পরাস্ত করিয়া মানবের ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ও সুখ সৃষ্টি-করে। মনঃসমুৎপন্ন প্রবল রজোগুণ, সত্ত্বতমোগুণকে পরাভূত করিয়া মনুষ্যের কর্ম্ম, যশঃ, ঐশ্বর্য্য ও দুঃখ সৃষ্টিকরে। চিত্তজাত প্রবল তমোগুণ, সত্ত্বরজোগুণকে অপসারিত করিয়া জীবের শোক, মোহ, হিংসা, জড়তা ও নিদ্রা সৃষ্টি করে। মনের শান্তিসম্ভূত-সচ্ছতাদ্বারা সত্ত্বগুণ ও ক্রিয়াজনিত

(১) মহিমাপ্রকাশ।

(২) খরচ করিতে বিমুখ। (৩) মিথ্যা।

(৪) যে ধর্ম্মের ধ্বজ (অর্থাৎ কৌপীনাদি বাহ্যচিহ্ন) ধারণকরে, যে বাস্তবিক ধার্ম্মিক নয়, কিন্তু লোকের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ও গণ্য হইবার জন্য এরূপ বেশ ভাব-ভঙ্গী বা কথা কয় যে, মানব প্রতারিত হইয়া তাকে ধার্ম্মিক ভাবে—তাহাকে ধর্ম্মধ্বজী বলে। (৫) জড়তা।

বিকারদ্বারা রজোগুণ এবং মোহোৎপন্ন অস্বাস্থ্যদ্বারা তমোগুণ অনুমিত হয়। সত্ত্ববৃদ্ধিকালে দেবগণ ও রজোবৃদ্ধিকালে অসুরগণ এবং তমোবৃদ্ধিকালে রাক্ষসগণ বলবৃদ্ধি লাভ করেন। সত্ত্বগুণ জাগরণ, ও রজোগুণ স্বপ্ন, তমোগুণ সুষুপ্তি, এবং নিরন্তর পরমব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপ্তি-চিন্তনরূপ নির্গুণ তুরীয়াবস্থা সৃষ্টি করে। সাত্ত্বিক নরগণ স্বর্গাদি বৈকুণ্ঠ-পর্য্যন্ত, রাজসিক প্রাণিগণ পশুপ্রভৃতি মানব-পর্য্যন্ত, তামসিক জীবগণ স্থাবরাদি নরক-পর্য্যন্ত, এবং নির্গুণ নরগণ অপুনরাবৃত্তি(১)রূপ পরমব্রহ্মে গমন করেন। মানব, মরণকালে সত্ত্বগুণসত্ত্বে স্বর্গে, রজোগুণসত্ত্বে মর্ত্ত্যে, তমোগুণসত্ত্বে নরকে ও নিরবচ্ছিন্ন-ব্রহ্মচিন্তনরূপ-নির্গুণসত্ত্বে পরমব্রহ্মে গমন করেন। আনন্দকর সমাধি(২)জ্ঞানকে সাত্ত্বিক, স্বর্গপ্রদ-পুণ্যজ্ঞানকে রাজস, সাংসারিক জ্ঞানকে তামস, ও মোক্ষপ্রদ তত্ত্বজ্ঞানকে নির্গুণ জ্ঞান বলে। পবিত্র-নির্জ্জনবাসকে সাত্ত্বিক, নগরগ্রামবাসকে রাজস, অধর্ম্মস্থানে বাসকে তামস, ও দেবতাগারে বাসকে নির্গুণ বাস বলে। যোগশ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিক, কর্ম্মশ্রদ্ধাকে রাজস, অধর্ম্ম শ্রদ্ধাকে তামস ও তত্ত্বজ্ঞানশ্রদ্ধাকে নির্গুণ শ্রদ্ধা বলে। অনায়াসলব্ধ পবিত্র ভোজনকে সাত্ত্বিক, ইন্দ্রিয়প্রীতিকর ষড়্‌রসযুক্ত ভোজনকে রাজস, পরপীড়াকর অপবিত্র ভোজনকে তামস, ও ঈশ্বরনিবেদিত-ভোজনকে নির্গুণ ভোজন বলে। যোগজাত সুখকে সাত্ত্বিক, বিষয়োৎপন্ন সুখকে রাজস মোহনিদ্রাসম্ভূত সুখকে তামস, ও তত্ত্বজ্ঞানজাত সুখকে নির্গুণ সুখ বলে। কঠোর-তপস্যাকারী ঋষিগণ, যোগবিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা তপস্যাজনিত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া যে শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তপস্যাহীন মানব, পাপকলুষিত বুদ্ধিদ্বারা কুমতিকল্পিত জ্ঞান আশ্রয় করিয়া সেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সম্যক্‌-রূপে কি করিয়া বুঝিবেন।

(১) পৃথিবীতে বারবার ফিরিয়া না আসা।

(২) পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন, ব্রহ্মে চিত্ত লীন করা।

কোন্ কোন যোগী, পরমপুরুষে একাবারে চিত্ত স্থির করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ যোগাবলম্বনে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যাস করেন। তাহাদিগের মত এইরূপ :—

"যোগিগণ, গুহ্যোপরি(১) রক্তবর্ণ চতুর্দ্দল দ্যুলোকরূপী(২) মূলাধার-পদ্মের মধ্যদেশে বলয়াকার(৩)রূপী সপ্তসমুদ্র-পরিবেষ্টিত জম্বুদ্বীপনামক ক্ষিতিমণ্ডল চিন্তা করিয়া তৎপার্শ্বস্থিতা সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি(৪) বিষতন্তু-তনীয়সী(৫) সর্পরূপিণী মায়াশক্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গের ভাবনাপূর্ব্বক ক্ষিতিমণ্ডলে লংবীজযুক্ত পীতবর্ণ বজ্রহস্ত ঐরাবতবাহন ইন্দ্র চিন্তা করিয়া কল্পিত ব্রহ্মভবনে বামভাগস্থিতা বেদমাতা সাবিত্রীর সহিত সৃষ্টিকর্ত্তা রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা চিন্তা করিবেন, এবং লিঙ্গমূলে বিদ্যুৎবর্ণ ষড়্দল ভুবলোকরূপী স্বাধিষ্ঠানপদ্মের মধ্যদেশে গঙ্গাদি-সর্ব্বনদী-পরিবেষ্টিত জলমণ্ডল চিন্তা করিয়া তাহাতে বংবীজযুক্ত শুক্লবর্ণ পাশহস্ত মকরবাহন বরুণের ভাবনা-পূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগর-পরিবেষ্টিত কল্পিত বৈকুণ্ঠে বামদক্ষিণ-পার্শ্বস্থিতা লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তী রাগরাগিণী-পরিবেষ্টিত পালনকর্ত্তা নীলবর্ণ চতুর্ভুজ বনমালী বিষ্ণু চিন্তা করিবেন। উপাসকসকল, নাভিদেশে নীলবর্ণ দশদল স্বর্লোক(৬)রূপী মণিপূরক পদ্মের মধ্যদেশে অগ্নিরাশি-পরিবেষ্টিত তেজো-মণ্ডল চিন্তা করিয়া তাহাতে রংবীজযুক্ত অরুণবর্ণ শক্তিহস্ত অজবাহন অগ্নির ভাবনাপূর্ব্বক কল্পিত-রুদ্রালয়ে বামপার্শ্ববর্ত্তিনী সংহাররূপিণী ভদ্রকালীর সহিত সংহারকর্ত্তা শ্বেতবর্ণ বিভূতি-ভূষণ রুদ্র চিন্তা করিবেন, এবং হৃদয়ে লোহিতবর্ণ দ্বাদশদল মহোলোকরূপী অনাহতপদ্মের মধ্যদেশে বায়ুমণ্ডল চিন্তা করিয়া তাহাতে যংবীজযুক্ত ধূম্র(৭)বর্ণ অঙ্কুশ(৮)হস্ত হরিণবাহন বায়ুর

(১) মলদ্বারের উপরে। (২) স্বর্গরূপী (৩) বালার মত (৪) সাড়ে তিনটী বালার আকার। (৫) মৃণালের সূতার মত সরু।
(৬) স্বর্গ।
(৭) ধোঁয়ারমত রং যার। (৮) ডাঙ্গস।

ভাবনাপূর্ব্বক সেই মণ্ডলমধ্যে ক্ষীরসমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী মণিদ্বীপে পারিজাত কল্পনা করিয়া তাহার মূলস্থিত চিন্তামণিগৃহে মণিবেদিকোপরি কল্পিত রত্ন-সিংহাসনে ভুবনেশ্বর মহাবিষ্ণুরূপী চতুর্ব্বাহু মহাকালের সহিত রমণকারিণী সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী ত্রিলোকেশ্বরী মহামেঘবর্ণা চতুর্ভুজা কালিকা চিন্তা করিবেন। সাধকগণ, কণ্ঠে ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল জনলোকরূপী বিশুদ্ধ-পদ্মের মধ্যদেশে আকাশমণ্ডল চিন্তা করিয়া তাহাতে ওঁ বীজযুক্ত রক্তবর্ণ কমণ্ডলুহস্ত হংসবাহন ব্রহ্মার ভাবনাপূর্ব্বক কল্পিত মায়াভবনে বামভাগস্থিতা মহাগৌরীর সহিত বৃষভবাহন পঞ্চবক্ত্র(১) পঞ্চদশ-নয়ন শ্বেতবর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর অর্দ্ধনারীশ্বর চিন্তা করিবেন, এবং ভ্রূমধ্যে শ্বেতবর্ণ দ্বিদল তপোলোকরূপী আজ্ঞাপদ্মের মধ্যে বামভাগস্থিতা পদ্মধারিণী শক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত ঐংবীজ-যুক্ত দ্বিনেত্র বরাভয়কর শ্বেতবস্ত্রমাল্যধারী স্মেরানন(২) গুরু চিন্তা করিয়া কল্পিত কৈলাশে অঙ্কস্থিতা সদানন্দরূপিণী মহামায়া পার্ব্বতীর সহিত শ্বেতবর্ণ ত্রিনেত্র সিংহাসনস্থিত শঙ্কর চিন্তা করিবেন। মুমুক্ষু(৩)গণ, মস্তকে বিচিত্রবর্ণ বৈকুণ্ঠরূপী অধোমুখ সহস্রদল-কমলে কল্পিত ব্রহ্মবিদ্যাবেদিকায় জ্যোতির্ম্ময়-সিংহাসনে ওঁ বীজযুক্ত নীলবর্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মহাবিষ্ণু চিন্তা করিয়া তাহার সমীপে অতিসুন্দরী চারু(৪)বদনা কান্তার(৫) সহিত রজতাচলসদৃশ কৃতাঞ্জলিপুটে স্তবকারী নিজগুরুর ভাবনাপূর্ব্বক নির্ব্বাণপুরে নিরাকার সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্ম চিন্তা করিবেন।” কোন কোন যোগী মন্ত্রযোগ অভ্যাস করেন।

দত্তাত্রেয়-সংহিতায় :—

অঙ্গেষু মাতৃকান্যাসং কৃত্বা মন্ত্রং জপন্ সুধীঃ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে॥

(১) পঞ্চমুখ—মহাদেব। (২) ঈষৎ হাসিমাখা মুখ যাঁর।
(৩) মুক্তিলাভেচ্ছু—যে সংসারবন্ধন মুক্ত হইতে চায়।
(৪) সুন্দর (৫) পত্নী

"বুদ্ধিমান্ সাধক, শরীরে মাতৃকান্যাস করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে যে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে।" ক্রিয়াযোগ সকলযোগীর আবশ্যক হয়।

যোগস্বরোদয়েঃ—

মাৎসর্য্যং মমতা মায়া হিংসাচ মদগর্ব্বিতা।
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লজ্জা লোভো মোহস্তথা শুচিঃ॥
রাগদ্বেষৌ ঘৃণালস্যং শ্রান্তিদম্ভা-ক্ষমাভ্রমাঃ।
যস্যৈতানি ন বিদ্যন্তে ক্রিয়াযোগী স উচ্যতে॥

মাৎসর্য্য, মমতা, কপটতা, হিংসা, মদগর্ব্ব, কাম, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, লোভ, মোহ, শোক, সংসারানুরাগ, দ্বেষ, ঘৃণা, আলস্য, অধিকপরিশ্রম, দর্প, অসহিষ্ণুতা ও ভ্রম এই সমস্ত যাহার চিত্তে থাকেনা, তাহাকে ক্রিয়াযোগী বলে।

কোন কোন যোগী চক্রযোগ অভ্যাস করেন। তাহাদিগের মত যথা:—"নবচক্রের জ্ঞানহীন যোগীর যোগ সিদ্ধ হয়না। বামভাগে শশিপ্রভা শক্তিরূপিণী ঈড়ানাড়ী, ও দক্ষিণে সূর্য্যস্বরূপা পুরুষরূপা পিঙ্গলানাড়ী, এবং মধ্যে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবস্বরূপা-বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভা সুষুম্নানাড়ীর ধ্যান করিলে, মানবের সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। নববিধচক্র ভিন্নভিন্নরূপে সুষুম্নার মধ্যে অবস্থান করে। প্রথম চক্রকে মূলাধারচক্র বলে।

যোগস্বরোদয়েঃ—

মূলাধারং চতুঃপত্রং গুহ্যোর্দ্ধে বর্ত্ততে মহৎ।
তন্মধ্যে স্বর্ণপীঠেতু ত্রিকোণং মণ্ডলং পরং॥

গুহ্যের ঊর্দ্ধদেশে চতুর্দ্দল মূলাধার চক্র, ও তাহার মধ্যে স্বর্ণপীঠে উৎকৃষ্ট মহৎ ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে।

সাধকগণ, সেই মণ্ডলে সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী অগ্নিশিখারূপিণী মূর্ত্তি চিন্তা করিবেন। দ্বিতীয় চক্রকে স্বাধিষ্ঠানচক্র বলে।

যোগস্বরোদয়েঃ—

লিঙ্গমূলেতু পীঠাভং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্দলং।
তন্মধ্যে বালসূর্য্যাভং মহাজ্যোতিঃ সুসিদ্ধিদং॥

যোগিগণ, লিঙ্গমূলে পীঠসদৃশ ষড়্দল স্বাধিষ্ঠান চক্র, ও তাহার মধ্যে প্রাতঃকালীন-সূর্য্যসদৃশ সুসিদ্ধিপ্রদ মহাজ্যোতিঃ চিন্তা করিবেন। তৃতীয়-চক্রকে মণিপূরক চক্র বলে।

যোগস্বরোদয়েঃ—

তৃতীয়ং নাভিদেশেতু দিগ্দলং পরমাদ্ভুতং।
মহামেঘপ্রভং তত্তু কোটিবিদ্যুৎ-সমন্বিতং।
কল্পান্তাগ্নিসমং জ্যোতিস্তন্মধ্যে সংস্থিতং স্বয়ং॥

সাধকসকল, নাভিদেশে দশদল তৃতীয় চক্র, ও তাহার মধ্যস্থিত পরমাদ্ভুত মহামেঘকান্তি কোটিবিদ্যুৎযুক্ত কল্পাগ্নিসদৃশ নিজোৎপন্ন জ্যোতি চিন্তা করিবেন। চতুর্থ চক্রকে অনাহত-চক্র বলে!

যোগস্বরোদয়েঃ—

অনাহতমষ্টপীঠং চতুর্থকমলং হৃদি।
সূর্য্যপত্রং মহাজ্যোতি র্মহাসূক্ষ্মন্তু চাক্ষুষং।
তন্মধ্যে হষ্টদলং পদ্মং উর্দ্ধবক্ত্রং মহাপ্রভং॥

উপাসক-সকল, হৃদয়ে দ্বাদশদল অষ্টপীঠ চতুর্থ অনাহত চক্র, ও তাহার মধ্যে উর্দ্ধমুখী অষ্টদলপদ্ম, এবং সেই অষ্টদলমধ্যে, মহাসূক্ষ্ম চক্ষুদৃশ্য(১) মহাজ্যোতিঃ চিন্তা করিবেন। পঞ্চম চক্রকে বিশুদ্ধচক্র বলে।

---

(১) যাহা চোখে দেখা যায়।

যোগস্বরোদয়ে :—

কলাপত্রং পঞ্চমন্তু বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশতঃ।
অস্য মধ্যে পুমানেকঃ কোটিচন্দ্রসমপ্রভঃ॥

ভক্তবৃন্দ, কণ্ঠদেশে ষোড়শদল পঞ্চম বিশুদ্ধচক্র, ও তাহার মধ্যে কোটি-চন্দ্রতুল্য-কান্তি এক পুরুষ চিন্তা করিবেন। ষষ্ঠচক্রকে আজ্ঞাচক্র বলে।

যোগস্বরোদয়ে :—

আজ্ঞাখ্যং ষষ্ঠকং চক্রং ভ্রুবোর্মধ্যে দ্বিপত্রকং।
অগ্নিজ্বালানিভং জ্যোতিঃ পুংসঃ স্ত্রীতো বিবর্জ্জিতং॥

নরগণ, ভ্রূমধ্যে দ্বিদল ষষ্ঠ আজ্ঞাচক্র, ও তাহাতে অগ্নিশিখাতুল্য স্ত্রী-পুরুষহীন জ্যোতিঃ চিন্তা করিবেন। সপ্তমচক্রকে অমৃত চক্র বলে।

যোগস্বরোদয়ে :—

চতুঃষষ্ঠিদলং তালুমধ্যে চক্রন্তু সপ্তমং।
পীযূষপূর্ণং কোটিন্দু-সন্নিভং অমৃতস্থলী॥

সাধকগণ, তালু(১)মধ্যে চতুঃষষ্টিদল অমৃতপূর্ণ কোটিচন্দ্রতুল্য সপ্তম-চক্র, ও তাহার মধ্যে অমৃতময়ী রক্তবর্ণা ঘটিকানাম্নী কর্ণিকা,(২) এবং কর্ণিকাস্থিত সুধাধারাস্রাবকারী চন্দ্রকলাসদৃশ জ্যোতিঃ চিন্তা করিবেন। অষ্টমচক্রকে সিদ্ধচক্র বলে।

যোগস্বরোদয়ে :—

ব্রহ্মরন্ধ্রেঽষ্টমং চক্রং শতপত্রং মহাপ্রভং।
জালন্ধরং নাম পীঠং এতত্তু পরিকীর্ত্তিতং॥

মনুষ্যসকল, ব্রহ্মরন্ধ্রে, শতদল অষ্টম চক্র, ও তন্মধ্যে মহাপ্রভ জালন্ধর-

(১) টাকরা। (২) পদ্মের মধ্যের বীজকোষ।

নামক পীঠ, এবং সেই পীঠে অগ্নির ধূমশিখাতুল্যা আদ্যন্তমধ্যহীনা উৎকৃষ্টা স্ত্রীপুরুষ-মূর্ত্তি চিন্তা করিবেন। নবমচক্রকে পূর্ণচক্র বলে।

যোগস্বরোদয়ে ঃ—

নবমস্তু মহাশূন্যং চক্রন্তু তৎ পরাৎপরং।
তন্মধ্যে বর্ত্ততে পদ্মং সহস্রদলমদ্ভুতং॥

যোগিগণ, ব্রহ্মরন্ধ্রে শ্রেষ্ঠহইতে শ্রেষ্ঠ মহাশূন্য নবম চক্র, ও তাহার মধ্যে অদ্ভুত সহস্রদল পদ্ম, এবং পদ্মমধ্যস্থিত ত্রিগুণরূপী ত্রিকোণ-কর্ণিকার মধ্যে শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বরহিত কোটিচন্দ্রসূর্য্যতুল্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ চিন্তা করিবেন।

যোগিগণ বহুবিধ যোগ অভ্যাস করেন। ধৌতাদি-ষট্‌কর্ম্ম-সাধনাপূর্ব্বক পূরক-কুম্ভক-রেচকযোগে পবনসাধনকে হঠযোগ বলে। আকাশদর্শনে চাঞ্চল্য-লয়পূর্ব্বক চিত্তের স্থিরতাসম্পাদনকে ঊর্দ্ধলয়যোগ, নাসিকাগ্রদর্শনে চিত্তের স্থৈর্য্যনিষ্পাদনকে অধোলয়যোগ ও প্রতিমাদিদর্শনে চিত্তের স্থিরতা-সম্পাদনকে বাহ্যলয়যোগ বলে; ভ্রূমধ্যদর্শনে চিত্তের স্থৈর্য্য-নিষ্পাদনকে মধ্যলয়যোগ, এবং হৃদয়পদ্মে কল্পিত-কেশবমূর্ত্তি-দর্শনে চাঞ্চল্য-বিলয়পূর্ব্বক-চিত্তের স্থিরতা-সম্পাদনকে অন্তর্ল্লয়যোগ বলে। অহম্ভাবরহিত সমদৃষ্টি মানবের কর্ত্তৃত্বজ্ঞান-শূন্যতাহেতু রাজ্যলাভে অহর্ষ ও রাজ্যনাশে অদুঃখকে রাজযোগ বলে। সকলযোগ অপেক্ষা অষ্টাঙ্গযোগ শ্রেষ্ঠ। শক্ত্যনুসারে স্বধর্ম্মাচরণ, অধর্ম্ম-হইতে নিবর্ত্তন, দৈবলব্ধ-পদার্থদ্বারা সন্তোষ, ও তত্ত্বজ্ঞানীর সেবাকে যম বলে। কাম্যকর্ম্ম-পরিত্যাগ, মোক্ষধর্ম্মে আসক্তি, পরিমিত পবিত্র ভোজন, নির্জ্জন-নির্ব্বাধ-স্থান-সেবন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, প্রয়োজনীয়-অর্থসংগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, পবিত্রভাব, এবং দেবতাপূজাকে নিয়ম বলে। সাধনা-সময়ে পদ্মাদিভাবে উপবেশন-নিয়মকে আসন বলে। পূরক-কুম্ভক-রেচক-যোগে পঞ্চবায়ুর প্রধান প্রাণবায়ুর মার্গশোধনকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম, রজস্তমোগুণের সমস্ত ক্রিয়া নিরোধ করিয়া শ্বাসজয়কারী মানবের

মন স্থির করে। অস্থিলেহী (১) কুক্কুরের মিষ্টভোজনাভ্যাসের ন্যায় চির-রুচিকর(২) বাহ্যবিষয় হইতে ধ্যেয়পদার্থে মনের সংযোজনকে প্রত্যাহার বলে। যুবতিদর্শনে কামুকের ন্যায় ধ্যেয়পদার্থে মনের নিশ্চলতাকে ধারণা বলে। পুত্রস্নেহপরায়ণের মৃতপুত্রের গুণালোচনের ন্যায় অন্য বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ধ্যেয়পদার্থ-চিন্তাকে ধ্যান বলে। অন্য বিষয়াসক্ত মিষ্টভোজনকারী মানবের মিষ্টতাজ্ঞানের ন্যায় বাহ্যজ্ঞানসত্ত্বে ধ্যেয়পদার্থে চিত্তলয়কে সবিকল্প সমাধি বলে। জননেন্দ্রিয়-সুখের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান-বিলুপ্তভাবে ধ্যেয়পদার্থে চিত্তবিলয়কে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে।

মন্ত্রসিদ্ধি করিবার জন্য সকল-সাধকের যোনিমুদ্রা আবশ্যক হয়। যোনিমুদ্রা যথা :—"সাধক, গুহ্যদেশে বামগুল্ফ(৩) যোজনা করিয়া নবদ্বার নিরোধপূর্ব্বক শরীরকে স্থির করিবেন, অনন্তর ষট্‌চক্রভেদক্রমে ভুজঙ্গরূপিণী আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া মূলাধারপদ্মে সেই কুলকুণ্ডলিনীকে শ্যামবর্ণা খড়্গমুণ্ডবরাভয়ধারিণী মুক্তকেশী দিগম্বরী(৪) ত্রিনয়না মুণ্ডমালাবিভূষিতা দক্ষিণকলিকারূপে চিন্তা করিয়া সুষুম্নাপথে সর্পরূপিণী ভাবনাপূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠানে নীলবর্ণা বরদাভয়ধনুর্ব্বাণ-পাশাঙ্কুশধারিণী ষড়্‌ভুজা ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানা বিষ্ণুরূপিণী চিন্তা করিয়া সুষুম্নাপথে ভুজঙ্গীরূপে ভাবনা করিবেন। তারপর মণিপূরে সেই কুলকুণ্ডলিনীকে রক্তবর্ণা মুক্তকেশী রক্তবসনা বহুসর্প-বিভূষিতা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী বিশ্বজননীরূপে চিন্তা করিয়া অনাহতে রক্তবর্ণা অষ্টভুজা ত্রিনয়না ধনুর্ব্বাণ-খড়্গচক্র-পাশাঙ্কুশ-ত্রিশূলখেটক(৫)ধারিণী মহামায়ারূপে ভাবনা করিয়া বিশুদ্ধে পীতবর্ণা দশভুজা দক্ষিণহস্তসকলে কপালখেটক-শঙ্খদর্পণ-চামরধারিণী বামহস্তসকলে খড়্গ-মহাপদ্মকর্তৃক-পাশাঙ্কুশ-গ্রহণকারিণী দিব্যবস্ত্রপরিধানা জটামুকুটভূষিতা দুর্গারূপে চিন্তা করিবেন। অনন্তর সুষুম্নাপথে কুলকুণ্ডলিনীকে সর্পরূপিণী

(১) যে হাড়-চোষে। (২) তৃপ্তিপ্রদ। (৩) গোঁড়ালি।
(৪) উলঙ্গী, নেংটা। (৫) ঢাল।

ভাবনাপূর্ব্বক আজ্ঞাচক্রে সিংহবাহিনী দ্বিভুজা বরাভয়ধারিণী ত্রিনয়না রক্তবস্ত্রপরিধানা রত্নমাল্যবিভূষিতা পার্ব্বতীরূপে চিন্তা করিয়া সহস্রদলকমলে ব্রহ্মবিষ্ণুশিব-স্বরূপ নিত্যানন্দপূর্ণ ব্রহ্মজ্যোতিঃরূপে চিন্তা করিতে করিতে তাহার মধ্যে ত্রিগুণরূপিণী সনাতনী মেঘবর্ণা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা দক্ষিণ-কালিকারূপে চিন্তা করিবেন। তারপর সেই কুলকুণ্ডলিনীকে সুষুম্নাপথে সর্পরূপিণী চিন্তা করিয়া নিজস্থানে স্থাপন করিবেন।"

সকলযোগগম্য পরমপুরুষ সেই শ্রীকৃষ্ণের শরীরে ত্রিভুবন সতত সন্নিহিত আছে। কেশবের পাদমূলে পাতাল, পাদোপরি রসাতল, গুল্ফমধ্যে মহাতল, গুল্ফোপরি তলাতল, জঙ্ঘা(১)মধ্যে সুতল, জানু(২)মধ্যে বিতল, উরুমধ্যে অতল, জঘনে(৩) মহীতল, ও নাভিনিম্নে নভস্তল বাস করে। শ্রীহরির গুহ্যোপরি ভূর্লোক, লিঙ্গাগ্রে ভুবলোক, লিঙ্গমূলে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহোলোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠে তপোলোক, এবং মস্তকে সত্যলোক অবস্থান করে। মাধবের অস্থিমধ্যে জম্বুদ্বীপ, মধ্যদেশে প্লক্ষদ্বীপ, শিরামধ্যে শাল্মলদ্বীপ, মাংসমধ্যে কুশদ্বীপ, মেরুমধ্যে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, লোমমধ্যে শাকদ্বীপ ও নখমধ্যে পুষ্করদ্বীপ বাস করে। বংশীধরের স্বেদ(৪) মধ্যে লবণসমুদ্র, রক্তমধ্যে ইক্ষুসমুদ্র, ত্বক্‌প্রদেশে মধুসমুদ্র, মজ্জা(৫)মধ্যে ঘৃতসমুদ্র, পিত্তমধ্যে দধিসমুদ্র, মেদ(৬)মধ্যে দুগ্ধসমুদ্র এবং শুক্রমধ্যে অমৃতসমুদ্র অবস্থান করে। পীতাম্বরের মেরুদণ্ডে সুমেরুপর্ব্বত, উদরে হিমালয়, বামস্কন্ধে মলয়, দক্ষিণস্কন্ধে মন্দর, দক্ষিণকর্ণপার্শ্বে বিন্ধ্য, বামকর্ণপার্শ্বে মৈনাক, ভ্রূমধ্যে শ্রীশৈল ও ললাটে কৈলাশপর্ব্বত বাস করে। শ্রীকৃষ্ণের বাহুতে ইন্দ্রাদিলোকপাল, কর্ণে দিক্‌সকল, নাসিকায় বায়ু, মুখে অগ্নি, চক্ষুতে সূর্য্য, ভ্রূদেশে দিবারাত্রি, মনে চন্দ্র, ব্রহ্মরন্ধ্রে বেদ, দন্তে যম, হাস্তে

(১) গোড়ালীথেকে হাঁটু পর্য্যন্ত, ঠ্যাং। (২) হাঁটু।
(৩) কোমরের সাম্‌নের নীচের ভাগ। (৪) ঘাম।
(৫) হাড় ও মাসের মধ্যে তেলের মত একপ্রকার জিনিষ। (৬) চর্ব্বি।

মায়া, জিহ্বায় সুধা, স্তনদেশে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠে অধর্ম্ম, নাড়ীতে নদনদীগণ এবং কেশে মেঘসকল অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্থূলমূর্ত্তি চিন্তা করিবার জন্য মানবগণ যোগশিক্ষা করেন। মনকে পবিত্র করিবার জন্য যোগাদি-সাধন নিরূপিত হইয়াছে! সাধনাদ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ না হইলে নিখিল কর্ম্ম নিষ্ফল হয়।

যোগিনীতন্ত্রে :—

যদি বসতি গুহায়াং পর্ব্বতাগ্রে চিরংবা,
যদি বসতি সমাধৌ ব্রহ্মচর্য্যেচ তীর্থে।
যদি পঠতি পুরাণং বেদসিদ্ধান্ত-তত্ত্বং,
যদি হৃদয়মশুদ্ধং সর্ব্বমেতদ্ বিরুদ্ধং॥

মানব, যদি গুহায় অথবা পর্ব্বতের মস্তকে চিরকাল বাস করে, যদি সমাধিতে, ব্রহ্মচর্য্যে অথবা তীর্থে চিরকাল অবস্থান করে, যদি পুরাণ ও বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করে, ইহাতেও যদি হৃদয় অপবিত্র হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

তপস্যাদ্বারা মন বিশুদ্ধ না হইলে বহুজন্মসাধনাদ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ-কারণ তত্ত্বজ্ঞান অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়না। চিত্তশুদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণের পূজাপ্রভৃতি সাধনা বিহিত হইয়াছে। এই পূজা ত্রিবিধা, কেবল বেদোক্ত-ক্রিয়াকে বৈদিকী পূজা বলে, যথা :—ওঁ কারজপ ও পুরুষ-সূক্তাদি(১) পাঠ। কেবল তন্ত্রোক্ত-ক্রিয়াকে তান্ত্রিকী পূজা বলে, যথা :—ক্লীং বীজজপ ও গায়ত্রীপাঠ। পুরাণ-তন্ত্রমিশ্রিত ক্রিয়াকে মিশ্রিতা পূজা বলে, যথা :—কৃষ্ণনাম-জপ ও স্তবপ্রভৃতি পাঠ। এই ত্রিবিধ সাধনা বহুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে।

(১) বেদোক্ত ষোড়শ-মন্ত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ৭ শ্লোক :—

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
এয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ পূজা বিহিত হইয়াছে। এই তিনের মধ্যে অভিলষিত এক বিধিদ্বারা আমাকে (কৃষ্ণকে) অর্চ্চনা করিবে।"

মানবগণ, রুচিভেদে মধুরাম্ল-কটূ(১)রসের ন্যায় বাসনাভেদে বেদতন্ত্র-পুরাণশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন, ও মণিময়ী, ধাতুময়ী, শিলাময়ী, দারুময়ী,(২) বালুকাময়ী, মৃন্ময়ী,(৩) লিপিময়ী এবং মনোময়ী এই অষ্টবিধা প্রতিমার মধ্যে একবিধা প্রতিমা সংস্থাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সাধনা করিবেন! সাধক-সকল, ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে শ্রীপতির প্রীতির জন্য উপবেশনযোগ্য স্বর্ণরজতাদিবিনির্ম্মিত আসন, ও পদ্ম-অপরাজিতাযুক্ত জল-রূপ পাদ্য, গন্ধপুষ্পদূর্ব্বাক্ষত(৪)রূপ অর্ঘ্য, জাতী-লবঙ্গ কক্কোল(৫)যুক্ত জলরূপ আচমনীয়, ঘৃতদধিমধুশর্করা(৬)মিশ্রণরূপ মধুপর্ক, কর্পূরাদিসুবাসিত সলিলরূপ-স্নান, নিজপরিধানযোগ্য বসন, যুবতিধারণযোগ্য ভূষণ, চন্দন-কর্পূরাগুরুকুঙ্কুমমিশ্রিত গন্ধ, এবং সুগন্ধি সুন্দর পুষ্প প্রদান করিবেন। ভক্তগণ, ধনা, গুগ্‌গুল, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, শ্বেতচন্দন, বালা, অগুরু, মুস্তা, হরিতকী, আমলকী, গুড়, নখী,(৭) লাক্ষা,(৮) জটামাংসী(৯) ও শৈলজ(১০), বিচূর্ণিত এই ষোড়শপদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতযোগে ধূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক নির্ব্বাপিত সেই ধূপ বীজমন্ত্রে নিবেদন করিয়া প্রতিমার

(১) ঝাল।
(২) কাঠের তৈয়ারী। (৩) মাটির। (৪) অক্ষত=আলোচাল।
(৫) একরকম গন্ধদ্রব্য—কাঁকলা। (৬) চিনি। (৭) একরকম গন্ধদ্রব্য।
(৮) জৌ, লা। (৯) সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ। (১০) গজপিপ্পলী পর্ব্বতজাত গন্ধদ্রব্য।

নাসিকায় প্রদান করিবেন, এবং ঘৃততৈলপূর্ণ দীপ প্রজ্বালিত করিয়া নিবেদন-পূর্ব্বক ভক্তিভাবে প্রতিমার নেত্রদেশে সঞ্চালন করিবেন। কৃষ্ণকৃপাপ্রার্থী নরগণ, মধুরাম্ললবণ-তিক্ত কটূ-কষায়রূপ ষড়্‌রসযুক্ত নিজতৃপ্তিকর চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় এই চতুর্ব্বিধ উৎকৃষ্ট অন্নরূপ নৈবেদ্য, ও কর্পূরবাসিত নীররূপ পানীয়, এবং চূর্ণখদির(১) লবঙ্গাদিসুগন্ধি-পদার্থপূর্ণ তাম্বুল প্রদান করিয়া প্রণামপূর্ব্বক স্তব পাঠ করিবেন, অনন্তর দীপমালা, দীপশিখা, শঙ্খস্থিত-জল, ধৌত-বস্ত্র, ও চূতাদিপত্রের(২) দ্বারা প্রতিমার পদতলে চতুর্ব্বার, নাভিদেশে ও মুখমণ্ডলে বারদ্বয়, এবং সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবার আরাত্রিক(৩) করিয়া নৃত্যগীতাদি উৎসব নিষ্পাদন করিবেন। এইরূপ উপাসনাদ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে চিত্ত-নির্ম্মলতা সম্পাদনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করিলে, মানব পরমপদ লাভ করিতে পারেন। মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসকে জ্ঞানযোগ বলে। আমি কেশবকৃপায় সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দর্শন করিতেছি। অন্যান্য সাধকগণ,সাধনার শেষসীমায় আরোহণ করিয়া অখিল ভুবন হরিরূপে অবলোকন করেন।

স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে :—

যে মুহূর্ত্তাঃ ক্ষণা যেচ যাঃ কাষ্ঠা যে নিমেষকাঃ।
ঋতে বিষ্ণুস্মৃতের্যাতাস্তেষু মুষ্টো যমেন সঃ॥
ক্ব দ্ব্যক্ষরং হরের্নাম স্ফুলিঙ্গসদৃশং জ্বলৎ।
মহতী পাতকানাঞ্চ রাশিস্তূলোপমা ক্বচ॥
গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনম্।
ত্যক্ত্বান্যং নৈব জানামি ন ভজামি স্মরামি ন॥
ন নমামি নচ স্তৌমি ন পশ্যামীহ চক্ষুষা।
ন স্পৃশামি ন বা যামি গায়ামি ন হরিং বিনা॥

---

(১) চুণ—খয়ের। (২) আম প্রভৃতি পাতার। (৩) আরতি।

জলে স্থলে চ পাতালে হ্যনিলে চানলেহ্চলে।
বিদ্যাধরাসুরসুরে কিন্নরে বানরে নরে॥
তৃণে স্ত্রৈণেচ পাষাণে তরুগুল্মলতাসুচ।
সর্ব্বত্র শ্যামলতনুং বীক্ষে শ্রীবৎস বক্ষসম্॥

শিবশর্ম্মা বলিলেন, "হরির স্মরণ বিনা যে সমস্ত মুহূর্ত্ত, যে সকল ক্ষণ, যে সমস্ত কাষ্ঠা(১), যে সকল নিমেষ অতিবাহিত হয়, যম সেই সমস্ত সময়ের আয়ু অপহরণ করেন। জ্বলৎ-অগ্নিস্ফুলিঙ্গতুল্য দ্ব্যক্ষর(২) হরিনাম কোথায়? আর তুলাসদৃশ মহান্ পাপরাশি কোথায়? গোবিন্দ পরমানন্দ মুকুন্দ মধুসূদনকে পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্যকে জানিনা, ভজনা করিনা, এবং স্মরণ করিনা। এখন আমি হরি বিনা কাহাকেও নমস্কার করিনা, স্তব করিনা, চক্ষুদ্বারা দেখিনা, স্পর্শ করিনা, গান করিনা, এবং হরিমন্দির ব্যতীত অন্যত্র গমন করিনা। আমি, জল, স্থল, পাতাল, বায়ু, অগ্নি, পর্ব্বত, বিদ্যাধর, দেব, অসুর, কিন্নর, নর, বানর, তৃণ, স্ত্রৈণ, পাষাণ, তরু, গুল্ম, ও লতায় এবং সকল স্থানে শ্রীবৎসহৃদয় শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করি।"

যেমন তত্ত্ব-জ্ঞানী পূর্ণজ্ঞানসময়ে ত্রিভুবনে ব্রহ্মব্যতিরেকে দ্বিতীয় বস্তু অবলোকন করেন না, সেইরূপ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ কেশবের পূর্ণকৃপালাভকালে ত্রিজগতে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ দর্শন করেন না। বৈষ্ণবী মায়া মাধবশরীরে ভুবনভ্রম সৃষ্টি করে। নরগণ, চিরস্থায়িনী মায়ায় মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ বিস্মৃতি পূর্ব্বক দুরন্ত সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছেন। কৃষ্ণলীলাশ্রবণে কাল যাপন করিলে, মানবের ভীষণ কৃতান্তভয় বিদূরিত হয়।" উদ্ধবের এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া জরাসন্ধসুত বলিলেন, "গুরো! আপনি করুণাবিতরণে কৃষ্ণের পরিণয়-

(১) আঠার নিমেষ। (২) দুই অক্ষর বিশিষ্ট।

প্রভৃতি লীলা বর্ণনা করিয়া আমার কর্ণকুহর পবিত্র করুন।” উদ্ধব, সহদেবের বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক কেশবের বিবাহাদি লীলা প্রকাশ করিয়া সহদেবের আনন্দস্রোত প্রবর্দ্ধিত করিলেন।

শিষ্য। উদ্ধব সহদেবসমীপে কৃষ্ণের পরিণয়াদি বিষয় কিরূপে বর্ণনা করিলেন ?

গুরু। উদ্ধব, জরাসন্ধসুতের কৃষ্ণলীলাশ্রবণে বিশেষ আগ্রহ বিদিত হইয়া বলিলেন, “সহদেব ! আমি পতিতপাবনের পাপরাশি-বিনাশকর পাণিগ্রহণাদি(১) অভিনয় প্রকাশ করিতেছি, তোমরা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পিতৃস্বসৃপতি(২) দমঘোষের ভবনে গমনপূর্ব্বক স্পর্শমাত্রে দমঘোষসুত শিশুপালের চতুর্ভুজ ও ত্রিনেত্রের মধ্যে ভুজদ্বয় ও এক নেত্র সংহার করিয়া শিশুপালের শতাপরাধ-ক্ষমাকরণরূপ-বরদানে নিজজনকভগিনী শিশুপালজননীর সন্তোষ বিধান করিলেন, ও কালিন্দী-স্নানকালে অসুরাপহৃত গোপপতি নন্দকে বরুণালয় হইতে আনয়ন করিয়া গোপকুলের আনন্দোচ্ছ্বাস সম্পাদন করিলেন, এবং কংসধ্বংসের পর নিজবাসের অযোগ্য স্থলদেশ পরিহার করিয়া সমুদ্রমধ্যে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত অমরাবতীতুল্য দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিদর্ভপতি ভীষ্মক, কৃষ্ণবিদ্বেষী জ্যেষ্ঠসুত রুক্মীর অনুরোধে কংসারির প্রতি কন্যাদান-বাসনা নিরোধ করিয়া নিজতনয়া রুক্মিণীকে শিশুপালকে সম্প্রদান করিবার জন্য মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণগুণাকৃষ্টা রুক্মিণী চক্রপাণির পাণিগ্রহণ করিবার প্রবল অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য গোপনে এক ব্রাহ্মণকে কেশবসমীপে প্রেরণ করিলেন। দ্বারকানিবাসী মুরলীধর, ভূদেব(৩)মুখে রুক্মিণীর পরিণয়প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দ্রুতগামি-তুরঙ্গবাহন রথে আরোহণ-পূর্ব্বক একরাত্রিমধ্যে বিদর্ভদেশস্থ কুণ্ডিননগরে উপস্থিত

---

(১) বিবাহাদি। (২) পিশে মহাশয়। (৩) ব্রাহ্মণ।

হইলেন। বলরাম, শত্রুসকলের সমাগম অনুমানপূর্ব্বক সৈন্যগণের সহিত সুসজ্জিত স্যন্দনে(১) আরোহণ করিয়া সহায়হীন গোবিন্দের অনুগমন করিলেন। কুণ্ডিনবাসী নরনারীগণ, কেশবের ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া মাধবকে রুক্মিণীর যোগ্যপতিরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। শিশুপাল-পক্ষীয় কৃষ্ণবিদ্বেষী জরাসন্ধাদি-নৃপতিগণ, একত্র হইয়া যুক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য রণসজ্জিতভাবে কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্মক ভূপতি, সুতাবিবাহদর্শনাকাঙ্ক্ষী কেশবের অভ্যর্থনা করিয়া পশ্চাৎ-আগমনকারী হলধরের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। অন্তঃপুরবর্ত্তিনী রুক্মিণী, প্রেরিত-দ্বিজমুখে কৃষ্ণাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দনীরে ভাসিতে লাগিলেন। অস্ত্রশস্ত্রধারি-সমরনিপুণ-বীরগণ-পরিরক্ষিতা অঙ্গনাগণ-পরিবেষ্টিতা রুক্মিণী, পার্ব্বতীর পাদপঙ্কজ দর্শন করিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে পদব্রজে অম্বিকালয়ে গমন করিয়া ভক্তিভাবে জগজ্জননীর ষোড়শো-পচারে পূজা-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কৃষ্ণপতিবর প্রার্থনা করিলেন। ললনাসকল ভক্তিভাবে ভবানীসমীপে রুক্মিণীর কেশবস্বামী ভিক্ষা করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, জম্বুক(২)দল সমীপে সিংহের ন্যায় সর্ব্বনৃপতিসমীপে রথারোহণকারিণী ভীষ্মকদুহিতার করকিস-লয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় রথে সংস্থাপন-পূর্ব্বক অরিসমূহকে অবজ্ঞা করিতে করিতে রুক্মিণী হরণ করিলেন। জরাসন্ধ-প্রভৃতি রাজগণ প্রকুপিতচিত্তে কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিয়া বারিবর্ষী বারিদের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বহুবিধ শস্ত্র প্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেশব, আশ্বাসদানে রুক্মিণীর ভীতি ব্যপনোদন করিয়া শার্ঙ্গধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। শত্রুপক্ষীয় সমস্ত নৃপতি, মাধবের অলৌকিক শরবৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া কেশব-নিহত সৈন্যসামন্ত-সকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিরস্ত্রভাবে সংগ্রামস্থান পরিত্যাগ করিয়া শিশুপালসমীপে গমন করিলেন। অস্ত্রশস্ত্রসৈন্যসংহারে দর্পহীন

---

(১) রথে। (২) শৃগাল।

জরাসন্ধ, শিশুপালের ভার্য্যাহরণ-দুঃখে অর্দ্ধমরণাবস্থা নিজনেত্রে অবলোকন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন, "হে পুরুষসিংহ! আপনি বিমর্ষভাব পরিত্যাগ করুন। অখিল জীব দৈবপ্রতিকূলতার ফল অপ্রতিবন্ধভাবে অবশ্যই ভোগ করেন। ত্রিভুবনবিজয়ী দশানন, দুর্দ্দৈববশতঃ পশ্চাৎ-ধারণসময়ে সমুদ্রে সন্ধ্যাজপকারী বালী বানরের লাঙ্গুলবন্ধন লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্ন বৈফল্য-পূর্ব্বক অর্ণব(১)ক্ষিপ্ত-লাঙ্গুলযোগে জলধির লবণাক্ত জল পান করিয়া বালিসমীপে অপরাধক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুরাসুর-সমরজেতা গজানন দুরদৃষ্টতাহেতু পরশুরামের যুদ্ধে একদন্তচ্ছেদনোৎপন্ন বহুক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন। রণভীরু যে কৃষ্ণ, একদিন ত্রয়োবিংশতি-সৈন্যসহায় আমার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে মদীয়-শরজাল-দর্শনে স্বয়ং পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া আমার ভয়ে রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক দ্রুতগমনে গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিয়াছিল, গোচারণনিপুণ সেই গোপবালক, অদ্য আমাদিগের দৈবপ্রতিকূলতাহেতু ইন্দ্রবিজয়ী সসৈন্য আমাদিগকে পরাস্ত করিয়া অসহ্য গর্ব্ব প্রকাশ করি-তেছে। আমরা, অসুর-মিত্রগণের সাহায্যে গোপকৃষ্ণের নিধনপূর্ব্বক রুক্মিণীকে আপনার ক্রোড়দেশে প্রত্যর্পণ করিয়া এই পরাজয়ের প্রতিফল বিকাশ করিব। হে ভূপালসকল! আপনারা সংগ্রাম-সাহায্যের জন্য নিজ-নিজ-বন্ধুসমীপে শীঘ্র দূত প্রেরণ করুন।" এইরূপ জরাসন্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতিগণ বিষণ্ণবদনে নিজ নিজ ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মী, স্বীয় সহোদরার রাক্ষসবিবাহ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের অপরাজয়ে কুণ্ডিনগরে অপ্রবেশরূপ-প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সংগ্রামমানসে কেশবসমীপে গমন করিয়া শরজাল বিস্তার করিতে করিতে কৃষ্ণকে সমাচ্ছাদন করিলেন। কংসারি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সবলে নিরস্ত্র রুক্মীকে গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃবধভীতা রুক্মিণীর অনুরোধে প্রাণরক্ষাপূর্ব্বক

(১) সমুদ্র।

অসৎকর্ম্মের ফলদানের জন্য রুক্মীর অল্পবিশিষ্ট শ্মশ্রু(১) কর্ত্তন করিলেন। রুক্মী, নিজপ্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া ভোজকটনামক নূতন নগর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বাস করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণীকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়া শুভলগ্নে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিলেন। বলরাম, প্রহর্ষ-চিত্তে নিমন্ত্রণদ্বারা বন্ধুবর্গকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়া তাহাদিগের সহিত আনন্দোৎসব করিতে করিতে ধনদানে ভূদেবগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন।

সূর্য্যভক্ত সত্রাজিত, তপস্যাবলে দিনপতি(২)নিকটে অকালমৃত্যু, গ্রহপ্রতিকূলতা, সর্পবিষ, সর্ব্বব্যাধি, অমঙ্গল ও দুর্ভিক্ষের বিনাশকারী নিত্য অষ্টভার(৩)পরিমিত-স্বর্ণ-সৃষ্টিকারী দ্বিতীয়-মার্ত্তণ্ড(৪)তুল্য স্যমন্তকমণি লাভ করিলেন, এবং কিছুদিন পরে সেই মণি নিজকণ্ঠে ধারণ করিয়া দর্শকবর্গের দিবাকর(৫)ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন। সভা-স্থিত যাদবগণ, সর্ব্বজ্ঞ কেশবের বাক্যে ভূতলস্থিত সূর্য্যভ্রম অপনয় করিয়া মণিকিরণব্যাপ্ত সত্রাজিতকে বিশেষরূপে সমাদর করিয়া স্যমন্তকের গুণরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিলেন। সত্রাজিতভ্রাতা প্রসেন, একদা মণিদ্বারা নিজকণ্ঠ বিভূষিত করিয়া হয়ারোহণে মৃগয়ার্থ গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। জাম্ববান্, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রসেনবিনাশকারী কেশরীকে (৬) নিহত করিয়া তাহার মুখস্থিত অনলরাশির ন্যায় দেদীপ্যমান সেই মণি গ্রহণ করিয়া নিজবিবরে গমনপূর্ব্বক ক্রীড়ার জন্য শিশুসুতকে সেই মণি সমর্পণ করিলেন। সত্রাজিত, প্রসেনের অদর্শনে পরিতাপ করিতে করিতে মণিলোভে গোপনে কৃষ্ণদ্বারা ভ্রাতৃনিধন নিশ্চয় করিয়া আত্মীয়সমীপে কেশবদোষ কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, আন্দোলিত-নিজাপবাদ-বিধ্বংসের জন্য প্রসেন-পদবীর(৭)অনুগমন করিয়া কাননে প্রসেন-কঙ্কাল ও প্রসেন-

---

(১) দাড়ি।

(২) (৪) (৫) সূর্য্য। (৩) ২০ কুড়ি মণ। (৬) সিংহ। (৭) পদচিহ্ন।

সংহারক মৃত পশুরাজ(১) অবলোকন করিয়া বহির্দ্দেশে সৈন্যস্থাপনপূর্ব্বক অন্ধকার পরিপূর্ণ ঋক্ষরাজবিবরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় শিশুক্রীড়নক(২) সেই মণি অবলোকন করিয়া ভীতা ধাত্রীর চীৎকারসময়ে সমাগত জাম্ববানের সহিত অষ্টাবিংশতিদিনপর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভল্লূকরাজ, মুষ্টিপ্রহারে কৃষ্ণের অসীম শক্তি অবগত হইয়া নিজেষ্টদেবতাজ্ঞানে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিলেন, ও অপরাধক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক কৃষ্ণের জন্মান্তরীয়-রামরূপের লীলা বর্ণনা করিয়া প্রণতিপুরঃসর মণির সহিত জাম্ববতীনাম্নী নিজদুহিতা শ্রীকৃষ্ণের করকমলে সমর্পণ করিলেন। বহির্দ্দেশস্থ সৈন্যগণ, কেশবের জন্য দ্বাদশদিন অপেক্ষা করিয়া দুঃখিতচিত্তে দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক হৃষীকেশের অনাগমন প্রকাশ করিলেন। দ্বারকানিবাসী নরনারীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য অনশনে চন্দ্রভাগানাম্নী দ্বারকাধিষ্ঠাত্রী দুর্গার উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মণিগ্রহণকারী বাসুদেব, নিজভার্য্যা জাম্ববতীর সহিত দ্বারকায় আগমন করিয়া মণিবৃত্তান্ত প্রকাশপূর্ব্বক রাজসভায় সর্ব্বজনসমক্ষে সত্রাজিতহস্তে স্যমন্তকমণি প্রদান করিলেন। মণিদানে অতিলজ্জিত সত্রাজিৎ, মিথ্যাদোষ-প্রকাশহেতু অনুতাপ করিয়া নিজদোষ-নাশের জন্য মণির সহিত সত্যভামানাম্নী স্বীয়সুতা মাধবকে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, শাস্ত্রনিয়মে সত্যভামার পাণিগ্রহণ করিয়া লোভশূন্যতাহেতু সত্রাজিতকে স্যমন্তকমণি প্রত্যর্পণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবদর্শনের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া প্রত্যুদ্গমনকারী(৩) যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণকমলে প্রণতিপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া নকুল ও সহদেবের প্রণাম গ্রহণ করিলেন, এবং তথায় কিছুদিন অবস্থান করিতে করিতে একদা মৃগয়া করিবার জন্য অর্জ্জুনের সহিত সুসজ্জিত রথে আরোহিণ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অর্জ্জুন, শর-

---

(১) সিংহ। (২) খেলনা।

(৩) মহদ্ব্যক্তির সম্মানের জন্য আগ্‌বাড়াইয়া যাওয়াকে প্রত্যুদ্গমন বলে।

নিঃক্ষেপে বহু পশু বিনাশ করিয়া মার্ত্তণ্ডকিরণে(১)পরিভ্রমণহেতু পিপাসাতুর হইয়া জলপানের জন্য যমুনায় গমন করিলেন। কেশব, কালিন্দী(২)কূলে কমনীয়কান্তি কামিনী অবলোকন করিয়া তদীয়-বৃত্তান্ত-অবগতির জন্য সেই-অবলাসমীপে অর্জ্জুনকে প্রেরণ করিলেন। সমীপগামী ধনঞ্জয়ের প্রশ্নের পর সেই রমণী বলিলেন, "আমি, কালিন্দীনাম্নী সূর্য্যতনয়া, বিশ্বপতি হরিকে পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছি, ও যমুনাজলে জনকনির্ম্মিত নিলয়ে বসতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা করিতেছি। হে মহোদয়! আপনি করুণাবিতরণে মাধবকে বিজ্ঞাপিত করিলে, সেই দয়াময় মুকুন্দ আমার ব্যবস্থা করিবেন।" এইরূপ কালিন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরিটী(৩) কেশবনিকটে আগমনপূর্ব্বক সকল-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, কালিন্দীকে গ্রহণ করিয়া সব্যসাচীর(৪) সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন, এবং অনুগমনকারী বিরহশোকসন্তপ্ত পাণ্ডবগণের যথাযোগ্য সমাদর করিয়া প্রিয়াধিকপ্রণয়ী(৫) শ্বেতবাহনের(৬) সহিত নিজ-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুণ্যদিবসে কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী অবন্তীদেশপতি বিন্দ ও অনুবিন্দনামক রাজদ্বয়, নিজভগিনী মিত্রবিন্দার গুণগরিমলোভে কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বিদিত হইয়া হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক রাজসভাস্থিত-দুর্যোধন-সমীপে অনুমতি-গ্রহণের জন্য স্বীয়সহোদরার চিত্তাভিলাষ প্রকাশ করিলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমার চিরশত্রু পাণ্ডবগণের আন্তরিকস্নেহকারী কৃষ্ণকে তোমাদিগের ভগ্নী প্রদানকরা হইবেনা। কৃষ্ণব্যতিরেকে অন্যের সহিত তোমাদিগের অনুজার বিবাহ হইলে, আমি সাধ্যানুসারে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিব। হে সভাসদ্‌গণ! আপনারা নিজ-নিজ-অভিমত প্রকাশ করুন। দুর্য্যোধনের

(১) সূর্য্যকিরণে—রোদে। (২) যমুনা।
(৩) (৪) (৬) অর্জ্জুন। (৫) যে নিজ স্ত্রী হইতে বেশী ভালবাসে।

বাক্যান্তে শকুনি বলিলেন, "কন্যাদানকথা বহুদূরে, বিবাহক্ষেত্রে কেহই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারিবে না।" অশ্বত্থামা বলিলেন, "কন্যা এমন কি তপস্যা করিয়াছে যে, ত্রিভুবনপতি কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবে?" কৃপাচার্য্য বলিলেন, "কংসারি যদি সর্ব্বজনসমক্ষে রুক্মিণীর ন্যায় মিত্রবিন্দাকে হরণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে?" কর্ণ বলিলেন, "তাহা হইলে আমরা, সকলে সমবেত হইয়া পাণ্ডবমূল কৃষ্ণকে সংহার করিব। আমাদিগের অসমক্ষে রুক্মিণীহরণের কথা উপমা হইতে পারে না।" দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, "কৃষ্ণ মানব হইলে, আমরা সকলে মিলিতভাবে তাহাকে নিধন করিতাম। অনাবৃত মুখে বাক্যদ্বারা অশক্য বিষয় প্রকাশিত হয়, কিন্তু কর্ম্মদ্বারা অসাধ্য বিষয় সফল করিতে পারা যায়না।" ভীষ্ম বলিলেন, "দেবগণও, পরমেশ্বরের প্রতিকূলে গমন করিয়া তাঁহার কিছুই অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন না। বিদ্বেষপূর্ণ নরগণ নিজনিজবাসনা সিদ্ধ করিবার জন্য নানাবিধ কৌশল সৃষ্টি করেন। সিংহবন্ধনে বদ্ধপরিকর মেষগণ, কেশরীর দর্শনসময়ে ভীত হইয়া নিজনিজপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য পলায়নপূর্ব্বক গিরিগহ্বরে অবস্থান করিয়া স্বকীয় সাহস প্রকাশ করে। পতঙ্গপ্রবাহ, অগ্নিকুণ্ড-নির্ব্বাপণে যত্নবান্ হইয়াও অনলের ক্ষতিসাধনে সমর্থ হয়না। যাহা হউক এই অন্নদাস ভীষ্ম তোমাদিগের অভিমতে চিরকাল গমন করে।" দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার বলিলেন, "আমরা সকলে সমবেতভাবে কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিব। হে অবন্তীরাজদ্বয়! তোমাদিগের কোন ভয় নাই।" এইরূপ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবন্তীনৃপযুগল, নিজভবনে প্রত্যাগমন করিয়া বিবাহের উৎসব আরম্ভ করিলেন। মিত্রবিন্দা, কেশবের পাণিগ্রহণে নিষেধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঐকান্তিকচিত্তে কংসারির শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজহৃদয়ে মাধবমূর্ত্তির ধ্যান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ, বিদুরমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিবাহক্ষেত্রে গমন করিলেন না। ধরণীস্থিত সমস্তভূপাল, বিবাহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবন্তীনগরে শুভাগমন করিলেন।

সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ, মিত্রবিন্দার মনোভাব বিদিত হইয়া একাকী রথারোহণে অবন্তীনগরে গমনপূর্ব্বক মেদিনীস্থিত নিখিল নৃপতির সমক্ষে মিত্রবিন্দাকে হরণ করিলেন, ও শার্ঙ্গধনুগ্রহণপূর্ব্বক দিব্যশরজালে দিগ দিগন্ত সমাচ্ছাদিত করিয়া নরপতিগণকে পরাস্ত করিলেন, এবং সৈন্যসামন্তের সহিত কৌরবগণের প্রত্যেকের দর্প বিচূর্ণ করিয়া শক্রশীর্ষে পদপ্রক্ষেপপূর্ব্বক দ্বারকায় আগমন করিয়া শুভলগ্নে মিত্রবিন্দাকে প্রণয়িনীপদে নিযুক্ত করিলেন।

বংশীধর, অতিবলশালী তীক্ষ্মশৃঙ্গ সপ্তবৃষভের এককাল পরাজয়পণে কৌশল্যাধিপতি নগ্নজিৎ রাজার তনয়া সত্যার পরিণয় শ্রবণ করিয়া সৈন্যের সহিত কৌশল্যপুরে উপস্থিত হইয়া নগ্নজিৎকর্ত্তৃক বিশেষপূজা লাভ করিলেন, এবং স্বকীয় সপ্তশরীর সৃষ্টি করিয়া একসময়-সংগ্রামে মহাবলী সপ্ত বলীবর্দ্দকে(১)যুগপৎ(২)পরাস্ত করিয়া রজ্জুদ্বারা ভিন্নভিন্ন স্থানে আবদ্ধ করিলেন। নগ্নজিৎ নরপতি, সপ্তকলেবর-গ্রহণে সপ্তষণ্ডের পরাজয় অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা অবধারণপূর্ব্বক নিজদুহিতা সত্যাকে কেশবকরে সাদরে সমর্পণ করিলেন, ও বিভবানুসারে বহু ধন, রত্ন, মাতঙ্গ(৩), তুরঙ্গ(৪), রথ, সারথি, দাস ও দাসী প্রদান করিলেন। গোবিন্দ, আনন্দচিত্তে সত্যাকে পত্নীপদ প্রদানকরিয়া আগমনকালে মার্গমধ্যে(৫) বিরুদ্ধ নৃপতিগণের পরাভব সাধনপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মাধব, বিশেষানুরোধে সহোদরপ্রদত্তা শ্রুতকীর্ত্তিসুতা ভদ্রাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া বন্ধুবর্গের আনন্দ বৃদ্ধি করিলেন।

মদ্রাধিপতি বৃহৎসেন, নিজদুহিতা লক্ষ্মণার অলৌকিকগুণশ্রবণে, শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সমর্পণ বিদিত হইলেন, ও কমলযোনির অভিশাপে নিরন্তর ভ্রমণকারী নারদের পরামর্শে কংসারির ঐশ্বরিক শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য ঊর্দ্ধদেশে

(১) বলদ, ষাঁড়। (২) একেবারে।
(৩) হাতী। (৪) ঘোড়া। (৫) পথমধ্যে।

সতত ঘূর্ণ্যমান একচ্ছিদ্রযুক্ত সুদর্শনচক্রের উপরিভাগে মৎস্য স্থাপন করিয়া, স্বসুতার স্বয়ম্বর আরম্ভ করিলেন। নিমন্ত্রিত মেদিনীস্থিত নৃপতিগণ, মদ্রদেশে আগমন পূর্ব্বক স্তম্ভমূলস্থ কলসজলে দৃষ্টি নিহিত করিয়া শরনিক্ষেপে মৎস্য কর্ত্তন করিতে পারিলেন নাই। কর্ণার্জ্জুন-প্রভৃতি বীরসকল মীন(১)খণ্ডনে অসমর্থ হইলে, ভুবনপতি মুরলীধর, স্তম্ভনীম্নস্থ-কুম্ভনীরে মীনচ্ছায়া অবলোকন করিয়া সহসা একশর দ্বারা সুদর্শনচ্ছিদ্রপথে উপরিস্থিত মৎস্যকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিলেন। বৃহৎসেন-কন্যা লক্ষ্মণা সেই সময়ে কেশব-কণ্ঠে মাল্য প্রদান করিলেন। গোবিন্দ, প্রফুল্লচিত্তে লক্ষ্মণার পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক পথমধ্যে সংগ্রামকারী শত্রুসকলকে সংহার করিয়া বনিতার সহিত স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরপতি ভূমিপুত্র নরকাসুর, ব্রহ্মদত্ত-বরপ্রভাবে সংগ্রামে পিত্রাদি স্বজনবর্গের পরাজয়-পূর্ব্বক ষোড়শসহস্র-সংখ্যক দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব্ব-কুমারীগণকে অপহৃত করিয়া পরিণয়ের অনিচ্ছাহেতু নিজনগরস্থিত মণিপর্ব্বতে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়াছিলেন, ও ইন্দ্রাদি-দিক্‌পালগণকে সমরে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের ছত্রাদি ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক মদগর্ব্বিতভাবে দেবজননী অদিতির কুণ্ডলযুগল হরণ করিয়া সুরসমূহের যশোরাশি সমুদ্র-সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বজ্রধর, পতিবিহীন বৈকুণ্ঠে গমন না করিয়া ভূতলস্থিত পালনকর্ত্তা বৈকুণ্ঠপতির শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বাসববদনে নরকের অত্যাচার শ্রবণ করিয়া গরুড়ারোহণে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলেন। কেশব, গদাদ্বারা গিরিদুর্গ, বাণদ্বারা শস্ত্রদুর্গ, সুদর্শনচক্রদ্বারা জলদুর্গ, অগ্নিদুর্গ ও বায়ুদুর্গ, অসিদ্বারা মুরপাশ এবং গদাদ্বারা দুর্ভেদ্য প্রাচীর বিনষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি দ্বারা যন্ত্রসকল ভেদ করিলেন। শঙ্খশব্দ শ্রবণে কুপিত পঞ্চমস্তক মুরদৈত্য, জল হইতে উত্থিত হইয়া ত্রিশূল ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে

(১) মাছ।

লাগিলেন। মধুসূদন, সুদর্শনচক্র দ্বারা ত্রিভুবনবিজয়ী মুরদৈত্যের পঞ্চশির কর্ত্তন করিয়া ক্রমশঃ দেব-বিমর্দ্দনকারী নিসুন্দ-হয়গ্রীব-পঞ্চজন-প্রভৃতি প্রবল অসুরগণকে বিনাশ করিলেন, এবং শার্ঙ্গধনু গ্রহণপূর্ব্বক দিব্য শরবৃষ্টি সৃষ্টি করিয়া ত্রিজগৎ-জেতা নরকাসুরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নরকাসুর, স্বকীয় সমস্ত শস্ত্র বিফল দেখিয়া কৃষ্ণ-বিনাশ-মানসে ভুবন-সংহারক অব্যর্থ ত্রিশূল গ্রহণ করিলেন। মাধব, ত্রিশূল-নিক্ষেপ-পূর্ব্বে ক্ষুরনেমি-শস্ত্রদ্বারা নরকের শীর্ষ ছেদন করিয়া স্তবপরায়ণা নরক-জননী ভূমির নিকটে অদিতির কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক পুরন্দরকে প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং কোষাগার হইতে প্রভূত ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। মণিপর্ব্বতস্থিতা ষোড়শসহস্র-অবলা অবলোকনকালে নিজ-নিজ মনে জগৎপতিকে পতিত্বে বরণ করিলেন। অনন্তর সর্ব্ব-বাসনা-পূর্ণকারী নারায়ণ, নারীগণের চিত্তাভিলাষ বিদিত হইয়া নরযানে সকলঅঙ্গনা নিজনিলয়ে প্রেরণ করিয়া সুরগণ-সমীপে ছত্রাদি পদার্থসমূহ প্রদানপূর্ব্বক দ্বারকায় আগমন করিয়া সেই ষোড়শ-সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর একশত নরপতি, কৃষ্ণের ঐশ্বরিক শক্তি বিদিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক একশতসংখ্যকা নিজনিজ কন্যা কমলাপতির করকমলে সমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, সাদর-সমর্পিতা অতিসুন্দরী একশতকামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া পরমাহ্লাদে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ষোড়শ সহস্র একশত অষ্ট-সংখ্যক কৃষ্ণমহিষীগণ প্রত্যেকে ক্রমশঃ দশ দশ তনয় প্রসব করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, সংগ্রামে সুরপতিকে পরাস্ত করিয়া পারিজাত হরণপূর্ব্বক দেবেন্দ্রের ঐশ্বর্য্যজনিত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিলেন, ও নানামায়া-বিচক্ষণ ত্রিভুবন-বিজয়ী শাল্বকে সংহার করিয়া সৌভনামক তদীয় নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন একদা কেশবের দর্শনের জন্য দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যজ্ঞসময়ে বাসুদেব-সমীপে কোন ব্রাহ্মণ, আগমন করিয়া বলিলেন, "দয়াময়! প্রসবসময়ে সূতিকাগৃহে আমার পুত্র অপহৃত হয়, মৃত-

ত্রিসুতা(১) আমার পত্নীর প্রসবকাল সমাগত হইতেছে। আপনি আমার চতুর্থ পুত্র রক্ষা করুন।" ভূদেব-বাক্যান্তে মাধব, অর্জ্জুনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বাবস্থায় বিপ্ররক্ষা মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু যজ্ঞ-দীক্ষিত আমি স্থানান্তরে গমনের নিষেধহেতু কি করিব?" এইরূপ কংসারিবচন শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় (২) বলিলেন "আপনি বলিলে, আমি দ্বিজ-তনয়কে রক্ষা করি।" অনন্তর "তুমি রক্ষা করিতে পারিবে?" এইরূপ বিশ্বম্ভর(৩) বাক্যে লজ্জিত ফাল্গুনিকে(৪) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি বলরাম ব্যতিরেকে নিখিল যাদবসৈন্যের সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণ-ভবনে গমন করিয়া শিশুরক্ষণে চেষ্টা কর।" তারপর সব্যসাচী(৫), ব্রাহ্মণীর প্রসবপূর্ব্বে সূতিকাগৃহের চতুর্দ্দিকে রণোদ্যত সমস্ত যাদবসৈন্য ব্যূহরূপে সংস্থাপন করিয়া বিবিধ দিব্যশর দ্বারা দশদিক্ নিরোধপূর্ব্বক বাণপিঞ্জর সৃষ্টি করিলেন। শরপিঞ্জর-মধ্যস্থিত সূতিকাগৃহে ব্রাহ্মণশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয়, বিদ্যাবলে কৃতান্তপুরী গমন করিয়া শিশুর অদর্শনে ইন্দ্রালয়াদি সপ্তস্বর্গে প্রবেশ করিয়া বহু চেষ্টায় বালকের অলাভে ধরণীতলে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং সপ্তপাতালে গমনপূর্ব্বক বহুঅন্বেষণে দ্বিজ-শিশুকে না পাইয়া শুষ্কবদনে কেশব-সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রদ্যুম্ন-প্রভৃতি যাদবগণ বিফল-মনোরথে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, দুঃখিত অর্জ্জুনকে সারথ্য পদে নিযুক্ত করিয়া দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক মেদিনীর শেষসীমায় গমন করিয়া সাগরসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সমুদ্র, শেষশায়ীর সান্নিধ্য অবলোকন করিয়া(৬) দিব্যশরীর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ্য দান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "পরমেশ্বর! আমার কর্ত্তব্য বিষয়ে আদেশ করুন।" রত্নাকর-বাক্যান্তে বৈকুণ্ঠপতি বলিলেন, "তুমি, স্বকীয় সলিল স্তম্ভন করিয়া মধ্যদেশে আমার

(১) যার তিনটি পুত্র মরিয়া গিয়াছে। (৩) কৃষ্ণ। (২) (৪) (৫)
(৬) শ্রীকৃষ্ণকে কাছে দেখিয়া।

রথগমনের পথ প্রদান কর।” কেশববাক্য-শ্রবণে জলধি, জলরূপী হইয়া নিজবারি স্তম্ভন করিলেন। তারপর শ্রীপতি, অর্ণবপ্রদত্ত নারপথে সপ্ত সমুদ্রের পরপারে গমন করিতে করিতে সপ্তদ্বীপ অতিক্রম করিয়া শৈলদত্ত বিবরমার্গে সপ্তগিরি অতিবাহিত করিলেন, এবং লোকালোকপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সুমহৎ অন্ধকারে প্রবেশপূর্ব্বক তুরঙ্গগতি তমস্তম্ভিত দেখিয়া (১) সূর্য্যসদৃশ সুদর্শনচক্র অশ্বাগ্রে নিযুক্ত করিলেন। ভয়কাতর কিরীটী, অগ্রগামী সুদর্শনের বিপুল-তেজ-সাহায্যে ধ্বান্তপরিপূর্ণ (২) বহুপথ অতিক্রম করিয়া ব্যোমমার্গে রথ চালনা করিতে করিতে অল্পসময় অতীত করিয়া শূন্যস্থিত পুরুষ-দেহধারী দিগ্‌দিগন্ত-প্রকাশকারী প্রজ্বলিত তেজোরাশি অবলোকন করিলেন। বাসুদেব, রথ হইতে অবতরণ করিয়া সেই তেজো-রাশিতে বিলীন হইলেন, ও অব্যবহিত পরে দ্বিজসুতচতুষ্টয় গ্রহণ করিয়া সেই—তেজোমধ্য হইতে বিনির্গত হইলেন। অর্জ্জুন, কেশবের আদেশ প্রতিপালন-পূর্ব্বক পূর্ব্বপথে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণসমীপে বালকচতুষ্টয় সমর্পণ করিলেন, এবং কৃষ্ণকৃপায় নিজের নিখিলশক্তির সমুপার্জ্জন বুঝিতে পারিয়া বীরত্বজনিত স্বীয় অহঙ্কার পরিহার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধরণীতলে এইরূপ বহুলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। সেই কমলাপতির শ্রীচরণ-কমলে মানবের সকল কলেবর সমর্পণ করা উচিত।

ছন্দোমঞ্জরীতে :—

গোবিন্দং প্রণমোত্তমাঙ্গ রসনে ত্বং ঘোষয়াহর্নিশং,
পাণী পূজয়তং মনঃ স্মর পদে তস্যালয়ং গচ্ছতং।
এবঞ্চেৎ কুরুতাখিলং মম হিতং শীর্ষাদয়স্তদ্ধ্রুবং,
ন প্রেক্ষে ভবতাং কৃতে ভবমহাশার্দ্দূল-বিক্রীড়িতম্‌॥

কোন ভক্ত বলিলেন,—“হে মস্তক! তুমি গোবিন্দকে প্রণাম কর;

(১) ঘোড়ার বেগ অন্ধকারে রুদ্ধ দেখিয়া। (২) অন্ধকারময়।

হে জিহ্বে! তুমি দিবারাত্রি তাঁহার নাম উচ্চারণ কর, হে হস্তদ্বয়! তোমরা তাঁহার পূজা কর, হে মন! তুমি তাঁহাকে স্মরণ কর, হে পদদ্বয়! তোমরা হরিমন্দিরে গমন কর। হে মস্তকাদি দেহগণ! তোমরা যদি এইরূপে আমার সমস্ত হিতকর কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমাদিগের কার্য্য-হেতু আমি নিশ্চয় সংসাররূপ মহাব্যাঘ্রের ক্রীড়া অবলোকন করিব না।"

উদ্ধব, এইরূপ উপদেশে জরাসন্ধসুত সহদেবের কৃষ্ণভক্তি প্রবর্দ্ধিত করিয়া নারায়ণ ঋষিসেবিত বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। চেদিপতি-শিষ্যসকল, উদ্ধবের উপদেশে চিরসঞ্চিত হৃদয়ভ্রান্তি ব্যপনোদন করিয়া (১) ভক্তিপূর্ব্বক কেশবের সাধনা করিতে লাগিলেন। সহদেব শিশুপাল-শিষ্যগণের সহিত কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

১) দূর করিয়া।

পরিশিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

(স্তোত্রমিদং শ্রীপতেঃ শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিতমস্তু।)

গঙ্গোৎপন্না চরণকমলাদ্ যস্য পূতপ্রপঞ্চা,
বাণী দাসী বসতি নিয়তং পার্শ্বয়োশ্চাব্ধিকন্যা।
ক্ষিতিতলগতঃ সোঽপ্যনন্ত-প্রশায়ী,
বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥ ১

যস্মাজ্জাতং ত্রিভুবনমিদং মায়িকং ব্রহ্মরূপাদ্—
যস্মিন্নন্তি প্রলয়সময়ে লীয়তে চাদ্বিতীয়ে।
সংসারাব্ধি- প্রতরতরণিঃ পীতবাসা গুণী সঃ,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥ ২ ॥

যত্রালীকং ভুবনমখিলং দৃশ্যতে ব্রহ্মবিদ্ভি—
র্যস্মাদ্ভীতৈস্ত্রিদশনিকরৈঃ স্থীয়তে স্বস্ব-কার্য্যে।
মায়াতীতঃ স পরপুরুষঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিঃ,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥ ৩

সৃষ্ট্বা যত্র প্রবিশতি জগদ্ যেন বেদাঃ সুষুপ্তৌ,
মায়াধীশো দনুজদলনো বাসনাসিদ্ধিদঃ সঃ।
সর্ব্বব্যাপী হ্যকরচরণো মায়য়া দেহধারী,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥ ৪

সংত্যক্তাশা হৃদয়নলিনে যোগিনো যং ভজন্তে,
স্বেচ্ছাধীনং বহুতনুধরং কামনালেশ-শূন্যং।
অন্তর্যামী স্থিতিগতিমতাং সোঽপি নির্ব্বাণদাতা,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥ ৫

বেদাস্থ্যাদি- ত্রিদিবভবনা ভেদিতুং নৈব শক্তা-
অষ্টৈশ্বর্য্যাঃ সুরহিতকরীং যস্য লীলাং কৃপাব্ধেঃ।
সীমাপ্রাপ্তা- পগতমহিমা ম্যাল্যধারী স নিত্যঃ,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥ ৬

যস্মিন্ প্রীতে ভুবনজনকে হকারণে বিশ্বরূপে,
সর্ব্বানন্দং ত্রিগুণরহিতে জীবসঙ্ঘা লভন্তে।
বর্হাপীড়ঃ কুটিলচিকুরো দীর্ঘনেত্রস্ত্রিভঙ্গঃ,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বং শাস্ত্রং যমনুসরাত জ্ঞানযোগাদিমার্গৈ-
র্যস্যাদেশং বিবুধদিতিজা ধারয়ন্ত্যুত্তমাঙ্গে।
শ্রীবৎসাঙ্কঃ স গরুড়বহো রাধিকাপ্রেমপাত্রং,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মাজ্ঞা যং ভবতরুফলং ভাবয়ন্তি স্বচিত্তে,
মার্গাতীতং বচন-মনসাং বদ্ধজীবৈরবোধ্যং।
ব্যক্তাব্যক্তো মহদণুসমো বুদ্ধিসাক্ষী স শার্ঙ্গী,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥ ৯ ॥

গোপস্ত্রীভিঃ করকিসলয়ৈঃ সেবিতো যস্য পাদঃ,
শাস্তাহভোক্তা রিপুকুলযম- শ্চক্রপাণিঃ স্মিতাস্যঃ।
আখ্যারূপে ন্দ্রিয়বিগলিতঃ কর্ম্মহীনঃ স পূর্ণঃ,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥১০॥

সৃষ্টুপায়ৈঃ প্রগুণহৃদয়া রক্ষিতা যেন ভক্তা—
বিশ্বদ্রষ্টা জননমরণো- পাধিহীনো হখিলজ্ঞঃ।
স্বাত্মারামঃ স ভুবনপতিঃ কৌস্তুভাঙ্গঃ কিশোরঃ,

কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥১১॥
সূর্য্যেন্দ্বগ্নি- প্রভৃতি-ভুবনং যস্য সংভাতি ভাসা,
জ্ঞাতে যস্মিন্ স্বভিনয়রতে জ্ঞাতমস্তি ত্রিলোকং।
দ্বন্দ্বাতীতঃ প্রিয়তুলসিকো যজ্ঞভুক্ পাবনঃ সঃ,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ॥১২॥
শীর্ষং স্বর্গঃ শশিদিনকরৌ যস্য নেত্রেঽন্তরীক্ষং,
বক্ষঃ শ্রোত্রে নিখিলককুভো নাগলোকশ্চ পাদঃ।
ক্ষোণী শ্রোণী নিগমনিকরো ভারতী স প্রশান্তঃ,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥১৩॥
যস্য ধ্যানাদ্ ভবতি সফলং দানপূজাকদম্বং,
পূতাঃ সন্তঃ শ্বপচনিচয়াঃ পাপিনো যান্তি নাকং।
রাসক্রীড়া- সুরতনিপুণো মেদিনীভারহা সঃ,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥১৪॥
রক্ষোদৈত্য- প্রভৃতি-রিপবঃ কল্মষাকীর্ণদেহাঃ,
মোক্ষং প্রাপুঃ সমররসিকা যস্য নাম্নঃ প্রভাবাৎ।
গোপীপীড়া- হরণ-সময়ে সোঽচলাম্ভোজধারী,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥১৫॥
যোগৈশ্বর্য্যং পদসরসিজে বিদ্যতে ভক্তিলভ্যে,
প্রাণিস্তোমো ভবতি জয়িনো যস্য বৈ বিশ্বরূপী।
বৈকুণ্ঠেশো দবদহনভুক্ কালিয়ক্লেশদঃ সঃ,
কৃষ্ণশ্চিত্তে বসতু সততং মেঘকান্তিঃ সুবেণুঃ ॥১৬॥

শ্রীমৎকুমারানন্দাবরচিতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তং ॥